











ঐ ১৩৫২ ।

জয় মা আনন্দময়ী ।

# শ্রী শ্রী হরিলীলার সম্বৃত্তিসিকু ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।



জয় নববিধান ।

অপার করুণাসিকু লীলাগয় শ্রীহরির পবিত্র ইচ্ছায় স্বর্গীয় সারু  
শ্রীমদ্বারকানাথ তন্ত্রবাগীশ তালুকদার মহাশয়ের  
আসোগ্য পুত্র চিরদাস শ্রীশশিভূষণ তালুকদার  
কর্তৃক প্রণীত ।

CALCUTTA.

PRINTED AND PUBLISHED BY K. P. NATH AT THE MANGALGANGI  
MISSION PRESS, 3, RAMANATH MOZUMDAR'S STREET.

১৩৫৫



ঐ ৩২২২ ।

জয় যা আনন্দময়ী ।

# শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধু ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

জয় নববিধান ।



অপার করুণাসিন্ধু লীলাময় শ্রীহরির পবিত্র ইচ্ছায় স্বর্গীয় সাধু  
শ্রীমদ্ দ্বারকানাথ তত্ত্ববাগীশ তালুকদার মহাশয়ের  
অযোগ্য পুত্র চিরদাস শ্রীশশিভূষণ তালুকদার  
কর্তৃক প্রণীত ।

CALCUTTA.

PRINTED AND PUBLISHED BY K. P. NATH AT THE MANGALGANJ  
MISSION PRESS, 3, RAMANATH MOZUMDAR'S STREET.

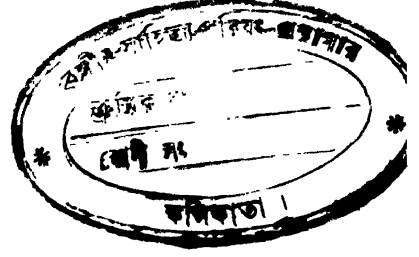
1915.



## প্রণাম ও উৎসর্গ ।

ভমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং  
তন্দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং  
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাং  
বিদাম দেবং ভুবনেশমীঢ়াম্ ॥

উপনিষৎ ।



যোন্তঃ প্রবিশ্ব মম বাচমিমাং প্রস্তুপ্তাং  
সংজীবয়তাখিল শক্তিধর স্বধাম্মা ।  
অস্থ্যাংশ্চ হস্তচরণ শ্রবণ হৃগাদীন  
প্রানামমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যাম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ।

যোদেবাগ্নৌ যোপসু যো বিশ্বং ভুবনমাবিশেষ  
যোষধিষু বনস্পতিষু দেবায় তস্মৈ নমো নমঃ ॥

যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের শ্রীষ্টা অদ্ভুত লীলাকাব্যী পবিত্রাত্মাঃ  
শ্রীহরির অপার করুণায় “শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃত সিদ্ধ” দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত  
হইল, যিনি নিরাশের আশা, অসহায়ের সহায়, সম্পদে বিপদে একমাত্র বন্ধু, অস্বপ্নে  
বাহিরে গুরু ও চিরসুসুদ জীবনের চিরসাক্ষী, পরিবারে পিতা মাতা ভব সাগরে  
কাণ্ডারী, হৃদয়ে অন্তর্গামী পবিত্রাত্মা, ভক্তের জীবন সর্বস্ব, যিনি নিত্যলীলাময়,  
অগণ্য বিধানের একমাত্র বিধাতা, নববিধানের প্রেরয়িতা, বিশ্বাসীর অনন্ত জীবনের  
সহল যিনি জীবের আনন্দময়ী জননী, সেই বিশ্বনিয়ন্তা নিরবয়ব পরব্রহ্ম পবিত্রাত্মা  
শ্রীহরির পরিত্রাণপ্রদ সুশীতল চরণকমলে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত এ দাস পুনঃ  
পুনঃ প্রণামপূর্বক তাঁহারই পাদপদ্মে তাঁহারই এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিতেছে । দয়াময়  
শ্রীহরি তাঁহার এই অক্লান্তি অধম সন্তান ও চিরদাসের ত্রণতুলা উপহার রূপাপূর্বক  
গ্রহণ করুন এবং এ দাসের পৃথিবীবাসী জাতিভগ্নীগণের সেবার্থে ব্যবহার করুন,  
তাঁহার মুক্তিপ্রদ অভয়চরণে চিরদাসের এই বিনীত প্রার্থনা ।



## ভূমিকা ।

দয়াময় শ্রীহরির বিচিত্র লীলা ও অপার করুণায় “শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিদ্ধ” দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ নূন্যাদিক দশ বৎসর যাবৎ প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু নানা বিঘ্ন বিপত্তি বশতঃ ইহা চিত্তিপূর্বে মুদ্রিত হইতে পারে নাই। ক্রমে আমি ভরারোগা রোগে অধিকতর পীড়িত হইয়া পড়িলাম, আর্থিক অসচ্ছলতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, আশা করিয়াছিলাম “শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিদ্ধ” প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থগুলি বিক্রীত হইলে এই খণ্ডের মুদ্রাক্ষণের ব্যয় নির্বাহিত হইতে পারিবে কিন্তু আমার সে আশাও ফলবতী হইল না। কিন্তু নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যিনি, নিরাশের আশা যিনি, যিনি স্বয়ং তাঁহার এই অকৃতি অযোগ্য অধম সন্তানকে এই স্মৃহৎ কার্যে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। তিনিই রূপা করিয়া আশ্চর্য ও অভাবনীয়রূপে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলেন। গ্রন্থ রচনা যেমন সেই লীলাময়ের লীলার ব্যাপার, ইহার মুদ্রাক্ষণ ও প্রকাশও তেমনি তাঁহার লীলার পরিচায়ক। তাই সর্বোপায়ে আমি উদ্ধবাহ হইয়া সেই রূপাময় পরম দেবতার শ্রীপাদ-পদ্মে প্রণিপাত এবং প্রাণের স্নগভীর কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি।

১৩১৯ সনের কার্তিক মাসে আমি প্রয়োজনবশতঃ কলিকাতা গমন করিয়া পবিত্র তীর্থভূমি তুল্য নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারাপ্রদেয় কিছুদিন অবস্থান করি। তৎকালে উড়িষ্যা নিবাসী প্রাচীন ব্রাহ্ম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দেওয়ান জগন্নাথ রাও মহাশয় তথায় ছিলেন। শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিদ্ধের প্রথম খণ্ডের একখানা পুস্তক আমি প্রদান সহিত উক্ত রাও মহাশয়কে উপহার প্রদান করি। দ্বিতীয় খণ্ড অর্থভাবে এতদিন মুদ্রিত হইতে পারে নাই শ্রবণ করিয়া রাও মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রাক্ষণের ব্যয়ভার বহন করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত আশ্বাস বাক্যে আমি নিরতিশয় আনন্দিত হই এবং দয়াময় শ্রীহরিকে ধন্যবাদ দিই এবং উক্ত বিশ্বাসী মহাত্মাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি। তৎপর তিনি স্বদেশে গিয়া মুদ্রাক্ষণের ব্যয় মধো ১০০ একশত টাকা আমার পিতৃতুল্য অভিভাবক প্রেরিত প্রচারক ভক্তিবাজন শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন। পুস্তক মুদ্রাক্ষণের সমগ্র ভার আমি তাঁহার ও শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত তাই অক্ষয়কুমার লখ মহাশয়ের উপর অর্পণ করিয়া আসি। শ্রদ্ধেয় রাও মহাশয়ের কথিত অঘাতিত ও সাহুগ্রহ দান অবলম্বনে গ্রন্থের মুদ্রাক্ষণ কার্য আরম্ভ হয়। রাও মহাশয়ের এই বিশেষ দান প্রাপ্ত না হইলে পুস্তকখানি মুদ্রিত হইত কি না সন্দেহ। এজন্য এই বিশ্বাসী মহাত্মার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। দয়াময় শ্রীহরি তাঁহার এই ভক্ত সন্তানকে শুভাশীর্বাদ করুন।

তৎপর নানা প্রতিকূল অবস্থা নিবন্ধন কথিত রাও মহাশয় মুদ্রাক্ষণের সাঁকুলা ব্যয় দিতে অসমর্থ হন। আমি কষ্টে কষ্টে অল্প কিছু ব্যয় প্রদান করি। এ দিকে ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অর্থ প্রাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া এ দাসের প্রতি স্নেহবাসলাবশতঃ গ্রন্থখানি নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করেন। তিনি মুদ্রিত না করিলে গ্রন্থের মুদ্রাক্ষণের আশা স্বদূর-পরাহত ছিল, আমি মুদ্রাক্ষণের অবশিষ্ট ব্যয় দিতে না পারিয়া খুব লজ্জা ও মনোকষ্টে কালযাপন করিতেছিলাম। কিন্তু লজ্জানিবারণ শ্রীহরি আশীর্ষ্যরূপে এ দাসের লজ্জানিবারণ করিলেন। লীলাময়ের কি বিচিত্র লীলা! কি অপার করুণা! তাঁহার রূপা দেখিয়া এই নরাদম ভক্তিহীনের পাবাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়াছে। পরম ভক্তিভাজন শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পরমা বিশ্বাসবতী দানশীলা জেষ্ঠ্য কন্যা মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতীদেবী মহাশয়া ভক্তিভাজন অভিভাবক শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট গ্রন্থের অবস্থা অবগত হইয়া অঘাটিত ভাবে নিম্নলিখিত পত্র দ্বারা ১০০ এক শত টাকা তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন।

“২৮শে জুলাই”

“ভক্তিভাজন কাকাবাবু, আমার প্রণামের সহিত এই টাকাটি সেই গ্রন্থকারকে যদি অন্তগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারেন। এইরূপে নানাভাবে, নানারূপে নব-বিধানবান্ধীবা যদি প্রচার করেন, শীঘ্রই নববিধানের জয় ঘোষণা হয়। আশীর্বাদ-কাম্বুকী সুনীতীদেবী।” ভক্তিভাজন অভিভাবক মহাশয় এষ্ট অভাবনীয় দানের বিষয় এ দাসকে জ্ঞাপন করেন এবং আমি উর্জবাহ হইয়া লীলাময় শ্রীচরকে দণ্ডবাদ প্রদান করি এবং শ্রীযুক্তা মাননীয়া মহারাণী মাতাকে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা পত্রমোগে জ্ঞাপন করিয়াছি। দত্ত লীলাময় চৈতন্য, দত্ত তাঁহার করুণা! এষ্ট অপ্রাপ্তি দানের জন্ত এ দাস সর্ব্বাঙ্গে সেই রূপানিধান শ্রীচরির চরণে এবং তৎপরে তাঁহার ভাগ্যবতী কন্যা মাননীয়া শ্রীযুক্তা মহারাণী মাতার নিকট হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। লীলাময় শ্রীচর তাঁহার লীলার গ্রন্থ আপনিই এ দাস দ্বারা লিখাইলেন এবং আপনিই তাহা মুদ্রিত করিলেন, ইহার আদ্যন্ত তাঁহার লীলার ব্যাপার দেখিয়া এ দাস একান্ত মুগ্ধ হইল। জয় জয় লীলাময়—শ্রীচরির জয়! জয় তাঁহার নববিধানের জয়!

শ্রীশ্রী ব্রহ্মলীলারসামুদ্রসিকুর দ্বিতীয় খণ্ড প্রণয়নে প্রথম খণ্ডের প্রণালীই অনুসৃত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে ভারতীয় বিধানে মহাশয়া শঙ্করাচার্য্য এবং ইকদীয় বিধানে মহাপুরুষ মহম্মদ পর্য্যন্ত লীলা কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বর্ত্তমান খণ্ডে পারশিক-দিগের ভারত আগমন, জোরেঙ্গীর বিধান, মহাপ্রেমিক ভাফজ, ভক্ত কবীর, সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক দৈফবাচার্য্যগণ, মহাশয়া লুথার, সাধু তুকালাম, ভক্ত নানক এবং

পরিশেষে মহাভক্ত শ্রীগোরাঙ্গ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়া প্রাচীন বিধান সকলের বর্ণনা শেষ করা হইয়াছে। গ্রন্থের কলেবর একান্ত বর্ধিত হইবার ভয়ে অনেক সাধুভক্তগণের জীবনী গ্রন্থ-বন্ধ করিতে পারি নাই। ভরসা করি সজদয় পাঠকবর্গ তজ্জন্ত এ দাসকে ক্ষমা করিবেন।

এই গ্রন্থে ঈশ্বরের যে মাতৃস্তোত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার লিপিকরণ ঈশ্বরের এক আশ্চর্য্য লীলার ব্যাপার। প্রথমে স্তোত্র দিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। হঠাৎ আমার জেষ্ঠ্য কন্যা শ্রীমতী ভক্তিসুধা দেবী ও দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ কালীদাস তালুকদার রক্তআমাশয় রোগে ঘোরতর পীড়িত হয়। তাঁহাদের পীড়ার অবস্থায় উক্ত মাতৃস্তোত্র লিখিতে ভগবানের সুস্পষ্ট আদেশ প্রাপ্ত হইলাম, এবং তাঁহার প্রেরণায় স্তোত্রটি লিখিত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই উক্ত স্তোত্র লিখা হইলে তাহা পঠিত হওয়ার পর হইতেই মা বিধান জননীর অপার ক্লমায় আমার পুত্র ও কন্যা ক্রমে আরোগ্য লাভ করিল এবং আমিও মহা শঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলাম। এ জন্ত এই স্তোত্রটিকে আমি সঙ্কটবারিণী স্তোত্র বলিয়া থাকি। প্রতি শুক্রবার রজনীতে এ দাসের অন্তর্বাটীতে সহধর্ম্মিণী ও কন্যাদিগকে লইয়া যে বিশেষ উপাসনা হয় তাহাতে এই স্তোত্রটি নিয়মিতরূপে পঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীহরিলীলারসামুদ্রসিন্ধুর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইলে বঙ্গবাসী অনেক শ্রদ্ধেয় ও জ্ঞানী ব্যক্তি ও সংবাদপত্র সম্পাদক ইহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। পবিত্র নববিধান মণ্ডলীর প্রেরিত প্রচারক সাধুভক্তগণ ইহাকে সম্মেহে উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন, পরম ভক্তিভাজন শ্রীমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভক্তিভাজন প্রেরিত প্রচারক মহাশ্রী শ্রীমদ্ প্রতাপচন্দ্র মহম্মদার মহাশয় এই গ্রন্থ খানিকে ও দীন গ্রন্থকারকে বিশেষ আশীর্বাদ করিয়াছেন। এজন্ত এই সকল মহাশ্রাদিগের নিকট এই চিরদাস অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ। বর্তমান খণ্ড প্রণয়নে আমি আমার টাঙ্গাইলস্থ শ্রদ্ধেয় বন্ধুদিগের নিকট এবং অনেক সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার মহাশয়দিগের বহুমূল্য গ্রন্থ হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছি। তন্মধ্যে ভক্তিভাজন প্রেরিত প্রচারক স্বর্গীয় মহাশ্রী গিরিশচন্দ্র সেন অনূদিত “হাফেজ” ১ম খণ্ড, মহাশ্রী অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত “ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়”, প্রেরিত প্রচারক মহাশ্রী ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল কৃত “ভক্তি চৈতন্ত চক্রিকা”, মহাশ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত “চৈতন্ত-চরিতামৃত”, মহাশ্রী বৃন্দাবন দাস কৃত “চৈতন্ত ভাগবত”, মহাশ্রী শিশিরকুমার ঘোষ কৃত “অমিয় নিমাইচরিত”, প্রেরিত প্রচারক মহাশ্রী মহেন্দ্রচন্দ্র বসু কৃত “নানক প্রকাশ”, মহাশ্রী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর I. C. S. প্রণীত “বোধাই চিত্র” প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বিশেষ ভাবে সাহায্য লাভ করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিহাস, “মহাশ্রী লুথার জীবনী” খ্রীষ্টীয় প্রচারক মহাশয়দিগের প্রচারিত গ্রন্থাবলী, পুরাতন ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা ও অজ্ঞাত ইংরেজী বাঙ্গালা গ্রন্থ মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকা হইতে

আমি অনেক উপকার লাভ করিয়াছি। এজন্য উক্ত মাননীয় গ্রন্থকার ও শ্রদ্ধের বন্ধুগণের নিকট আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। শ্রদ্ধেয় মহাত্মা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কৃত “বোধাই চিত্র” হইতে মহাত্মা তুকারামের কতিপয় উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। তৎসম্বন্ধে ভ্রমবশতঃ আমি তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করি নাই বলিয়া লজ্জিত আছি, ভরসা করি তিনি এ দাসের উক্ত ক্ষুদ্র মার্জনা করিবেন। এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন ও প্রকাশ সম্বন্ধে ভক্তিবাজন প্রেরিতদেব শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় এবং শ্রদ্ধেয় প্রচারক ভাই শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার লখ মহাশয়ের নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। তাঁহারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আমার প্রাণের একান্ত বাসনা ছিল এই গ্রন্থের উভয় খণ্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যে সকল বিভিন্ন সাধু মহাজনগণের চরিতামৃত বর্ণিত হইয়াছে, সেই সেই দেশের মানচিত্র সহ উক্ত সাধু মহাজনগণের চিত্র প্রদান করি। কিন্তু অর্থাতাবশতঃ আমার সে বাসনা এক্ষণে পূর্ণ হইতে পারিল না। ভরসা করি করুণানিধান লীলাময় শ্রীহরির অপার করুণায় ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের দ্বারা আমার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। সম্প্রতি এ দাস দয়াময় শ্রীহরির বিশেষ আদেশে ওকালতী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীহরিলীলারসামুদ্রসিন্ধুর তৃতীয় খণ্ড প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রণয়নই এ দাসের জীবনের নিয়তি, বিশেষ ব্রত এবং আনন্দ ও শাস্তির মূল। মঙ্গলময় জৈশ্বর তাঁহার এ দাসকে আশীর্বাদ করুন যেন তাঁহার আদিষ্ট এই মহাব্রত উল্লেখন করিয়া চিরদাস তাহার জন্ম সার্থক করিতে পারে। আমি বিনীত ভাবে আমার ভক্তিবাজন পূর্ব্বপুরুষগণের ও উপকারী আত্মীয় বন্ধুগণের চরণে এবং ইচ্ছালোকপরলোকবাসী যাবতীয় সাধুসাক্ষী নরনারী এবং নিখিল মানবমণ্ডলীর চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করি, এবং এই পবিত্র কার্য্যে তাঁহাদের শুভাশীর্বাদ প্রার্থনা করি। সর্ব্বশেষে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় জৈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি-অবনতহৃদয়ে প্রণত হই।

এক্ষণে আমি বিনীতহৃদয়ে আমার প্রাণের প্রিয় সামগ্রী আদরের ধন শ্রীশ্রীহরিলীলারসামুদ্রসিন্ধু দ্বিতীয় খণ্ড আমার প্রিয় বঙ্গবাসী ভ্রাতাভগ্নীদিগের পবিত্র করকমলে অর্পণ করিলাম। তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থের দোষ ক্ষুদ্র মার্জনা করিয়া ইচ্ছাকে রেহের সহিত গ্রহণ ও নিয়মিতরূপে পাঠ করিলে আমার সমুদয় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

তৎ মঙ্গলময় শ্রীহরি, তুমি রূপা করিয়া এই গ্রন্থসম্বন্ধে তোমার পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ কর।

ও ব্রহ্মরূপা হি কেবলম্।

বিধাননৈমিষারণ্য।  
আশাকুটীর, টাঙ্গাইল।  
(ময়মনসিংহ)  
১৭ই শ্রাবণ, ১৩২২।

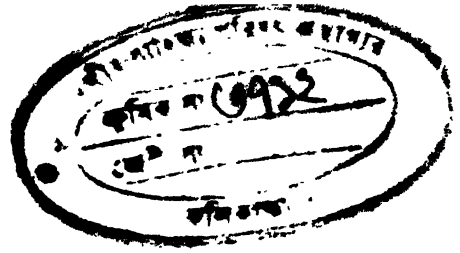
}

চিরদাস  
শ্রীশশিভূষণ তালুকদার।  
(দোগাছী, সিরাজগঞ্জ পাবনা)

## সূচীপত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
উদ্বোধন, ব্রহ্ম আরাধনা, স্তোত্র ও প্রার্থনা ...	১—১৯
ভারতে জোরেজ্বীয় বিধানবাদী পারসিকদিগের আগমন ...	১৯
মহর্ষি জোরেজ্ব এবং তৎপ্রচারিত ধর্মবিধি ...	২১
পরম প্রেমিক মহাত্মা সমস্টুকীন হাফেজ ...	২৪
বিশ্বাসী মহাত্মা কবীর ...	৩১
ভক্তিবিশ্বাসের ক্রমোন্নতি—চারিজন সম্প্রদায় প্রবর্তক মহাজন—যথা, মহাত্মা রামানুজ, মাধ্বাচার্য, বল্লাভাচার্য ও নিম্বাদিতা ...	৪২
পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বিধানের জগদ্ব্যাপী মহাপ্রাবন এবং শ্রীহরির অভ্যাচার্য লীলা ...	৪৭
উক্ত শতাব্দীতে ইউরোপের অবস্থা, খ্রীষ্টধর্মের প্রচার, বিস্তৃতি, অবনতি এবং সংস্কার ...	৪৯
খ্রীষ্টধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ...	৫২
মহাত্মা লুথারের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বিবেকের বিধান ...	৫৬
মহারাজার্কীয় পরম ভক্ত মহাত্মা তুকারাম ...	৬৭
মহাত্মা নানক—বিধানের পূর্ববর্তী অবস্থা ...	৭৯
মহাত্মা নানকের জন্ম, শিক্ষা ও উপনয়ন ...	৮০
মহাত্মা নানকের ধর্মজীবনের ক্রমোন্নয়ন ...	৮৩
ভক্ত নানকের পিতৃগৃহ ত্যাগ, যুদিধানার কার্য ও বিবাহ ...	৮৬
ভক্ত নানকের প্রতি শ্রীহরির আদেশ এবং নানকের ব্রহ্মসত্ত্ব ...	৮৯
ভক্ত নানকের দোকান ত্যাগ ও সন্ন্যাসাবলম্বন ইত্যাদি ...	৯৩
ভক্ত নানকের বিদেশে ধর্মপ্রচার ও অত্যন্ত বিষয় ...	৯৬
ভক্ত নানক ও সত্ৰাট বাবর ...	১০৭
নানকের ভগ্নী নানকীদেবীর স্বর্গারোহণ ...	১১৪
তাই মর্দানার স্বর্গারোহণ ...	১১৫
মহাত্মা নানকের জপজী প্রচার ও ভক্ত অঙ্গদের জীবনী ...	১২০
ভক্ত অঙ্গদকে গুরুপদে বরণ এবং মহাত্মা নানকের স্বর্গারোহণ ...	১২৪
উক্ত বিধানের বিশেষত্ব ...	১২৮
ভক্তিবিশ্বাসের অগ্রদূত ভক্ত লাক্ষ্মী মহাত্মা হরিনাম ...	১৩০
প্রেমভক্তির মহাবিধান—দ্বৈতপ্রেমিক মহাত্মা শ্রীগোবিন্দ—বলদেশ ...	১৪৯

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
বিধানের পূর্ববর্তী অবস্থা—মহাত্মা অম্বেতাচার্য ... ..	১৫২
মহাত্মা ত্রিগোরাঙ্গের জন্ম, শৈশবকাল ও বাল্যজীবন ... ..	১৫৬
” ” পাঠ্যাবস্থা, পাঠসমাপন, অধ্যাপনা, বিবাহ ইত্যাদি ... ..	১৬০
” ” অধ্যাপনাকার্য্য এবং ধর্মজীবনের সূত্রপাত ... ..	১৬৫
” ” জীবনের পরিবর্তন, দীক্ষা ও ভক্তির নবানুগ ... ..	১৬৭
” ” অধ্যাপনা সমাপ্তি ... ..	১৬৯
” ” ভক্তিসাধন, অপর ভক্তগণসহ সন্মিলন এবং ধর্মপ্রচার আরম্ভ ... ..	১৭৫
নবদ্বীপে হরিনাম প্রচার ও জগাই মাধাইর উদ্ধার ... ..	১৭৭
নবদ্বীপে মুসলমান কাজির হরিনাম গ্রহণ ... ..	১৮৩
ত্রিগোরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প ... ..	১৮৬
ত্রিগোরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ ... ..	১৯১
শান্তিপু্রে মহোৎসব এবং নীলাচল যাত্রা ... ..	১৯৯
মহাত্মা বাগুদেব সার্কভোমের ভক্তিবিশদান গ্রহণ ... ..	২০৬
ত্রিগোরাঙ্গের ভক্তদল গঠন ... ..	২০৮
রায় রামানন্দের সহিত ত্রিগোরাঙ্গের ভক্তিসম্বন্ধে কথোপকথন ... ..	২১১
বঙ্গবাসী ভক্তবন্ধু সহ ত্রিগোরাঙ্গের সঙ্গের ব্যবহার ... ..	২১৬
ত্রিগোরাঙ্গের পুনরায় গোড়দেশ সন্মর্শন ... ..	২১৮
ত্রিগোরাঙ্গের বৃন্দাবন দর্শন ... ..	২২১
কাশীতে দণ্ডীদিগের সহিত ত্রিগোরাঙ্গের বিচার এবং প্রকাশানন্দ স্বামী ভক্তিবিশদান গ্রহণ ... ..	২২৫
উন্নত প্রেমিক মহাত্মা নিত্যানন্দের জীবনী ... ..	২২৯
মহাত্মা ত্রিগোরাঙ্গের জীবনী ... ..	২৩৪
ত্রিগোরাঙ্গের গোপালপুরে প্রতি ত্রিগোরাঙ্গের উপদেশ ও ব্যবহার ... ..	২৩৯
বৈরাগী প্রবর ত্রিগোরাঙ্গের জীবনী ও ত্রিগোরাঙ্গের গোপালপুরে ... ..	২৪০
ত্রিগোরাঙ্গের শেষ জীবন ... ..	২৪২
মহা বিদ্যাসী হরিদাসের স্বর্ণারোহণ ... ..	২৪৪
ত্রিগোরাঙ্গের বিচার সমাদর ... ..	২৪৭
ত্রিগোরাঙ্গের অবতারবাদের প্রতিবাদ ... ..	২৪৮
ত্রিগোরাঙ্গের মহা প্রেমোন্মত্ততা এবং লীলা সমাপ্তি... ..	২৫০
ত্রিগোরাঙ্গের বৈরাগ্য, মাতভক্তি, নীতি, স্বজন ও স্বদেশ—ভক্তবাৎসল্য এবং চরিত্রের বিশেষ ভাব ... ..	২৫৮



২য় খণ্ড ।

স্বৰ্ঘ্যমুখী ফুল স্বৰ্ঘ্যমুখ হেরি  
প্রাতে প্রস্তুতিত হয় ।  
তপনের পানে, চাহি সারাদিন  
একভাবে সদা রয় ॥  
তুমিও তেমনি, ব্রহ্মমুখ পানে  
চাহি থাকি অনুরাগে ।  
ব্রহ্ম-উপাসনা, ধ্যান-আরাধনা  
করছে হয়ে মগন ॥  
হৃদয়-কবটি, খুলে রাখ সদা,  
শ্রীহরির প্রভা যেন ।  
পশিয়া অন্তরে, স্বরগের তরে,  
করে প্রাণ আকর্ষণ ॥  
উষার তপন, লোহিত বরণ  
ধরিয় উদয় হয় ।  
ওমনি হে তুমি, ব্রহ্ম-অনুরাগে,  
উজলি নিজ হৃদয় ॥  
নির্কারণ-সলিলে, মুখে স্নান করি,  
অস্তুর বিমল ক'রে ।  
উপাসন, তরে, আসন গ্রহণ  
কর প্রেম-ভক্তি তরে ॥  
বিষয়-বাসনা, অসার কামনা,  
তোরা চলে যারে দূরে ।

আমি প্রাণ ভরে,	আপন! ভুলিয়ে	নিরাকার আশ্রা,	পূজে নিরাকার
পূজিবরে প্রাণেশ্বরে ॥		তাজি কজন-বিকার ॥	
সংসারের কথা,	ফলাফল-চিন্তা	বৃথা আড়ম্বর,	অসার কথায়
চলে যাও প্রাণ হতে ।		ভুট্ট নাহি হন হরি ।	
প্রাণারাম মম,	আসিবেন প্রাণে	জ্ঞানময় তিনি,	দেখেন হৃদয়
প্রাণ মম পূজিতে ॥		ভাবুক-হৃদিবিহারী ॥	
প্রবৃত্তি-নিচর,	ব্রহ্মপদে ধাও	সরল-অন্তরে,	ব্যাকুল-হৃদয়ে
ব্রহ্মপূজা ভরে ভবে ।		প্রকৃত বিশ্বাসী হয়ে ।	
এ সংসার ভুলে,	প্রেম-কুতুহলে	কর দরশন,	ব্রহ্মানন্দ-রস
মগ্ন হয়ে রও সবে ॥		পিয় মন নিরতয়ে ॥	
সত্য-ধর্ম-জ্ঞান,	প্রেমিক মহান	পাপে কলঙ্কিত,	মোহে অতিভূত
এক অধিতীয় হরি ।		বদ্বিও মোরা সকলে ।	
তব হৃদিমাঝে,	করেন বিরাজ	প্রেম-পূণ্যময়,	হরি দয়াময়
উর্দ্ধ অধঃ পূর্ণ করি ॥		অপার কৃপা-চিরোলে ॥	
সত্যের মতন,	তঁরে অনুক্ষণ	পাপতাপ দূর,	উপাসক জনে
ডাকহ একান্তমনে ।		লবেন পবিত্র করি ।	
সংসার-সাগরে,	কর কর্ণধার	ভীতভয়ে নির্ভয়,	করি তব মন
বিপদে সশ্রব জেনে ।		কর পূজা প্রাণ তরি ॥	
তঁর পদাশ্রয়,	লও তব মন	ওহে গুণাকর,	শ্রীহরি সুন্দর
সত্যত আনন্দমনে ।		এ পাপীর প্রাণ মনে ।	
অনন্ত সুখের,	চির প্রাশ্রয়	অবিরত হয়ে,	তব উপাসনা
পূজ সত্য সনাতনে ॥		করাও করুণা-গুণে ॥	
সুন্দর-কন্দরে,	প্রেম অনুরাগে	স্বর্গে কোন জন,	পারে নেহারিতে
নিধান-বিহিত ভাবে ।		স্বর্গ না উদ্ভিত হলে ।	
হয়ে নির্ভীক,	বিনয়-অন্তরে	ভেমনি তোমারে,	পারি কি পূজিতে
পূজ এক ভবধরে ॥		তুমি নাহি দেখা দিলে ॥	
চির অরুণ,	অনন্ত মহান	তাই দীননাথ,	পাপ অবিবাস
এক অধিতীয় হরি ।		আলস্ত অভূতা মোহ,	
একে চিত্ত রাখি,	এক প্রেমে মজি	কর বিদূষিত,	কর নিরমল
পূজ একে প্রাণ তরি ॥		মম প্রাণ মন দেহ ॥	
জানিও মানব,	তব আশ্রয়ন	তোমার কৃপার	তোমার পূজার
ব্রহ্ম-পুত্র নিরাকার ।		কৃতার্থ হইব নাথ ॥	

তোমার চরণে,  
দীন চিরদাস  
বাচে এই আশীর্বাদ ।

আরাধনা ।

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং বন্ধ  
আনন্দরূপমমৃতং বহিভাতি  
শাস্তং শিবমধৈতং  
শুদ্ধমপাগবিন্দুম্ ॥”

সত্যস্বরূপ ।

প্রকৃত পরম সত্য তুমি বিশ্বাধার ।  
তোমা ছাড়া এ সংসারে সকলি অসার ॥  
সব বিধ তব পদে লইয়া আশ্রয় ।  
এ অপূর্তে সত্যরূপে প্রতিভাত হয় ॥  
কিস্ত মহাশক্তি তুমি তব শক্তি বিনে ।  
খাকিতে না পারে কিছু এ বিগ্ৰহবনে ॥  
ভ্রুণ যথা মাতৃগর্ভে করে বিচরণ ।  
মাতার শোণিত মাংস পিষ্টর জীবন ॥  
জননীয়ে ছাড়ি ভ্রুণ রহিতে কি পারে ?  
মাতৃগত প্রাণ তার সত্য সংসারে ॥  
সেইরূপ অমাদেব দেহ মন প্রাণ ।  
তোমাতে জীবিত প্রভেদে রহে অবিরাম ॥  
বন্ধ হতে বন্ধ বন্ধি করি স্বতন্ত্র ।  
কোথা রহে বন্ধ তবে ওহে প্রাণেশ্বর ॥  
তেমতি তোমাতে ছাড়ি এ বিগ্ৰহবন ।  
পলমাত্র নাহি পারে রহিতে কখন ॥  
পঞ্চভূত, পঞ্চকোষে, পঞ্চপ্রাণ মাঝ ।  
কর নাথ প্রাণরূপে সত্য বিরাজ ॥

• তত্ত্বশাস্ত্রানুসারে ক্রিতি, অণু, ভেদ, স্রব, গোম এই পঞ্চভূত ।

† উপনিষৎ অনুসারে অগ্নির কোষ, প্রাণের কোষ, মনোর কোষ, বিজ্ঞানের কোষ ও আনন্দের কোষ এই পঞ্চকোষ ।

হৃদয়ে নিকটে তুমি উর্দ্ধ অধঃ পুরি ।  
অন্তরে বাহিরে তুমি আছ হে শ্রীহরি ॥  
পুষ্প গন্ধ, ফুলে স্বত, কাঠে অগ্নি বধা ।  
অনুজ্ঞা লীন ভাবে রহে বধা তথা ॥  
তাহা হতে প্রাণ-রূপে আছ প্রাণেশ্বর ।  
মৃত আমি তাই তোমা ভাবি হে অন্তর ॥  
কে বলে তোমার দেবা নাই পায় নর ।  
আমি দেখি ব্যাপ্ত তুমি আছ চরাচর ॥  
জড়বস্ত্র দেখিবার পূর্বে তোমা ধনে ।  
শক্তিরূপে দেখি তোমা হৃদি-নিকেতনে ॥  
তুমি নিত্য ধব সত্য স্থির নির্দিকার ।  
ধাম বন্ধি নাই তব ওহে গুণাধার ॥  
দিশুণ অতীত তুমি কারণ-কারণ ।  
মহাপ্রাণ মহাশক্তি সত্য সনাতন ॥  
হৃৎগভীর মহাধন তব সত্ত্ব ধেরি ।  
প্রণিপাত করি নাথ চরণে তোমারি ॥  
সকলি অনিত্য তবে তুমি নিত্য ধন ।  
জীবের ভরসা নাথ তব ওচরণ ॥  
অনিত্য অসত্য এট সংসার ভিতরে ।  
প্রকৃত আশ্রয় তুমি বিশ্ব চরাচরে ॥  
ইহকালে পরকালে তুমিই জীবন ।  
তাই মম বক্ষে রাখ প্রভো ওচরণ ॥  
অনিত্য ভুলিয়া যেন নিত্য স্থান পাই ।  
এই ভিক্ষা তব পদে বিধের গোঁসাই ॥

জ্ঞানস্বরূপ ।

জ্ঞান-স্বর্ঘ্য তুমি নাথ তব-অন্ধকারে ।  
তুমি সত্য ধব তারা সংসার পাঁধারে ॥  
হৃদয়ের আলো তুমি নয়নের জ্যোতি ।  
পরম চৈতন্যময় অখিলের গতি ॥

‡ বেদানুসারে পাঁচটা প্রাণবায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান ।

কীটাদি হইতে প্রভো দেহতা সকল ।  
 তব জ্ঞানকণা লাভ করি অবিরল ॥  
 সচেতন জীবরূপে জগত মাঝারে ।  
 প্রতিপন্ন হইতেছে এ বিশ্ব-সংসারে ॥  
 প্রয়োজন বুঝি দেব জীবের অন্তরে ।  
 স্মৃতি বুদ্ধি আত্মজ্ঞান দিয়া অকাতরে ॥  
 মহান জীবপ্রকৃতি, জড় বিশ্ব মাঝে ।  
 রচিয়াছ গুণনিধি বহুবিধ মাঝে ॥  
 তব জ্ঞানকণাকণ কোঁচত রতন ।  
 সকল জীবের প্রাণ করে সুশোভন ॥  
 ধ্রুতাতের ক্ষীণলোক, রবির কিরণ  
 জ্ঞানীর উজ্জ্বল জ্ঞান, কীটাদির মন ॥  
 সকলি তোমারি মহা চৈতন্যের কণ ।  
 প্রকাশিয়া প্রচারিছে তোমারি মঙ্গল ॥  
 প্রত্যেকেরে সৃষ্টোদনে জীব সমুদয়ে ।  
 ডাকিয়া জাগ্রত কর ওহে দয়াময় ॥  
 মানবের মোহনিদ্রা ত্যজি জানময় ।  
 বিধানে জাগ্রত কর তব চৈতন্য ॥  
 নিদ্রিত শুশ্রূষ কৃত মানব-সমুদয়ে ।  
 হেননে জাগাও হরি মহাময় দানে ॥  
 পৃথিবীর লেখেল লয়ে যেইজন ।  
 ছিল একেব রে হরি মোহে অচেতন ॥  
 অতিক্রম সেবী মুগ্ধ মানবের মত ।  
 কাটিত যে জন কাল ভবে অবিরত ॥  
 কি মরে জাগ্রত তারে কর জনময় ।  
 ছিন্ন করি সেই জন-বদন নিচয় ॥  
 তোমার আশ্রয় নহি মত্ত করী প্রায় ।  
 আপন নিয়তি পানে ধায় উত্তরায় ॥  
 এ সংসারে ভুলে থাকি তোমারে যখন ।  
 চুপি চুপি প্রাণে আসি নাথ হে তখন ॥  
 বল মোরে, "কেন ভুলে রহিলি আমারে ।  
 আর আর শাস্ত্রধামে আর হুগা করে" ॥

তব কথা শুনি নাথ মম প্রাণ মন ।  
 সময়ে সময়ে তাই হয় উচাটন ॥  
 থাকিয়া প্রাণের মাঝে সব দেখে হরি ।  
 জান তুমি, করি আমি কত লুকোচুরি ॥  
 তুমি সন্দেহাকী, তাই আপনার মন ।  
 আপনার পাশে সাক্ষ্য দেয় অনুক্ষণ ॥  
 বতই চাকিতে চাই পাতক আমার ।  
 তত তাহা ব্যক্ত তুমি কর অনিবার ॥  
 মিথ্যে চোরে যদি ধরে কোন জন ।  
 লজ্জা ভয়ে হয় সেই বিষয়-বদন ॥  
 তেমতি তোমার মহাজ্ঞানের নয়নে ।  
 পাপ কার্যে দৃঢ় নাথ হই এ ভুবনে ॥  
 তব দৃষ্টিবশে নাথ আমার সকলে ।  
 বিদ্ধ হয়ে অবিরত আছি উচ্চলে ॥  
 পবিত্র জ্ঞান নন্দনে রয়েছ চাতিয়া ।  
 দেখিতেছ যত কিছু রক্ষাও ভরিয়া ॥  
 একমাত্র গুরু তুমি এ ভবকাননে ।  
 শিক্ষক তাচার্য্য তুমি আশ্রয় ভুবনে ॥  
 এট বিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে ।  
 দণ্ড নাথ কত শিক্ষা মানব-নিচয়ে ॥  
 নান দেশে নানা স্থানে সকল সময় ।  
 কত বিদ্যালয়ে তুমি ওহে জ্ঞানময় ॥  
 কত সত্তা কত তত্ত্ব কত শাস্ত্রজ্ঞান ।  
 শিক্ষিতেছ জীবগণে ওহে ভগবান ॥  
 তুমি প্রত্যাশ্রয়-দাতা শাস্ত্র-প্রবর্তক ।  
 জানের ভাণ্ডার তুমি বিবেক পালক ॥  
 জানামু পশম শাস্ত্র তোমার আদেশ ।  
 তব জ্ঞানে হয় জীব জ্ঞানী সবিশেষ ॥  
 কে বলে শাস্ত্রের যুগ হইয়াছে শেষ ।  
 এবে নাহি পায় জীব তোমার আদেশ ॥  
 বেদ বাটবেল আদি শাস্ত্র একটন ।  
 করিয়া নীরব তুমি হয়েছ এখন ॥

তাহা নয় তাহা নয় ওহে জ্ঞানময় ।  
 তব বাণী এ অগতে কভু হুস্ত নয় ॥  
 নিয়ত অজ্ঞপ্রাণে তব কথাযুত ।  
 নানা দেশে নানা কালে হতেছে নিঃসৃত ॥  
 দেবলোকে, নরলোকে অন্ত্র জীবধামে ।  
 তোমার আদেশ-বাণী বহে অবিশ্রামে ॥  
 নব বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ ।  
 রচিতহে অবিরত ওহে প্রাণারাম ॥  
 তব বাণী যেই জন শুনে অনুকম্প ।  
 হয় সেই সুপণ্ডিত সাধু মহাজন ॥  
 ছিন্ন হয় হৃদগ্রন্থি পাপ অন্ধকার ।  
 দূরে যায় একেবারে ওহে প্রাণধার ॥  
 দিব্যজ্ঞান লাভ করি তব দিব্যধামে ।  
 বিহরে সত্তত সেই তব কৃপাশুভে ॥  
 তব জ্ঞানালোকে দেখি তব রূপ-জ্যোতি ।  
 দূরে যায় অবিদ্যাস ভ্রম পাপমতি ॥  
 নিত্য নব নব জ্ঞান নব তত্ত্বগুণ ।  
 লভিয়া মিটার সেই হৃদয়ের স্তুতি ॥  
 ছেন জ্ঞানময় করি তোমার চরণে ।  
 প্রণিপাত করি মোরা তত্ত্বজ্ঞান মনে ॥

### অনন্ত স্বরূপ ।

অনন্ত মহান্, তুমি ভগবান্  
 গভীর-বন-শক্তি ।  
 চিত্ত-অগোচর, তুমি মহেশ্বর  
 জীবের চরম গতি ॥  
 কোথা অন্ত তব, ওহে ভবধন  
 অপার জলধি তুমি ।  
 এ বিশ্ব-সংসার, তাহা অনিবার  
 তব বক্ষে অন্তর্ভাসি ॥

বুদ্বুদের মত, চন্দ্র সূর্য্য কত  
 তব সত্ত্বামাকে হরি ।  
 উঠিছে পাড়িছে, বিলীন হতেছে  
 তাবুকে অবাধ করি ॥  
 কাল দিক্ দেশ, চিত্তের প্রদেশ  
 সবে অতিক্রম ক'রে ।  
 ওহে শক্তিদয়, আছ নিরন্তর  
 অনন্ত সৃষ্টি-সাগরে ॥  
 অগম্য অপার, তুমি বিশ্বাধার  
 বিরাট-পুরুষ তুমি ।  
 বাক্ বুদ্ধি মন, করিতে বর্ণন  
 পারে কিহে বিশ্বাসি ॥  
 তুমি মহাকাশ, তোমাতে প্রকাশ  
 পাইছে ব্রহ্মাণ্ড কত ।  
 তথাপি তোমার, শক্তি অপার  
 রহিয়াছে অব্যাহত ॥  
 প্রেম পূর্ণ জ্ঞান, আনন্দ মহান্  
 শক্তি সত্ত্বা মহাতাব ।  
 সব বিষয়েতে, তব এজগতে  
 অনন্ত মহাপ্রভাব ॥  
 হৃদ্র জলশয়, আন্ত তব হয়  
 তাহে কি মীনের প্রাণ ।  
 হয় নিরাপদ, বিষম বিপদ  
 করে তারে আনন্দান্ ॥  
 কিছু জলধিতে, বিহরে স্রুৎতে  
 মীনগণ অবিরত ।  
 সেইরূপ তুমি, ওহে বিশ্বাসি,  
 অনন্ত জলধি মত ॥  
 জীবাত্মা সকল, খেলে অবিরল  
 তোমাতে মীনের প্রাণ ।  
 ব্রহ্ম-পারাধার, শুধাবেনা আর  
 নাই তাই কোম ভয় ॥

অনন্ত উন্নতি	অনন্তেতে গতি	ক্ষুদ্র গবাক্ষেতে,	রবি কিরণেতে
অনন্ত সুখের ধাম ।		মহাকাশে যে প্রকার ।	
জীবগণ তরে,	রেখেছ আদরে	দেখিবারে পাই,	তেমনি সদাই
ওহে হরি গুণধাম ॥		আত্মাতে প্রভো তোমার ॥	
তোমার গৌরব,	তোমার বিভব	দরশন হয়,	ঘুচেয়ে সংশয়
তোমার ঐশ্বর্য জ্ঞান ।		দূরে যায় ভয়-ভয় ।	
সব অন্তহীন,	আমরা মূর্খীন	অনন্তেতে মিলে,	জীবাত্মা সকলে
কীটাত্মা কীট সমান ॥		অনন্ত হইয়া যায় ॥	
বিশাল প্রকৃতি,	কত শাস্ত্র বিধি	সাগরগামিনী	ক্ষুদ্র শ্রোতাস্থিনী
অদম্য মানব মন ।		সাগরে মিশি যেমন ।	
কিছুতে তোমার	শক্তি-পারাবার	আপনা হারায়,	সাগর-জলয়ে
করিতে নায়ে বর্ণন ॥		করে আত্ম-সমর্পণ ॥	
চন্দ্র দিবাকর,	গ্রহাদি বিস্তর	তথা যোগিগণ,	তোমাতে মগন
মানবের কাছে সবে ।		হইয়া অপার হন ।	
অতি সুবিশাল,	প্রকাণ্ড তমাল	আনন্দ অপার,	কদম্ব-আপার
প্রতিভাত হয় তবে ॥		মুগ্ধ করে অনুক্ষণ ॥	
কিন্তু সে সকল,	ঋত্নোত্তের দল	ভগবতে তুমি,	আছ বিশ্বদামি,
সত্যত তব সঙ্গনে ।		তবু তুমি স্বতন্ত্র ।	
পরমাণু মত,	তোমাতে নিয়ত	তব শক্তি হতে,	বিশাল ভগতে
রহিয়াছে সংগোপনে ॥		বহু শক্তি নিরন্তর ॥	
অগ্নি চন্দ্র রবি,	তব মুখ হেরি	অনন্ত ভগতে,	তুমি কত মতে
প্রকাশ করিতে নায়ে !		কত শক্তি জ্ঞান ধন ।	
সাদু ভক্তগণ,	তোমার চরণ	ঢালিছ নিয়ত,	তবু শক্তি বত
বর্ণনা করিতে চাহে ॥		অুরস্ত অনুক্ষণ ॥	
হৃদয়ে ভীষণ,	তুমি সুভীষণ	তোমাতে যখন,	পড়ে এ নয়ন
মগ্ন হতে মগ্ন তুমি ।		মুগ্ধ বিমোহিত হয় ।	
তোমার প্রকৃতি,	বুঝিতে শক্তি	ভগবতের সব,	ক্ষুদ্র অনুভব
আছে কার অস্তর্য্যামি ?		হয় নিত্য সুনিশ্চয় ॥	
অথচ তোমারে,	অন্তরে বাহিরে	চিমগিরি পয়ে	আরোহণ ক'রে
দেখিবারে পাঠ হরি ।		দেখে যথা নরগণ ।	
অনন্ত তোমারে,	কদম্ব-আপারে	নিয়ন্ত সকল,	পিপীলিকা-দল
বিশ্বাসে সত্যত হেরি ॥		এমনি করে ভ্রমণ ॥	

ডেমনি ভোমার অনন্ত অপার  
সস্তাতে মগন হলে ।  
পৃথিবীর মান, ধন অভিমান  
রাজহু বিদ্যা সকলে ॥  
অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান, হয় অবিরাম  
ক্ষুদ্রতা দূরে পলায় ।  
সুপ্রশস্ত হয়, মানব-হৃদয়  
বিষয়-আসক্তি যায় ॥  
হিংসা পাপ ঘেষ, সংসার-আবেশ  
সব প্রশমিত হয় ।  
দেশ কাল ভুলে, অনন্ত তিলোলে  
ভাষয়ে সদা হৃদয় ॥  
তাই বিশ্বপতি, ওপদে প্রগতি  
করি নাথ ভয়ে ভয়ে ।  
অনন্তের মস্তে যেন পাপি-বৃন্দে  
দীক্ষিত হয়ে অভয়ে ॥  
অনন্তে গমন করে অনুক্ষণ,  
অনন্তেতে স্থান করি ।  
অনন্ত আহার, অনন্ত বিহার  
করে যেন নর-নারী ॥

শান্ত মঙ্গলস্বরূপ ।

প্রশান্ত গন্তীর নির্বিকার হরি,  
প্রশান্ত স্বরূপে তোমারে নেহারি,  
বিমোহিত হয় হৃদয় মন ।  
অসীম সৃষ্টির মহাকোলাহল,  
জীব জগতের বাসনা-তিলোণ,  
সকলি নীরব তব সদন ॥  
পৃথিবীর কত মোহ-আকর্ষণে,  
সুখ দুঃখ মৃত্যু সৌন্দর্য পীড়নে,  
জীবকুল সদা আবুল হয় ।

প্রেমিকা জননী তিনিও কখন,  
পূত্র-ব্যবহারে মৰ্ম্মাহত হন,  
ত্যাগেন তনয়ে হয়ে নিদয় ॥  
কিস্ত মহাশাস্ত তুমি দয়াময়,  
কিছুতে বিকার পশে না তোমার,  
সহিষ্ণুতা তব অপরাঞ্জিত ।  
সাধে কি তোমায় যোগী পুষিগণ,  
ধ্যানে মগ্ন হয়ে মুদ্রিয়া নয়ন,  
শান্তরূপ তব হেরে নিয়ত ॥  
কেমন গোপনে তুমি আপনারে,  
লুকাটরা রাখ নাথ এসংসারে,  
ভাবিলে সে বাখা অবাকু চই ।  
অনন্ত মহান্ তুমি বিশ্বেশ্বর,  
আছ হে সৰ্ব্বত্র বাহির অন্তর,  
তবু ভাবি তুমি কোথায় নাই ॥  
রিপুর-বিকার বাসনা সকল  
ভাজি, শান্ত প্রাণ না হলে, কে বল  
তব মুখচন্দ্র দেখিতে পায় ?  
বিশ্বাসের অস্বীকণ বিহনে,  
কে বল সূক্ষ্ম তব দরশনে ?  
কে আর তোমাতে মজিয়া রয় ?  
হেন নির্বিকার না হলে কি হরি,  
প্রেমসিদ্ধ নাম হইত তে'ম'রি,  
কে বলিত তোমা করুণাময় ?  
প্রেমেতে বিকার নাই কদাচন,  
প্রেম নির্বিকার শুদ্ধ সনাতন,  
প্রেম করে সব জগত জয় ॥  
তব প্রেমে হরি আছি সজীবিত,  
তব প্রেমে ভরা দেহের শোণিত,  
তব প্রেমময় জীবন মন ।  
তব প্রেম বিনে বাঁচেনা জীবন,

বহেনা নাগায় নিবাস-গবন,  
তিনেকে প্রলয় হেরে নয়ন ॥

তুমি প্রেম-গন্ধু অগতির গতি,  
পাপী সাধু ধনী দীন মৃত্যুতি,  
সবাকারে তব সমান ব্রহ্ম ।  
কারে সমাদর কর অতিশয়,  
কেহ তাতা তব ওহে প্রেমময়,  
একথা বলিতে পারেন কেহ ॥

প্রেমময়ী তুমি জননী আমার,  
প্রেম ক্রোড়ে তুমি পাল অনিবার,  
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-নিবাসী তনে ।  
কত না সময়ে এই জীবনে,  
বাঁধিয়াছ মথ্য এই ধরাতে,  
ভাবিলে অনন্দ উপজে মনে ॥

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরমাত্ম মত,  
স্থিতি করে এই পৃথিবী নিরত,  
তাহে জীব আমি ক্ষুদ্র কমন ।  
অথচ আমারে দিবানিশি তুমি,  
কত ভালবাস যেন মাগো আমি,  
একপুত্র তব বিশ্ব-ভুবন ॥

তুমি পিতা মাতা মথ বন্ধু স্বামী,  
হৃদয়ের ধন প্রভু অমৃত্যুমৌ,  
জীবন-সর্বস্ব-সময়-নিধি ।  
জীবগণে তুমি পুতুলের প্রায়,  
পোষিতে, পালন করিছ ধরায়,  
পরলোকে তুমি ছুটিছ সাথী ॥

অনন্ত সুখের মহা-অধিকার,  
দিয়াছ জীবের ওহে প্রাণধার,  
করিছ তাতারে দেবত্ব দান ।  
জীবের কল্যাণসাধিবার তরে,

করিতেছ হরি নিত্য এ সংসারে,  
কত অশ্রুপ লীলা-বিধান ॥

প্রাণ মাঝে তুমি থাকিয়া নিরত,  
দিতেছ জীবের উপদেশ কত ।  
আনিছ সুপথে কপথ হতে ।  
ঘটনায় কত করিয়া বিহার,  
দিতেছ জীবের দত্ত পুরস্কার,  
সাধিছ কল্যাণ অশেষ মতে ॥

এক লক্ষ্য তব জীবের কল্যাণ,  
বিপদ সম্পদ দুঃখ সুমহান,  
সকলি জীবের কল্যাণ তরে ।  
মৃত্যু আসি নাথ তোমাগি ঠাট্টিতে,  
শান্তিধামে লয় জীবের দেহ হতে,  
দুঃখ বেগ শোক সকলি হরে ॥

তব মুখে শুনি অশ্রু-বচন,  
নিরাশ হৃদয় হয় সচেতন,  
তিলেকে জাগো পাতকী নরে ।  
ব্যাকুলিত প্রাণে ডাকিতে ডাকিতে,  
প্রকাশিত হও মানবের হৃদে,  
ডুবে যায় প্রাণ দুখ-মাগরে ॥

অশ্রু-ভষ্ম পাতকী বলিয়া,  
চলি যায় সবে যাহারে ত্যজিয়া,  
তুমি থাক তার সেবার তরে ।  
রোগী পাতকীর শিয়রে বসিয়া,  
কর সেবা তার প্রেমেতে মত্তিয়া,  
কিস্ত সে তোমায়ে দেখেনা ফিরে ॥

উপেক্ষায় প্রেম থাকেনা কখন,  
কিস্ত তব প্রেম নহে তো তেমন,  
কিছুতেও প্রেম বিরূপ নয় ।  
পাপ অবিবাস মোহ অন্ধকার,

যোগ শোক হৃৎ ইন্দ্রিয়বিকার,  
কিছুতে ত্যজনা ওহে পরামর ॥

কোটি জননীর জননী না তুমি,  
কোটি জনকের পিতা বিগম্যমী,  
কত স্নেহ তব বলি কেমনে ।

অনন্ত প্রেমের অনন্ত আধার,  
মহানারী তুমি জননী আমার,  
ভক্তিতরে নমি তব চরণে ॥

তব প্রেমপানে রাখি এ নয়ন,  
ভুলে বাই নাথ মোহের স্বপন,  
ডুবে বাই তব প্রেম-সাগরে ।  
আত্মগর জ্ঞান হউক বিলয়,  
তব প্রেমে মজে যাউক হৃদয়,  
প্রেম ব্যাপ্ত হউক জগত ভরে ॥

তব প্রেমম্রোত হৃদয়ে পশিয়ে,  
বহুক জগতে দ্বার হঠলে,  
তবপানে আর জীবের প্রতি ।  
তব মনে বিশেষ জীব প্রাণে ধরি,  
কাটাই জীবন দিব-বিতাবরী,  
লভুক জীবন তোমাতে গতি ॥

প্রেমসিকু হরি প্রেমসিকু হরি,  
এই মন্ত্র জপ অনুকণ করি,  
তবপারে বায় মানবধন ।  
তুমি নীনবন্ধ করুণা-আধার,  
করুক তোমার পাপী নমস্কার,  
ধরি বক্ষমাথে তব চরণ ॥

### অদ্বিতীয় স্বরূপ ।

অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পুরুষ প্রধান ।  
কেবা আছে আর তোমার সমান ॥

সাহস্র-বিগীন তুমি অতুলন ।  
হৃদয়-বিহারী ভুবন-মোহন ॥  
পিতা মাতা ভ্রাতা গুরু জ্ঞানদাতা  
জগতের এক মঙ্গল-বিদাতা ॥  
তুমি হে আমার হৃদয়ের ধন ।  
জীবের সর্বস্ব-অধম-তারণ ॥  
অনন্ত-স্বরূপ বহু গুণ তব ।  
কত লীলা তব ওহে-ভব-ধন ॥  
তথাপিও তুমি অখণ্ড-অব্যয় ।  
অদ্বিতীয় তুমি পূর্ণ প্রাণময় ॥  
কোটি পদ্মরাজী এক রবি পানে ।  
চেয়ে থাকে সদা স্মৃতিত লোচনে ॥  
তপনের আছে কমলিনী কত ।  
কিন্তু পদ-প্রাণ এক সূর্য-গত ॥  
তেমনি অনন্ত অসীম জগত ।  
এ জগত বাসী তত্ত্ব শত শত ॥  
এক তুমি ধনে ধরিয়। হৃদয়ে ।  
রয়েছে জীবিত এবিধে নির্ভয়ে ॥  
তোমারি শক্তি তোমারি বল ।  
জগতের প্রাণ জীবের মঙ্গল ॥  
অন্তরে বাহিরে তুমি এক জন ।  
মহাশক্তিকপে কর বিচরণ ॥  
তুমি ভূভগণে, তুমি জীব প্রাণে ।  
তুমি ইহকালে, তুমি স্বর্গধামে ॥  
অখিল ব্রহ্মাণ্ডে তোমারি পূজন ।  
করিতেছে জড় জীব নরগণ ॥  
এক হয়ে তুমি বহুবিশ-ভাবে ।  
অচরহ নাথ শান্তিতেছ' জীবনে ॥  
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যে জন ।  
তোমাতে হে ডাকে হৃদয়জনন ॥  
তারি কথা শুন, তারি আশা পূর ।  
তারি প্রাণ কাড়ি কর আপনার ॥

একাকী বসে দয়াকর ।  
 অবিতরিত থাকি সকল সময় ॥  
 জগতের সব কর্ম সুমহান ।  
 করিতেছ নিত্য ওহে ভগবান ॥  
 তোমার অনন্ত বিবিধ শক্তি ।  
 বুঝিতে না পারে জীব অসমতি ॥  
 ভিন্ন ভিন্ন দেব করিয়া কল্পনা ।  
 স্বল্প তম ঋতাবে করিছে অর্চনা ।  
 পবন বরুণেইল অগ্নি যমে ।  
 বিভিন্ন দেবতা তাবে মনে মনে ॥  
 কিন্তু সেতো নয় ওহে বিশ্বদেব ।  
 সর্বভূতে তুমি এক শুদ্ধ শিব ॥  
 ঋণ ঋণ করে তোমার প্রকৃতি ।  
 কার আছে বল এহেন শক্তি ॥  
 তব সাধু ভক্ত অস্তরে বাহিরে ।  
 তব প্রেম-মুখ নরশন করে ॥  
 তব আর প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া ।  
 তোমার চরণে রহেন পড়িয়া ॥  
 সতী রমণীর মতন সে জন ।  
 তব পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ ॥  
 করিয়া থাকেন জগত মাঝারে ।  
 জয়ে পূজা আর নাহি করে কারে ॥  
 জীবের সর্বস্থ নিয়ন্তা উদ্দেশ্য ।  
 'একমাত্র তুমি' তুমিই উপাশ্রয় ॥  
 তুমি ছাড়া আর কেহ নাই মম ।  
 তুমি-নাথ মোর প্রাণ-প্রিয়তম ॥  
 জঙ্গম-পুতলি তুমি গো আমার ।  
 তোমা ছাড়া তবে সকলি অসার ॥  
 'এক অদ্বিতীয়' মন্ত উচ্চারণে ।  
 কত শান্তি বল পাই এ জীবনে ॥

নিরাশ জীবন হয় আশায় ॥  
 শক্তিহীন প্রাণ শক্তিপূর্ণ হয় ॥  
 অনন্ত শক্তি তুমিই মম প্রাণ ।  
 লভিয়া পাতকী এইরূপ জ্ঞান ॥  
 অনন্ত আশায় পুলকিত হয় ।  
 অমানিশা মাঝে হয় চন্দ্রোদয় ॥  
 "তুমি এক ব্রহ্ম" এ জ্ঞান বিহনে ॥  
 হয় না মুক্তি মানব জীবনে ॥  
 তুমি অদ্বিতীয় লভি এই জ্ঞান ।  
 অয় নরনারী তব পূজা-ধাম ॥  
 তুমি ছাড়া মুক্তি-দাতা কেহ নয় ।  
 একমাত্র তুমি বিশ্বের আশ্রয় ॥  
 তোমা ছাড়া যেবা ভজে অন্য জনে ॥  
 কত দুঃখ সেই পার এ জীবনে ॥  
 তবিত হইয়া জলধরী তীরে ।  
 দ্রুতি মানব কুপ থাক করে ॥  
 নাহি পায় লীর শুধু ভ্রম সার ॥  
 ক্রয় হয়ে নিত্য করে হাহাকার ॥  
 একদেব তুমি বিশ্বের আধার ।  
 একদেব তুমি অনন্ত অপার ॥  
 একদেব তুমি ভুবন-প্রসার ।  
 এক শ্রেষ্ঠ পাত্র তুমি মহেশ্বর ॥  
 দেবগণ মাঝে পরম দেবতা ॥  
 একমাত্র তুমি ওহে বিশ্বদাতা ॥  
 তব পূজা-প্রদ অস্তর চরণে ।  
 নমো নিরাকার ভক্তি স্তব মনে ॥

পূণ্যস্বরূপ ।

ভক্তকণপবিত্র ॥

পূণ্যময় হরি,                      হৃদয়-বিহারী,  
 অধম-জন-ভারণ ॥

তুমি ইচ্ছা কর, পুণ্যের আশ্রয়,  
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ॥  
জ্ঞান সভ্য জ্ঞান, প্রেম সুমহান,  
শান্তি সুখ অনুপম ॥  
সকলিতে তুমি, পূর্ণ বিশ্ব শাসি,  
তুমি হে পাপ-হরণ ॥  
অন্তরে বাহিরে, বিশ্ব চরাচরে  
তুমি নাথ পুণ্যময় ॥  
তব পুণ্য জ্যোতি, ঢাল দিবা রাত্তি  
কর কর পাপ-ভয় ॥  
ও পুণ্য-কিরণে শিশুর বদনে  
ফুটে হামি সুসুখ ॥  
তব পুণ্য বলে, সাধু ধরাতলে  
স্থাপে আনি হরপুর ॥  
তুমি পুণ্য হ'য়ে, মানব-হৃদয়ে  
বাস কর নিরন্তর ॥  
তাই নরগণ, যুগে অনুক্ষণ  
পাপ রূপ বিষধর ॥  
পুণ্য কথা শুনে, পাপীর পরাণে  
কত না আনন্দ হয় ॥  
পাপের উপর, যুগে নিরন্তর  
অনুদিন উপজয় ॥  
আমাদের পাপ, হৃৎ মনস্তাপ  
কত না উপায়ে হরি ॥  
সদা নাথ কর, ছলয়ের ভার  
হর দিবা-বিভাবরী ॥  
বিবেকে তোমার, বাণী পুণ্যধার  
না শুনিয়া দয়াময় ॥  
পাপেতে মগন, হই অনুক্ষণ  
পাই হৃৎ অভিশয় ॥  
তুমি দণ্ড দিয়ে, অব্যাহত তনয়ে  
কিরাইয়া আন যারে ॥

পুণ্য-শান্তি-দানে, .. পাপীর পরাণে  
ঢাল প্রেম অকাঙরে ॥  
অনুক্ষে যেমন, করীক গমন  
হয় সদা নিঃশিত ॥  
ভেমনি বিবেকে, জীব এক একে  
রক্ষা কর অবিশত ॥  
তব পুণ্যানীরে, পাপী দ্বান করে  
হয় সাধু পুণ্যবান ॥  
তব পরশনে, পাপীর জীবনে  
হয় বর্ষ মূর্ত্তিমান ॥  
পাপ-কলঙ্কিত, মরনারী বত  
তব পুণ্যালয়ে এসে ॥  
দেব হ লতিয়া, পাতক তুলিয়া  
তব কোড়ে বসি হাসে ॥  
কলঙ্ক-ভঞ্জন, পাতক-নাশন  
রিপু-প্রশমন-কারী ॥  
তব পুণ্য নাম, বাহে পূর্ণ-কাঙ্ক্ষ  
হয় তবে মরনারী ॥  
জ্ঞায়েতে অঁটল, তুমি নিরমল  
ওহে পাপহারী হরি ॥  
তুমি পাপিপণে, জ্ঞান-দণ্ড-দানে  
করহ দীন ভিখারী ॥  
যে জাতি যে জন, পুণ্যের নিয়ম  
ভঙ্গ করে ধরাডলে ॥  
তুমি জারে তার, করিয়া বিচার  
দণ্ড দাও বধাকালে ॥  
স্তব স্তুতি নতি, কিছুতেই প্রীতি  
নহেত তোমার প্রভু ॥  
কপট বচনে, উপহার-দানে  
তুমি তো ভোলনা কত ॥  
যে জন যে কালে, এই ধরাডলে  
করে পুণ্য অনুষ্ঠান ॥

তারে আলিঙ্গন, কর অনুক্ষণ  
 দাও তব পদে স্থান ॥  
 মূর নর-গণ, নিপাপ কখন  
 নহে হরি লগ্নায় ॥  
 তাঁরা যতক্ষণ, তোমার চরণ  
 কলয়ে বকিয়া রয় ॥  
 কব সুখা জ্যোতি, তাঁহা সবে ভক্তি  
 করিয়া পাতক করে ॥  
 ছাড়িলে তোমার, বঁাধা পুনরায়  
 পড়েন পাপ-লাগরে ॥  
 পুণ্যের মতন অপারিবে ধন  
 নাইতে জগতে অর ॥  
 পুণ্য-ধন বনে, যেতে স্বর্গদামে  
 নাই কার অধিকার ॥  
 পুণ্যরূপে তুমি, অধিলের স্বামী  
 অছি তবোপথ হয়ে ॥  
 বিনে ঐ পথ, সকলি বিপথ  
 জান মা জান অভয়ে ॥  
 এ পাপ জন্ম, পাপেই আলয়  
 পূর্ণ পাপ-কালিমায় ॥  
 মোর পাপ ছরি, কেঁপে উঠে হরি  
 ভয়েতে মম জন্ম ॥  
 তুমি বিনে অঙ্গ, পাতকী উদ্ধার  
 কে করিতে পানে তনি ॥  
 তুমি বিনে নল, পুণ্য-সম্বল  
 কে দেয় ভব-কাণ্ডারী ॥  
 তাই এ চন্দ্র, তত্ত্ববুদ্ধ মনে  
 একান্ত শরণ লয়ে ॥  
 করি প্রণিপাত, ওহে বিশ্বনাথ  
 মিনীত-দীন-অদয়ে ॥

### অ'নন্দ অমৃত শাস্তি স্বরূপ ।

অনন্ত আনন্দময় রসের ভাণ্ডার ॥  
 চিরশান্তি যুগ তুমি ওহে প্রাণাধার ॥  
 লাবণ্য সৌন্দর্য্য তুমি অমৃতের ধনি ॥  
 তব যুগে যুগে জীব দিবস-যামিনী ॥  
 আনন্দের মহাসিদ্ধি তুমি গো জননী ॥  
 নিজের আনন্দে তুমি মদা উদ্ভাদিনী ॥  
 শোক দুঃখ জরা মৃত্যু নহিক তোমার ॥  
 অনিচ্ছুর শাস্তি তুমি হৃদের আগার ॥  
 তোমার আনন্দ-বিলু সংসার মানারে ॥  
 শাস্তি সবে বর নাথ, মদা সৃষ্টি করে ॥  
 তব নাম, তব কণ প্রসন্ন তোমার ॥  
 অমৃতের মনে বর শাস্তি-পারাবার ॥  
 তাহাতে করিয়া জ্ঞান দঃ জীবচয় ॥  
 তুলে যায় সংসারের দুঃখ শোক ভয় ॥  
 তব সুধারস-পানে প্রমত্ত ভকত ॥  
 অ'নন্দ অ'ক্ষয়াদে মদা হন নিমোহিত ॥  
 আমি মৃত্যু আমি শোক পাপ-অন্ধকার ॥  
 আমাতে মত্তত দুঃখ করিছে বিগার ॥  
 তিমস দেহ অন্ধকারে মৃতের মতন ॥  
 পড়িয়া রহেছি নাথ আমি অনুক্ষণ ॥  
 এই মদা মৃত্যু হতে আমারে নিয়ত ॥  
 অমৃতধামেতে তুমি লইতেছ পিতঃ ॥  
 তোমাতে লিখাসরূপ রথেতে চড়িয়া ॥  
 অমৃতকালে যাম জীব মৃত্যুকে তাজিয়া ॥  
 তোমার অমৃতধামে দেহ লিপ্সন ॥  
 তব কোলে নিগরিছে নাথ, অনুক্ষণ ॥  
 যত তব প্রেম যুগ করি নিরীক্ষণ ॥  
 যতই তোমার অঙ্গ করি পরশন ॥  
 এত তব কথা শুনি যত আজ্ঞা পাণি ॥  
 তত যুগশাস্তি লভি ওমা মৃত্যুকালী ॥ \*

• কালী—কালভয়-নিবারিণী ।

তব হৃথে হৃথী য়েবা এই ধরাধামে ।  
 তার কিবা নিরানন্দ হয় এ জীবনে ॥  
 ক্রুশ অধি চিত্তানল দারিদ্র্য-পীড়ন ।  
 যন্ত্রণা কি দিতে পারে তারে প্রাণধন ?  
 কণ্টকের শব্দ্য হয় কুসুম-সমান ।  
 শোক হৃৎখানি সব হয় অবসান ॥  
 হৃৎখেতে আনন্দ তাঁর হয় অক্ষয় ।  
 মৃত্যুতে অমৃত লাভ করে সেই জন ॥  
 এ হেন হৃথের নিধি তুমি ভগবান ।  
 যিনি তব পদাশ্রিত্যে তিহি ভাগ্যবান ॥  
 মৃত্যু রোগ শোক হৃৎখে মরত জগত ।  
 হাচাকার করিতেছে শ্রীহরি নিয়ত ॥  
 অক্লমে জল যথা মিলে না কখন ।  
 তেমতি মিলে না হেথা শাস্তি মহাধন ॥  
 পৃথিবীর ধন জন দারা পুত্র যত ।  
 কিছুতে আসার শাস্তি নাহি হয় পিতঃ ॥  
 একমাত্র শাস্তি তুমি অনিত্য ভুবনে ।  
 মাথ্য রাখিবার স্থান তব ও চরণে ॥  
 তুমি ভক্তিপ্রদা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী ।  
 পাপভয়-নিবারিণী সঙ্কটবারিণী ॥  
 নিরাশ ছলয়ে তুমি আশার পবন ।  
 শোকার্তের শাস্তিবারি তুমি প্রাণধন ॥  
 শুদ্ধ বৃষ্টি তুমি দেব, লভিলে তোমায় ।  
 সংসার-পিয়াসা সব একেবারে যায় ॥  
 শাস্ত সমাহিত হয় হৃৎখল জন ।  
 নিবে যায় বাসনার ভীম হতাশন ॥  
 মন বুদ্ধি বাক্য জ্ঞানি সব স্থির হয় ।  
 তাপের নিদান যত দূরে চলি যায় ॥  
 আশ্রয়তি আশ্রয়কীড় হয়ে শুভজন ।  
 তব শাস্তি-হৃথ-রস পিয়ে অক্ষয় ॥  
 তোমার আনন্দরূপ হেরে হনয়নে ।  
 প্রেমবারি বিগলিত হয় প্রতিফলে ॥

পুলকে রোমান্থ হয়, হৃথে বিগলিত ।  
 অক্ষয় হয় সেই ভকতের চিত ॥  
 এ হেন আনন্দময়ী মা তুমি আমার ।  
 তব পদে প্রণিপাত করি বার বার ॥  
 তব রূপরাশি হেরি ভোগানন্ত মন ।  
 তব ধ্যানে একেবারে হৌক নিমগন ॥  
 তোমার শ্রীপদে নাথ, করষোড় করে ।  
 প্রণিপাত করে দাস প্রীতি-ভক্তিতরে ॥

### ধ্যানের উদ্বোধন ।

প্রাণমধ্যে প্রাণেশ্বর করেন বিহার ।  
 হের প্রেমানন্দে মন শ্রীমুখ তাঁহার ॥  
 দিব্যভাগে স্বারদেশে রেখিলে যেমন ।  
 তবু গৃহমধ্যে পশে রতির কিরণ ॥  
 সেইরূপ আরাধনে বহিঃস্থ গতি ।  
 নিরন্ত না হয় মনে, জানিবে স্মৃতি ॥  
 তাই শেষ আসক্তির প্রদীপ নির্মাণ ।  
 করিয়া ধ্যানের মাঝে দুব মোর প্রাণ ॥  
 ধ্যানানন্দে দুবি মার অপরূপ রূপ ।  
 হেরে ভুলে যাও মন সংসারের দুখ ॥  
 প্রত্যক্ষ ভাবেতে করি ব্রহ্ম দর্শন ।  
 স্বর্গ পরলোক ভোগ করহ এখন ॥  
 বাহির হইতে কর অন্তরেতে গতি ।  
 আশ্রিতে পরমাশ্রয়ে দেখ মোর হৃদি ॥  
 সাকার-বিষয়-ধ্যান করি পরিহার ।  
 পরিহারি বিহ্বল করনা-বিকার ॥  
 ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান কর মোর মন ।  
 ব্রহ্ম-সমাধিতে এবে হও নিমগন ॥  
 প্রেমময় কৃপাসিদ্ধ দাসে কৃপা করে ।  
 নিবন্ধ করল মোরে ধ্যানের আগরে ॥

যোগ-ভক্তি-পঙ্ক-যোগে চিত্তানন্দ দেশে ।  
উড়িয়া যাউক মন ব্রহ্মের আদেশে ॥  
ধ্যানে ব্রহ্মরূপা বিনে অস্ত্র বল নাট ।  
জানিয়া প্রণাম করি তোমারে গোসাই ॥

ধ্যান ।

সাপারণ প্রার্থনা ।

অসত্য হইতে নাথ, সবে কৃপা ক'রে ।  
সত্যোতে লইয়া যাও আমি সবাকারে ॥  
অন্ধকার হতে নাথ, আমি সবাকারে ।  
জ্যোতিতে লইয়া যাও সবে কৃপা ক'রে ॥  
মরণ হইতে নাথ, সবে কৃপা ক'রে ।  
অমৃতোতে লয়ে যাও আমি সবাকারে ॥  
হে সত্যপুরুষ হরি, মোদের গোচরে ।  
প্রকাশিত হও দেব, সবে কৃপা ক'রে ॥  
অপার করুণা তব ওহে দয়াময় ।  
তাহাতে ব্রহ্ম সবে হইয়া সদয় ॥

মাতৃস্তুত ।

১ ।

সঙ্কটহারিণি, বিশ্বপ্রসবিণি,  
পাতকনাশিণি, জপতহারিণি,  
ভুবনপালিণি, দুরিতহারিণি,  
ভুতবিদারিণি জননি ।

২ ।

প্রসব-সময়ে তুমি প্রসবিনী,  
তুমি অন্নদাত্তী, মাতা আহারিণী,  
তুমি নিরাকারা, দাত্তী সোহাগিনী,  
তুমি গো আমার জননী ।

৩ ।

পালিতেছ জীবের স্নেহকোলে লয়ে,  
সন্তী হয়ে আছ জনয়ে জনয়ে,  
অল্পপূর্ণরূপে আলয়ে আলয়ে,  
বিতরিছ অন্ন জননি ।

৪ ।

বিশেষোতে তুমি আছ বহু চেষ্টে,  
পথে সাধী তুমি সকল সময়ে,  
ভয় মাঝে তুমি হইয়া অভয়ে,  
কাছে থাক সদা জননি ।

৫ ।

মনোদেবী তুমি গহন কামনে,  
তুমি মনোদেবী ভীষণ অশ্রুমে,  
অনুরক্তা তুমি • তুমি বনভমে,  
অনন্দহারিণি জননি ।

৬ ।

জন্মদেহে তুমি জন্ম-ঈশ্বরী,  
প্রাণ মর্মে মর্মে তুমি প্রাণেশ্বরী,  
তুমি আশ্রয়মা, মনস-নিহারী,  
তুমি গো আমার জননী ।

৭ ।

দেহ মাঝে তুমি লুক্কিতপিনী,  
বক্তৃবিদ্ধ মাঝে তুমি বিহাঙ্গিনী,  
দেহবধে তুমি ধ্বজ-স্বপিনী,  
হ'য়ে আছ সদা জননি ।

৮ ।

পরিবার মাঝে পিতা মাতা তুমি,  
গৃহে গৃহলক্ষী তুমি গো জননি,  
রাজ্যে রাজলক্ষী † অধিলহারিণী ;  
তুমি গো আমার জননী ।

• অহর-বাতিমী পাশাহর-বিদ্যাবিনী,  
পাপহর অহরকে বিনি বিনাশ করেন ।

† লক্ষী—বিনি জীবকে ধন, বাহ্য, স্বর্গ  
যোক প্রকৃতি বাহ্যভীম সম্পদ বিধাদি করেন ।  
ব্রহ্ম ।

৯ ।

চিকিৎসায় মাগো তুমি ধরতরী,  
বিষম দুর্গমে তুমি মা শক্তরী,  
সংসার-সাগরে তুমি গো কাণ্ডরী ;  
তুমি গো আমার জননী ।

১০ ।

রোগ শোক হুঃখে তুমি মা সাক্ষী,  
বিপদ দারিদ্র্যে তুমি গো ককণী,  
মহাভয়ে তুমি প্রসন্ন-বচনী ;  
তুমি গো আমার জননী ।

১১ ।

রোগে কর তুমি স্তম্ভা অপায়,  
জীব হুঃখে মাগো কাল অনিবার,  
ঐহুর্গা \* হইয়ে তনুপারাবার,  
পার কর জীবে জননি ।

১২ ।

কালে তুমি কালী † অনন্ত-রূপিনী,  
পরকালে তুমি চিরায়ী জননী,  
অন্তকালে তুমি ভয়-সংহারিণী ;  
তুমি গো আমার জননী ।

১৩ ।

মৃত্যুতে অমৃত, দারিদ্র্যেতে ধন,  
ক্ষুধা-কালে অন্ন, তুমার জীবন,  
ব্যাধিতে ঔষধ, অধারে কিরণ ;  
তুমি গো আমার জননী ।

১৪ ।

সতীর হৃদয়ে তুমি মহাসতী,  
জননীর প্রাণে তুমি স্নেহবতী,

সাপুর অন্তরে তুমি মা সুমতি,  
হয়ে আছ সদা জননি ।

১৫ ।

ছদ্ম-বৃন্দাবনে তুমি হরি হয়ে,  
লীলা কর মাগো ভক্তগণ লয়ে,  
সকলে মজায়ে ভক্ত-হৃদয়ে,  
কত রহ কর জননি ।

১৬ ।

ভক্তের তুমি ছদ্ম-বিহারিণী,  
সাধকের তুমি মানস-মোহিনী,  
অহঙ্কারী হুঃখে পাবণ-মলিনী,  
হয়ে আছ সদা জননি ।

১৭ ।

বিধাসী জনের চির শান্তি তুমি,  
বিবেকের কাছে তুমি ব্রহ্মবাণী,  
বৈরাগীর তুমি নির্মাণের ধনি ;  
তুমি গো আমার জননী ।

১৮ ।

তুমি মহাশক্তি শাক্তের সদনে,  
তুমি মহাবিশ্ব বৈষ্ণবের মনে,  
তুমি বোধি সত্ত্ব নির্মাণ-সাধনে ;  
তুমি গো আমার জননী ।

১৯ ।

তুমি ব্রহ্মতত্ত্ব আত্মা তগবান,  
তুমিই জিহোবা পুরুষ প্রধান,  
তুমিই প্রকৃতি চিরায়ী মহান ;  
তুমি গো আমার জননী ।

২০ ।

তুমি আত্মা মা গো তুমি করাভার, \*  
তুমিই সিঙ্গুটী † পাশ-ভয়-হার,

\* ঐহুর্গা.—বিধি জীবের সর্ববিধ দুর্গতি  
; হরণ করেন ।, ব্রহ্ম ।

† কালী বিনি জীবের কালভয় নিবারণ  
করেন । ব্রহ্ম ।

\* ব্রহ্মদেহীর লোকে ইহরকে “করাভার”  
বলেন ।

† চীমদেশীর দুর্গভিগ্ন সিঙ্গুটী নামে  
ইহরকে ভর্তসা করিতেছেন ।

তুমি মহাবিশ্বা অজরা অক্ষরা ;  
তুমি গো আমার জননী ।

২১ ।

অধিদেব তুমি ব্রহ্ম পরাংমহর,  
ভক্তের তুমি শ্রীহরি হৃদয়,  
দাসদের তুমি প্রভু শক্তিদয় ;  
তুমি গো আমার জননী ।

২২ ।

এ বিশ্ব-মন্দিরে তুমি বিশ্বেশ্বরী,  
মানব-মন্দিরে তুমি মা ঈশ্বরী,  
এ দেহ-মন্দিরে তুমি দেহেশ্বরী ;  
তুমি গো আমার জননী ।

২৩ ।

ইহকালে তুমি জীবনতোষিণী,  
পরকালে তুমি গতিবিধায়িনী,  
স্বর্গলোকে তুমি প্রেমমন্দাকিনী ;  
তুমি গো আমার জননী ।

২৪ ।

বিপদভঞ্জনী তুমি গো জননি,  
ভক্তের তুমি লক্ষ্মানিবারিণী,  
পতিতের তুমি পতিতপাবনী ;  
তুমি গো আমার জননী ।

২৫ ।

তুমি সরস্বতী, \* তুমি অগন্ধাত্রী,  
তুমি সংহারিণী, তুমি রক্ষাকর্ত্রী,  
এ বিশ্ব-সংসারে একমাত্র কর্ত্রী ;  
তুমি গো আমার জননী ।

২৬ ।

বিপদে সম্পদে পরনে স্বপনে,  
আত্মারে বিহারে নিদ্রা আগরণে,

হুঃখ শোক তাপ রোগের পীড়নে,  
চিরসঙ্গী তুমি জননি ।

২৭ ।

ভুবনব্যাপিনী জ্ঞান-জ্যোতি তুমি,  
তুমি সর্কারাধ্যা অধিলের স্বামী,  
মুক্তিপ্রদায়িনী তুমি অন্তর্যামী ;  
তুমি গো আমার জননী ।

২৮ ।

ভ্রামরদণ্ডে তুমি শাসিহ সংসার,  
দ্বিতেছ জীবেরে দণ্ড পুরস্কার,  
নিভরিছ প্রেম পূণ্য অনিবার ;  
তুমি গো আমার জননী ।

২৯ ।

লটলে ভোম্মুর<sup>১</sup>তধামর নাম,  
পূর্ণ হয় মোরঃসব<sup>২</sup>মনস্কাম,  
অনার্যসে জীব যার ব্রহ্মধাম,  
মা নামের শুণে জননি ।

৩০ ।

হরনর-পত্ত-আদি ভীষণণ,  
সবাকার তুমি জননী রতন,  
সবাই তোমারে ডাকে অঃকণ,  
প্রেমে মা মা ব'ণে জননি ।

৩১ ।

তুমি একজন এ বিশ্ব-ভুবনে,  
তোমার দ্বিতীয় নাই কোন ধানে,  
তোমার মহিমা কেহ নাই জানে ;  
তুমি গো, আমার জননী ।

৩২ ।

জানি তুমি ভালবাস অনিবার,  
জানি আমি, তুমি মম প্রাণাধার,  
তুমি মাত্র মোর জীবনের সার ;  
তুমিই সম্বল জননি ।

\* সরস্বতী—উক্ত সরস্বতী, জানদায়িনী  
ব্রহ্ম

৩৩ ।

অখণ্ড অব্যক্ত এক অবিতীরা,  
তুমি নিরাকার। চিন্ময়ী অন্তরা,  
অবিদ্যা-বর্জিতা তুমি মহাশায়া ;  
তুমি ধো। আমার জননী ।

৩৪ ।

কিরূপে একাকী এ বিশ্বমণ্ডল,  
আনা রূপে ধারণে পাল অবিরল,  
এক হ'য়ে বহু রূপ সুবিস্মল,  
দেখাও জীবেরে জননি ।

৩৫ ।

নব নব বিধি করি প্রকটন,  
জীবের উদ্ধার করিছ সাধন,  
নাশিতেছ পাপ হুঃখ অগণন ;  
তুমি গো বিধান-জননী ।

৩৬ ।

পাঠাইয়া স্তনে প্রেরিত যুজন,  
করিতেছ তবে বিধান ঘোষণা,  
প্রকাশিছ জ্ঞান প্রেমের তপন,  
ধরা মাঝে তুমি জননি ।

৩৭ ।

একাধারে পিতা মাতা পতি সতী,  
একাধারে তুমি পুরুষ প্রকৃতি,  
একাধারে ভীমা মোহিনী মুরতি,  
কেমনে দেখাও জননি !

৩৮ ।

এ সকল তত্ত্ব বুঝিতে না পারি,  
কিন্তু বুঝি তুমি জননী আমারি,  
স্নেহকোলে লয়ে লিবা-বিতাবরী,  
পালিছ জীবেরে জননি ।

৩৯ ।

তাই তব পক্ষে করি নমস্কার,  
তব স্নেহে মুগ্ধ হ'য়ে অনিবার,

তব পদে রাখি মস্তক আমারি,  
হই পুত্র তব জননি ।

৪০ ।

রাখ এ মস্তকে চরণ তোমার,  
রাখ মম হৃদে পদ-রত্ন-হার,  
রাখ এ জীবনে করুণা অপার ;  
যাচি এই ভিক্ষা জননি ।

৪১ ।

অধম তনয়ে পদ-ছায়া দাও,  
অবাধ্য সম্মানে পুত্র করি লও,  
বিপদে সম্পদে সদা সঙ্গেরও ;  
প্রণমি তোমায়ে জননি ।

### বিশেষ প্রার্থনা ।

অপার-করুণা-সিঙ্গু শ্রীহরি আমার ।  
বুঝিতে তোমার লীলা দাও অধিকার ॥  
সাধারণ সবিশেষ উভয় প্রকারে ।  
করিতেছ লীলা তুমি নিয়ন্ত সংসারে ॥  
তব লীলা-রঙ্গ-ভূমি এ ভবভবন ।  
হইতেছে কত লীলা হেথা অনুক্ষণ ॥  
অস্থরে বাহিরে আর প্রতি ঘটনায় ।  
সমাজ, প্রকৃতি মাঝে যথায় তথায় ॥  
করিতেছ নৃত্য লীলা শুহে নয়াময় ।  
বুঝিতে না পারি হুঃখ পাই অতিশয় ॥  
হরিশীন এসংসার ভাষি মনে মনে ।  
কত পাপে মজে নাথ, থাকি নিশিদিনে ॥  
সকলি জানত হরি, কি বলিব আমি ।  
হৃদয়ের নাথ তুমি অধিলের স্বামী ॥  
অবিসাস নিরানন্দ আসক্তি সংশয় ।  
আকুলিত করে প্রাণ কত না সময় ॥  
অককার দেখি কতু ব্যাকুলপরাণে ।  
কান্দিয়া আশ্রয় লই সংসার-চক্রণে ॥

কতু নিজ বুদ্ধিরূপ জীর্ণ তরী ধরে ।  
 পার হ'তে চাই নাথ, সংসার-মাগরে ॥  
 কিন্তু বিশ্বাসীর তুমি অটল তরণী ।  
 একথা কেন গো মনে থাকেনা জননি ॥  
 থেকে থেকে ভুলে যাই মোহের বিকারে ।  
 এই পাপ হতে রক্ষা করগো আমারে ॥  
 দিব্য চক্ষু নাও নাথ, তব লীলা হেরি ।  
 মুগ্ধ হয়ে কাই আর আপনা পামরি ॥  
 প্রতিদিন এ জীবনে যে লীলা-বিহার ।  
 করিতেছ প্রেমময়, প্রেমে অনিবার ॥  
 বিশ্বাসনয়নে তাহা করি দরশন ।  
 হই কেন তব প্রেমে নাথ, নিমগ্নন ॥  
 মুগ্ধে যুগে বত বিধি করেছ প্রেরণ ।  
 পাঠায়েছ ধরাধামে বত মহাজন ॥  
 সবাতো বিশ্বাস করি, তাঁদের ভিতরে ।  
 তব লীলা-ভাগবত দেখাও আমারে ॥  
 তব লীলাধার যত সাধু মহাজন ।  
 তোমার লীলার পাত্র নরনারীগণ ॥  
 তাহাদেরে ভালবেসে লীলারসাস্বাদ ।  
 করিবারে অধিকারী কর মোরে নাথ ॥  
 অগতের ঐতিহাসে জাতীয় জীবনে ।  
 তোমার মধুর লীলা দেখাও অধমে ॥  
 প্রাচীন বিধান যত নবীন বিধানে ।  
 মিল'টলে দয়াময় তুমি ধরাধামে ॥  
 যে মহা লীলার শ্রোত চলিছে ভুবনে ।  
 গোমুখীর দারা প্রায় নাথ, নিশিদিনে ॥  
 তাহাতে বিশ্বাসী কর পাত লী সন্তানে ।  
 মত্ত কর এ জীবন তব গুণ গরনে ॥  
 মহা ভক্তি মহা ভাব মহান বিশ্বাস ।  
 দিয়ে পাপী জনে ক'রে রাখ কৌতুহাস ॥  
 বিশ্বাস ভক্তি বিনা, তব লীলাস্নাত ।  
 অস্বপন করিবারে নাহি পারি পিতঃ ॥

তোমার লীলার কথা বলিতে বলিতে ।  
 গলে যেন গাণ মোর তোমার কৃপাতে ॥  
 সাহারার মরুভূমি আমার অন্তর ।  
 অবিশ্বাস "লু" তাহে বহে নিরন্তর ॥  
 মায়া-মরীচিকা তাহে খেলে অবিরত ।  
 ভুলাইয়া রাখে মোর পাপাসক্ত চিত্ত ॥  
 হেন প্রাণে ভক্তিবানি কর বরিষণ ।  
 করহ হৃদয় মোর নন্দনকানন ॥  
 মহাভাবে ভোর ক'রে তব প্রেমামৃত ।  
 পান করাষ্টয়া মোরে কর সঙ্গীভিত ॥  
 নিত্য তব প্রেমলীলা করি দরশন ।  
 রহিব তোমার প্রেমে পৃথীর মগ্নন ॥  
 ভক্তির অঙ্কন মাখি নাও এ নয়নে ।  
 হেরি তব লীলা নাথ, জীবনে মরণে ॥  
 প্রতিফল অনুকূল সব ঘটনার ।  
 হেরিব তোমার লীলা ওহে দয়াময় ॥  
 কিছুতে নিরাশা ভীতি হবেনা অন্তরে ॥  
 সঙ্গী হৃৎসঙ্গ রব তব লীলা, হেরে ॥  
 শত্রু মিত্রে যুগে যুগে সবার ভিতরে ॥  
 তব প্রেমমত্ত নাথ, হেরিয়া সাদরে ॥  
 স্বদ্বাতীত সব হরি, ভোগার পরশে ।  
 লভিব অতুল শান্তি তব কৃপাপ্রশে ॥  
 নব বিধানের তব লীলা অনুপম ॥  
 দেখাইয়া মুগ্ধ কর এ পাপীর মন ॥  
 কি কৌশলে রচিয়াছ নতুন বিধান ।  
 তাবিলে আনন্দে ভাসে কিছু পরাণ ॥  
 মাঝিলে নয়নে নববিধান অঙ্কন ।  
 চারিদিকে সমগর করি দরশন ॥  
 বিরোধ বিচ্ছেদ বত সব চলে যায় ॥  
 মহলের মহারাজ্য প্রকাশিত হয় ॥  
 স্বদেশে বিদেশে আর ভূত ভবিষ্যতে ।  
 সর্বত্র তোমারি লীলা দেখি মান্য হতে ॥

প্রেমেতে প্রমত্ত হয়ে সকল বিধান ।  
 আলিঙ্গন করি নাথ, জুড়াই পরাণ ॥  
 অগতের সমুদায় সাধু ভক্তগণ ।  
 হয়েন আমার কাছে অতি প্রিয়তম ॥  
 তাঁহাদের পদতলে বসি দিবানিশি ।  
 তব তত্ত্ব শিক্ষা করি আনন্দেতে ভাসি ॥  
 ভ্রাতা ভগ্নী জান করি বত নারী নরে ।  
 তোমার রূপায় মন সমাদর করে ॥  
 বিধানে বিশ্বাস বঃব ছদ্মের সঞ্চারে ।  
 সর্গধাম প্রকাশিত হয় যে সংসারে ॥  
 এ হেন মধুর লীলা প্রভু অনুক্ষণ ।  
 দেখাও এ পাপী জনে হে দীনেশ্বর ॥  
 তব লীলাপ্রোতে ভাসি শাস্তি-উপায়ে ।  
 লাগুক জীবনতরী তব রূপা-বলে ॥  
 তব গুণ গান করি পালিয়া বিধান ।  
 তব দাস হয়ে যেন থাকি ভগবান ॥  
 এই ভিক্ষা দাও করি, দীনহীনজনে ।  
 চিরদাস প্রবিপাত করে ও চরণে ॥

ভারতে ভোরেস্ত্রীয় বিধানবাদী

পারসকদিগের আগমন ।

রাসিক বিধাসী ভক্ত পাঠক প্রবর ।  
 আর্ধ্য হুমে বঙ্গলীলা দেখ নিরন্তর ॥  
 পরম বিজ্ঞানময় শ্রীহরি কেমনে ।  
 নানা ধর্ম আনিলেন ভারতভূবনে ॥  
 মণ্ডলী আশ্রয় করি প্রত্যেক বিধান ।  
 অগতে অনন্তকাল রহে বিগ্রহমান ॥  
 আপনায় গঢ় টঙ্ক ধর্মসমদয় ।  
 সাধিবারে মহেশ্বর হরি লীলাময় ॥  
 এক একে নানা ধর্ম সম্প্রদায় বত ।  
 কেমনে আনিয়া হেথা বখাওবিহিত ॥

ইতিহাসে সেই লীলা বেশি কুতূহলে ।  
 ভক্তি প্রেমে একেবারে বাও সবে গলে ॥  
 ঈশ্বরবিহীন কভু নহে ইতিহাস ।  
 শ্রীহরির লীলা-শাস্ত্র দেখে ব্রহ্মদাস ॥  
 প্রতি ঘটনায় তাঁর লীলা সুমহান্ ।  
 বিশ্বাসী তরুতরু দেখিবারে পান ॥  
 আপাত অশুভ হতে পরম কল্যাণ ।  
 বিধান করেন নিত্য ঈশ্বর মহান্ ॥  
 ভক্তিভরে ইতিহাস পড়ে দেই জন ।  
 করে সেই বিধাতার লীলা দর্শন ॥  
 পরিত্রাণপ্রদ শাস্ত্র জেনে ইতিহাস ।  
 অদর সম্মান তার করে ব্রহ্মদাস ॥  
 ইতিহাসে তব লীলা দেখিবারে পাই ।  
 হেন আশীর্বাদ কর বিধের সোমসাই ॥  
 বেদ বাটবেল আর পুরাণ কোরাণ ।  
 এ সবায় তুলা করি ইতিহাসে জ্ঞান ॥  
 তোমার মতিমা-লীলা প্রেম প্লামৃত ।  
 পান করি হই যেন তোমাতে মোহিত ॥  
 প্রেরিত প্রবর-মহম্মদ-তিরোধানে ।

উড়িল ইছলাম ধর্ম আসিয়া পগনে ॥  
 তাঁর অনুবর্তিগণ প্রেম শাস্তি ভুলে ।  
 তরবারি ঘোণে ধর্ম বাপে কুতূহলে ॥  
 ভিন্নদেশী রাজগণে করিয়া আহ্বান ।  
 বলিভেন লও ধর্ম পবিত্র ইছলাম ॥  
 অথবা অধীন হয়ে দাও মোরে কর ।  
 নতুবা করিব মোরা সম্মুখসমর ॥

\* হজরত মহম্মদের প্রচারবশু ওমর প্রভৃতি  
 ভিন্ন দেশীয় রাজগণের নিকট হুত প্রেরণ করি-  
 তেন, তাহারা ইছলাম ধর্ম গ্রহণ কিবা অধীনতা-  
 খীকারে কর প্রদান না করিলে তাহাদের সঙ্গে  
 যুদ্ধ করিতেন । বৃন্দলমান ধর্মের ইতিহাস এই  
 রূপ যুদ্ধ বিগ্রহে পরিপূর্ণ ।

ভয়ে ভীত হয়ে কত নরনারীগণ ।  
 বাধ্য হয়ে করিতেল সে ধর্ম গ্রহণ ॥  
 কেহ বা সমর-ক্ষেত্রে হয়ে পরাজিত ।  
 নবীন মণ্ডলী মাঝে হইতেল নীত ॥  
 আরবের পূর্বোত্তরে পারস্য প্রদেশ ।  
 শোভিছে এসিয়া ভূমি ধরি চারুবেশ ॥  
 অতি পুরাতন দেশ খ্যাত ইতিহাসে ।  
 কবিগণ কাব্যশ্রবণে হেথায় বরষে ॥  
 প্রবল সম্রাট কত করি দিগ্বিজয় ।  
 লভিতেন বশোমালা হেথা ধরাময় ॥  
 বত সাধু ভক্তচয়, ভূপ জায়বান ।  
 সর্বভাগী দানে বীর, বিহায়েম মহান \* ॥  
 জন্মি এই পুণা ভূমে, ধরার বদন ।  
 করেছেন সমুদ্রল, যবে অতুষ্ণ ॥  
 হিন্দু পারসিক জাতি অর্থাৎকর হতে ।  
 শাখারূপে শোভা পায় সন্তত ভগতে ॥  
 এক বংশে এক বংশে জন্মিয়া দুজন ।  
 সুপ্রবীণ অর্থাৎকর করিত য জন ॥  
 সাম্রিক ব্রাহ্মণ প্রায় সর্বা অগ্নি হেরি ।  
 ব্রহ্ম দরশন তার করিত অমরি ॥  
 কিন্তু ইচ্ছামের মহা বিধানসাগরে ।  
 উঠিল তরঙ্গ ঘোর কাপারে সংসারে ॥  
 যে ভীষণ বৈদ্যনর আরবপ্রান্তরে ।  
 জলিয়াছে দিক্ দেশ অগোপিত করে ॥  
 সে অনল পারভেতে হয়ে প্রজ্বলিত ।  
 গ্রাসিল প্রাচীন ধর্ম সদাচার গত ॥  
 পারভের রাজ্য আর বহু প্রভাগণ ।  
 করিলেন দুসলমান ধর্ম গ্রহণ ॥

\* ভেরাসন পদ্ধতি মহাবীর নরপতি, নও  
 সেতওয়া অতীত প্রজাব্রহ্ম জায়বান্ স্মৃতি,  
 হাতেম তাই অতীত আত্মত্যাগী দাতা এই বংশে  
 জন্ম গ্রহণ করেন ।

পুরাতন বিধিবাদী মানবের প্রতি ।  
 করিতে লাগিল তারা অত্যাচার অতি ॥  
 নিদারুণ অত্যাচার সহিতে না পারি ।  
 সহস্র সহস্র পারসিক নরনারী ॥  
 প্রাণাধিক জোনেদীয় ধর্ম বক্ষে ধরি ।  
 নিজ ধর্মরক্ষা তরে জম্ভুতি ছাড়ি ॥  
 পবিত্র ভারত কোলে লইলা অপ্রিয় ।  
 ভারতের নৃপ এক উদারচন্দ্রয় ॥  
 বোম্বাইর উপকূলে দিনা সবে স্থান ।  
 যাদিল \* করে তথা সুখে অবধান ॥  
 নারিবে গোপন কহু করিতে জনন ।  
 এই অত্যাচারে সবে করিয়া বন্ধন ॥  
 হিন্দু নরপতি দেশনষ্ট জনগণে ।  
 নিজব্রহ্ম মাঝে স্থান দিলা জট্টমনে ॥  
 দণ্ড দয়াময় হরি তোমার বিধান ।  
 পারবে কে বুঝিতে বল এ পাপী অন্ধন ॥  
 কেন নাথ কি উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র সমুদ্রায় ।  
 ত খিলে ভীষিত করি পবিত্র ধরায় ॥  
 প্রাণীপ জ্বলি মহা ভীমগ্রাস হতে ।  
 কেননা বাক্যে নাথ এ বিধি ভগতে ॥  
 বড় প্রিয়তম তব প্রত্যেক বিধান ।  
 বিধানবাক্য তব প্রিয় সুসন্ধান ॥  
 সে সব বিধান আর তরুণ লয়ে ।  
 রচিত \* তন বিধি নাথ সুসময়ে ॥  
 নানা দুর্গে মালা গাঁথি অগভের গলে ।  
 পরাধমে দয়াময় এই ভূমণ্ডলে ॥  
 এই হেতু প্রেমময় নবীন মণ্ডলী ।  
 আনিলে কি অর্থাভূমে জীবপ্রমে গলি ॥

\* উদ্দেশ্যে ধর্মের অত্যাচার সফল করিতে না  
 পারিয়া যাকারা খ্রীষ্টর পঞ্চন ও বোড়ন পতাকাতে  
 আমেরিকার পনন করেন, তাহাধিককে Pilgrims  
 Father বলে ।

এক দেশে জন্ম আর অন্য দেশে স্থান ।  
লভিল আশ্চর্য্যভাবে তোমার বিধান ॥  
এক আধ্যাত্মি বটে হিন্দু পারসিক ।  
পুরাকালে ছিল এক ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক ॥  
পার্থ আর মতঃভেদে তাই দুই জন ।  
সাঁই সাঁই হয়েছিল তাঁরা সেইজন ॥  
বিচ্ছেদ অটনক্য তুমি সহিতে না পার ।  
তাই কিণো প্রেমময়ী জননী আমার ॥  
অপার কৌশলগুণে পারসিকগণে ।  
মিলাইলে পুনরায় ভারত ভুবনে ॥ \*  
হবে আধ্যাত্মে নববিধানের লীলা ।  
বসিবেক সেই স্থানে মহাপ্রেমমেল ॥  
এই হেতু ধীরে ধীরে একেক বিধান ।  
আনি সাজাইলে তুমি ভারত-উদ্যান ॥  
পারসিক সনে তব প্রিয় জোরেস্তায় ।  
শাস্ত্রবিধি সহ তুমি আনিলে হেথায় ॥  
তাই জেন্দানেস্ত + শাস্ত্র ভকতচরিত ।  
লভিয়া ভারতবাসী হয় পুলকিত ॥  
বলিহারি দয়াময় কৌশল তোমার ।  
তব পদে বার বার করি নমস্কার ॥

ধন্য পারসিকগণ ধার্য্য ধর্ম্ম তরে ।  
ছাড়িলেন জন্মভূমি সবে অকাতরে ॥  
যথ্য ভক্ত মহম্মদ মক্কা পরিহরি ।  
পলাইয়া গেলা চলি মদিনা নগরী ॥  
তেমনি এ ভক্তচর্য্য, ধর্ম্মরক্ষা তরে ।  
তাজিল পারস্য ভূমি অগ্নান অন্তরে ॥  
ধর্ম্ম হ'তে প্রিয় কিছু নাই এ ভুবনে ।  
শিখাইলে এ দৃষ্টান্ত তোমরা জীবনে ॥

\* শ্রীতির অটন কি নবম শতাব্দীতে পারসিকগণ ভারতে আগমন করেন ।

+ পারসিকবিদের ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম জেন্দানেস্ত । ইহা অতি আদীন গ্রন্থ ।

তোমাদের সুদৃষ্টান্ত করিয়া স্মরণ ।  
পারি যেন নববিধি করিতে পালন ॥  
সম্পদ বিপদে অত্যাচার উৎপীড়নে ।  
রূপণের ধনপ্রায় বিধানরতনে ॥  
প্রাণপণে পোষি যেন হৃদয়ভাণ্ডারে ।  
এ সেন আশীষ হরি কর এ দাসেরে ॥  
ধন্য হিন্দু নরপতি উদারতা ধার ।  
উপায়বিহীন জনে করিল উদ্ধার ॥  
এবে পারসিকগণ ভারতের পায় ।  
কৌশল মণির মত সদা শোভা পায় ॥  
ভারতের অধিবাসী পারসী সকল ।  
ভারতমাতার সেবা করে অবিরল ॥  
ধনী মানী দানবীল কষ্টে সুন্দর ।  
ভারতের প্রিয় পুত্র অতি যোগ্যতর ॥  
ভারতের ভাবী ভক্ত সাধনের তরে ।  
আসিল এ হেন জাতি ভারত ভিতরে ॥  
ভারতের বন্ধু হরি নানা জাতি লয়ে ।  
গড়িবারে নবজাতি ভারতস্থানে ॥  
করিছেন নব লীলা, ওহে ভক্তজন ।  
সে লীলা হেরিয়া প্রেমে হও নিমগন ॥  
প্রকৃত কল্যাণকর ব্রহ্মের বিধান ।  
জানিয়া করহ তাঁর যশঃ মহীয়ান ॥  
আপাত অশ্রীতিকর ঘটনাসাগরে ।  
ডুবিয়া বিধানমূল্য তোল প্রেমতরে ॥  
ব্রহ্মহস্তে প্রাণ মন করি সমর্পণ ।  
ভকতি বিনয়ে কর শ্রীপদ পূজন ॥

মহর্ষি জোরেস্ত এবং ৩২ প্রচারিত  
ধর্ম্মবিধি ।

ডেরায়স \* নামে এক প্রবল ভূপতি ।  
করিত পারস্যভূমে বধন বসতি ॥

\* ইনি Darius Hystaspes.

তাঁহার রাজত্বকালে, ঋষি জ্ঞানবান্ ।  
 আনিলা জগতে এক নবীন বিধান \* ॥  
 জোরেস্ত তাঁহার নাম, পরম বিধান ।  
 নান শাস্ত্রে পারদর্শী তপস্বী মহান ॥  
 ইহুদি, ম্যাগিয়ধর্ম দুয়ের মিলনে ।  
 নবধর্ম আনিলেন মরত ভুবনে ॥  
 সিভি় দেশের মাঝে জিজ্ঞাস্ত জনপদে ।  
 উদ্ভিত হলেন ঋষি ব্রহ্মের রূপাতে ॥  
 পর্কত-কন্দরে বসি ভক্ত ধর্মিবর ।  
 অর্চনা প্রার্থনা চিত্তা ধ্যান নিরন্তর ॥  
 করেন নিরুজ্জনে থাকি, সম্মাসীৰ্য বেধে ।  
 সংসারের কোলাহল শ্রবণে না পশে ॥  
 এরূপ তপস্বী করি হৃদ্যৰ্ণ সময় ।  
 সিদ্ধিলাভ করিলেন জ্ঞানী সঙ্গাশয় ॥  
 জলন্ত অনল মাঝে ব্রহ্মের বচন ।  
 শুনিলেন মহা-ঋষি আনন্দিত মন ॥  
 এই হেতু ভকতের মণ্ডলী তিতর ।  
 হইলেক অনলের অতি সমাগর ॥  
 মহর্ষির শিষ্যগণ মন্দির মাঝারে ।  
 অগ্নি চির প্রজ্বলিত রাখেন অদরে ॥  
 একমাত্র ব্রহ্মে ভক্ত করিত বিলাস ।  
 তাঁহাতি অর্চনা সেবা করে ব্রহ্মদাস ॥  
 ভেজোময় জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম সনাতন ।  
 প্রজ্বলিত অগ্নি মাঝে প্রকাশিত রন ॥  
 এট হেতু ধর্মিবর, পবিত্র অনল ।  
 সম্মানিতে শিক্ষাদান করে অবিরল ॥  
 নবধর্ম লাভ করি ঋষি মহাশয় ।  
 প্রচারিলা নববিধি সানন্দজদয় ॥

পবিত্র ভারতবর্ষে আসি মতিমান্ ।  
 ব্রাহ্মণ হইতে শিধি দর্শন বিজ্ঞান ॥  
 করিলা পারস্ত দেশে তাহার প্রচার ।  
 এইরূপে সাধিলেন জীবউপকার ॥  
 ধর্মনীতি সাহিত্যাদি গণিত দর্শনে ।  
 সকল বিষয়ে শিক্ষা দিলা শিষ্যগণে ॥  
 পিথাগোরা • নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত ।  
 এই ধর্ম্যে দীক্ষা লয়ে হল্য সুবিদিত ॥  
 রাজ্য করিলেন এই ধর্ম গ্রহণ ।  
 ব্যাপিল নতন বিধি পারস্ত ভূবন ॥  
 মণ্ডলীর সুপ্রণালী করিলা স্থাপন ।  
 দলে দলে দলভূক্ত হয় জনগণ ॥  
 এইরূপে প্রচারিয়া পবিত্র বিধান ।  
 প্রাচীন বয়সে ঋষি সাধু মতিমান্ ॥  
 বিরোধীয় অন্ত্রাঘাতে ত্যজিলা জীবন ।  
 উৎসর্গিলা নিভ প্রাণ ধর্মের কারণ ॥  
 ওহে ব্রহ্ম লীলাময়, তব রূপাণ্ডনে ।  
 উদ্ভিলা ভকতচল্য এসিয়া গগনে ॥  
 আলোকিয়া ধরাতল হৃদ্যৰ্ণ সময় ।  
 লভিলেন তব কোলে পরম আগ্রয় ॥  
 রূপা কর দয়াময়, ভকত-চরিত ।  
 লভিয়া জীবনে দেব, বিধান সহিত ॥  
 প্রাণে প্রাণে বিশেষ গিয়ে তোমার চরণ ।  
 সেবা পূজা করি নাথ, হয়ে নিমগন ॥  
 এট ভিক্ষা করি দেব, ওপদ কমলে ।  
 প্রণিপাত করে দাস প্রেমানন্দে গলে ॥

\* টটদি ও ম্যাগীয় ( Magians ) দ্বিগের  
 ধর্মসম্বন্ধে এট ধর্মের উৎপত্তি ।

† Ziz নগর । কিন্তু এ সম্বন্ধে সকল ঐতি-  
 হাসিকগণ একমত নন ।

• Pythagoras ( পিথাগোরা ) টটি  
 প্রাচীন কালের একজন অতি সুবিখ্যাত পণ্ডিত  
 ছিলেন । জোরেস্তীয় ধর্ম গ্রহণ করেন ।













সে চিত্তহরণে, না পেয়ে এঁদের  
বিশীর্ণ হয়েছে হার ।  
সখার বিরহে, তাপিত পরাণ  
হয়েছে দগ্ধ প্রাণ ॥  
ওহে প্রেমজ্যোতি, বদবধি তুমি  
রোধেছ দর্শনদ্বার ।  
ভদবধি হার, সংসারে আমার  
নাহিক আনন্দ আর ॥  
ব্যাকুলতা ।  
বনস্তসমীর, বলো সে সখারে  
ভুমিই গিরিপ্রান্তরে ।  
তব অবেষণে, ঘুরাটছ মোরে  
সতত ব্যাকুলাস্তরে ॥  
প্রাতঃসমীরণ, সখাপদধূলি  
লয়ে এস মোর তরে ।  
প্রাণ চক্ষে মম, জ্যোতির সকার  
হয়ে সে ধূলির জোরে ॥  
ওহে প্রাণসখা, হাকেজের মত  
যদি কেহ তব দ্বারে ।  
করেছে আঘাত, দ্বার খুল নাথ  
দর্শনতিথারী তরে ॥  
ধৈর্য্য, প্রতীক্ষা ও আশা ।  
বিপদের কড়ে, ছিন্ন যদি হয়  
স্বর্গ মর্ত্ত সমুদয় ।  
তবু সখা তরে, নয়ন স্থাপন  
ক'রে রবে এ হৃদয় ॥  
হেন দাস নহে, হাকেজ কখন  
পলাইবে প্রভু হতে ।  
হে হাকেজ তুমি, হওনা বিবর  
পরিধানে এ জনতে ॥  
জাগ্রদস্বী তব, হবে সুপ্রসন্ন  
পাবে দয়ালব ক্রীড় ॥

সখাদরশনে, ঘুচিবে তোমার  
জীবনের দুঃখভার ॥  
মিলন ।  
১ ।  
মনোহর তব বদনমণ্ডল,  
হেরি মনোরম হয়েছে সফল ;  
নিশার স্বপনে, হেরি প্রাণারামে,  
তার সনে এক হয়েছি কেবল ।  
এবে সখা সনে পার্থক্য বিরল ॥  
২ ।  
গিয়াছে সে দিন, হাকেজ যখন,  
নাবিকের দয়্য, চেত অন্তরঙ্গ ;  
মুহুর্ত্তা রতন, পেয়েছি এখন,  
সমুদ্রযাত্রার কিবা প্রয়োজন ।  
পেয়েছি হৃদয়ে হৃদয়রতন ॥  
৩ ।  
বাণ শত্রু তুমি, বাণ এখা হতে,  
কি সম্বন্ধ বল এবে তব সাধে ;  
বহু উপনীত, তোমার সহিত  
সম্বন্ধ কি রাখা হয় সমুচিত ?  
সখাসম্মিলনে হাকেজ মোহিত ॥  
মুগ্ধতা ।  
১ ।  
এ হৃদয় তাঁর প্রেমের আশায় ।  
এ নয়ন সেই, জীবন সখায় ॥  
ছবি প্রকাশের দর্শন সুন্দর ।  
তিনি যে আমার হৃদয়ভর ॥  
২ ।  
এ সংসারে যদি হাকেজের মন ।  
হরিতপ্রসন্ন-মনে, হয় অচেতন ॥

কি আশ্চর্য্য তার ! সুরানয়ে পতি  
করিলে কি রহে সচেতন যতি ॥

৩।

পেয়ে থাক যদি, মস্ততার পথ ।  
জীবন কৃতার্থ ভাব অবিরত ॥  
ধনভাণ্ডারের পথ নৈ যেমন ।  
এ পথ তেমনি, অতি সংগোপন ॥

৪।

ওহে উপদেষ্টা! বাও নিজ কাজে ।  
উপদেশ আর মোরে নাহি সাজে ॥  
এত কোলাহল কিসের কারণ ।  
নিজ বশে আর নাহি মম মন ॥  
যে পর্য্যন্ত তাঁর মধুর বচন ।  
বংশীধ্বনি প্রায় আমার শ্রবণ ॥  
না করে যুগধ, তাবৎ সকল ।  
অন্ত উপদেশ অসার নিকল ॥

প্রেমমত্ততা ।

গত রজনীতে, তব প্রেমমদে  
হয়েছি বিভোর আমি ।  
পূজা প্রার্থনার, সময় কি আর  
আছে হে হৃদয়খামি ॥  
প্রেম-অগ্নি প্রাণে, জলে নিশিদিনে  
নির্মাণ নাহিক হয় ।  
অগ্নিপূজকের সুন্দর মন্দিরে  
হয়েছে মোর আগ্রহ ॥  
সাধন ভজন, সংকল্পপালন  
কিষ্ট হ'রে বৃথা আশ ।  
সুরাপায়ী বলে, এই তুমুলে  
বিখ্যাত তোমার দাস ॥  
আমি সেই দিনে, প্রেমপ্রশ্রবণে  
হুয়েছি বয়ন বন ।

সেই দিন হতে, আমি এ অগতে  
তাজেছি, অপরিচয় ॥

যে পথিক জন সুরানিকেতন  
বাইবার পথ পায় ।

সে কি অন্তহায়ে, বাইবারে পারে  
আনন্দ আর কোথায় ॥

শ্রেমিক হুজনে, সেবি সমতনে,  
অন্ত কোন আশা নাই ।

বুদ্ধির অধীন, হ'ওন চিরদিন  
বলেছে দোষ গৌসাই ॥

প্রেমসুরা ।

বুদ্ধির পুস্তকে, প্রেমের বচন  
শিখিতে যেতেছে কেন ।

ও তব কি সেখা, পাঠবে জনিতে  
এই তরু হয় মনে ॥

বুদ্ধিযোগে মোরে দেখাও না তরু  
আন সুরা সুমধুর ।

আমার সে দেশ, বুদ্ধির প্রভাব  
নহে কিছু কার্য্যকর ॥

প্রেম-সাগরের সীমা কল নাই  
প্রাণসমর্পণ বিনে ।

নাহিক তথ্য, অপর উপায়  
বলেছে শ্রেমিক জনে ॥

প্রমত্ত শ্রেমিক, দেশ বিলজ্জন  
ইহ পরলোক আশ ।

অতিবুদ্ধিচিন্তা, নাই তাঁর হৃদে  
চিরস্থায়ী প্রেমদাস ॥

অকল ।

আশ্চর্য্য অলপ্রবাহ নয়নের ঝরি ।  
বার দিগে যায় উহা, পান্যে গঠিত তাহা





ভেদনি কবীর ছদি, বাল্যাবধি জিরবধি  
ছিল হরিপ্রেমকালিনী ॥  
অতিশয় বুদ্ধিমান, প্রথমপ্রতিভাবান  
পড়াবতঃ শুকত সুধীর ॥  
তাঁহার বিমল চিত্তে, ব্রহ্মের করুণাপ্রোভে  
তত্ত্বজ্ঞান সফরে পড়ীর ॥  
বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি, শুনিলেন ব্রহ্মবাণী  
বলিলেন শ্রীহরি তাঁহারে ॥  
“জাতীয় দেশীয় মত, ত্যজি ওতে প্রিয়মুত  
মত হও সত্য সঙ্গাচারে ॥ \*  
রামানন্দশিষ্য হয়ে, আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে  
ভক্তিভক্ত করহ সাধন ॥”  
শ্রীহরির কথা শুনি, কবীর হল অমনি  
মহানন্দসাগরে মগন ॥  
বদিও উদারচিত্ত, রামানন্দ ভক্তিযুত  
কিন্তু আমি নীচ নরাধম ॥  
কেমসে এ হুবাচার, হটবে শিষ্য তাঁহার  
এত ভাবি হল উচাটন ॥  
ব্রহ্মের ইঙ্গিতক্রমে, উপায় হইল মনে  
প্রতিদিন রামানন্দরায় ॥  
মণিকর্ণিকার তীরে, প্রতিদিন ভক্তিভরে  
স্নানতরে ভক্তবর যায় ॥  
উষাকালে একদিন, কবীর হয়ে সুদীন  
মণিকর্ণিকার সিঁড়ি পরে ॥  
আছেন শয়ন করে, হেনকালে অগোচরে  
রামানন্দ তাঁহার শরীরে ॥

হাপিল আপন পদ, তাহে হয়ে গঢ়িভ  
মূলমন্ত বলে উঠেঃ পরে ॥  
ভক্ত-মুখাপ্ত-বাণী, কবীর শুনি অমনি  
মস্তজ্ঞানে লটয়। সাদরে ॥  
এভাবে দীক্ষিত হয়ে, এলেন কিরি আলয়ে  
ভক্তবর সানন্দ-অন্তর ॥  
ভদ্রবধি অবিরত, হরিসাধনেতে রত  
হটলেন, হটয়। নিতোর ॥  
জাতীয় ব্যবসা ধরি, যমন বমন করি  
করে ভক্ত জীবিকা অর্জন ॥  
কিন্তু হরিনাম ধন, নিত্য স্মরণ মনন  
করেন কবীর অনুকরণ ॥  
একখানি বস্ত্রসহ, একদিন ছাড়ি গেহ  
গেলা ভক্ত বিক্রয় কারণ ॥  
এক সাধু বস্ত্রদীন, হটয়। অতি সুদীন  
চাহি নিল। তাঁহার বসন ॥  
পুনঃ গৃহে আসি হেরে, শ্রীহরি করুণা করে  
করেছেন অন্নের বিধান ॥  
শ্রীহরির লীলা দেখি, কবীর হইল। সুখী  
অন্নচিন্তা হল অবসান ॥  
শ্রীহরির রূপাঙ্গণে, নাম স্মরণ মননে  
হল প্রাপ্ত ভক্তিসংসার ॥  
সাধুসেবা ভক্তি দয়া, সকল জীবতে দয়া  
এ সকলে মতি হল তাঁর ॥  
হরিরূপাবিনিঃসৃত, ভক্তি-নীরে যার চিত্ত  
পরিপ্লুত হয় এ সংসারে ॥  
সাধুসেবা দয়া জ্ঞান, তাঁর চিত্তে শোভমান  
করে আসি ব্রহ্মরূপান্তরে ॥  
বরবার আগমনে, মেদিনীর সর্বস্থানে  
রসে পূর্ণ হয় যে প্রকার ॥  
তরু লতা ফুল ফল, রসে ভরা অবিরল  
উর্দ্ধ অধঃ রসের আধার ॥

\* সঙ্গাচার ভক্তি সাধনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। সাহিত্য এবং শুদ্ধ আচার, নিরামিষ-ভোজন, অহিংসা, ইত্যাদি সংযমাদি ভিন্ন উচ্চ আদেয় ভক্তিসাধন এক প্রকার অসম্ভব। ভক্তি-পথাবলম্বী হিন্দু সাধকগণ এবিধের দৃষ্টান্ত বহুল



ভক্ত কবীরের প্রচার-ব্রত-গ্রহণ  
এবং বিধান প্রচার ।

ভক্ত ভক্ত সম্মিলনে নব ভাবশ্রোত ।  
শ্রীহরির রূপান্তরে বহে অবিরত ॥  
আপনার হৃদীকার গুণ বিবরণ ।  
বলিগেন রামানন্দে ভক্ত মূজন ॥  
একদিন নয়ান ব্রহ্মের রূপার ।  
ব্রহ্ম-আবির্ভাবে পূর্ণ হইল হৃদয় ॥  
ব্রহ্মের প্রভাবে আর তাঁর দরশনে ।  
ভাষাতর উপজিল কবীরের মনে ॥  
শ্রীহরির প্রেমমুখ করিয়া দর্শন ।  
প্রেমেতে উন্মত্ত হল ভক্ত মহাজন ॥  
পন্থার গভীরাবে তঁর তরবী যেমন ।  
বহুদূর হতে আসি হয় নিমগ্ন ॥  
তেমনি কবীর প্রাণ ব্রহ্ম-অর্কর্ষণে ।  
ভূবিগ গভীর ব্রহ্মজলধি জীবনে ॥  
সাধনার পরিণতি ব্রহ্মদরশন ।  
দর্শনেতে মুক্তি জীব লভে অনুক্ষণ ॥  
ছিন্ন হয় পাপপাশ, সকল সংশয় ।  
ব্রহ্মরূপান্তরে আহা সব দূর হয় ॥  
মেঘশূন্য শরদীর গগনের প্রায় ।  
নিঃশূল মূর্তি ধরে মানবহৃদয় ॥  
ব্রহ্মলোকে জীবনের নিরতি সে জন ।  
বৃক্ষিয়া তাঁহার পদে ঢেলে দেয় মন ॥  
শ্রীহরির মনোনিবেশ প্রেরিত জীবন ।  
পারে কি সংসারে লিপ্ত থাকিতে কখন ?  
যে মনঃসমীরণ হয়ে প্রবাহিত ।  
হৃদীতল করিবেক সমগ্র জগত ॥  
সামান্য গণ্ডীর হারেক সে পূণ্য পবন ।  
পারে কি থাকিতে আর আবদ্ধ কখন ?  
ব্রহ্মের আদেশে ভক্ত লোকহিততরে ।  
সঁপিলা জীবন মন ধরমপ্রচারে ॥

প্রমত্ত মাতঙ্গ প্রায় গিয়া বরে বরে ।  
করেন প্রচার বর্ষ অনুরাগতরে ॥  
ভক্ত জ্ঞান ভক্ত ভক্তি তাঁহার জীবনে ।  
বিকট কমল প্রায় শোভে অনুক্ষণে ॥  
প্রিয়তম শ্রীহরির দরশন তরে ।  
ব্যাকুল বাসনা আগে হাঁহার অন্তরে ॥  
হরিনামরসে মত্ত হয়ে অবিরত ।  
ধ্যানযোগে হইতেন ব্রহ্মে সমাহিত ॥  
ধর্মের বিমল তত্ত্ব করিয়া ঘোষণ ।  
করিতেন ভারতের কল্যাণসাধন ॥  
বলিতেন হরিপ্রেম জীবনসহায় ।  
প্রেম হতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাহিক ধরায় ॥  
শ্রীহরির প্রেমমুখ কর দরশন ।  
প্রিয়তম মহাবাসে রহ অনুক্ষণ ॥  
অবিচ্ছেদে ব্রহ্মসত্তা-সাগর মার্কারে ।  
মগ্ন হয়ে থাক জীব সত্য সংসারে ॥  
মায়াজীত সভালোকে করি অবস্থান ।  
হাঁহার সৌন্দর্য্যমুখ পিয় অবিরাম ॥  
প্রেমিকের দরশনে হের প্রেমময়ে ।  
সার কর হরিপদ সকল সময়ে ॥  
এইরূপে ভারতের নরনারীগণে ।  
করিতেন উপদেশ ব্রহ্মরূপান্তরে ॥  
সারল্যের অবতার ছিলেন কবীর ।  
কপটতা অবিবাস করিবাব দূর ॥  
সমভাবে হিন্দু আর মুসলমানগণে ।  
বলিতেন তীব্রভাবে সদা নিশিদিনে ॥  
মধুর রসাল ফলে কালকীট বধ ।  
পাশি অন্তঃসারশূন্য করয়ে সর্পিধা ॥  
সেইরূপ কপটতা জগতে নিরুত ।  
মানবের প্রাণ মন করে কলঙ্কিত ॥  
ধন মান সুখলোভে মানব সকল ।  
আপন প্রকৃত ভাব ঢাকি অবিরল ॥

মহীরানগের মত নানা বেশ ধরি ।  
 করয়ে বন্ধন সবে দিব্য বিভাবরী ॥  
 আঁধারি জীবন বাহু ধনু-আবরণে ।  
 করিছে মানব পাপ প্রকাশে গোপনে ॥  
 বঁচিবু খী হয়ে লোক বাহিরে বাড়িরে ।  
 জন্মিছে ঈশ্বরে ছাড়ি নিম্নত সংসারে ॥  
 লোক পুরোহিত আর যৌলনী ব্রাহ্মণ ।  
 খাতি পথে অন্ন লোক করে বিচরণ ॥  
 আলো বিতরণ করে মশালচির প্রায় ।  
 আপনি হস্তাব দোষে আঁধারেতে ধায় ॥  
 ধর্মপথে মূলমন্ত্র প্রথম অক্ষর ।  
 মহাধন সরলতা অতি মনোহর ॥  
 তেঁহা ছাড়ি দেশাচার বাহু অনুষ্ঠানে ।  
 মজিনাছে নবীন পাপ প্রলেভনে ॥  
 তত্ত্বভেদ পৌত্তলিক অনুষ্ঠান যত ।  
 এত অকল্যাণ অহং সমিদ্ধে নিম্নত ॥  
 শাস্ত শাস্ত বলি লোক হইছে পঙ্গল ।  
 কিন্তু কেব পালে শাস্ত হইয়া মদল ॥  
 মাল ফোটা উপনীত করিয়া ধারণ ।  
 সাধু বলি অভিমান করে হিন্দুগণ ॥  
 বাহুপূজা বাহুক্রিয়া বাহু অনুষ্ঠান ।  
 ধর্মমের পরাক্রম বলি করে জ্ঞান ॥  
 শত্রু বাণি করি সবে শ্রুত কোরবানী \* ।  
 মুসলমান বলি জ্ঞান করয়ে অজানী ॥  
 কিন্তু সভ্যনিষ্ঠ জ্ঞান পণ্য সমাচান ।  
 অস্তুর বাঁচিব তর্কি পর উপকার ॥  
 সরলতা সমাধান প্রেম ভক্তিধন ।  
 অতি অন্ন লোক করে ভদ্রয়ে সাধন ॥

\* গল্প ৮—শ্রী হরিলীলার কণ্ঠভেদের জার মুসল-  
 মানদিগের বক্তৃত্ত্বের সঙ্গারনিবেশ । ধর্মের  
 নামে পণ্ড পক্ষী চত্যায়ে মুসলমানগণ কোরবানী  
 বলেন ।

হেরিয়া জীবের দশা, হয়ে মর্থাহত ।  
 তীব্র প্রতিবাদ করে তরু অবিরত ॥  
 তাঁর তীব্র বাক্যবাহে হিন্দু মুসলমান ॥  
 হইতেন ক্রোধে জলি অনল সমান ॥  
 কপটী পাষণ্ড নর সত্যের প্রতাপ ।  
 সহিতে না পারি পার হুদে মনস্তাপ ॥  
 প্রতিহিংসানলে দগ্ধ হয়ে অবিরত ।  
 শ্রাণপণে চেঁচা করে ভক্তের অহিত ॥  
 বেথানে বিধানবাদী, প্রতিবাদী তথ্য ।  
 রবিশনে ছায়া কথা থাকয়ে সর্গখা- ॥  
 ক্রোধ-বেষে অন্ধ হুয়ে প্রতিবাদিগণ ।  
 করিলেক অভিযোগ নৃপতিমদন ॥  
 ভক্তের দুর্ভাগ্যমোহ করিয়া প্রবণ ।  
 একান্ত কুপিত হল বাদসার মন ॥  
 ডাকিলেন কবীরেরে আপন সন্মানে ।  
 উপনীত হল তরু আনন্দিতমনে ॥  
 বলিলেন বাদসারে, "সেলামের তরে ।  
 আসি নাই নরপতি তোমার গোচরে ॥  
 বদমাতে প্রয়োজন নাইক আমার ।  
 এক রাননাম \* মম জীবনের সার ॥  
 জীবনসংসার মম ঐ নামধন ।  
 নাম বিনা আর কিছু জানিবা কখন ॥  
 নাম মোর প্রাণ, নাম জীবন-আধার ।  
 নামধন বিনে কিছু নাইক আমার ॥"

\* রান নাম ঈশ্বরপ্রতিপাদক শব্দ । তিনি  
 আত্মাতে রমণ বা বিহার করেন, সেই ভক্তলব-  
 গিতারী ঈশ্বরের নাম রান । তিনি আত্মরান,  
 প্রাণরান শব্দের বাগ্য । ভারতে ঈশ্বরপ্রতিপাদক  
 নামে যজুসংকে অভিহিত করিবার প্রথা প্রচলিত  
 আছে, সুতরাং যজুসংকটনকে রাননামে অভি-  
 হিত করা হইয়াছে । যজুসংকটনর ঈশ্বরসংকট  
 কখনও আত্মরান ঈশ্বর নহেন ।

কবীরের কথা শুনি বাদসা তখন ।  
 ক্রোধ অভিমানে জ্বলি হলো হতাশন ॥  
 হস্তপদে বেড়ী দিয়া গঙ্গার সলিলে ।  
 যেহেতু স্বধন্যরোধী কথা সদা বলে ॥  
 ফেলে দাও চন্দ্রতিরে হইয়া সহর ।  
 তাহে যদি নাহি মরে অনল ভিতর ॥  
 কিসা হিষ্টপদতলে ফেলিয়া টহায়ে ।  
 করহ নিধন সবে এই পাষাণেরে ॥  
 অভিমানরূপ মহাকাল বিষধর ।  
 দংশিয়াছে একবার যাহার অন্তর ॥  
 বিষক্রম আসক্ত চিত্ত, প্রভূহে পর্কিত ।  
 কামাদি রিপুতে সদা মন বশীভূত ॥  
 হেন জন ধন্য আর ভক্তের অদর ।  
 বুঝিতে কি পারে বল সংসার ভিতর ?  
 নৃপতির কুণ্ডবাক্যে ভ্রষ্টচিত্তজিতে ।  
 কিছু না উপজে ভীতি ভক্তের চিতে ।  
 মূষিকের আক্ষালনে পর্কিত কখন ।  
 হয় কিহে বিচলিত পাঠক মূগ্ধন ?  
 মশকদংশনে বল প্রমত্ত বাদসা ।  
 পায় কি সংসার মাঝে ভয় কদাচন ?  
 জানে ভক্ত, দয়াময় শ্রীহরি তাঁহারে ।  
 আছেন লইয়া সদা আপনার কোড়ে ॥  
 ব্রহ্ম-অনুগত দাসে বল কোন জন ।  
 ভয়ে ভীত করিবারে পারে কি কখন ?  
 ঈশ্বরে নির্ভর করি বিশ্বাসী প্রবর ।  
 রহিলেন দাঁড়াইয়া নৃপতিগোচর ॥  
 ব্রহ্মভেজে পূর্ণ বীর বিশ্বাসী প্রধান ।  
 কিছুতে শঙ্কিত নয় তাঁহার পরাণ ॥  
 আশ্রয়ে গিরির প্রায় বিশ্বাসী জীবন ।  
 হৃদয়েতে ব্রহ্মানল করেন ধারণ ॥  
 রসনার কড়ু অগ্নি উদগীরিত হয় ।  
 কখন বা অন্তরেতে লুকারিত হয় ॥

কিন্তু সেই ব্রহ্মাধির জ্যোতি সুবিস্মল ।  
 সুশোভিত করে ভক্তবদনকমল ॥  
 তেজে ভরা মূগ্ধসর মুরতি মোহন ।  
 হেরি বিমোহিত হয় পাতকীর মন ॥  
 ব্রহ্মভেজ ভক্ত-হৃদে হয়ে প্রকাশিত ।  
 নীরবে ব্রহ্মের বশ ঘোষণা নিরত ॥  
 কবীরের হেন ভাব হেরি নরপতি ।  
 বিশ্বাসগারে মগ্ন হইলেন অতি ॥  
 ভক্তে প্রকাশিত হয়ে ব্রহ্ম সনাতন ।  
 ভূপতির পাপরাশি করেন দহন ॥  
 স্বর্গের মানুষ্য হেরি বাদসার মন ।  
 হরিকৃপাশুলে আশা হল সূচেন ॥  
 অনুতাপ উপজিল বাদসার মনে ।  
 কুটিল ভক্তিত কুল উষর কাননে ॥  
 কবীরের পদপ্রান্তে হইয়া প্রণত ।  
 ক্ষমা তিক্ষা যাচিলেন নৃপ বিধিমত ॥  
 নৃপতির ভাব দেখি বিশ্বাসী ভক্ত ।  
 ছষ্টচিত্তে ক্ষমিলেন অপরাধ বত ।  
 নরনাথে আলীকাদ করিয়া ভক্ত ।  
 করিলেন একবারে নিজ অহংগত ॥  
 আশা কিবা শ্রীহরির লীলা চমৎকার ।  
 হেরিলে হৃদয়ে হয় আশার সঞ্চার ॥  
 কেমন কৌশলে তিনি আনি ভক্তজনে ।  
 পরিত্রাণ দেন তাঁর পাতকী সম্মানে ॥  
 ব্রহ্মের বাহন ভক্ত, ভক্তবিহারী ।  
 ভক্ত-হৃদে লীলা করে দিব্যবিভাবরী ॥  
 ভক্তের সদনে থেবা যাটতে না চায় ।  
 তার কাছে ভক্তজনে আনি প্রেমময় ॥  
 কৌশলে পাপীর মন কেড়ে লন তিনি ।  
 ধন্য হরি ধন্য তনু লীলা গুণমণি ॥  
 ভক্তসমাগম কড়ু হয় না বিফল ।  
 হৃদে ঘের কামধেনু বধা অবিরল ॥

তেমনি ভকতজন হরিপ্রেমামৃত ।  
 বিতরেন ধরামাঝে প্রেমে অবিরত ॥  
 ভক্ত-হৃদে বসি হরি মানবের মন ।  
 টানেন আপনা পানে আহা অনুকণ ॥  
 ভক্ত তীর্থ, তীর্থের আপনি শ্রীহরি ।  
 হেন তীর্থ দরশনে পাষণ্ডতা অরি ॥  
 কতকণ পারে বল থাকিতে হৃদয়ে ।  
 রয়ে কি তুষার কড় সূর্য্যতেজ পেয়ে ?  
 এইরূপে প্রেমময় প্রণত কু দিয়া ।  
 নৃপতির প্রাণ মন লটল কাড়িয়া ॥  
 প্রচারিলা নিজ বিধি, বাড়টল মান ।  
 ভকতের, এ জগতে করুণানিধান ॥  
 ধন্য দয়াময় হরি তোমার চরণে ।  
 প্রণিপাত করি মোরা ভক্তিকাক মনে ॥  
 কর হেন আশীর্ব্বাদ কবীরের মত ।  
 থাকি যেন ওচরণে চির অন্তগত ॥  
 বাক্যে নহে, কিন্তু শুধু চরিত্রের বলে ।  
 প্রচারিতে তব ধর্ম্ম এই মহীতলে ॥  
 স্তম্ভম করহে নাথ, কবীরের প্রায় ।  
 তব দাস হয়ে যেন থাকিতে ধরায় ॥  
 তোমাকে নির্ভর করে, সংসারের ভর ।  
 দূরে যেন চলে যায় ওহে দয়াময় ।  
 প্রমত্ত সিংহের প্রায় নির্ভীকহৃদয়ে ।  
 ঘোষি যেন তব বিধি সকল সময়ে ॥  
 এই ভিক্ষা করি নাথ তোমার চরণে ।  
 প্রণিপাত করে দাস ভক্তিসুত্ত মনে ॥

মানবের প্রতি মহাত্মা কবীরের

প্রেম ।

জীব ভয়ে প্রাণ তাঁর কার্জিত নিরত ।

জীবহৃৎখে রহিডেন সদা বিবাদিত ॥

একদিন প্রচারিয়া ধরম বিধান ।  
 সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরি এলা মতিমান ॥  
 বিষয় অন্তরে তিনি নিজ শিবাগণে ।  
 বলিলা আহার সবে করহ একণে ॥  
 আজ আর আহায়েতে প্রবৃষ্টি আমার ।  
 কিছু মাত্র নাই বৎস বলিলাম সার ॥  
 এত বলি হৃৎখে গলি ভকত প্রবর ।  
 কান্দিতে লাগিলা আহা বিষম অন্তর ॥  
 অশ্রুজলে সিঁত্র হল বদনমণ্ডল ।  
 জরুর এছেন ভাব হেরি শিষ্যদল ॥  
 পুছিল, কি হেতু আঁখি কান্দিছ এমন ?  
 কেমনে পেয়েছ হৃৎখে হেন নিদারুণ ?  
 শুনি বলিলেন ভক্ত, "সংসারের ভাব ।  
 হেরিয়া সত্যত আমি পাঠি মনস্তাপ ॥  
 একজন গোয়ালিনী খাঁটা তৃণ লয়ে ।  
 নমিতেছে ঘারে ঘাবে ভিখারিণী হয়ে ॥  
 কিন্তু কেহ হৃৎ তার নাহি করে ক্রয় ।  
 অথচ কিনিছে মদ্য শুণ্ডিকা আলায় ॥  
 সতী সাক্ষী রমণীব নাহিক ভ্রষণ ।  
 কিন্তু বেস্তাগণেহে নানা আভরণ ॥  
 ব্রহ্মের সৌন্দর্য্য প্রেম কেহ নাহি চেরে ।  
 অথচ মজিছে সবে পাপের সাগরে ॥  
 ভক্তযোগে দয়াময় বিধান অমৃত ।  
 বিতরিছে ঘারে ঘাবে প্রেমে অবিরত ॥  
 কিন্তু তাঁর পানে কেহ ফিরিয়া না চায় ।  
 ভুগিছে অশেষ হৃৎখে বিষয়মায়ায় ॥  
 সত্যের আদর নাহি করিছে জীবনে ।  
 পুড়িতেছে জীবগণ পাপের আগুনে ॥  
 পৃথিবীর হেন দশা হেরি কি কখন ।  
 স্থস্থির থাকিতে পারে প্রেমিকের মন ?  
 জীব সনে একীভূত বাহার জন্মর ।  
 জীবহৃৎখে কহু কি সে উদাসীন রয় ?

প্রেমে পূর্ণ কবীরের হৃদয় নিয়ত ।  
 জীবহঃখে অনুদিন রয়ে বিপলিত ॥  
 ত্রাট তিনি অবিরত জীবের সেবার ।  
 নিয়োজিত থাকিতেন সতত ধরায় ॥  
 হেন প্রেম নাহি হলে প্রেরিতজীবন ।  
 কে বল লভিতে পারে জগতে কখন ?  
 ব্রহ্মপ্রেম জীবপ্রেম দুইটি তটিনী ।  
 এক খাদে প্রবাহিত হয় হে বধনি ॥  
 তখনি শ্রীহরি তাঁরে জগতের তরে ।  
 কিনে লন একেবারে আপনার করে ॥  
 আপনার সুখ দুঃখ ভুলিয়া নিয়ত ।  
 জগতকল্যাণ তরে এহেন ভক্ত ॥  
 শ্রীহরির প্রেমকোড়ে আত্মসমর্পণ ।  
 করিয়া লভেন তবে প্রেরিতজীবন ॥  
 এ পাপ জীবনে কি হে ওহে প্রেমময় ।  
 হইবে এহেন সুখ সৌভাগ্য উদয় ?  
 বিষয়মদিরা পান করি পরিহার ।  
 বিকট প্রাণ মন শ্রীপদে তোমার ॥  
 তব ইচ্ছানলে হরি দিয়ে আত্মাহুতি ।  
 তোমার আদেশে প্রচারিব নববিধি ॥  
 বিধানের অবিস্মিত স্বর্গীয় বারতা ।  
 কবীরের মত যেন ঘোষি বধা তথা ॥  
 ভারতের দুইশক্তি হিন্দু মুসলমান ।  
 তোমার প্রভাব বলে ওহে ভগবান ॥  
 এক কেন্দ্র মাঝে দৌহে করিয়া প্রবেশ ।  
 হয় যেন এক জাতি ওহে পরমেশ ॥  
 এই মহা কার্যে প্রভো এ পাপ জীবন ।  
 কর কর ব্যবহার পতিত পাবন ॥  
 এই ভিক্ষা করি নাথ তোমার চরণে ।  
 প্রাণিপাত করে দাস তক্তিকৃত মনে ॥

## মহাত্মা কবীরের শিক্ষা ও উপদেশ ।

ভারতের নানা স্থানে, কাদুল আবগাণ ভূমে  
 প্রচারিলা ভক্তবর নবীন বিধান ।  
 এক নিরাকার হরি, জীবের ত্রিতাপহারী  
 ভাবে আর সত্যে তাঁরে পূজ মতিমান \* ॥  
 ব্রহ্ম ভক্ত প্রাণারাম, চিদম্বন আত্মারাম  
 তাঁহা হতে শাস্তি সুখ লাভ হয় তবে ॥  
 দেহধারী নন তিনি, তিনি ব্রহ্ম অন্তর্ধ্যামী  
 শাস্তির জলধি তিনি জীবন-আহবে ॥  
 ঈশ্বর সকল জীব, দিয়াছে জীবন তবে  
 সে জীবননাশে তব নাই অধিকার ।  
 সব জীবের দয়া কর, রক্তপাত পরিহার  
 সত্যপথে জীবগণ চল অনিবার ॥  
 জপমালা ঘুরাইতে, জন্ম গেল এজগতে  
 হৃদয়ের অন্ধকার গেলনাকো তায় ।  
 জপমালা পরিহারি, জপ দিব'বিভাবরী  
 ভক্তিভরে হরি নাম মনের মালায় ॥  
 বহু তীর্থ পর্যটনে, কহার ভারবহনে  
 হবে বল জীবনের কিবা ফলোদয় ?  
 করিয়া কারা গমন, হাজী নামে মুশোভন  
 হলে, তাহে জীবনের কিবা লাভ হয় ?  
 যদি হে এ সব করে, কাপটা না যায় দূরে  
 হরিপদে নাহি হয় শির সমর্পিত ?  
 গোলেস্তা বয়েস্তা পড়ে, কিবাফল এসংসারে  
 কিবা ফল, হও যদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ।  
 যদি তাহে ব্রহ্মপ্রীতি, নাহি লাভ করে হৃদি  
 বিদ্যা বুদ্ধি তীর্থ যাত্রা সকলি অসার ।  
 প্রিয়তম হরিকথা, লাগে ভাল মোর সদা  
 মানে না প্রবোধ অস্ত্র হৃদয় আমার ॥

\* মহাত্মা কবীরের বর্ষে সালার উপাসনা  
 বিধি ।

সলিলবিহারী মীনে, রাখ যদি সিংহাসনে  
অমিয়ের ধারা যদি করত সিন্ধন ।

ভথাপি সে পলভরে, জীবন তেয়াগ করে  
জল বিনা প্রাণ কতু করেনা ধারণ ॥

মণিবান লোক যারা, হীরকের মূল্য তাঁরা  
জানে, তাই সহে নিতা অশেষ যাতনা ।

স্বাতী নক্ষত্রের জল, পাপীয়ার নুষ্কিবল,  
সে বিনা বিরহ ছালা কেহত জানেনা ॥

বাহার ছদ্ম পটে, ভাবের কুসুম দুটে  
সেই জানে অপরের ভাবের মতিমা ॥

অন্ন লাভ বরাতলে, জীবন যায় বিফলে  
কত দুঃখে করে জীব দেহের পোষণ ।

যে করে দেহ সৃজন, তুলি তারে জীবগণ  
প্রস্তর কঙ্কর পূজা করে অনুরূপ ॥

প্রতিমা করি নির্মাণ, ছাগাদি পশুর প্রাণ  
বধ করে কত জন ভারত মাঝারে ।

পাপাত্মা মাতৃবগণ, করিয়া প্রাণী হনন  
রক্ষা করে নিজ প্রাণ সতত সংসারে ॥

হরিকে তুলিয়া কেহ, কুকর্ষেতে অচরহ  
করে ধন উপার্জন, পীড়ে গুরুজনে ।

কেহবা দক্ষিণাদানে, ভোষয়ে ব্রাহ্মণগণে  
জানেনা কুল নাট হরি পূজা বিনে ॥

মুখেতে বলিলে রাস, হয় কিণে পরিভ্রাণ  
না করিলে শ্রীহরির ভজন পূজন ।

তা'হলে বলিলে ধন, কেহ না র'ত নির্ধন  
সলিল বলিলে হত তৃষ্ণা নিবারণ ॥

পাথর পূজিলে যদি, হরি মিলে নিরবধি  
তবে আমি অন্তদিন পূজিব পাহাড় ।

মালা কিরাটলে যদি, মিলে হরি গুণনিধি  
তাহা হলে আমি সদা কিরাটব কাড় ॥

আমিহের মৃত্যু হবে, হবে মম এই ভবে  
মৃত্যুতে আনন্দ মম হইবে অপার ॥

শ্রীহরি আমার সনে, মিলিবেন রূপাণ্ডে  
সঙ্গিগণ পূজিবেন তাঁরে অনিবার ॥

আমি চেয়ে ভাল মনে, অতি মন্দ আমি ভবে  
এ বিশ্বাস হয় যার তিনি বন্ধু মম ।

চন্দন তরুর পাশে, যদি গো পলাশ বসে  
সেও হয় সহবাসে চন্দনের সম ॥

কিস্ত বাশ অচকারে, রহে সদা উচুশি  
চন্দন মৌরভে তাই নহে স্তরভিত ।

সেইরূপ অচকারে, মজ্জিওনা এ সংসারে  
ধরাধামে হও সবে দীন সুবিনীত ॥

মরণে ভগত ভীত, কিস্ত তাহে আনন্দিত  
হয় অনুরূপ ভবে জীবন আগার ।

কেননা মৃত্যুর পর, সুখশান্তি সুবিস্তর  
ব্রহ্মসহবাসে মম হবে অনিবার ॥

শ্রীহরির প্রেমধারা, বরষে ব্যাপিয়া ধরা  
নিম্নভূমে জল যথা হয় যে সঞ্চিত ।

ভেমতি বিনীত প্রাণে ব্রহ্মের করুণাণ্ডে  
প্রেম পূর্ণা শক্তি জ্ঞান রহে অবিরত ॥

"আনি বড়" অচকারে, মরে জীব এ সংসারে  
সকল সদৃশ্য তার হয় বিনাশন ।

উন্নত ধর্জুর প্রায়, ছায়াফল নাহি পায়  
তাহার আশ্রয়ে পরিগ্রাস্ত জীবগণ ॥

প্রেমনা জনমে ক্ষেতে, না বিকায় বাজারেতে  
প্রেমগীণ জীবগণ মৃতের সমান ।

প্রেম ধরমের সার, প্রেম ভকতের হার,  
প্রেম বিন'এ সংসারে নাহি পরিভ্রাণ ॥

কবীর প্রেমের তাঁটি, হয়ে আছে দিবারাতি  
সে তাঁটিতে শির তাঁর হয়েছে অর্পিত ।

সে প্রেমমদিরা পানে, বিভোর সে নিশিদিনে,  
আর পানে শক্তি তাঁর নাহি কদাচিত ॥

প্রকৃত ভকতচর, এ সংসারে সদা হয়,  
শ্রীহরির প্রেমরূপ সুরার তাণ্ডার ।

নিজে ভাঙ্গা পান করে, বিতরে সংসার ভরে,  
সে বলিরাপানে ছয় জনত-উদ্ধার ॥  
কনে ওহে পেমময়, হবে এ পাপজন্মর,  
তব মহাপুণ্যের প্রেমের ভাণ্ডার ।  
থাব আমি প্রাণভবে, বিতরিন অকাতরে,  
ভুঞ্জিবোঁষে প্রেমমুখ্য ভাবের আমার ॥

মহা ছা। কবীরের প্রচারিত  
ধর্মের মূলতত্ত্ব ।

ঈশ্বরের নিধি কবির প্রচার ।  
যথা মানে তত্ত্ব, তাজিল সংসার ॥  
• উত্তর পশ্চিমে, বহুজনগণ ।  
করিল নতন বিধান গ্রহণ ।  
মূর্তিপূজা ছাড়ি, কত নবনারী ।  
নবীন বিধান, পাপতাপহারী ॥  
করিল গ্রহণ আনন্দে সকলে ।  
ভাসিল ভারত, নিধানহিরোলে ॥  
হিন্দুর সাহসক বন্ধ ব্যবহার ।  
যেখ ভক্তি প্রেম, দর্শন পিতর ॥  
তার সনে মিশি, উল্লাসে জীবন ।  
যেন হল মত্তে বরণ হাপন ॥  
এক ব্রহ্ম সত্য শুদ্ধ নিরাকার ।  
তার কাছে নাই জাতির বিচার ॥  
হিন্দু মুসলমান সকলে সমান ।  
ভজিলে তাঁহারে পাবে পরিত্রাণ ।  
† জাতি পাতি যত সকলি অসার ।  
যে ভজে হরিরে হরি হন তার ॥

• পশ্চিমে পূজান ও পূর্বে বিহার প্রদেশ,  
এই দুই দেশের মধ্যবর্তী স্থানকে উত্তরপশ্চি-  
মাঞ্চল বলে। এলাহাবাদ ভারতের রাজধানী ।

† হিন্দী একটী বাক্য আছে—জাতপাত,  
না পুছকৌ; হককা ভজে লো হককা হৌ ।

মূর্তিপূজা ছাড়ি চিৎস্বয় ঈশ্বরে ।  
পূজিবে মানব প্রেম ভক্তিভরে ॥  
কপটতা পাপ বাহু অকৃত্রিম ।  
ভ্যাজ কারমনে হইয়, তৎপর ॥  
পূজিবে ঈশ্বরে প্রেম অনুরাগে ।  
সদর্পে প্রাণ নিত্য তর্কযোগে ॥  
জীবে কর দয় ভ্যাজ রক্তপাত ।  
শান্ত হয়ে সাধ ধর্ম অপ্রমাদ ॥  
সাদুসঙ্গতীর্থে নিত্য স্নান কর ॥  
পরসেব, করি যুগে কাল হর ॥  
হইয়া নতত, সরল বিনীত ।  
শ্রীহরির ইচ্ছা পালন নিবৃত ॥  
এইরূপ কত, তব সুধাশ্রিত ।  
প্রচারিল তত্ত্ব হয়ে সুবিহিত ॥  
যেই আর্ধ্যভূমে বিপ বিন আঁর ।  
না ছিল কাহারো প্রচারধিকার ॥  
যখন চণ্ডাল আদি জনগণ ।  
ঘৃণিত হইত যথ অসুখণ ॥  
ব্রহ্মের আদেশে সেই আর্ধ্যভূমে ।  
নব হিন্দুধর্ম প্রদীপ্ত উগ্রমে ॥  
করিল তকত কবীর প্রচার ।  
খুলিল ভারতে উদ্যোগের দ্বার ॥  
যে নদীর শ্রোত জাতির প্রাচীরে ।  
ছিল বন্ধ আচা ভারত মাঝারে ॥  
ভেঙ্গে দিলা হরি সে পাপ প্রাচীর ।  
ধর্মের উচ্ছ্বাস, বিধানের নীর ॥  
ছুটিল চৌদিকে, ভাসায়ে ভারত ।  
আবর্জনা কত হল তিরোহিত ॥  
হিন্দু মুসলমান, চণ্ডাল যবন ।  
এক ক্ষেত্রে সবে দাঁড়াল এখন ॥  
জাতপাত, যত সকলি অসার ।  
যে ভজে হরিকে হরি হন তার ॥

হরিতক জন পবিত্র ব্রাহ্মণ ।  
 হরিতকি বিনা সব অকারণ ॥  
 হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়চর ।  
 মিলাইয়া তবে হরি দয়াময় ॥  
 যে নবম গুলী করিবে স্থাপন ।  
 রোপিতা তাহার ভিত্তি হুমহান ॥  
 রায় দাস দামু তুলসী তুকারাম ॥  
 গাখিলা প্রাচীর প্রেমে অনিরাম ।  
 নানক চৈতন্য ভকত হুজন ।  
 প্রাচীরের কার্য্য করে সমাপন ॥  
 মহাবি দেবেন্দ্র শ্রীরামমোহন ।  
 ব্রহ্মহস্তে সদা, নিয়োজিত রন ॥  
 জীর্ণ সংস্কার করিয়া প্রাচীর ।  
 তাতে আর্ঘ্যভাব দেন সুগভীর ॥  
 অবশেষে হারুনবীন বিধান ।  
 নবভক সাধু কেশবব্রাহ্মণ ॥  
 ছাদ পূর্ণ হয়ে, সুরম্য ভবন ।  
 হইল জীবের, অগ্রায় কেমন ॥  
 ধন্য দয়াময়, তোমার বিধান ।  
 ভারতবাসীরে দিতে পরিহ্রাণ ॥  
 যুগে যুগে নাথ নববিসিচয় ।  
 প্রচারিছ আর্ঘ্যভূমে দয়াময় ॥  
 তবু নাথ মোরা পাপ অহঙ্কারে ।  
 ভুলিয়া রয়েছি মোহের অধারে ॥  
 পাপ ভাগ মোহ জাতির বন্ধন ।  
 ঘৃণাও মোদের পতিতপাবন ॥  
 ভারতের মুক্তি সাধিবার তরে ।  
 যেই ধর্মহারা রচিলে সংসারে ॥  
 ভাষাতে দীনেশ, নরনারীগণে ।  
 তেহ কোন নাথ তব রূপাঙ্কণে ॥  
 এক ব্রহ্মবাদী ভক্তিপনায়ণ ।  
 পবিত্র চরিত্রে, অতি সুশোভন ॥

ভেদজ্ঞানহীন প্রথম উদার ।  
 নিরামিষাহারী, বিতক্ক আহার ॥  
 এহেন মণ্ডনী স্থাপ দয়াময় ।  
 হটক ভারত স্বর্গস্থময় ॥  
 ভারতবাসীর যোগ মজাগত ।  
 জাতিভেদ আর মূর্তিপূজা যত ॥  
 এই দুই ব্যাধি দূর কর হরি ।  
 কর আর্ঘ্যভূমি তব স্বর্গপুরী ॥  
 কনৌবচরিত্র, তার ভক্তিশ্রীতি ।  
 সকার জীবনে শুধে বিশ্বপতি ॥  
 তাঁর মত যেন তোমার সেবার ।  
 কাটি কাগ নাথ, সত্যত ধরায় ॥  
 হিন্দু মুসলমান আদি জাতিচয়ে ।  
 ডেকে আনি যেন তোমার আলয়ে ॥  
 প্রিয় ভাই ভ্রাতী বলিয়া সবার ।  
 চরণ বিদ্যোত করি অনিবার ॥  
 সম্মিলন বিনা স্বরগস্থাপন ।  
 সম্মিলন বিনা বিধানপালন ॥  
 সম্মিলন বিনা জাতীয় জীবন ।  
 হবে না ভারতে হবে না কখন ॥  
 এ সত্যে বিশ্বাস, করে তব দাস ।  
 সম্মিলন তরে করিবে প্রয়াস ॥  
 বিনা আড়ম্বরে, প্রেমভক্তিকূলে ।  
 পুঞ্জিবে তোমার, চরণকমলে ॥  
 এই ভিক্ষানাথ, করি ও চরণে ।  
 প্রণিপাত করি, ভক্তিশুক্যমনে ॥

ভক্তিবিধানের ক্রমোন্নতি ।

(চারিজন সম্প্রদায়প্রবর্তক ভক্ত ।)

মহাঅনী শঙ্করের প্রভাবে ভারত ।  
 সুতীত জ্ঞানকিরণে হল আলোকিত ॥

ভারতের ধর্মকে ধরাধীনীপুরে ।  
উড়িল জ্ঞানের ধ্বজা মহা অড়ধরে ॥  
কিন্তু শুধু জ্ঞানে কত মানব-হৃদয় ।  
এ সংসার মরুভূমে তৃপ্ত নাহি হয় ॥  
মানবের মন হৃদি ইচ্ছা রতিচর ॥ \*  
এক ভাবে কোন দিন তুটে নাহি রয় ॥  
মনে জ্ঞান, হৃদে প্রেম, ইচ্ছায় কর্ম ॥  
এই তিন জীবন চাহে অক্ষয় ॥  
বায়ু জন ক্ষিতি অগ্নি জীবনের তরে ॥  
তরু বৃথা প্রয়ে, জন সংসার ভিতরে ॥  
সেইরূপ জ্ঞান প্রেম কল্প অবিরত ॥  
মানবজীবন তরে, প্রয়োজন কত ॥  
জল বিন তৃষ্ণা ধর্ম ন ঘাণ কখন ॥  
ভক্তি বিনা শুদ্ধ হয় জীবন ভেদন ॥  
অসামান্য শরীরের প্রচারিত মতে ॥  
এক মহাত্মা স্মি আসি বেরিল ভারতে ॥  
জ্ঞানের নামেতে এক অজ্ঞান আঁধার ॥  
ভাবের চাক্ষুশ চকিল আবর ॥  
“জড়কীর্ণ অন্ধ জগতের বহুচর ॥  
সকলি অথগু রক্ত অস্ত্র কিছু নয় ॥”  
এই সপলকবদ কাগমেঘ প্রায় ॥  
ভারতপণ্ডে পুন সমুদিত দায় ॥  
উপা - পবন বঙ্গ, উপাসক জীব ॥  
জীব জড় গুণে তিন, জীব নহে শিব ॥  
এই তত্ত্ব ভুল বস্ত আঁয় নরনারী ॥  
‘অতঃ ব্রহ্ম’ বলি সবে হল অহঙ্কারী ॥ †

\* মানবাত্মার প্রধানতঃ তিনটি বৃত্তি :-  
মানোবৃত্তি (intellect), ভাবগদানবৃত্তি (Emo-  
tion) এবং ইচ্ছাবৃত্তি (will)

† “সর্বত্র বসিতং ব্রহ্ম” উপনিষদের এই বৃজ  
ধরিতা অনেকে সর্বব্রহ্মবাদ সমর্থন করেন, কিন্তু  
সেই লোকের অপরাধ “ভ্রমশ্রুতি” এই অংশ

এ হেন অদ্বৈতবাদে ভকতি বিনয় ॥  
পেল একবারে ত্যজি মানবহৃদয় ॥  
শুদ্ধ জ্ঞান বৃথা তর্ক ধর্ম আড়ম্বর ॥  
পরিপূর্ণ করিলেক মানব-অন্তর ॥  
মানবপ্রকৃতি কতু হেন অত্যাচার ॥  
সন্তিতে ন! পারে ভবে আনিবেক সার ॥  
অপর্যায়ী নয়াময় ভকতের ধন ॥  
করে দেন বথাকালে ভ্রমসংশোধন ॥  
পুলকায় ভক্তিবিধি করিয়া প্রেরণ ॥  
ভক্তি-নীরে তাসাটয়া দেন এ ভূবন ॥  
শুনিলে সে লীলাতর, অপূর্ণ কাহিনী ॥  
পানাপসমান প্রাণ গলয়ে তখনি ॥  
প্রেমিক পৃষ্ঠকবর, শুন দিয়া মন ॥  
সে অপূর্ণ লীলাগাথ, পুরাণ উত্তম ॥

রামানুজ নামে এক ভক্ত মহাজন ॥  
দাক্ষিণাত্যে করিলেন জনম গ্রহণ ॥  
পেরুম্বর গ্রামে জন্ম, মিত্তদেবী মাতা ॥  
ভাগ্যবান কেশব আচার্য তাঁর পিতা ॥  
কাক্কিনুরে শিকলাত করি বিধিমতে ॥  
ছোমিলেন নিজমত নির্ভয়ে ভারতে ॥  
চোলরাজ্যে শিবভক্ত এক নরপতি ॥  
করিলেন রামানুজে অত্যাচার অতি ॥  
কিন্তু নিজ ধর্মমত, ত্যজি বীরবর ॥  
রাজমতে কিছুতে ন! করিল। আদর ॥  
বহুলোক এই ধর্ম করিল গ্রহণ ॥  
তার শিষ্য অমূল্যো ছাইল ভূবন ॥  
“বিষ্ণু জগতের সৃষ্টিস্থিতির কারণ ॥  
তিনিই সংহারকর্তা পতিতপাবন ॥  
তিন বস্তু এ জগতে আছে বিগ্রহমান ॥  
ব্রহ্ম, জীব আর জড় দেখ বুজিমান ॥

ভাগ্য কবেন। শেবাংশের প্রতি দৃষ্টি করিলে সর্ব-  
ব্রহ্মবাদ কখন সমর্থিত হইতে পারে না

ঈশ্বর পরম আশ্রয়, জীব তাঁর দাস ।  
 এই ভাবে পূজ হরি, প্রবেক আশ ॥  
 প্রচারিল এই মত, মাধু ভক্তবর ।  
 দাক্ষিণাত্যে শিষ্য তাঁর হইল বিস্তর ॥  
 ঈশ্বরের ষড়গুণ করেন স্বীকার ।  
 সত্যসংকল্প তিনি সত্যকামসার ॥  
 শোক মৃত্যু রজোগুণ নাহিক ঈশ্বরে ।  
 কৃপাভাষণী তিনি বিদিত সংসারে ॥  
 পক্ষভাষে উপাসনা করিবেক তাঁয় । \*  
 কিন্তু জীবহত্য নাহি ঈশ্বরপূজায় ॥  
 বেদান্ত পরম রহস্য নিগুণ ব'থানে ।  
 কিন্তু তার ভিন্ন আঁ নবান বিধান ॥  
 সত্ত্ব-রজ-স্তম্বে গুণে সৃষ্ট এ সংসার ।  
 কিন্তু এই গুণ নাই পরম পিতার ॥  
 প্রকৃতির পতি তিনি, প্রকৃতির গুণ ।  
 নাহিক রহস্যে কভ, এ চেতু নিগুণ ॥  
 মানবীয়, পাশবিক কিন্তু জড়গুণ ।  
 এ সব নাহিক রহস্য, এ চেতু নিগুণ ॥  
 প্রকৃতির গুণ যত বিকারমিষিত ।  
 সীমাবদ্ধ ভূতগত আঁদার আশিত ॥  
 কিন্তু নিরাধার হরি, দিগুণ অতীত ।  
 একারণে বলে নাপে গুণনিবন্ধিত ॥  
 কিন্তু সত্য জ্ঞান প্রেম পূর্ণা আঁদি গুণ ।  
 বহুরের স্বভাবে খোঁজে আঁহা অলক্ষণ ॥  
 অনন্ত স্বরূপ তার, অনন্ত বিস্তৃতি ।  
 নানাগুণে গুণময় অখিলের পতি ॥  
 এক অদ্বিতীয় তার নিগুণ সগুণ ।  
 অথচ সাকার তিনি নহেন কখন ॥

\* এই বিদানে উপাসনার পাঁচটি অঙ্গ :-

(১) ভগবান বা পূজ্যগুণ জ্ঞানাদি, (২) উপাসন  
 বা পূজা, (৩) ধ্যান, (৪) ভক্তি বা ভগবানের  
 পূজা, (৫) প্রার্থনা বা ভক্তগতিপ্রাপ্তক শাস্ত্র-  
 পাঠ ইত্যাদি, (৬) যোগ বা ধ্যান, ধারণা, সমাধি ।

সগুণ নিগুণ ভেদ বুঝিতে না পারি ।  
 ব্রহ্ম আর ঈশ্বরেতে প্রভেদ বিচারি ॥  
 বহুদেববাদ হয় ধরাতে প্রচার ।  
 উপজে অনৈক্য, তাহে পাপ অক্ষকার ॥  
 ঈশ্বর পরম আশ্রয় ব্রহ্ম আর হরি ।  
 একের এ সব নাম গুণ অলুসরি ॥  
 এ সকলে ভিন্ন দেব করে যেই জন ।  
 নরকের অক্ষকারে গে হয় পতন ॥  
 সগুণ ঈশ্বর বটে, নহেন সাকার ।  
 এ তরে বিশ্বাস যেন থাকে সবার ॥  
 সত্য জ্ঞান অদি যত গুণের আঁদার ।  
 হইতে ন পানে জেন কখন সাকার ॥  
 সাকার পক্ষাচ্ছয়, সমীচীন মতত ।  
 দেশকালে বহু উচ্চ, অস্ত্রোপ আশিত ॥  
 অনন্ত মহান বহু দেশকালাতীত ।  
 অতুলায়ী পরমেশ নিতা বিরাজিত ॥  
 সবার আশ্রয় তিনি, অস্ত্রের আশিত ॥  
 নহেন কখন বহু, বহু ভাবাতীত ॥  
 সৃষ্টি স্থিতিপ্রলয়ের তিনিই কারণ ।  
 জ্ঞানময় নিবাকার সত্য সনাতন ॥  
 দ্বারব জগমে হরি নিতা ব'থান ।  
 বহু গুণময় তিনি সবার প্রাণ ॥  
 ছেন পূর্ণ গুণময় বহু নিবাকারে ।  
 পূজিলে বিশ্বাসী জন প্রাণ-উপহারে ॥  
 দেদার প্রাণ দিয়ে সমধন করি ।  
 ভক্তি সাধন কর প্রাণ মন তারি ॥

সর্বব্রহ্মবাদনাশ্তি করিয়া য'ওন ।

রামায়ণ করে দ্বৈতভাব উদ্বীণন ॥  
 বাহুশক্তি তরে দৃঢ় জ্ঞাতিভেদক্ষান ।  
 রামায়ণ স'দ্বারে সদা বিগ্রহমান ॥  
 কিন্তু কুলবিপ্রাবিনী ভক্তি যখন ।  
 করে পরিপূর্ণ আঁহা মানবের মন ॥

নাহি রহে জাতিভেদ আয়ুপরজ্ঞান ।  
 হরিপ্রেমে ভেসে যায় জাতি-লম্বান ॥  
 আৰ্য্যাবর্তে রামানন্দ জনম গ্রহণ ।  
 করিয়া প্রেমেন বহু আনন্দা এখন ॥  
 জাতিভেদ রূপ এক মহা নাগপাশে ।  
 বদ্ধ হয়ে আৰ্য্যভূমি কান্দিছে হতশে ॥  
 শূদ্র আদি জাতিচয় কঠোর পৌড়নে ।  
 চারয়েছে মনুষ্য ভরতভুবনে ॥  
 ঘৃণ আর বর্জনের নীতি ভীষণ ।  
 করিতেছে ভারতের বিনাশ সাধন ॥  
 ছেছ আর শূদ্র আদি নান্য অভিধানে ।  
 ঘৃণ করে উচ্চ জাতি নিয় জাতিগণে ॥  
 সামাজ্য আচারনষ্ট হইলে মানব ।  
 কণয়ে সমাজ্যাত ব্রাহ্ম লোক সব ॥  
 ধর্ম আর সামাজিক উচ্চ ব্যবহারে ।  
 চর্যাদেশ অধিকার নাই এ সংসারে ॥  
 করিবে ব্রাহ্মণজাতি ধর্মের যাজন ।  
 ধর্মপ্রচারক তাঁরা সন্মানভাজন ॥  
 নীচজাতি চিরদিন নীচ হয়ে রবে ।  
 সংসারসেবায় নিতা জীবন কাটাবে ॥  
 হেন ষোর অত্যাচার সহিতে কে পারে ?  
 তাই এই ভেদবুদ্ধি দূর করিবারে ॥  
 যুগে যুগে নানাভাবে সম্মোর বিধান ।  
 করেন প্রেরণ হরি করুণানিধান ॥  
 জাতিভেদ রূপ বিষংক্রমের কানন ।  
 ছেদনে প্রবৃত্ত ছিল যত বৌদ্ধগণ ॥  
 কিন্তু হার আৰ্য্যভূমি হতে বৌদ্ধ যত ।  
 নির্দাসিত হইলেন জনহের মত ॥  
 বৌদ্ধস্বর্গ-অবসানে বৈষ্ণব আঁধার ।  
 ভারতের মুখচন্দ্র ষেরিল আবার ॥  
 সন্তানবৎসলা মাতা ভারতজননী ।  
 ঘৃণাইতে ভারতের হৃদয়াকলী ॥

ক্রমে ক্রমে নানাবিধি করিয়া প্রেরণ ।  
 করিল শিখিল জাতিভেদের বন্ধন ॥  
 মহাভক্ত শ্রীপৌরাক আসিয়া ভুবনে ।  
 বিসংক্রম-ছিন্ন করিল যতনে ॥  
 অবশেষে ব্রাহ্মধর্ম নতন বিধানে ।  
 সমন্বয়চার্য্য ভক্ত কেশব জীবনে ॥  
 করিলেন বিষংক্রম পেমে উৎপাটন ।  
 হেরিয়া মোহিত হল প্রেমিক সৃজন ॥  
 ভক্ত রামানন্দ এই দূষিত আচার ।  
 করিলেন বিদূষিত প্রেমে তেজে তাঁর ॥  
 অতি শাস্তিপ্রিয় ধীর ছিলেন তরুত ।  
 করিতেন সন্মিলনে যত অবিরত ॥  
 এ ভারতে পঞ্চবিধ দীক্ষার ব্যাপার ।  
 বতকাল হতে আছে ধর্মব্যবহার ॥  
 গৌর, শাক্ত, গণপতি, শৈব, শ্রবৈষ্ণব ।  
 এই পঞ্চ সম্প্রদায় ভারতগৌরব ॥  
 সূর্য্যো ব্রহ্ম দরশন, শাক্তিতে তাঁহারে ।  
 মাহুরূপে দরশন করিবে সংসারে ॥  
 ব্রহ্মে গণপতি বলি পূজিবে নিয়ত ।  
 শিবপ্রবর্তিত পথে চল বিধিমত ॥  
 শ্রীহরি পরম বিষ্ণু পূজিয়া তাঁহারে ।  
 পরম বৈষ্ণবধর্ম সাধিবে সংসারে ॥  
 এই পাঁচ মহাসত্য কহু ভিন্ন নয় ।  
 সাধনের ষণ্ড পথ জানিবে নিশ্চয় ॥  
 এক ব্রহ্মে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপদর্শন ।  
 করিবারে হল এই পন্থা-প্রবর্তন ॥  
 কিন্তু ভারতের ষোর হৃদয়বশে ।  
 মূর্ত্তিপূজা এই সূত্রে আৰ্য্যভূমে পশে ॥  
 বিশেষতঃ সম্প্রদায় সকলের ষাখে ।  
 বিরোধ অনৈক্য পাপ সত্তত বিরাজে ॥  
 শৈবগণ করে ঘৃণা বৈষ্ণবে নিয়ত ।  
 শৈবধর্ম বিনাশিতে বৈষ্ণবেরা যত ॥

এই দুই সম্প্রদায় বিরোধ বিচ্ছেদে ।  
 হইলেন ছিন্ন ভিন্ন সতত ভারতে ॥  
 করিবারে এইরূপ বিসম্মাদ দূর ।  
 করিলেন মাধ্বাচার্য্য বতন প্রচুর ॥  
 সন্তাব প্রণয় বাহে উভয়েতে হয় ।  
 এহেতু ব্যাকুল ছিল ভকতহৃদয় ॥  
 ক্রমে মিলনের রাজ্য আসিবে ধরায় ।  
 এই হেতু শাস্তিদাতা প্রভু দয়াময় ॥  
 মহাভক্ত মাধ্বাচার্য্য করিল প্রার্থণ ।  
 বৈষ্ণব শৈবেতে পুনঃ হইল মিলন ॥  
 বল্লভ অচার্য্য নামে তরু অশ্রুজন ।  
 রুদ্রদ সম্প্রদায় এক করিল স্থাপন ॥  
 মন্যাতীত গুণাতীত নিত্য সত্য করি ।  
 পরম সুন্দর তিনি বৈষ্ণবনিহারী ॥  
 তাঁহা হতে হইয়াছে বিশ্বের স্বজন ।  
 তাঁহা হতে জন্মিয়াছে যত দেবগণ ॥  
 ঘোষিলেন এই তত্ত্ব বল্লভ ভকত ।  
 বলিলেন বনবাস উপবাসব্রত ।  
 নহে প্রয়োজন কহু হরিদরশনে ।  
 গৃহস্থ পাঠবে তাঁরে ভকতিসাধনে ॥  
 এইরূপে গৃহধর্ম্মমাহাত্ম্য প্রচার ।  
 করিলেন আর্ধ্যভূমে তরু অনিবার ॥  
 সন্ন্যাস, বৈরাগ্য, ভেদে, আর্ধ্যদের মন ।  
 করিয়াছে চিরদিন প্রেমে আকর্ষণ ॥  
 উচ্চধর্ম্ম সাধিবারে দাঁদের চন্দয় ।  
 হইয়াছে ব্যাকুলিত সকল সময় ॥  
 গৃহধর্ম্ম পরিহরি সন্ন্যাসী হইয়া ।  
 গিয়াছেন চলি তাঁরা স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া ॥  
 কোটি কোটি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী সকল ।  
 পুরিয়াছে আর্ধ্যভূমি আঁহা অবিরল ॥  
 সাধুভক্ত প্রেমিক বৈরাগী জনগণ ।  
 সমাজের সারধন, বর্নীয় রতন ॥

অধারে আলোক এঁরা দেহের শোণিত ।  
 সমাজের স্তম্ভ এঁরা হরিপদাশ্রিত ॥  
 ইঁহারা সমাজগৃহ ছাড়ি যদি যান ।  
 কেমনে থাকিবে বল সমাজের প্রাণ ?  
 জলহীন সরোবরে আদর কোথায় ?  
 ভক্তহীন সমাজেতে কে রহিতে চায় ?  
 ভক্তগণ চলিলে, প্রাণহীন হয়ে ।  
 সমাজের দেহমাত্র থাকে হে পড়িয়ে ॥  
 বিষয়ে আসক্ত নীতিহীন জনগণ ।  
 পড়ি রহে সমাজেতে আঁহা অনুরূপ ॥  
 গৃহ আর সমাজ হইতে ধ্বংসীতি ।  
 চলি যায়, রহে শুধু পাপ ভ্রমগতি ॥  
 সাধগণ গৃহধর্ম্ম করি পরিহার ।  
 সমাজ হইতে তাঁরা যান অনিবার ॥  
 মৃতদেহ প্রায় আঁহা সমাজ তখন ।  
 হগ ঘেন একেবারে পাপের ভবন ॥  
 সাধুদের স্তুতিস্তম্ভ উপদেশ বিনে ।  
 পাপ অন্ধকারে দেশ ঘেরে দিনে দিনে ॥  
 পুরাকালে তত্ত্বদর্শী আর্ধ্য ঋষিগণ ।  
 করিতেন গৃহমাঝে ধর্ম্ম সাধন ॥  
 বিষয়-অসক্তি পাপ দুর্নীতিবিলাস ।  
 তাজি আর্ধ্যাধিগণ, হয়ে ব্রহ্মদাস ॥  
 পূজিত পরম ব্রহ্মে হুনি মন মনে ।  
 না ছিল হিংসার পেশ শাস্তি-নিকেতনে ॥  
 সাধুসঙ্গ হুনির্ম্মল সমীপহিলোলে ।  
 পুণ্যগন্ধ প্রবাহিত হত কতুহলে ॥  
 শাস্তি, পবিত্রতা, সুখ, পরিবার মাক ।  
 সমাজে ভবনে সদা করিত বিরাজ ॥  
 কিন্তু কালক্রমে এই দৃশ্য মনোহর ।  
 আর্ধ্যভূমি হতে আঁহা হইল অধর ॥  
 নবীন বিধানে পুন হেন আর্ধ্যরীতি ।  
 প্রচারিতে দয়াময় অধিলের পতি ॥

ক্রমে সুরপাত তার করিলা ধরায় ।  
 তাই দীনবন্ধু হরি নমি তব পায় ॥  
 তারপরে নিখাদিত্য নামে ভক্তজন । \*  
 অত্র এক সম্প্রদায় করিলা স্থাপন ॥  
 মহাভক্তিবিধানের আসিবার আগে ।  
 এইরূপ নানা ভক্ত প্রেম অনুরাগে ॥  
 ভক্তিমূল দ্বৈতবাদ, প্রেমসমাচার ।  
 করিলেন আর্ঘ্যভূমে আনন্দে প্রচার ॥  
 বীজ যথা উপযুক্ত ভূমিতে পড়িরা ।  
 ক্রমে অঙ্কুরিত হয় আপনি মজিরা ॥  
 অবশেষে মহারক্ষে হয়ে পরিণত ।  
 ফলপুষ্পে পৃথিবীরে করে সুশোভিত ॥  
 সেইরূপ ভক্তিবৃক্ষ ব্রহ্মরূপাশ্রমে ।  
 আর্ঘ্যভূমে নানাকাণ্ডে বাড়ে দিনে দিনে ॥  
 শ্রীচরিত্র লীলা দেখি তকত স্মজন ।  
 হরিপ্রেমরসে মত্ত হন অনুক্ষণ ॥  
 রসের সমুদ্র হরি, লীলারসময় ।  
 ভক্তিরস বিনা হার পূজা নাহি হয় ॥  
 নানারূপে নানা ভাবে তকত তাঁহারে ।  
 পুণ্য অনুরাগে পূজা করেন সংসারে ॥  
 ভক্তি বিনা সর্বগুণি জ্ঞান আরাধনা ।  
 কিছুতেই হরিপদ লভিতে পারে ন ॥  
 তাই ওহে দয়াময় করুণাসাগর ।  
 জীবন্ত বিনাশিতে অবনীভিতর ॥  
 যুগে যুগে ভক্তিবারি কর বরিষণ ।  
 যাহে হয় জগতের ত্রিতাপহরণ ॥  
 তাই দীননাথ, তব পদে বারম্বার ।  
 ভক্তিভরে চিরদাস করে নমস্কার ॥  
 এ দীনের ভক্তিহীন নীরস হৃদয় ।  
 ভক্তিমুখা বরিষণে করহে অস্তর ॥

\* মহাভক্তি বিধানিত্যের অপর নাম ভাক্তব্য-  
 চার্ঘ্য । ইহার প্রতিষ্ঠা সম্প্রদায়ের নাম মনকাপি  
 সম্প্রদায় ।

ভক্তি-অমৃত-পানে যেন মৃতপ্রাণ ।  
 নৈচে উঠে পুনরায় করুণানিধান ॥  
 প্রেমভক্তিভরে যেন তব শ্রীচরণ ।  
 পূজি নাথ, পরিভ্রাণ পাই অনুক্ষণ ॥  
 এই আশীর্বাদ হরি, কর দীনহীনে ।  
 তোমার ছাড়া কেবা মোর আছে এ ভুবনে ॥  
 তব পদে থাকি যেন চিরদাস হয়ে ।  
 এই আশীর্বাদ কর অধম তনয়ে ॥

পঞ্চদশ শতাব্দী ও ষোড়শ  
 শতাব্দীতে বিধানের জগদ্ব্যাপী  
 মহাপ্রাবন এবং শ্রীহরির  
 অত্যাশ্চর্য্য লীলা ।

জগদ্রথ জগদীশ জগততারণ ।  
 জগতের দুঃখ তাপ করিতে হরণ ॥  
 যুগে যুগে কত লীলা করেন বিধান !  
 ভাবিলে অবাক্ মুগ্ধ হয় মন প্রাণ ॥  
 পঞ্চদশ শতাব্দীতে পৃথিবী ভিতর ।  
 কি লীলা করিলা মোর প্রভু গুণধর ॥  
 পৃথিবীর নানা ধণ্ডে, জ্ঞান হতাশন ।  
 জ্বালাইয়া পুণ্যময় পতিতপাবন ॥  
 দগ্ধ করি জগতের পাপ অবিশ্বাস ।  
 তুষিত ধরার দুঃখ করিবারে নাশ ॥  
 প্রেমের অতুল বজ্রা করিলা প্রেরণ ।  
 ধারল জগত এক শোভা সুশোভন ॥  
 বর্ষা-অপগমে যথা কুমুদ কঙ্কর ।  
 নির্মল সরসীনীরে শোভে অনিবার ॥  
 তেমতি এ বিশ্বব্যাপী বিধানপ্রভাবে ।  
 বিশ্বাসী তকত কত জনমিয়া ভবে ॥  
 শতদল পদ্মপ্রায়, পৃথিবীর দেহ ।  
 সুশোভিত করিতেছে, আহা অহরহ ॥

এসিয়া ও ইউরোপ দুই পৃথাক্তমি ।  
 ধরমের লীলাক্ষেত্র, সভ্যতার ধনি ॥  
 এই দুই মহাদেশে আহা যুগপৎ ।  
 উদিল বিধানসূচী মোহিয়া জগৎ ॥  
 আধ্যাত্ম, পার্থিব এই দ্বিবিধ প্রকারে ।  
 অন্ধকার বিদূরিত হইল সংসারে ॥  
 ইউরোপে মুদ্রাধ্বজ হয়ে আবিষ্কার ।  
 অতুল জ্ঞানের পথ করিল বিস্তার ॥  
 গ্রীক রোমানিক যত দর্শন বিজ্ঞান ।  
 কবিত্ব-সাহিত্য-পূর্ণ গ্রন্থ সুমহান ।  
 পড়িতে লাগিল সবে মহানন্দমনে ।  
 নব আশ, নব ভাব, নবীন উদ্যমে ॥  
 পূর্ণ হল পশ্চিমের মানসগগন ।  
 উদিল তাহাতে আত্ম প্রভাততপন ॥  
 ধর্মশাস্ত্র বাইবেল পড়িয়া সকলে ।  
 ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানে অবশেষে ॥  
 মহামতি কলমস ব্রহ্মরূপাণ্ডনে ।  
 আমেরিকা আবিষ্কার করিল ভুবনে ॥  
 নব পৃথ্বী পেয়ে যেন ইউরোপবাসী ।  
 নব নব আবিষ্কারে হইল উল্লাসী ॥  
 সূর্যহং গোতে চড়ি, সমুদ্র বাহিয়া ।  
 শত শত আবিষ্কার, আনন্দে মাতিয়া ॥  
 পৃথিবীর লুক্কায়িত বন্ধুর ভিতর ।  
 প্রবেশি বাহির করে দেশ হৃদিস্তর ॥  
 দূরদূর আবিষ্কার করিয়া নিয়ত ।  
 ব্যোমগর্ভে পশি যত বিজ্ঞানী পণ্ডিত ॥  
 নানাবিধ নব তত্ত্ব করি আবিষ্কার ।  
 করিলেন বিদূরিত ভ্রম অন্ধকার ॥  
 ধরমসংস্কার-কার্যে, নানা দেশ যানে ।  
 চারিজন ধর্মবীর, উঠে রণমাঝে ॥  
 ঠরাসম্মান, জিৎগিয়াম, ক্যালডিন, লুথার ।  
 নবভেদে স্বষ্টধর্ম করেন সংস্কার ॥

বিবেকের স্বাধীনতা করিয়া ঘোষণা ।  
 ধর্মের স্বাভাবিক ভাব করেন অর্পণ ॥  
 ধর্মগ্রন্থপাঠে নরনারী সমুদয় ।  
 সকলেই অধিকারী জানিবে নিশ্চয় ॥  
 এই সব তত্ত্ব এঁরা করিয়া প্রচার ।  
 শিক্ষা দিলা স্বাধীনতা, ধর্মের অধিকার ॥  
 এদিকে ভারতবর্ষে মাধু তিন জন ।  
 মহোৎসাহে করিলেন বিধান ঘোষণা ॥  
 দাক্ষিণাত্যে তুকারাম, নানক পঞ্জাবে ।  
 সাম্য উদারতা ভক্তি প্রচারিলা তবে ॥  
 বঙ্গদেশে নীলগৌরঙ্গ, প্রেমবজ্রা আনি ।  
 ভাসাইলা একেবারে নিখিল ধরণী ॥  
 পৃথিবীর ভারহারী জগদ্বন্ধু হরি ।  
 এইরূপে পৃথিবীর যোগাভূমি পরি ॥  
 বিশ্বব্যাপী বিধানের করি প্রবর্তন ।  
 পৃথিবীতে নব যুগ অনিল এখন ॥  
 শুনেছি পুরাণে, যবে সমুদ্র মঙ্গিল ।  
 যে মন্তনে কত রহ অমৃত উঠিল ॥  
 সেইরূপ ঈশ্বরের অনন্ত রূপায় ।  
 জ্ঞানসাগরমগ্নন হল পুনরায় ॥  
 সে মন্তনে নব ভক্তি নবীন সভ্যতা ।  
 পৃথিবীর চারুবক্ষে হল সমুদিতা ॥  
 কিম্ব দেবভাগ্যে যথা অমৃত মধুর ।  
 অমৃতের ভাগ্যে সুধু পরল প্রচুর ॥  
 তেমতি বিশ্বাসী শুক এ মহা বিধান ।  
 লভিয়া, আনন্দ শাস্ত্র পান অবিরাম ॥  
 কিম্ব অবিশ্বাসী জন অবিশ্বাসবিষে ।  
 অর্জুরিত হয়ে কান্দে রজনী দিবসে ॥  
 তাই বিশ্বাসীর ধন ওহে দয়াময় ।  
 বিধানে বিশ্বাস দাও হইয়া সদয় ॥  
 যেন তব বিশ্বব্যাপী বিধানে বিশ্বাস ।  
 লভিয়া, মুকতি লভে তব চিরদাম ॥

এই ভিত্তি করি নাথ, তব শ্রীচরণে ।  
প্রতিপাত করে হাস ভক্তিযুক্তমনে ॥

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে  
ইউরোপের অনন্য, খ্রীষ্টপন্থের  
প্রচার, বিবৃতি ও অবনতি  
এবং তাহার সঙ্কর ।

এক আধ্যাত্মি, দুইটা শাখায়  
বিভক্ত হইল তনে ।  
জ্যেষ্ঠ আধ্যাত্মে, আসিল অশ্রু-অনন্দ  
ক'নষ্ঠ গেলা যুরোপে ॥  
গ্রীস রোম আদি, নান দেশ মাক  
পশ্চিমের আধ্যাত্ম ।  
বীরপূর্ণ পশি, করে অধিকার  
দেশ রাজ্য ধন জন ।  
ভারতীয় আধ্য, ভারতে পশিয়া  
সব আধ্যাত্ম মাক ।  
প্রভুত্বনিধান, করিয়া উড়ান  
মন দিলা ধর্ম্মকাণ্ডে ॥  
স্বচ্ছন্দ আহারে, তৃপ্ত চিত হয়ে  
বুদ্ধিমান আধ্যাত্ম ।  
ধর্ম্মের চর্চায়, সাহিত্য সেবার  
আনন্দে দিলেন মন ॥  
ব্রহ্মের কৃপায়, কবিত্রাণ হতে  
বেদশাস্ত্র সুমহান ।  
বেদান্ত পুণ্য, আগম নিগম  
হইল একাশ্রয়ান ॥  
ভারতীয় আধ্য, পার্শ্বিক সম্পদে  
দখে কহু ভিন্নপিত ।

অতীতির লোকে, বাইবার তরে  
ধায় নদ্য তাঁর চিত ॥  
জলা ফুলা, ভারতজননী  
আপনার পুত্রগণে ।  
অজ্ঞেতে মত্তোষ, করিয়া সকলে  
রাখেন আনন্দমনে ॥  
ইউরোপ যাত্রী, স্বত আধ্যাত্ম  
গেলা শৈত্যময় দেশে ।  
প্রকৃতি যেখানে, অতীব রূপণ  
রহেন কঠোরবেশে ।  
প্রকৃতির সনে, সত্য সংগ্রাম  
করিয়া যুরোপবাসী ।  
আপন জীবিকা, করেন অর্জন  
মহাশয় দিবানিশি ॥  
জীবনসংগ্রামে, কোমল প্রকৃতি  
হইল কঠোর অতি ।  
সৈনিকের ভাবে, কাটার জীবন  
সকল পাশ্চাত্য জাতি ॥  
কিছু প্রকৃতির, হৃদয়সমুদ্রে  
সেই আধ্যাত্মপ্রতিতে ।  
বিবিধ সদৃশ, হল প্রকৃতি  
ব্রহ্মের করুণা হতে ॥  
হলেন হাহায়া, অমল অতি  
স্বকৃতব্যপরাধন ।  
আত্মসম্মতি তরে, বিজ্ঞানচর্চায়  
দিলেন সত্য মন ॥  
সাম্য স্বাধীনতা, জ্ঞান ভেদবীজ  
বাড়িল তাদের প্রাণে ।  
জীবিকার তরে, বাণিজ্য এসায়  
হয় সেই পুণ্য ধামে ॥

ভারতীয় আৰ্য্য, কোমল প্রকৃতি  
সত্যী সাক্ষী নারী প্রায় :  
পশ্চিমের আৰ্য্য, কঠোর প্রকৃতি  
পুরুষ বেশ ধরায় ॥  
মঙ্গা ধম্মার, মতন ইহার  
দুইটি সত্যত! প্রোত ।  
অগত মাঝারে, করিল বিস্তার  
ব্রহ্ম রূপাতে সত্যত ॥  
নবীন বিবানে, প্রয়াগ সম্মে  
মিলেছে এখন হয়ে ।  
কি শোভা! এখন, ধরেছে ভারত  
তাই ভদ্রী কোলে লয়ে ॥  
ঐদিক ভক্তত, দেখেন চাচিয়া  
ভারতে কি দীপা হয় ।  
ভারতে যুগেপে, হল সন্নিগন  
পৃথিবীর ভাণ্ডার্যগর ॥  
অনের কণাট, খুলে দাও হরি  
দেখাও সে মহালীলা ।  
দেখিতে দেখিতে, তোমার আনন্দে  
পশুক এ প্রাণ শিলা ॥  
এই শিক্ষা করি, ওপদ পক্ষজে  
করে দাস নমস্কার ।  
দেখ বেশ হরি, তোমার বিধানে  
রহে দাস অনিবার ॥  
ঐশ্বৰ্য্যে য়ুরোপ ভূমে পূণ্য গ্রীস দেশ ।  
সত্যতা মুকুট পরি ধরে চ'ক্ৰ বেশ ॥  
কক্ষিপেতে অবস্থিত, অতি কুদ্ব হান ।  
ক'র হরি রূপাশ্রয়ে নটন প্রব'ন ॥  
মহাশক্তি! তোমার নীতি কান্য সুধাময় ।  
বীর্য্য বীর্য্যে আদিত্য সন্ময় ॥  
সে দেশের অনাগে করে মুশোভিত ।  
তাহাদের বশ কীৰ্ত্তি ব্যাপিল অগত ॥

অগতে আদিম সভ্য ভারত ভূবন । \*  
ভার পর পার ॥ কার্বেজ বাসিলন ॥  
অতঃপর গ্রীসদেশ ভারপর রোম ।  
সুপ্রাচীন সভ্যতার এই অমূল্য ॥  
একেশ্বরবাদী যত উহা দি সকল ।  
ভারও সুখ্য ছিল অবনী মণ্ডল ॥  
প্রাচীর বেষ্টিত চীনদেশের মতন ।  
আশ্রয়দ্ব ছিল সেই সভ্যতা রতন ॥  
কিন্তু তাহা হতে জাত ইসলাম খ্রীষ্টান ।  
বিশ্বব্যাপী সভ্যতার করে অতুলন ॥  
সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী গ্রীক নরনারী ।  
শৌৰ্য্যে বীৰ্য্যে অতুলন, জ্ঞানের ভিখারী ॥  
লিওনিড'স দেখালেন বীর্য্য কেনন । †  
আলেকজ গার দার শীর্ষে অতুলন ॥  
স্পার্টা বাসী জনগণ বীর্য্যের তরে ।  
অছিল বিখ্যাত সদা, অগত ভিতরে ॥

\* ভারতবর্ষ সর্বপ্রথমে সভ্যতার উচ্চতমকে  
অধিরোধ করেন অনেক পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত-  
গণের এই মত ৩৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে, দক্ষিণাংশে  
গর্জ কার্বেজ, বাসিলন, গ্রীস ও রোমদেশে সভ্যতা  
লাভ করেন । উহা জাতি গুলির সভ্যতা নটে  
কিন্তু তাহারা একেশ্বরবাদ অমূল্য বা ধর্ম্মে গিয়া  
কুদ্ব পতীর মধ্যে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন,  
সুতরাং তাহাদের সভ্যতা অল্প দিনেই বিকৃত  
হয় নাই । তবে উহা জাতি চত্রে খ্রীষ্টান ও  
মুসলমান জাতি উৎকর্ষ হইয়াছে, তাহারা সব  
সভ্যতা জগতে ঘটা করিয়াছেন ।

† Leonidas ইনি স্পার্টার রাজা ও বিখ্যাত  
যুদ্ধে সৈনিক মহাবীর ছিলেন যখন পার্সেসের  
রাজা ডারেকসেস ( Darius ) গ্রীসদেশে অগত  
সৈন্য সহ অগ্রসর করেন তখন ( খৃঃ পূঃ ৪৮০ অব্দ )  
কেবল মাত্র মাত্র মাত্র সৈন্য সহই বাসিলনগরে  
বহারণ করেন ।

শিশুকাল হতে বাহে সন্তান সকল ।  
 হয় হৃদ পূর্ণ অঙ্গ পবিত্র সৰল ॥  
 এট হেতু কত ভাৱা করিত বতন ।  
 তাঁহাদের বশোৱাশি জাতিগ ভূবন ॥  
 এখেনস নগর সদা জ্ঞানের কারণ ।  
 বারধসৌধাম প্রায় করিত বতন ॥  
 মহা কবি হোমারের কাব্য প্রতিভায় ।  
 উজলিত ধরাধাম অতুল ছায়ায় ॥  
 ভাৱেভের আদিকবি বাগ্মীক যেমন ।  
 ইউরোপে আদিকবি হোমার ভেমন ॥  
 এট দেশে সেকুটল আশ্রয়স্থান মণি ।  
 বিতরিয় সমুজ্জ্বল করিল ধরণী ॥  
 গ্রীসের সাহিত্য ভাষা অতি অনুপম ।  
 এখাকার রাজনীতি বিখ্যাত ভূবন ॥  
 গ্রীস হতে রোমরাজ্য সভ্যতার জ্যোতি ।  
 প্রবেশিয়া লাভ করে অতুল শক্তি ॥  
 ফলদান করি বধা ওষধি নিচয় ।  
 অপনিষ্ট মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় ॥  
 সেইকপ রোমরাজ্য অদ্যাপন পরে ।  
 মিশে গেল গ্রীস যেন রোমের শরীরে ॥  
 ক্ষুদ্র বীজ হতে যথঃ অগ্নি নিশান ।  
 চমকিত করে সবে প্রসারিয় ডাল ॥  
 বৃক্ষের প্রকাণ্ড বাহু দীৰ্ঘ কলেবর ।  
 কত গ্লৌৰ ছায়াশ্রিত দেয় নিরন্তর ॥  
 সেইরূপ রোম নামে ক্ষুদ্র গ্রাম হতে ।  
 অদ্বিত সত্যতা তরু জন্মিল জগতে ॥  
 পৃথিবীর তিন খণ্ডে বাহু প্রসারিল ।  
 ছায়া ফল দানে সবে ভূষিতে লাগিল ॥  
 ব্রহ্মের অদ্বিত কীর্তি রোমীয় সভ্যতা ।  
 রোমরাজ্য পশ্চিমেতে সভ্যতার পিতা ॥  
 রাজতন্ত্র প্রজাতন্ত্র শাসনের নীতি ।  
 রোমেতে উদ্ভূতি প্রাপ্ত হইলেক অতি ॥

সাম্য আধীনতা মৈত্রী সকল বিষয়ে ।  
 রোমাণেরা সুবিখ্যাত হল সে সময়ে ॥  
 কত জ্ঞানী সুপণ্ডিত, বীর চূড়ামণি ।  
 কত সাধু মহাজন ভকত নৃমণি ॥  
 জনমিয়! রোম দেশ করে সমুজ্জ্বল ।  
 ভাবিলে প্রকৃত হয় হৃদয় কমল ॥  
 তাজিল চোরেশ আদি মহাকাব্যগণ ।  
 রোমের পবিত্র বন্ধ করে সুশোভন ॥  
 মারকাছ অৱেলিয়াছ জুলিয়া সিজার ।  
 বীরত্ব ধীরত্বে জ্ঞানে বিখ্যাত সংসার ॥  
 সভ্যতার অনুকূল রাজসিঁচিয় ॥  
 ত্রায় বিচারের তিত্তি বিচার আদায় ॥  
 সকল বিষয়ে রোম হইল প্রধান ।  
 পৃথিবী রোমের যশ করে সদা গান ॥  
 ধনরত্ন সভ্যতার প্রভু বিজ্ঞানে ।  
 সর্বশ্রেষ্ঠ হল রোম সকল ভূবনে ॥  
 কিস্ত সৌভাগ্যের শত্রু পাপ অহঙ্কার ।  
 ধীরে ধীরে রোমাণেরে করে অধিকার ॥  
 আভিজাত্য উপজয় অহঙ্কার সনে ।  
 ক্রমে বিলাসিত ব্যাপ্ত হয় দিনে দিনে ॥  
 উচ্চজাতি নিম্নজাতি প্রভু আর দাস ।  
 এ ছেন বৈষম্য আশি হল পরকাশ ॥  
 পৌত্তলিক অনুষ্ঠান বৃদ্ধা আড়ম্বর ।  
 চুরাচার ব্যভিচার পাপের আঁকর ॥  
 কালকট প্রায় পশি রোমাণের মনে ।  
 পতনের সূত্রপাত করে দিনে দিনে ॥  
 ছেন কালে শ্রীহরির পবিত্র বিধান ।  
 জনমিলা বিজয়ন্ত এসিয়া ভূবনে ॥  
 রোমাণের অরক্ষক ইজরাল দেশে ।  
 উড়ি সভ্যতার যশ অবিরত ঘোষে ॥  
 রোমাণের অধীন অসভ্য দেশ বত ।  
 নকসূত্রে বন্ধ তারা আছয়ে নিরুদ্ধ ॥

গ্রীক ভাষা সর্বদেশে রাহে প্রচলিত ।  
 বাণিজ্যে সাম্রাজ্যে সব একত্র গ্রথিত ॥ \*  
 পুত্রহের বিধানের তরু সুধাময় ।  
 সর্বস্থানে প্রচারিতে হরিলীলাময় ॥  
 রোমরাজ্যে করিলেন উদয় তাঁহার ।  
 ভাবিলে হৃদয়ে হয় অ'নন্দ অপার ॥  
 প্রথমতাইটালীতে পরে নানা দেশে ।  
 উড়িন বিধান দ্বারা তরুর আদেশে ॥  
 ক্রমে ইউরোপ ভূমি হুটু পদতলে ।  
 অ'সিল অ'রব্যাত'বে তরুর কোশলে ॥  
 এ'নিলে সে মহালীলা, 'বিশ্বাস অ'শয় ।  
 পরিপূর্ণ হয় প্রাণ তরুর কপায় ॥  
 বিধানের উপ হইল বিবাসী নিভয় ।  
 বাড়িলে জগত ম'নো, হইল প'পক্ষয় ॥  
 হুইয়া 'বিস্তারের চ'তুর্দাস প'দে ।  
 এ বিশ্বাস ভাঙের বাড়য়ে অ'সিল ॥  
 দূর হয় নিরাশার ষোণ অ'ককার ।  
 উৎসাহেও পূর্ণ হয় ছন্দ অ'গার ॥  
 ছন্দ সবল হয়, চরিত্রম'রসে ।  
 মজ্জা যায় প্রাণ মন তরুর অ'দেশে ॥  
 তাই দয়াময় হ'লি করুণা করিয়' ।  
 স্তন্যও সে চিত্তহাস ম'দুক এ'দয় ॥  
 এ'ই ভিক্ষা করি নাথ তে'মার চরণে ।  
 প্রণিপাত করে দাস ভ'ক্তি ক'ননে ॥

স্বপ্নেপ্লেদ সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ।

পরম বিবাসী দল ভক্ত, ব্রহ্মজানী ।  
 প্রচারিতা ব্রহ্ম ব্রহ্মজান মহামণি ॥

\* যখন হুইল ইলাজরপ্রদণ করেন তখন  
 তখনই দেশ বোমরাজ্যের একাংশ ছিল এবং গ্রীক  
 ভাষা দেশের রাজ্যের সর্বত্র প্রচলিত ছিল ।  
 তখনও সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য উভয় একত্র সভ্য  
 জগতে সভ্য এটার অত্যন্ত সুবিধাজনক ছিল ।

'এক ব্রহ্মে পূজা কর সভ্য আর ভাবে ।  
 প্রার্থনা করহ মিত্য জীবনবলভে ॥  
 নর নর শক্তিসহ প্রতি কর তাঁরে ।  
 আশ্রয় প্রেম কর মানব নিকরে ॥  
 আনারে যে প্রভু প্রভু বলয়ে নিয়ত ।  
 জানিও সে স্বর্গে ক'রু যাবেনা নিশ্চিত ।  
 কিহু যে পিতার ইচ্ছা করিবে পানন ।  
 করিবেন সেট জন স্বপ্নে গমন ॥  
 ব্রহ্মের প্রেরিত আমি ব্রহ্মের সম্মান ।  
 এসেছি কথিতে আমি আরে মহীয়ান ॥  
 মোর কিছু শক্তি নাই, আমি ব্রহ্ম হতে ।  
 সব শক্তি লাভ করি নিয়ত জগতে ॥  
 এ'মার সং তিনি আমি কিছু নই ।  
 তাঁ'র শক্তিতে আমি তাঁ'রি কথ' কই ॥  
 প্রাচীন বিদ্যন আর ধ'বজাগণে ।  
 যিনি শিতে আসি নাই আমি এ ভুবনে ॥  
 কিহু তা' সবরে পূর্ণ করবার তরে ।  
 প্রেরিত হইছি আমি জনিও এ ভবে ॥  
 অহুতাশ অগ্নিরাজ্য প্রবেশের দ্বার ।  
 ব্রহ্মত বিবাস হই মহাধন সার ॥  
 হুইয়া উপদেশ করি শিবাগণে ।  
 ব্রহ্মে প্রাণ দিয়া গেলা শান্তি-নিকেতনে ॥  
 প্রমোদের কালে তিনি প্রিয় শিবাচবে ।  
 শোকাগল হেলি কন প্রেমার্ট হৃদয়ে ।  
 'আমি গেলে পবিত্রতা তে'মাদের ভার ।  
 লইয়া সুপথ দেখাবেনা অনিবার ॥'  
 ব্রহ্ম পুত্র ঈশানুবি করিলে গমন ।  
 শোকাগল শিবাগণ শ্রীহরিচরণ ॥  
 ব্যাভুল হৃদয়ে সদা করেন আগ্রহ ।  
 ক্রমে তাঁ'র শক্তি জ্ঞান লভে অতিশয় ॥  
 ক্রমেতে বিবাসী দল বাড়িতে লাগিল ।  
 তা দেখিয়া অবিবাসী চমকি উঠিল ॥

এসিয়ার নানা স্থানে হুষ্ট শিষ্যগণ ।  
 প্রাণপণে নবধর্ম করেন পালন ॥  
 আদিম মণ্ডলী মাঝে আসিত যে জন ।  
 ছিল না তাহার তরে কোন প্রলোভন ॥  
 সর্বত্র বিক্রয় করি মণ্ডলীর করে ।  
 সমর্পিত যে সকল আহা চিরতরে ॥  
 আপন বলিতে কিছু ছিল না কাহার ।  
 লটত মণ্ডলী আহা সবাধার ভার ॥  
 সাধারণ তহবিল হতে সবাধার ।  
 হুঁত অভাব পূর্ণ, কিবা চমৎকার ॥  
 সকলে দরিদ্র ভাবে করিত বসতি ।  
 করিতেন ঈন হুঁখী জনে কত প্রতি ॥  
 কেহ যদি অপরাধ করয়ে কখন ।  
 হুঁত তাহার প্রতি কঠিন শাসন ॥  
 পরিব্রাজ্য লাভ তরে, বিশ্বাস লভয়া ।  
 আসিত মণ্ডলী মাঝে আনন্দে মাতিয়া ॥  
 অপূর্ণ নতন বিধি তার আকর্ষণে ।  
 দলে দলে পশে লোক, ব্রহ্ম রূপাণ্ডনে ॥  
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিকারীণী, হইয়া মিলিত ।  
 তটিনীতে পরিণত হয় হে যেমত ॥  
 সেইরূপ বিধাতার অপূর্ণ কৌশলে ।  
 হুঁহুং হয় ক্ষুদ্র মণ্ডলী ভূতলে ॥  
 বিশ্বাসীর গন্ধি দোষ হুঁদী নিচর ।  
 হিংসা ঘেবে একেবারে প্রজ্বলিত হয় ॥  
 নান; মতে বিশ্বাসীরে করে নিধাতন ।  
 নীরবে তাহার করে যাতন বহন ॥  
 শ্রীহরির রূপাণ্ডনে পল মহাশয় ।  
 লটলেন বিধানের বিশেষ আশ্রয় ॥  
 এদিকে রোমীয় নৃপ নব সশ্রদায়ে ।  
 দেখেন সত্তত আহা সন্নিহিত হৃদয়ে ॥  
 জ্বালায় মার কিংবা ডায়োনার পুত্র ।  
 করিত সত্তত সেই রোমদেশেই প্রজ্ঞা ॥

রাজগণে করে ভক্ত ঈশ্বরের প্রায় ।  
 ভাবে হুষ্ট ভক্তগণে বিদ্রোহী ধরায় ॥  
 একারণে হুষ্টানের উপর সত্তত ।  
 অত্যাচার উৎপীড়ন হয় আহা কত ॥  
 মহামতি সারু পূন রোমদেশে গিয়া ।  
 প্রচার করেন ধর্ম বিখ্যাসে মাতিয়া ॥  
 অবশেষে অবিচারে হুঁয়; নিধন ।  
 ধর্মের বিজয় ভেরী করিল। বাদন ॥  
 অত্যাচারী নরপতি নিরোর সময়ে । \*  
 অসীম যন্ত্রণা, সহ্যে হুষ্টশিষ্যচরে ॥  
 জালাইয়া হুঁতাসন রোমের নগরে ।  
 ধর্মী বাজাইয়া হুষ্ট কআমোদ করে ॥  
 অবশেষে নিজ পাপ চুকিবার তরে ।  
 দোষী করে অনর্থক হুষ্টান নিকরে ॥  
 নির্দোষ হুষ্টানগণে, কুহুরের মত ।  
 হুঁত করে হুঁতচার রোমে অবিরত ॥  
 কাহারে দগধ করে জলন্ত আগুনে ।  
 কারো শিরচ্ছেদ করে হুঁখ দিয়া প্রাণে ॥  
 বিশ্বাসী পিটার সাধু শিরহীন হয়ে ।  
 রক্ত দিয়া ধর্মজর ঘোষিলা নির্ভয়ে ॥  
 পলিকার্প নামে এক বিশ্বাসী হুষ্টান ।  
 ধর্মতরে সঁপিলেন আপনার প্রাণ ॥  
 ম্মিরনার মণ্ডলীর বিসপের পদে ।  
 প্রতিষ্ঠিত ছিল ভক্ত ব্রহ্মের রূপাতে ॥  
 হুষ্টানের প্রতি করে অত্যাচার হয় ।  
 পলিগ্রামে পলাইলা ভক্ত মহাশয় ॥  
 হুঁজন ক্রীতদাস উৎকোচ লইয়া ।  
 হুঁত করি দিলা ভক্তে পাণ্ডেতে মজিয়া ॥

\* Nero একজন ভয়ানক অত্যাচারী রোম সম্রাট ছিলেন । ইনি ৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন । বিশ্বাস পণ্ডিত সিনেকা ইতার নিকট ছিলেন । ইনি হুষ্টান ধর্মের প্রতি অকণ্ঠ অত্যাচার করেন ।











“ভায়বান্ ব্যাকি যত বিশ্বাসে জীবন ।  
করিবে এ ধরা মাঝে সতত বাপন ॥”  
এই তত্ত্ব ভক্তিতে হল প্রকাশিত ।  
তাহে দ্রাবিড় অজ্ঞানতা হল অপগত ॥  
নানা ঘটনার যোগে আপনি ঈশ্বর ।  
তত্ত্বহুদে জ্ঞানালোক দেন নিরন্তর ॥  
জ্ঞান-অঙ্গ লয়ে তিনি মহাবীর প্রায় ।  
মহারণে আগুয়ান হলেন ধরায় ॥  
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিবেকের যোগে ।  
ল’য়ে বাটবেল শাস্ত্র মহাঅনুরাগে ॥  
অ হল সাহস ভবে ধর্ম সংস্কার ।  
করিতে লাগিল ত ক বিগ্রাসী লুণার ॥  
ইউরোপে ধর্ম যুদ্ধ হল আরম্ভন ।  
বাজিল সমরভেরী কাপায়ে গগন ॥  
সাবধি শ্রীহরি নিজে সৈনিক লুণার ।  
অনিগ্রাসী সনে যুদ্ধ হয় অনিবার ॥  
ধর্ম দয়াময় হরি, ধন্য ভক্ত তব ।  
তব প্রবর্তিত যত ধর্মের আহব ॥  
সে সংগ্রামে পথ হারি হনাইয়া মোরে ।  
নাশ মোহ-নিদা ঘোর নাশ রূপা করে ॥  
এ ভীক জন্মে প্রভো! বিশ্বাসের বল ।  
সকারিয়া চিরদাসে করহ সবল ॥  
বিধানের রণে খেন লুণারের মত ।  
তোমার আদেশে যুদ্ধ করি অবিরত ॥  
পৃথিবীর অবিস্বাস করি বিনাশন ।  
তোমারি বিজয়-বার্তা করিতে ঘোষণ ॥  
এই ভিক্ষা করি নাথ, তোমার চরণে ।  
প্রণিপাত করে দাস ভক্তি-যুক্ত-মনে ॥

— :: —

• The just shall live by faith.

ধর্ম সংগ্রাম—বিবেকের জয়—  
নবযুগের প্রবর্তন ।

পৃথিবী মাঝারে, স্বর্গ হাপিবারে/  
আসিলা দেবনন্দন ।  
ক্রশোপরি প্রাণ, করিয়া প্রদান  
গেলা স্বর্গনিকেতন ॥  
ইহুদী সকল, করিত কেবল  
অর্থশূন্য অনুষ্ঠান ।  
ব্রত উপবাসে, সতত হরষে  
পাশরিল ব্রহ্মজ্ঞান ॥  
শ্রী ঈশা আসিয়া, দিলা দেখাইয়া  
বিনা খাটা অনুভাব ।  
ব্রত অনুষ্ঠানে, তরু যুক্তি জ্ঞানে  
নাচি যায় পাপ ভাব ॥  
যে জন পিতার, ঈচ্ছা! অনিবার  
প্রেমেতে করে পালন ।  
সাপু কার্য করে, সদা অকাতরে  
সেই লভে ব্রহ্মধন ॥  
কাল সহকারে, মণ্ডলী মাঝারে  
ভাস্তি পাপ প্রবেশিল ।  
খ্রীষ্টীয় জীবন, স্বর্গীয় রতন  
ক্রমে ক্রমে ম্লান হল ॥  
বৃথা অনুষ্ঠান, ধর্ম-অভিমান  
বিলাসিতা পাপশ্রোত ।  
মণ্ডলীতে পশি, পবিত্রতা নাশি  
করে তারে কলঙ্কিত ॥  
কিন্তু বিধাতার, প্রিয় পরিবার  
খ্রীষ্টের ঈচ্ছিত হল ।  
তীহ্মারে কি কভু, অগভের প্রভু  
ভ্যজিবারে পারে বল ?



























বিবর-বাসনা, সব বিসর্জন  
করিয়াছি এ সংসারে ।  
তবে বল মম কিবা প্রয়োজন  
বাইবরে রাজদ্বারে ?  
তুমি ভাগ্যবান, রাজা হুসুহান  
শুন মোর উপদেশ ।  
আহা ভাল বটে, করু তার প্রতি  
করিও না মনে দ্বেষ ॥  
করিলে যে কাজ, হয় পাপ দোষ  
তাহাতে দিওনা মন ।  
হুজুরের কথা, করেইনা শ্রবণ  
বহু, শত্রু নির্দারণ ।  
করি সুবিচার, পাল প্রজাগণে  
এই মোর নিবেদন ॥  
ভক্ত-পত্নী ধানি পেয়ে নৃপবর ।  
হইলেন অত্যন্ত সন্তোষ-অন্তর ॥  
বহুলা রত্ন মাণিক্য নিকর ।  
লয়ে পেল নৃপ ভক্ত-গোচর ॥  
উপহার রাজি পরিত্যাগ করি ।  
বলিলেন তিনি, ধন মোর হরি ॥  
অন্ত ধনে মোর নাহি কোন আশ ।  
আমি উদাসীন, শ্রীহরির দাস ।  
আমার সঙ্গনে, মৃত্তিকা কাকন ।  
উভয়ে সমান, জেনে। অমুক্ষণ ॥  
আশা মোহ মম হইয়াছে দূর ।  
এসকলে লোভ নাহি হয় মোর ॥  
তুমি মহারাজ হরি-ভক্ত হয়ে ।  
পাল প্রজাগণে নিকাম-জ্বরে ॥  
তাহলে কৃতার্থ হবে মম মন ।  
তব সন্নিধানে এই নিবেদন ॥  
তুকার বৈরাগ্য ভক্ততি নিরখি  
হইলেন নৃপতি অভিষেক হুবা ॥

হৃদয়ে বৈরাগ্য হইল উদয় ।  
রাজকাৰ্য্য ছাড়ি নৃপ সদাশয় ॥  
অরণো সময় করেন যাপন ।  
দেখি মাতা তাঁর হয়ে উচাটন ॥  
ভক্তের কাছে বলিলেন গিয়ে ।  
শুনি তুকারাম হৃষোপ বুদ্ধি ॥  
বলিলেন নৃপে, প্রজার পালন ।  
ভোমার ধর্ম, শুনহে রাজন ॥  
মেই ধর্ম তুমি সাধহ নিয়ত ।  
অন্ত পথে দ্রাণ নাহি কদাচিত ॥  
আহা কি অপূর্ণ বৈরাগ্য তুকার ।  
ভাবিলে নয়নে বহে অশ্রুধার ॥  
যে সংসার লাগি, পৃথিবী পাঙ্গল ।  
যে রাজপ্রসাদ লাভে অবিরল ॥  
কতন! অকাৰ্য্য করে নরগণ ।  
যে ধনের লোভে মত্ত অমুক্ষণ ॥  
আপনি সে নৃপ ভক্তের দ্বারে ।  
ধন রত্ন লয়ে প্রেমের খাতিরে ॥  
আমি উপনীত, কিন্তু ভক্তবর ।  
তুচ্ছ করে সব আনন্দ-অন্তর ॥  
এ হেন বৈরাগ্য, অতুল জগতে ।  
ভক্ত বিনা আর কে পারে লভিতে ?  
ব্রহ্মেরতি মতি হইয়াছে বার ।  
শ্রীহরি চরণ, যে করেছে সার ॥  
ধন বিস্ত বশঃ সন্ত্রম সম্মান ।  
শবতুল্য তার হয় সদা জ্ঞান ॥  
মৃতদেহ হেরি যথা নরগণ ।  
যথা ভয়ে দূরে রহে অমুক্ষণ ॥  
ভক্ত বৈরাগী ধন মান জনে ।  
দেখে সেই ভাবে, এ ভব-গহনে ॥  
বিশেষ করণ! যায়ে কর হরি ।  
তায়ে হেন ধন, দাও কৃপা করি ॥







আর কিছু নাহি চাই, এই এক আশ,  
ধন সম্পদের তরে না রাখি প্রয়াস ।  
নির্দোষ করিতে লাভ বাসনা যে নাই,  
চলিত জনম হ'তে মুক্তি নাহি চাই ।  
বৈচে থেকে করি শুধু তব গুণগান,  
মাধুসূদ ভোগ করি, এই চাহে প্রাণ ।

( ৩ )

ভক্তিতবে গান কর, শুদ্ধ কর মন,  
হরি যদি পেতে চাও, এই সে সাধন ।  
কম হও, থাক সদা সাধু-পদচ্ছায়,  
কাপ পাতিও না কভু, পরচরচ্ছায় ।  
তুকা বলে কর ভাই, পর উপকার,  
অন্ন হোক, বৈদ্য হোক, যা সাধা তোমার ।

( ৪ )

কথা অতি মিষ্ট, আর মন ভাল দাঁর,  
নেই বা রহিল গলে, ফুলমালা তাঁর ।  
আত্মভক্ত-রান-সাত করেছে যে জন,  
সেই বা সে শিরে জটা করিল ধারণ ।  
আনন্দি নাহিক যার পরম্পর প্রতি,  
ভদ্র যদি না মাথে সে, কি তাহাতে কতি ?  
নিদ্রার যে মুক, আর অন্ধ পরধনে,  
তুকা কহে, সন্ন্যাসী কহিও সেই জনে ।

( ৫ )

সেই জন শুদ্ধ, যেই দেহেতে উদাস,  
সংসারে বিরাম দাঁর, ছিন্ন আশা-পাশ ।  
বিষয় তাঁহার নাই, বিনা নারায়ণ,  
মাতা পিতা নাহি চান, নাহি ধন জন ।  
গোবিন্দ সহায় তাঁর হন পদে পদে,  
আগলে রাখেন তাঁরে সম্পদে বিপদে ।  
তুকা কহে, এই কোনো ভক্তের লক্ষণ,  
অভ্য কথায় সদা ভিত্তি ধারক মন ।

( ৬ )

ধনোবার ভিক্ষুক সে আছিল প্রথমে,  
ভাগ্যগুণে সেনাপতি হল ক্রমে ক্রমে ।  
তবুও ভিকার খুলি ঘুচিল না তার,  
পুরাণে স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার ।  
প্রথমে গণক ছিল, এমনি কপাল,  
ক্রমে ক্রমে রাজ্যের সে হইল ভূপাল ।  
পাঁজি পড়া তবুও ত ঘুচিল না তার,  
পুরাণে স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার ।  
প্রথমে ছিল যে দাসী, কে জানিত কবে,  
সেই দাসী ভাগ্যগুণে পাটরাণী হকে ।  
তবুও ত হীন ধর্ম ঘুচিল না তার,  
পুরাণে স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার ।  
প্রথমে পাইল তুকা সাধুদের সঙ্গ,  
ক্রমে পাণ্ডুরঙ্গ সাথে হল এক অঙ্গ ।  
তবু তাঁর গুণগান ঘুচিল না তার,  
পুরাণে স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার ।

( ৭ )

সেই পাপ, মনে যদি রহিল সংশয়,  
পাপ পুণ্য দুই সে মনের ধর্ম হয় ।  
ভাল চিন্তা পুণ্য অতি জানিও গো সবে,  
বীজ যদি ভাল হয় ফল ভাল হবে ।  
তুকা কহে, মনেরে রাখিও শুদ্ধ মন,  
সেই অতি ভাল কাজ, সেই সারতত্ত্ব ।  
ধন্য ধন্য সেই প্রাণী কমা দাঁর অঙ্গে,  
বৈধ্যবল ধরে যেই সকল প্রসঙ্গে ।  
পরগুণ দোষ চর্চা নাহি দাঁর তাঁই,  
অহঙ্কার-গর্বি-শূন্য যে জন সদাই ।  
অস্তর বাহির দাঁর সমান নির্মল,  
পুণ্যভোরা গদ্যাসম হৃদয় কোমল ।  
তুকা কহে, হেন জন দোষের আশ্রয়,  
প্রণাম তাঁহার পদে শত শত বার ।

( ৮ )

সুপায়ে ধনরাশি করি উপার্জন,  
ভাল কোরে বুঝে বুঝে করো বিতরণ ।  
কটবাক্য না কহে যে, পরহিতে রত,  
পরশ্রীয়ে দেখে যেই, জননীর মত ।  
জীবজন্তু সবাপরে অতি দয়াবান,  
মরুভূমে ত্যাগ করে জলদান ।  
সদা শান্ত, নাহি করে পর-অপমান,  
গুরুজন সাথে কড় না করে বিবাদ ।  
সে লভে উত্তম গতি নাহি পায় দূষ,  
পরম সৌভাগ্য তাঁর ভুঞ্জে সদ যুগ ।  
তুকা কহে, আগ্রহের রহু তাঁরে মানি,  
এ হৃতে তপস আর কি আছে না জানি ।

( ৯ )

সবাট বলে গো দেব, আমি তব দাস,  
তুমিই রাখিলে মোরে, এট মম অংশ ।  
অনাথের নথ তুমি পতিতপাবন,  
এট নাম জপি আমি কাটাব জীবন ।  
ভজন পূজন মোর মুখেই কেবল,  
অনুরের কথা প্রভু জানিছ সকল ।  
তুকা কহে, তুমি ওহে করুণার সিদ্ধ,  
ভবপাশ নাশো মোর ওহে দীনবদ্ধ ।

বিধানের পূর্ববর্তী অবস্থা ।

সিদ্ধ পরপার হতে মুসলমানগণ ।  
বীরবেশে আর্ধ্যভূমে কবে আগমন ॥  
বিধাতার মুকৌশলে অতুল বিক্রমে ।  
উড়িল ইছলাম-স্বজা ভারত-গগনে ॥  
পারস্য আরব তুর্কী আকগান স্থান ।  
এসব দেশের লোক সব মুসলমান ॥  
বীরজাতি বলবান্ মুখপ্রিয় অতি ।  
রাজ্য বিজয়ের তরে সমুৎসুক-মতি ॥

ইছলাম ধর্মের গুণে অসভ্য মানব ।  
লভিল অতুল কীর্তি সভ্যতা বিভব ॥  
ভারতে প্রবেশি তারা আর্ধ্যগণসহ ।  
মহোগ্রমে মহারণ করে অহরহ ॥  
অস্তর বিবাদে মত্ত ছিল আর্ধ্যগণ ।  
সুযোগ পাইয়া তারে ঘেরে শত্রুগণ ॥  
স্বরাজ্য স্থাপন করি বিদেশী সকল ।  
শত শত বর্ষ দেশ শাসে কুচুল ॥  
কেহ ভয়ে কেহ লোভে কেহবা ইচ্ছায় ।  
বল আর্ধ্য মুসলমান হইল হেথায় ॥  
স্বরাজ্য বিস্তার আর মূর্ত্তিপূজা নাশ ।  
করিবাবে মুসলমান করেন প্রয়াস ॥  
পবিত্র আচারনীল আর্ধ্যের সনান ।  
স্বৈচ্ছভাবাপন্ন আহা যত মুসলমান ॥  
তু জাতির ভিন্ন ভাব বিভিন্ন প্রকৃতি ।  
নিভিন্ন সম্বন্ধ অংশ জীবনের গতি ॥  
একত্র হইল আসি বিশাল ভারতে ।  
কিন্তু চট না মিশিল হায় কোন মতে ॥  
অশান্তি বিরোধ পাপ হিংসা রক্তপাত ।  
বহিল ভারতভূমে যথা কষ্টাবাত ॥  
একদ্বন্দ্বের পূণ্য ইছলাম ধর্ম ।  
স্নেহাচারে কলঙ্কিত হয় অসুখ ॥  
প্রাণিহত্যা স্বেচ্ছাচার অবৈধ আহার ।  
ইন্দ্রিয়-আগতি আদি নানা পাপাচার ॥  
মহামদ-শিষ্যগণে করি অধিকার ।  
কলঙ্কিত করিলেক চন্দ্র আগার ॥  
চটিল জীবের গতি সংসারের নিকে ।  
বহিল পাপের শ্রোত ভারতে চৌদিকে ॥  
অস্ত্র নিকে হিন্দুগণ পৌত্তলিক-হৃদে ।  
মজিয়া অনাথ-ভাবে দিবাশিখি কাঁদে ॥  
জাতি ভেদ প্রদীড়িত শাস্ত্র হিন্দু জাতি ।  
অনৈক্যের পঙ্কজ বধ রাখে দিবা জাতি ॥

অনৈক্য প্রভাবে তারা স্বাধীনতা ধন ।  
 হারাইয়া অবিরত করয়ে ক্রন্দন ॥  
 বিদ্যা বুদ্ধি ধন জন বিতব বিষয় ।  
 শৌর্য বীৰ্য পরাক্রম আছে সমুদয় ॥  
 কিন্তু এক একতার অভাবে সকলে ।  
 অনুক্রম ভাসে সবে ভাংয়ের সলিলে ॥  
 আসিল অনেক বিধ ভারত অগারে ।  
 জমিল অসংখ্য সাধু হেথা বাণে বারে ॥  
 তথাপি ভারতবাসী হলেন চেতন ।  
 ছাড়িল না এতদিন মূর্তি-পূজন ॥  
 নানা জাতি নানা বর্ণে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে ।  
 কান্দিছে ভারতবাসী ব্যাকুল-হৃদয়ে ॥  
 মুসলমান ধর্ম হয় বিশ্বাস-প্রধান ।  
 সদাচারে আর্ধ্যধর্ম সদা মহীয়ান ॥  
 য়েচ্ছ বলি হিন্দুগণ মুসলমানগণে ।  
 অপবিত্র হীনজাতি বলি সদা গণে ॥  
 তাহাদের পরশনে নিজের জীবন ।  
 কলঙ্কিত হয় বলি ভাবে মনে মন ॥  
 অত্মদিকে মুসলমান যত হিন্দুগণে ।  
 কাফের বলিয়া ঘৃণা করে নিশিদিনে ॥  
 এক সঙ্গে পানাহার প্রেম-সম্মিলন ।  
 প্রাণ খুলি নাহি হয় এদের কখন ॥  
 ধর্মের বাহ্যিক বেশ বাহ্য অনুষ্ঠান ।  
 সার করি আছে যত হিন্দু মুসলমান ॥  
 ধর্মের আদিম ভাব সারসর ধন ।  
 গিয়াছে ভুলিয়া এবে যত নরগণ ॥  
 ভারতের হেন দশা দেখি দয়াময় ।  
 থাকিতে পারেন কিহে কতু নিরদয় ?  
 হিন্দু মুসলমান দুই তাঁহারি সন্তান ।  
 জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের প্রায় উভয়ে সমান ॥  
 দুইজনে সম্মিলিত করিবায় তরে ।  
 আনিলেন ধোঁহে হুয়ি ভারত ভিতরে ॥

হিন্দু মুসলমান নৌহে তাঁহারি বিধান ।  
 প্রতিবেশী ভাবে বাস করে আর্ধ্য-ভূমে ॥  
 একইপাদের শুদ্ধ ধরমের সনে ।  
 আর্ধ্যদের যোগ ভক্তি মিলিয়ে যতনে ॥  
 হিন্দু আর মুসলমান দুই সম্প্রদায় ।  
 মিলাইয়া এক মহাজাতি এ ধরায় ॥  
 গড়িবারে দয়াময় করিলা মনন ।  
 তাই নববিধ পুনঃ হল আগমন ॥  
 বিনাশিতে মূর্তি-পূজা চিংসা য়েচ্ছাচার ।  
 অবতীর্ণ হইলেন শ্রীহরি এবার ॥  
 শুদ্ধাচার সনে শুদ্ধ এক শুদ্ধ-পূজা ।  
 প্রবর্তিত করিবারে জগতের রাজা ॥  
 মহাভক্ত নানকেরে লইয়া ভারতে ।  
 আনন্ডিয়া নব লীলা ভবে প্রকটিতে ॥  
 দুই একেশ্বরবাদী—সরস ভকত ।  
 নানকের মত অর দেখেনি জগত ॥  
 হেন ভক্ত পাঠাইয়া অবনী ভিতর ।  
 করিলেন মহালীলা জগত-ঈশ্বর ॥  
 উভয় জাতির শুদ্ধ উচ্চ প্রকৃতিতে ।  
 সাজাইলা দয়াময় বিশ্বাসী ভকতে ॥  
 দুই শক্তি দুই ভাব দুইটা জীবন ।  
 মিলাইয়া দয়াময় পতিতপাবন ॥  
 এক নব মহাশক্তি বিরচিয়া ভবে ।  
 বিধানের নব লীলা দেখাইলা সবে ॥  
 হিন্দুর হিন্দু আর ইছলাম বিশ্বাস ।  
 মিলাইলা এ সংসারে প্রভু শ্রীনিবাস ॥  
 দুই প্রতিবেশী শক্তি হ'লে সম্মিলিত ।  
 বিচিত্র তৃতীয় শক্তি হয় সমুদ্ভূত ॥  
 হিন্দু মুসলমান শক্তি মিলি একাধারে ।  
 নানকে প্রকট এবে বিধান আকারে ॥  
 নব ধর্ম নব জাতি করিলা স্বজন ।  
 হইল ব্রহ্মের ইচ্ছা য়েতে পূরণ ॥

অহঙ্কার অকৃত্য হল ধারা ছাই ।  
 মেট ছাই মুষ্টি লয়ে অগত-চৌমাটী ॥  
 অভিনব শিখ জাতি করিলা গঠন ।  
 বহিল ভারতে পুনঃ বিধান-পবন ॥  
 হেন বিধানের পূণ্য মণ্ডা ভাগবত  
 প্রভুর অনন্ত লীল, তকত-চরিত ॥  
 কে বর্ণিতে পারে বল মরত মাঝারে ?  
 তাই ওহে প্রেমময় ডাকিতে তোমারে ॥  
 কৃপাকরি বিধানের মনোহর কথা ।  
 শুনাটয়া নাশ নাথ, চন্দয়ের বাধা ॥  
 তব অরূপম দয়া, প্রেমের ব্যাপার ।  
 বন্ধাও এ পাপী জনে ওহে প্রাণাধার ॥  
 বিশ্বাসী প্রেমিক সাধু ভক্তের চরিত ।  
 প্রকাশিয়া পাপ প্রাণে কর নিমোহিত ॥  
 তব লীলাশ্রোতে দেব ভাসিতে ভাসিতে ।  
 যেতে যেন পারে নাথ অমর ধামেতে ॥  
 এট ভিক্ষা করি হরি তব ক্রীচরণে ।  
 প্রবিপাত করি মোরা তক্তি-যুক্ত-মনে ।

—:~:—

মহাত্মা নানকের জন্ম, শিক্ষা  
 ও উপনয়ন ।

ধরমের ধনি, বীর-প্রসবিনী  
 পবিত্র পঞ্জাব ভূমি ।  
 আদি আৰ্য্যস্থান, পবিত্র মহান  
 ভারতের শিরোমণি ॥  
 আৰ্য্য সমুদয়, প্রথমে হেথায়  
 আলি শাম-বেদ-গানে ।  
 আনন্দের শ্রোত, চালিলা নিরন্ত  
 তৃষিত অগত-প্রাণে ॥  
 সিদ্ধ-নদ-কূলে, বসিয়া বিরলে  
 রচিলেন বেদচর ।

তথা হতে পরে, দেশ দেশান্তরে  
 ব্যাপিলেন সমুদয় ॥  
 বীর অগণিত, মুনি কবি কত  
 জনমিলা এই দেশে ।  
 কত শাস্ত্র বিধি, হেথা নিরবধি  
 ঘোষে হরি প্রেমানন্দে ॥  
 ব্রহ্মাবর্ত নামে, সদা মর্ত্যধামে  
 পরিচিত এই স্থান ।  
 ব্রহ্মজয়-গীতি গায় নিরবধি,  
 হ'ত নিত্য ব্রহ্মনাম ॥  
 হেন পূণ্য স্থানে, ব্রহ্মের বিধানে  
 নানকের জন্ম হল ।  
 তার সমাগমে, পূণ্য আৰ্য্য-ভূমে  
 মুখ-স্বর্ঘ্য সমুদিল ॥  
 কত্রিয়-কূলেতে, পূর্ণিমা তিথিতে  
 ত্রিপতা মাহ উদরে ।  
 জন্মিলা তকত, ভাসিল অগত  
 অতুল আনন্দ-নীরে ॥  
 তালবন্তী নাম, তার জন্মধাম  
 কানু পিতৃদেব তার ।  
 নবীন যুবার, শোভার আধার  
 যেন প্রেম-অবতার ॥  
 শিশুর লক্ষণ, দেখি সর্বজন  
 ভাবিল আপন মনে ।  
 ধর্মপ্রচারক, বিধান-বাহক  
 হবে শিও এ ভুবনে ॥  
 কুমারে হেরিয়া, দণ্ডবৎ হয়ে  
 কত জন প্রথমিল ।  
 আনন্দের শ্রোত, গৃহে অবিরত  
 কত ভাবে উদিল ॥  
 কুলপুরোহিত, হয়ে সমাহিত  
 রাখে নিরঙ্কারী নাম ।

যে নামের বলে, শিশু ভাবী কালে দিতে পেমভরে, বহু ব্যয় করে,  
হবে পূজ্য ভব-ধাম ॥ \*  
শিশুকলা প্রায়, শিশুঃ প্রায়  
বাড়ে অহা অহুক্ষণ  
সন্তানের শোভা, মুন-মনো-লোভা  
দেখি মুগ্ধ সর্পজন ॥  
বাল্যকাল হতে, ব্রহ্মের চিত্তিতে  
শিশুর জন্ম মনে ।  
বৈরাগ্য-অনন্য, স্থলে অবিরল  
চমকি সজ্ঞনগণে ॥  
প্রশান্ত গম্ভীর, পরম সুধীর  
ছিপেন নানক রায় ।  
ভগবীর বেশে, সদা ভাবাবেশে  
প্রমত্ত রহে সদায় ॥  
সন্ন্যাসী দেখিলে, ডাকি কুতূহলে  
আনিতো আনয়ে তাঁরে ।  
প্রাক্ষ-অস্তুরে, অতি সন্মানেরে  
তোষিতেন উপহারে ॥  
পঞ্চদশ হলে, পিতা কুতূহলে  
বিদ্যারস্ত্র দেন তাঁর ।  
কুন্তলান সহ, বিদ্যা অহরহ  
শিখে শিঃ চমৎকার ॥  
হলে বর্ষ নয়, পিতা মহাশয়  
তাহার উপনয়ন । †

\* মতান্তর। নানকের পিতার নাম কালু, মাতার নাম ত্রিপতা এবং জন্মস্থান তালবড়ী গ্রামে ছিল; পুরোহিত তাহার নাম নিরকারী রাখেন। নিরকারী শব্দের অর্থ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক।

† বৈদিক সময়ে ব্রাহ্মণ, কায়র ও বৈশ্য এই তিন জাতির লোকের উপনয়ন সংস্কার নামে একটা বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও তৈত্তির এই চারি আশ্রম তৎকালে

করিলেন অয়োজন ॥  
অগ্রীয় স্বজন, সবে অংগমন  
করিলেন সেউভবনে ।  
আনন্দ-চিরোদয়, উঠে অবিরল  
জনক-জননী-মনে ॥  
বুল-রোহিত, যে আছে নিহিত  
করি পূজা অহুষ্ঠান ।  
বালকের গলে, স্বয়ং কুতূহলে  
দিতে হল অঙ্গুষ্ঠান ॥  
নানক তখন, সূত্রের ধারণ  
না করিল কোন মতে ।  
হেন আচরণ, হেরি পুরজন  
পড়িল বোর বিপদে ॥  
সূত্রের ব্যাভার, দেখিয়া পিতার  
প্রাণে হল চতুঃ অতি ।

নির্দিষ্ট ছিল শিশু নির্দিষ্ট বয়সে গুরুগৃহে প্রেরিত হইত; এত যে গুরুগৃহে উপাস্ত হইয়া বেদাদি শাস্ত্র শিক্ষালাভ করিয়া অস্তুরের ব্যাপার ইহাই উপনয়ন নামে অভিহিত ছিল। শিশু চতুঃবর্ষ ও বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদ বেদান্তাদি পবিধ শাস্ত্র এবং সঙ্গীতাদি ও ধর্ম্ম সাধনের প্রণালী সকল শিক্ষা করিতেন। এইরূপ শিক্ষালাভ করিয়া অনেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিবাহাদি পূর্ব্বক গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। কেহবা চিরকালের জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতেন। এষ্ট আচারের নিদর্শন স্বরূপ শিষ্যব্রত এক প্রকার সূত্র ধারণ করিতেন, তাহাকে উপবীত বলে। প্রাচীন অথবা এক্ষণে এক প্রকার তিরোহিত হইয়াছে। এক্ষণে আর গুরুগৃহে গমন কি ব্রহ্মচর্য্য নাই। কেবল ব.হ. চিহ্নস্বরূপ উপবীত-ধারণ মাত্র আছে।

.আনন্দের স্রোত, হল প্রতিহত  
 সবে হল। ক্ষুরমতি ॥  
 কুল-পুরোহিত, উপদেশ কত  
 দিলেন কালু-তনয়ে ।  
 তলি সে বচন, ক্ষত্রিয় নন্দন  
 বলিলা অকুতোভয়ে ॥  
 “ওহে মহাশয়, বলুন আমার  
 ভব এই উপবীত ।  
 কি ধর্ম ধারণে, হয় এ ভুবনে  
 ত্যজিলে কিবা অহিত ?”  
 শুনিয়া বচন, বলিলা তখন  
 পুরোহিত প্রেম-ভরে ।  
 এ সূত্র-ধারণে, ধর্ম-অনুষ্ঠানে  
 অধিকার লভে নরে ॥  
 উপবীত বিনে, ক্ষেত্রীর জীবনে  
 দেহ নাহি শুদ্ধ হয় ।  
 ভব সৃষ্টবারি, অপবিত্র ভারি  
 জানিও ওহে তনয় ॥  
 শুনিয়া উত্তরে, শিশু ধীরে ধীরে  
 বলিলেন মহাশয় ।  
 উপবীতে মন, শুদ্ধ সচেতন  
 কহু কি জগতে হয় ?  
 ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, দেখে কতজন  
 গলে উপবীত পরে ।  
 অথচ নিয়ত, পাপ কার্য কত  
 প্রাণিহিংসা সদা করে ॥  
 এয়া ক্রি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় যুজন  
 বলু ওহে মহামতি ?  
 চণ্ডাল কি নয়, এয়া মহাশয়,  
 কি হবে এদের গতি ?  
 ব্রহ্মের শাসনে, নরক-আগুনে  
 দহিবে যারা নিশ্চয় ।

উপবীতে তবে, কি ফল লাভিবে  
 সেই সব দুরাশয় ?  
 নানকের বাণী, শুনিয়া অমনি  
 অবাক সভাস্থ জন ।  
 পুরোহিত তাঁরে, পুচ্ছেন আদরে  
 বল সে সূত্র কেমন ।  
 যাহার ধারণে, মর্তে জীবগণে  
 লভে ধর্ম সনাতন ॥  
 “যেই উপবীত, দয়ার কার্পাসে  
 সন্তোষের সূত্রে হয় ।  
 ইন্দ্রিয়-দমন, গ্রন্থী অসুপম  
 সত্য দণ্ডী মহাশয় ॥  
 সেইতো প্রকৃত, শুদ্ধ উপবীত  
 অবিনশী নিরমল ।  
 এ সূত্র ধারণ করে যেই জন,  
 সেই ধন্য মহাবল ॥  
 তোমার সহিত, হেন উপবীত  
 থাকে যদি দাও আনি ।  
 কার্পাসে নিশ্চিত, তুচ্ছ উপবীত  
 কহু আমি নাহি মানি ॥”  
 ব্রহ্মের প্রভাবে, এইরূপ ভাবে  
 বলি তব সুধাময় ।  
 সবে চমৎকৃত, করিলা ভকত  
 মোহিলা সব ললয় ॥  
 সভাজন যত, হয়ে বিমোহিত  
 বলিল আনন্দ ভরে ।  
 ধন্য দয়াময়, তোমারি কৃপায়  
 শিশু হেন ভাব ধরে ॥  
 ভারত মাঝারে, ঘৃণার আকারে  
 জাতি, ভুলঙ্গম প্রায় ।  
 সূত্রের আশ্রয়ে, মানব-স্বদয়ে  
 বাস করে সর্বদায় ॥

হৃদধারী জন,                      ঘৃণা অনুক্ষণ  
করে অস্ত্র নর-গণে ।  
হিংস' ঘৃষ ঘৃণা,                      কদাচার নানা  
প্রবেশে অর্ঘ্যের মনে ॥  
হেন উপবীত,                      করি বিদূরিত  
শাস্তি শাম্য প্রতিষ্ঠিতে ।  
হরি রূপা করে,                      শিশুর অন্তরে  
দ্বিলা জ্ঞান বিধি মতে ॥  
তোমারি রূপায়,                      সকলি ধরায়  
সম্ভব হয় হে হরি ।  
যুগ যুগান্তর,                      যেই কুসংস্কার  
রয়েছে ভারত ঘেরি ॥  
শিশু হুমুকার,                      প্রতিবাদ তার  
করে আহ! কি অতুত ।  
লীলাময় হরি,                      এলীলা তোমারি  
এ শিশু তব আশ্রিত ॥  
ওহে দয়াময়,                      হইয়া সদয়  
কর সবে আশীর্বাদ ।  
আর্যজনগণ,                      সূত্রের বন্ধন  
ছেদি যেন অপ্রমাদ ॥  
উব পদাশ্রয়,                      লভে দয়াময়  
অনন্ত কালের তরে ।  
আতি-ভেদ ভুলি,                      তব সত্য পালি  
ধস্ত হয় এ সংসারে ॥  
এই ভিক্ষা করি,                      ও চরণ ধরি  
করে দাস প্রণিপাত ।  
দীনজন-পতি,                      ও চরণে মতি  
দাও মোরে ওহে নাথ ॥

—:—

পরম ভক্ত নানকের ধর্ম-  
জীবনের ক্রমোন্মেষ ।  
বয়ঃক্রম বৃদ্ধি যত হইল তাঁহার ।  
তত তাঁর প্রাণে হল প্রেমের সকার ॥  
দেবদারু তরু প্রায় তাঁর প্রাণ মন ।  
উর্দ্ধদিকে অবিরত ধার অনুক্ষণ ॥  
শ্রীহরি গোপনে বসি তাঁর হৃদাগারে ॥  
রচিছেন মধুচক্র সদা প্রেমভরে ॥  
শ্রীহরির পুণ্যানলে পাপ তাপ তাঁর ।  
একে বারে চিরতরে হয় ছার খার ॥  
ভক্তিব্যারি তার প্রাণে করিয়া সিকন ।  
ভকত-হৃদয় হরি করিলা হরণ ॥  
বিগ্নাস ভকতিরূপ হুরসাল ফল ।  
জীবন তরুতে তাঁর শোভে কুতুহল ॥  
কি মন্ত্রে দৌকিত হরি করিলা তাঁহারে ।  
মজিলা নানক তাঁর প্রেমে একেবারে ॥  
অনুরাগ সাধনের অঙ্গ মনোহর ।  
অনুরাগ হতে কিছু নহে মিষ্টতর ॥  
অনুরাগ-কুমুমের পুণ্য পরিমল ।  
ভক্তের জীবনে ব্যাপ্ত হয় অবিরল ॥  
সংসারে আবেশ নাই, অরুচি ক্রৌড়ায় ।  
পুনকের মন সদা ব্রহ্ম পানে ধায় ॥  
ঈশ্বরের অনুরাগে হইয়া বিহ্বল ।  
দিব: নিশি রহে ভক্ত যেমন পাগল ॥  
মুদিত-নয়নে সাধু হৃদয়ে নিরত ।  
ভক্তিভরে অঁকুধ্যান করে হরিপদ ॥  
বালকের হেন ভাব কে দেখে কোথায় ?  
কিন্তু হরি-রূপাঙণে সব শোভা পায় ॥  
উদাসীন সন্ন্যাসীর সহবাস পেলে !  
সংসারের কথা তক্ত ঘাইতেন ভুলে ॥  
তিনি মাত্র জনকের এক পুত্রধন ।  
তাঁর দশা ছেরি পিতা করেন দোদন ॥

কিছু দিন শিহ-আচ্ছা করিতে পালন ।  
 মাঠে গিয়া করে ভক্ত গো মেঘ চারণ ॥  
 মাঠে গিয়া গাভীগণে মুক্ত-করি দিয়া ।  
 তরুতলে রহে শিশু ধ্যান ধরিয়া ॥  
 এষ্টভাবে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন যখন ।  
 তাঁর অগোচরে তাঁর পিতার গোপন ॥  
 কৃষ্ণকৈর ক্ষেত্রে গিয়া করে শ শ-হানি ।  
 দেখিয়া কৃষক তাঁরে বলে কক্ষবাণী ॥  
 শুনি কালু নন্দনের হেন ব্যবহার ।  
 করিলেন ভক্তবরে কত তিরসার ॥  
 সংসারে আসক্ত জীব, ভক্ত-চরিত ।  
 বুঝিতে না পারি তাঁরে করে বিভ্রান্ত ॥  
 ক্রমে নানকেহ হৃদে প্রেমের উচ্ছ্বাস ।  
 উখলি নাশিল তাঁর সংসার পিথাস ॥  
 অহিফেন-সেবা ধোর মাভালের প্রায় ।  
 দিবানিশি ধ্যানাবেশে সময় কাটায় ॥  
 ক্রমে ভাবাবেশে তাঁর বাড়িল এমন ।  
 তর্জি গেল লোক-সুখ বাকা আলাপন ॥  
 নিরাস নীরব হয়ে নিদ্রাহার তাজে ।  
 নিরতর ভক্তবর ব্রহ্মপদ পূজে ॥  
 আপাদমস্তক ঢাকি প্রকাণ্ড বসনে ।  
 ধ্যানমগ্ন রহে ভক্ত থাকিয়া শয়নে ॥  
 প্রেমধারা বহে শির নহন-বুঝলে ।  
 হৃদে কাঁদে মুগ্ধ রহে চরিত-প্রেমে গলে ॥  
 জনক জননী আর আশ্রয় পূজন ।  
 নানকের দশা হেরি হল্যঃ অগমন ॥  
 অধ্যাত্মিক ভাব তাঁর বুঝিতে না পারি ।  
 কত কথা বলে লোকে অসুমান করি ॥  
 কেহ বলে ফেঁপিয়াছে কালুর নন্দন ।  
 কেহ বলে ভূতপ্রস্ত হয়েছে এখন ॥  
 কেহ উপদেশ দেয় চিকিৎসার তরে ।  
 কেহ অনুযোগ করে ভক্ত-জনকেরে ॥

সংসারে আসক্ত যত মানব-নিচয় ।  
 বিশ্বাসী জনের ভাব বুঝিতে নারয় ॥  
 বিশ্বাসীর ব্যবহার রহস্য-পূরিত ।  
 বিশ্বাসীর বাক্যালাপ স্বর্গের অমৃত ॥  
 বিশ্বাসী সংসার-পথে করেনা গমন ।  
 সংসারের তুচ্ছ হুখে নহেন মগন ॥  
 বিশ্বাসীর প্রাণ মন মর্ত্যধাম ছেড়ে ।  
 গিয়াছে স্বর্গের পথে, আসিবেনা ফিরে ॥  
 বিশ্বাসীর অলৌকিক অদ্ভুত ব্যভার ॥  
 বুঝবে কেমনে বল সংশয়ী সংসার ॥  
 তাই ভক্তে উৎপীড়ন লাঞ্ছনা গঞ্জন ।  
 কদমে সংসার নিত্য ভায় বিভ্রম ॥  
 পুত্রের অবস্থা হেরি জনক জননী ।  
 কাটেন গভীর হৃদে দিবস রজনী ॥  
 এক দিন পিতা তাঁর করিয়া ক্রন্দন ।  
 বলিলেন নানকেহ ওহে বাছা ধন ॥  
 তোমা তরে দেদীপংশ হৃদয়ের সাগরে ॥  
 ভাসিতোছে দিবানিশি দেখ চাহি ফিরে ॥  
 উপাধি যত বিনা ক্ষেত্র সমুদয় ।  
 শ শ্রীমদ্রহস্যে দেখেছ তনয় ॥  
 তোমার অমনোমেগে মগ্ন ভূতাপন ।  
 বহিতেছে কসিকার্য্যে কত অযতন ॥  
 অল-তাজিয়া বংস, উঠে বহুবিভ ।  
 কসিকার্য্যে মনোযোগ লাগে সার্বথিত ॥  
 বলদ, কমাণ লয়ে শ শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে ।  
 করত বপন বীজ মান-দ-হৃদয়ে ॥  
 বলিলে প্রচুর শ শ্রী বত লাভ হবে ।  
 তোমার প্রশংসা বংস করিবেক সবে ॥  
 পিতার বচনে ভক্ত না দিল উত্তর ।  
 পুনরায় কালু তাঁরে কহিল বিস্তর ॥  
 অর্গশেষে পিতৃবাক্য শুনিয়া নানক ।  
 বলিলেন ওহে পিতা, নথ ক্ষেত্র এক ॥

পাঠরাছি এবে আমি, তাহারই কর্ষণ  
করিতেছি দিবানিশি করি প্রাণপণ ॥  
নবীন অঙ্কুর তাহে হতেছে উপাত ।  
তাহাতে যতন মম আছে অবিরত ॥  
অপরের ক্ষেত্রভার লইতে সময় ।  
কিছু মাত্র নাহি মম পিতা মহাশয় ॥  
নানকের বাক্য কালু বুঝিতে না পারি ।  
ভঃখ বিষাদেতে জুগু হইলেন ভারী ॥  
এলাপ জাবিয়া পুন বলিলা নচন ।  
কোথা বংস তব ক্ষেত্র কোথায় কর্ষণ ?  
আমার প্রচুর ক্ষেত্র রয়েছে পড়িয়া ।  
শীঘ্র কাজ কর তাহে অলগ্ন ত্যজিয়া ॥  
তনিয়া পিতার বাক্য বলিলা ভকত ।  
জীবন নবীন ক্ষেত্র শুন ওহে পিতঃ ॥  
সংসঙ্গ কৃষক সনে আমি অনুক্ষণ ।  
সাবু কার্যাক্রম হালে করেছি কর্ষণ ॥  
অনুরাগরূপ জল করিয়া সেচন ।  
ব্রহ্মনাম বীজ তাহে করেছি বপন ॥  
সন্তোষের মৈ দিয়া ক্ষেত্র সমতল ।  
করিতেছি ওহে পিতঃ, আমি অবিরল ॥  
ভক্তি আসি মম কাণে হয়েছে সহায় ।  
এহেন সুযোগ পিতঃ, ছাড়া কি গে যায় ?  
ভকত-বংসল হরি মম দেহ মনে ।  
থাকি নিত্য ব্রহ্মন এ পাণ্ডুর সনে ॥  
নিরাকার দেশে মোরে লইছে যতনে ।  
পেয়েছি আগ্রহ তাঁর চিন্ময় ভবনে ॥  
হইয়াছে বহু লাভ তাঁর সহবাসে ।  
আনন্দ-সাগরে প্রাণ ডুবেছে হরষে ॥  
হেন কার্য ছাড়ি বল কোন কার্যে আর ।  
হইবে অধিক লাভ হে পিতঃ, আমার ?  
এইরূপ বড় কথা বলিলা জনক ।  
রূপকে উত্তর দিলেন সানন্দ ॥

আশ্রয়াজ্যে প্রাণ তাঁর বিচরে নিগত ।  
সংসার-বাসনা তাঁর হয়েছে বিগত ॥  
সুখময় নিরাকার চিন্ময় প্রদেশে ।  
নিত্য বাস করে ভক্ত প্রেমের আবেশে ॥  
নামধারস-পানে সত্যত বিহ্বল ।  
সংসারেব সুখ দুঃখ ভুলেছে সকল ॥  
সংসারে আসক্ত পিতা তনয়ের ভারে ।  
বুঝিতে না পারি প্রাণে পান বড় তাপ ॥  
কিমে সুগভীর প্রেমে সমাধি-সাগরে ।  
বুঝিতে লাগিলা ভক্ত একান্ত-অহরে ॥  
অনাহারে শীর্ণ হল চাকুর কলবর ।  
উদ্ভাসের মত ভক্ত রহে নিরন্তর ॥  
কত না কান্দিছে মাতা, কুটুম্ব স্বজন !  
কত না আক্ষেপ করে তাহার কারণ ॥  
পদ-দশা হেরি পিতা অবশ্ন হয়ে ।  
নিরবধি কাটে কাল বিষম-ছদ্মে ॥  
অবশেষে উনমাদি বলি নানকেরে ।  
করিলেন স্থির মনে, আলোচনা করে ॥  
নানকের সূচিকিংসা করিবার তরে ।  
অনিগেন চিকিৎসক অতি সমাদরে ॥  
হাঘরে সংসারী জীব অবোধ এমন ।  
স্বর্গীয় বিশ্বাস তত্ত্ব বুঝেনা কখন ॥  
ভবরোগে রুগ্ন যারা তারা সুস্থজনে ।  
চিকিৎসা করিতে চায় মোহের কারণে ॥  
জীমিতরে উপদেশ দিতে মৃতগণ ।  
করয়ে সংসার মাঝে কত না যতন ॥  
নানক বিশ্বাসী ভক্ত, ব্রহ্মে সচেতন ।  
ভবরোগ হতে মুক্ত, সমাধি-মগন ॥  
কিন্তু সংসারীর ভাব অতি চমৎকার ।  
সুস্থজনে রোগী বলে ভাবে অনিবার ॥  
হরিদাস নামে এক বৈদ্য বিচক্ষণ ।  
আসিলেন নানকের চিকিৎসা কারণ ॥

বৈত্ৰ গিয়া নানকের ধরিলেন নাড়ী ।  
 নানক আপন হাত লইলেন কাড়ি ॥  
 শয্যা হতে উঠি তারে কহে ভক্তবর ।  
 কি বোগ হয়েছে মোর বলহে সত্তর ॥  
 আমার চিকিৎসা তরে এসেছ এখার ।  
 কিন্তু ভব-রোগে তুমি জল সর্ষদায় ॥  
 যদি শক্তি থাকে তব, নিজ রোগ দূর ।  
 করিবারে কর বৈত্ৰ যতন প্রচুর ॥  
 ভবরোগে জীবগণ সতত অস্থির ।  
 আমিত্ব-গরলে পূর্ণ জীবন দেহীর ।  
 সেই রোগ যেই জন করে প্রতীকার ।  
 বৈত্ণরাজ বলি তারে বাধানে সংসার ॥  
 প্রিয়তম ব্রহ্মে আমি ঈষ্টিয়া মগন ।  
 আনন্দ-সাগরে সদা করি সন্তরণ ॥  
 ভবরোগ-দূর তরে ব্রহ্মানন্দ ধন ।  
 পরম ঐশ্বরি বলে জেনো অনুক্ষণ ॥  
 সর্ষত্র আছেন হরি সদা বিষ্ণুমান ।  
 ঈহাতে বিশ্বাস করি ওহে মতিমান ॥  
 হিংসা আর মায়ারূপ মহারোগ হতে ।  
 সত্তর মুক্তি লাভ করহ জগতে ॥  
 নানকের বাক্যে বৈত্ৰ হটল মোহিত ।  
 মোহপাশ ছিন্ন তাঁর হইল করিত ॥  
 ভক্তের মহিমা বুঝি প্রশংসা তাঁহার ।  
 করিলেন হরিদাস প্রেমে শতবার ॥  
 কালুর সদনে আসি বৈত্ৰ মহাশয় ।  
 বলিলা উন্মাদ কহু তব পুত্র নয় ॥  
 প্রমত্ত ভকত ইনি অসামান্ত নর ।  
 বিত্তরি মুক্তি ধন জীবে নিরন্তর ॥  
 করিবে উদ্ধার সবে এ ভব মাঝারে ।  
 অত্রান্ত বচন মম বলিহু তোমাতে ॥  
 দয়াময় হরি ভকত-চরিত ।  
 জন বুঝে সেই তোমাতে মোহিত ॥

চিদাকাশে তরু-পাখী উড়ে নিরন্তর ।  
 বিশ্বাস-নয়নে তিনি হয়েন গোচর ॥  
 দ্বৈতের যেমন তুমি তেমনি ভকত ।  
 তোমার রূপায় তাঁরে হই অবগত ।  
 তাইহে দয়াল হরি করুণা করিয়া ।  
 দ্বৈতের ভক্তের ভাব দাও দুখাইয়া ॥  
 তব রূপাবলে বুঝি তোমার ভকতে ।  
 ভক্ত সনে একীভূত হইয়া জগতে ॥  
 তব পাপপত্র যেন পুজি অনুদিন ।  
 এই ভিক্ষা যাচে তব সন্তান সুদীন ॥  
 ভকত-বাহিত তব চরণ-সরোজে ।  
 প্রণিপাত করি নাথ তব প্রেমে মজে ॥

—:—

### ভক্ত নানকের পিতৃগৃহ-তাগ, মুনীষানার কার্যা ও বিবাহ ।

জনকের অনুরোধে নানক সূজন ।  
 বালা \* সহ ব্যবসায়ে করিলা গমন ॥  
 কিন্তু হরি-প্রেম-মদে যে জন পাগল ।  
 অর্থেতে আসক্তি তাঁর কোথা রহে বল ?  
 চলিতে চলিতে পথে নিরজন স্থানে ।  
 উপনীত হলো নৌহে প্রভুর বিধান ॥  
 মেঘেন সাধক দল বসিয়া সেপায় ।  
 নানা ভাবে শ্রীহরির চরণ ধোয়ায় ॥  
 গগনবিহারী সুখী পাখীর মতন ।  
 তাঁহাদের চিন্তাহীন সুখের জীবন ॥

\* বালা—ইনি নানকের পিতার একজন  
 বিবাসী ভৃত্য ছিলেন। উক্তর কালে ইনি নান-  
 কের একজন প্রধান শিষ্য হন এবং তাই বালা  
 নামে পরিচিতি করেন ।

সাধুজন-সন্নিধানে বসিলা ভক্তত ॥  
 তাঁহাদের ভাবে প্রাণ হল নিমোহিত ॥  
 শান্ত সাধকের শুদ্ধ সমাধি-লক্ষণ ।  
 তাঁহাদের প্রেমমালাপ পবিত্র জীবন ॥  
 দেখিয়া নানক-প্রাণে প্রেম উদ্ভিমালা ।  
 উঠিয়া হৃদয় তাঁর করিলা উত্তলা ॥  
 গৃহ বৈরাগ্যের টানে তাঁহাদের সনে ।  
 মিলিল তাঁহার প্রাণ মধুর বন্ধনে ॥  
 যুধিষ্ঠি মেঘ এক যুধে পুনরায় ।  
 আসিলে তাহার প্রাণে যথা যুধ হয় ।  
 প্রজ্ঞার সন্ন্যাসী ভক্ত নানক তেমন ।  
 স্বদল পাইয়া হল আনন্দিত-মন ॥  
 বলিলেন তাই বালা এমন কোথায় ।  
 উৎকৃষ্ট ব্যবসা বল পাইব ধরায় ॥  
 এত বলি পিতৃগুরু সব অর্থ দিয়া ।  
 শান্তজনে ভোজ্য আনি দিলেন কিনিয়া ॥  
 সাধু জনে হেন মতে করিয়া সেবন ।  
 বালা সহ গৃহে ফিরি আসে ভক্ত জন ।  
 নানকের পিতা কালু অতীব রূপণ ।  
 সংসারে আসক্ত চিত্ত তাঁর অনুক্ষণ ॥  
 সাধুর সেবার পুত্র অর্থ সমুদায় ।  
 তাঁহার প্রাণের রক্ত করিয়াছে ক্ষয় ॥  
 এই সমাচার শুনি ভক্তে বার বার ।  
 করিলা জনক আসি দারুণ প্রহার ॥  
 বুলায় নামেতে এক গ্রাম্য জমিদার ।  
 নানকের প্রতি তাঁর পিতৃ-অত্যাচার ॥  
 শুনিয়া কালুরে ডাকি বলিলা বচন ।  
 সামান্ত মানব নহে তোমার নন্দন ॥  
 আর অত্যাচার তুমি করোনা ইহায় ।  
 তব বংশে মহাসাধু এসেছে ধরায় ॥  
 এত বলি কালুদত্ত মুখা সমুদায় ।  
 দিলেন বুকুপুষ্ট হইয়া সবদয় ॥

ধন্য দয়াময় হরি কেমন গোপনে ।  
 সাধুতে অস্তুর প্রাণ টান রূপান্তরে ॥  
 যত্নে তোমার পুত্র বুলায় হুমতি ।  
 বিধান-বাহকে যার হেন যহ অতি ॥  
 ক্রমে যত বয়োবৃদ্ধি হইল তাঁহার ।  
 ততই বৈরাগ্য ক্রমে বাড়ি অনিবার ॥  
 সন্ন্যাসীর সহবাসে সদা মত্ত অতি ।  
 বৈরাগী বলিয়া তাঁর হইল সুখ্যাতি ।  
 এক দিন গ্রামে এক সন্ন্যাসী সৃজন ।  
 আসি উপনীত হল সদানন্দ-মন ॥  
 নানকের হস্তে তিনি ষটী ও অসুরী ।  
 দেখিয়া সন্ন্যাসী বলে মনে ভাণ করি ॥  
 ওই চই বস্ত্র মোরে ~~কাজ~~ প্রদান ।  
 যেহেতু সকল জীব বটেহে সমান ॥  
 শুনিয়া অমনি ভক্ত দিলা বস্ত্রদ্বয় ।  
 দেখিয়া সন্ন্যাসী মুগ্ধ হল অতিশয় ॥  
 বলিলেন তব বস্ত্র লও পুনরায় ।  
 হয়েছে গ্রহণ মম ওহে ভক্তরায় ॥  
 শুনিয়া বলিল ভক্ত বিনয়-বচনে ॥  
 একবার ত্যাগ যাহা করেছি জীবনে ॥  
 কেমনে আবার তাহা করিব গ্রহণ ?  
 তব বস্ত্র মহাশয় লউন এখন ॥  
 নানকের ব্যবহার দেখিয়া সন্ন্যাসী ।  
 বিস্মিত হইয়া তাঁকে বলিলেন হাসি ॥  
 তুমিই স্বার্থ সাধু বৈরাগী ভক্তত ।  
 অহংকার-শূন্য তুমি শ্রেমিক উন্নত ॥  
 গৃহে প্রত্যাগত হলে বৈরাগী নানক ।  
 কোথা তব স্বর্ণাসুরী জিজ্ঞাসে জনক ॥  
 তনয়ে নীরব দেখি জনক রূপণ ।  
 ক্রোধ-ভরে হইলেন যেন হতাশন ॥  
 তব বহু অত্যাচার করেছি বহন ।  
 আর সহিবারে আমি পারি না এখন ॥

মম গৃহ হতে দূর হও কলাঙ্গার ।  
 এত বলি পুত্র কানু করে তিরস্কার ॥  
 ভুগামী বুলাররায় করিয়া যতন ।  
 নানকেরে পাঠাইলা ভগ্নী নিকেতন ॥  
 নানকের ভগ্নী সাক্ষী নানকী সুন্দরী ।  
 স্বামিগৃহে করে বাস ভ্রাতৃ-ভিত্তিকারী ॥  
 ভ্রাতার মহত্ত্ব হেরি তাঁহাতে নিয়ত ।  
 করিতেন স্নেহ ভক্তি হবে বিমোহিত ॥  
 জীবের উদ্ধার তরে দয়াময় হরি ।  
 পাঠাইছে নানকেরে এ সব নগরী ॥  
 এ ভেঁবে বিশ্বাস তার হয়েছিল মনে ।  
 তাই নিজ গৃহে তারে রাখেন যতনে ॥  
 পুত্রে তাহার স্বামী সাধু বুদ্ধিমান ।  
 ভক্ত নানকে তিনি করিত সম্মান ॥  
 অবশেষে শ্রীহরির পবিত্র আজ্ঞায় ।  
 লইলেন কার্য্য ভক্ত মুদীর থানায় \* ॥  
 জায়পথে উপার্জন করিয়া' যে জন ।  
 আপনার অন্ন বস্ত্র করে অহরণ ॥  
 সেই অন্ন সেই বস্ত্র সর্বোত্তম জানে ।  
 মুসলমান সাধুগণ সতত বাখানে ॥  
 এই মূল সূত্র ধরি অভিনব কাজে ।  
 প্রবৃত্ত হইল ভক্ত এ সংসার মান্দে ॥  
 রাজর্ষি জনক প্রায় নানক নিয়ত ।  
 অনাসক্ত হয়ে কার্য্য করে নিধিস্ত ॥  
 রীতিমত পরিশ্রমে বহু লাভ হয় ।  
 কিন্তু ভক্তবর তাহা না করে সঞ্চয় ॥  
 দীনদুঃখী সাধু ভক্তে করে বিতরণ ।  
 আপনি বৈরাগী প্রায় রহে অলক্ষণ ॥

পুত্র ব্যবস্থারে নিপু হয়েছো জনিয়ে ।  
 আসিলেন কানু স্বামী সানন্দ-হৃদয়ে ॥  
 এত অর্থ পায় পুত্র কিছু না রাখয় ।  
 শুনি পিত হইলেন রুষ্ট অতিশয় ॥  
 পরে নানকীর বাক্য করিয়া শ্রবণ ।  
 করিলেন কানু তার ক্রোধ সংবরণ ॥  
 নানকী দেবীর যথোপলক্ষণ \* সহ ।  
 মহাসমারোহে পরে হইল বিবাহ ॥  
 হরি-ভক্তি লাভ করি সাধু ব্রহ্মচারী ।  
 জনকের প্রায় এবে হলেন সংসারী ॥  
 পূর্ববৎ দোকানের কার্য্য সম্পাদন ।  
 করিতে লাগিল ভক্ত বিধান যেমন ॥  
 ইহরির রূপাণ্ডে ডোম একজন !  
 নানকের সঙ্গে ক্রমে লভিলা মিত্রান ॥  
 মার্দিনা তাহার নাম সঙ্গীত-কুশল ।  
 নানকের অনুগত প্রিয় নিঃসঙ্কল ॥  
 ভক্তের প্রসন্ন দৃষ্টি পেতেন যেজন ।  
 ভক্ত-পেম-ব্রন্দে তিনি হতেন মগন ॥  
 নানকের মন প্রাণ প্রেমে বিগলিত ।  
 সুন্দর নয়নদ্বয়, স্নেহেতে পূরিত ॥  
 যার প্রতি প্রেম দৃষ্টি পড়িত তাহার ।  
 প্রেম-জ্বলে বদ্ধ সেই হত অনিবার ॥  
 বলিলেন মার্দিনারে ভক্ত হুজন ।  
 তোমা হতে আছে মোর বহু প্রয়োজন ॥  
 গীত-যোগে ধরা যাবে বিধান প্রচার ।  
 করিতে হইবে তাই সতত তোমার ॥  
 মার্দিনার দীনতায় মুগ্ধ ভক্তবর ।  
 মার্দিনা নানক-প্রেমে বদ্ধ নিরন্তর ॥  
 নিজ অঙ্গবস্ত্র দিয়া প্রিয় মার্দিনার ।  
 নানক সপ্রেমে কোল দিলেন তাহার ॥

\* সুদীপনা দোকানে নানক কার্য্য আরম্ভ করেন । এই সুদীপনা স্থলচান পুত্রের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

\* নানকের পত্নীর নাম সুদীপনা দেবী ।

শুভেন্দ্র অপরূপ প্রেম কি বলিব আমি ।  
 তাঁর কাছে নাই বিপ্র চণ্ডাল বিচার ॥  
 যেজন শ্রীহরি-পদে সমর্পে জীবন ।  
 শুভের নিরুটে সেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ ॥  
 বিধানের রজতুমে শ্রীহরির করে ।  
 সেই জন ব্যবহৃত হয় এ সংসারে ॥  
 সেই তো কুলীন সাধু ব্রহ্মের চিহ্নিত ।  
 দেশে দেশে তাঁর নাম হয় প্রচারিত ॥  
 যেজন শুভের করে জাতির বিচার ।  
 তার মত মহাপাপী কেবা বল আর ?  
 লাগি আর মর্দন। ভকত দুই জন ।  
 লভিল নানক সহ মধুর মিলন ॥  
 জ্ঞানপ্রায় নানকের অনুগত হয়ে ।  
 রহেম হুজন সদা সানন্দ-জগয়ে ॥  
 যথাকালে যে বিধান হইবে প্রচার ।  
 পূর্বেই করেম হরি আরোজন তার ॥  
 শ্রদ্ধা দয়াময় প্রভো করুণ। তোমার ।  
 তুমি করিতেছ নিত্য জীবের উদ্ধার ॥  
 তোমার অন্তরপল লভে সেই জন ।  
 সেই হয় এ সংসারে কুলীন ব্রাহ্মণ ॥  
 বুঝা জাতি জাতি বলি জীব অহঙ্কারে ।  
 আপনার পদে নিজে কুঠার প্রহারে ॥  
 এই মহাপাপ হতে, ওহে দয়াময় ।  
 উদ্ধার করহ জীব হইয়া সদয় ॥  
 তোমার ভিতরে শুভ, তুমি শুভ প্রাণে ।  
 করহ বিহার নিত্য অভি সঙ্গোপনে ॥  
 তাই শুভ সহ নাথ তব শ্রীচরণে ।  
 করিহু প্রণাম এবে তক্তিসুভ-মনে ॥  
 কর আশীর্বাদ আসে হেনু-ভক্তসহ ।  
 মিলিয়া তোমার পূজা করি অহরহ ॥  
 শুভের চরণ মূলি মাধিয়া মাধার ।  
 বেল এ রসনা সিক্ত তব গুণ গাহি ॥

ভক্ত নানকের প্রতি শ্রীহরির  
 আদেশ এবং নানকের  
 প্রকৃষ্টব ।

( ১ )

অনাসক্ত জিতেন্দ্রিয় হরিপরায়ণ ।  
 হইয়া সতত শুভ জনকের মত ।  
 পবিত্র সংসার ধর্ম করেন পালন ।  
 পালেন আত্মীয়গণে শ্রেমে অবিরত ॥

( ২ )

গৃহস্থ সন্ন্যাসী আহা তাঁহার মন্তন ।  
 কে কবে দেখেছে বল এ পাপ ধরায় ?  
 হস্তেতে করিছে কার্য জিহ্বা খন খন ॥  
 মস্ত হয়ে অবিরত ব্রহ্মনাম গায় ॥

( ৩ )

ফকির সন্ন্যাসী শুভ দুঃখীর সেবনে ।  
 মুক্ত হস্তে করে সাধু নিজধন ব্যয় ।  
 না করে অস্ত্রায় কিছু ধন-উপার্জনে ।  
 ভবিষ্যৎ ভরে ধন না করে সঞ্চয় ॥

( ৪ )

হরিভক্তিপরিপূর্ণ বৈরাগী জীবন ।  
 সহস্র রসনা প্রায় ধরম ধরায় ।  
 নীরবে গোপনে সঙ্গ করিছে ষোষণ ।  
 অন্তর-মলিলা ফল তটিনীর প্রায় ॥

( ৫ )

ভগীরথ মনোহর নামে দুইজন ।  
 শুভ-চরিত্রের আহা পূজ আকর্ষণে ।  
 নবীন ধর্মের বিধি করিলা গ্রহণ ।  
 লভিলেন দিব্যজ্ঞান ব্রহ্মকৃপাশুভল ॥

( ৬ )

একদিন গুরুপদ সেবিতে সেবিতে ।  
 মনোহর নানকের করে নিবেদন ।



নিরাকার হরি হয়ে নানকেতে প্রীত ।  
বলিলেন প্রত্যাদেশ চিন্ময়-বচনে ॥

( ২০ )

“তব সংস্র হে নানক আছি অনুক্ষণ ।  
সর্বত্র তোমার সনে রব বর্তমান ।  
করহ আমার নাম সতত জপন ।  
জপাও অপরে নাম যৎই মতিমান ॥  
করিব তোমাতে আমি তবে মহীয়ান ।  
তব প্রচারিত ধর্মে চলিবে যোগন ।  
তাচারে করিব আমি ক্ষমতি প্রদান ।  
পাবে সেই সুখ শান্তি পূণ্য মহাধন ॥  
সংসারে নিলিপ্ত থাক, পাল দয়াব্রত ।  
ধন্য দান জ্ঞান জপ পর উপকার ।  
করহ আনন্দে আর প্রেমে অবিরত ।  
লভিবে মুক্তি লাভি আনন্দ অপার ॥  
আমার অমূল্য নাম দিতেছি তোমাতে ।  
মুক্তিপ্রদ মহানুভব জেনো নামধন ।  
জপাও এ নামমালা নিখিল সংসারে ।  
অনুক্ষণ কর তুমি এ নাম সাধন ॥”

( ২১ )

ব্রহ্মের আদেশ বাণী করিয়া শ্রবণ ।  
বলিল নানক, “ওহে ব্রহ্ম সনাতন ।  
সংসারে রয়েছে কত মায়া প্রলোভন ।  
রক্ষা কর তব দামে দিয়ে ও চরণ ॥”

( ২২ )

বলিলেন দয়াময় পতিতপাবন ।  
“কিছু ভয় নাহি তব সংসার মাঝারে ।  
দিতেছি জেগ্নারে আমি যে নামরতন ।  
তাঁহে কি বিপদ আর আসিবারে পারে ?  
মম কৃপা-পরাক্রম দিতেছি তোমাতে ।  
সতত আমার নাম করিবে স্মরণ ।

স্বর্গ-মর্ত্তে তব পথ পারে রোধিবারে ।  
এ বিশ্ব-সংসারে বৎস নাহি হেন জন্ম ॥”

( ২৩ )

দয়াময় শ্রীব্রহ্মের অমিয় বচন ।  
শুনি দণ্ডবৎ হয়ে প্রেমিক ভকত ।  
প্রণতি বন্দন করে ব্রহ্মের চরণ ।  
তাঁহার অপার স্নেহে হয়ে বিগলিত ॥  
( ২৪ )

নিরাকার প্রভু পরে বলিলা ভকতে ।  
আমার নামের স্তব কর প্রেমভরে ।  
শুনিয়া ব্রহ্মের আজ্ঞা হয়ে অবনত ।  
ব্রহ্ম-স্তব গায় ভক্ত সানন্দ-অন্তরে ॥  
স্তব ।

“ব্রহ্মসনাতন, তোমার সদন,  
কত কোটী কোটী প্রার্থনা আমার । \*  
তোমার মহিমা, কে করিবে সীমা,  
তুমি বিশ্বপতি অনন্ত অপার ॥  
কোটী বর্ষ ধরে, বসিয়া গহ্বরে,  
সদা একমনে করিলে সাধন ।  
তথাপি তোমাতে জানিতে কে পারে,  
তব ভাব বল কে করে ধারণ ?  
যে তোমাতে ভজে, সে তোমাতে মজে,  
করে তব ইচ্ছা জীবনে পালন ।  
এই বিশ্বমাঝে, অসীম কাগজে  
বনস্পতি যোগে লিখিলে পবন ।  
তথাপি তোমার মাহাত্ম্য অপার,  
বল কোন জন ফুরাইতে পারে ?  
এমনি মহান্, ওহে বিশ্বপ্রাণ,  
তোমার মহিমা এ বিশ্বমাঝারে ॥”

( ২৫ )

নানকের স্তুতি স্তবে ভুষ্ট হয়ে হরি ।  
বলিলেন, “ওহে প্রিয় ভকত আমার । \*

হইবে তোমার কৃপা বাহার উপরি।  
লভিবে সে জন মম করুণা অপার ॥  
পরব্রহ্ম পরেশ্বর এ নাম আমার।  
সদ্বৈরাগ্যে তোমার নাম রেখ সদা মনে।  
‘ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য সত্যসারামার।  
কর্তা নিত্য’ এই নাম জপ নিশিদিনে ॥”

( ২৬ )

নিবেদিল মহাভক্ত শ্রীহরি-চরণে।  
ওহে ব্রহ্ম কৃপাবারি কর মোরে দান।  
জপিলে তোমার নাম দাস অমু কণে।  
করিবে তোমার যশ ভবে মহীয়ান ॥

( ২৭ )

বলিলেন নিরাকার পরব্রহ্ম তাঁর।  
“দোকানেও কার্য্য এবে করি পরিহার।  
মম-মুক্তিপ্রদ নাম সতত সংসারে।  
নির্ভয়-নিশ্চিন্ত-মনে করহ প্রচার ॥”

( ২৮ )

নিরাকার শ্রীহরির প্রসন্ন আনন।  
প্রমত্ত হৃদয়ে ভক্ত করিলা দর্শন।  
তাঁর সুধামাখ্য বাণী করিয়া শ্রবণ।  
ছিন্ন হল একেবারে শিবির-বন্ধন ॥

( ২৯ )

কে বলে চিন্ময় রাজ্য দেখা নাহি যায় ?  
কে বলে তাঁহার বাণী মানস-কলিত ?  
কে বলে চিন্ময় দেশ কবি-কল্পনায়  
হইয়াছে ভুলাইতে কেবল চিত্রিত ?

( ৩০ )

নিরাকার রাজ্য যদি পশিবারে চাও।  
নামকের পদগুলি লও ওরে মন।  
নরপুত্র মূর্তিপুত্র সব ছেড়ে দাও।  
অস্তিত্বের লগ্ন এক ব্রহ্মের শরণ ॥

( ৩১ )

নিজে নিজ চক্ষু অন্ধ করি ওরে মন।  
কি সাহসে বল ব্রহ্মে দেখা নাহি যায় ?  
সর্বত্র বাহার চক্ষু সর্বত্র আনন।  
তাঁহার দর্শন কিহে কঠিন ধরায় ?

( ৩২ )

থাকে যদি এক বিন্দু বিশ্বাস তোমার।  
পাইবে সহজে তুমি ব্রহ্ম-দর্শন।  
দয়াময় কৃপাসিদ্ধ জীবন-আধার।  
বলিবেন তোমা সবে অমিয় বচন ॥

( ৩৩ )

জননীর্ কোলে বসি সন্তান যেমন।  
মাতার শ্রীমুখ দেখে শুনয়ে বচন।  
তোমার বিশ্বাসী সাধু তকত হুজন।  
করে নিত্য শ্রীহরির দর্শন-শ্রবণ ॥

( ৩৪ )

সাকার জগতে থাকি মন হুশাসর।  
ভুলিয়াছ নিরাকার সাম্রাজ্য কেমন।  
কৃপের সঙ্ক প্রায় হ্রদ জলাশয়।  
হইয়াছ একেবারে মোহে বিষ্ময় ॥

( ৩৫ )

তাইতো সাকার রাজ্যে সাকার কল্পনা।  
করিয়া স্বদেশ-মন গিয়াছ ভুলিয়া।  
অন্তরে বাহিরে তাই কত না প্রতিমা।  
রচিয়াছ ওরে মন মায়াতে মজিয়া ॥

( ৩৬ )

অনন্ত সৌন্দর্য্য-ভরা রাজ্য নিরাকার।  
চিন্ময় চক্ষুমা সেখা হরি দয়াময়।  
নিরাকার অমরত্বা শোভার আধার।  
ভারাগণ প্রায় শোভে সকল সময় ॥

( ৩৭ )

পুণ্যের বসন্ত হেখা চির-বিরাজিত।  
হৃদয় প্রেমকোকন হেখা চিরদিন।

হুটিয়া ভক্ত মন করে বিমোহিত ।  
ভক্তি-সরোবরে খেলে বিশ্বাসের মীন ॥

( ৩৮ )

ব্রহ্মপাদদীপ্তি ঘেরি অমরাভাগণ ।  
নিরন্তর ব্রহ্মবশ করিছে ঘোষণ ।  
ব্রহ্মানন ব্রহ্মবাণী দর্শন প্রবণ ।  
কহি সবে ব্রহ্মানন্দে হতেছে মগন ॥

( ৩৯ )

এ রাজ্যের পুণ্য বায়ু লাগে যার গায় ।  
সেকি কভু তুচ্ছ হুখে থাকেহে মগন ?  
গর্ভের পঙ্কিলবারি কভু সেকি খায় ?  
অমৃত সরসী আহা পেয়েছে যেজন ॥

( ৪০ )

ধন্য দয়াময় হরি করুণা তোমার ।  
তাই নিরাকাররূপে তুমি ভক্ত-হৃদে ।  
দেখা দিলে শুনাইলে বচন অপার ।  
স্থান দিলে নানকে তোমার ত্রীপদে ॥

( ৪১ )

ধন্য ভক্ত যিনি ঋষি জনকের মত ।  
পতিত ভারতে পুনঃ পূজা নিরাকার ।  
প্রচারিলা তব প্রেমে হয়ে উদ্দীপিত ।  
উড়াইল তব ধ্বজা ভারতে আবার ॥

( ৪২ )

তাঁই হরি তব পদে করি নমস্কার ।  
এই ভিক্ষা বাচি নাথ, যেন চিরদিন ।  
মনপ্রাণ-মুখকর ওরূপ তোমার ।  
হেরি, আর থাকি যেন তব প্রেমাধীন ॥

( ৪৩ )

তুমি শুদ্ধ নিরাকার, তোমার আনন ।  
চিন্ময় সৌন্দর্যে রাখা ভক্ততরুণ ।  
অনিমেমে ঐ মুখ কহি নিরীক্ষণ ।  
হই যেন সংসারের সব বিশ্বরণ ॥

( ৪৪ )

বীণাবিনিমিত্ত তব হৃদয়-লহরী ।  
শুনে যেন মুগ্ধ রহে বম প্রাণমন ।  
যাই যেন দয়াময় আপনা-পীসরি ।  
সঙ্গীত-তরঙ্গে মুগ্ধ মাতঙ্গ যেমন ॥

মহাত্মা নানকের দোকান ত্যাগ  
ও সম্মানাবলম্বন এবং নবাব  
দৌলৎখাঁ লোদীর সহিত  
সাক্ষাৎ ও নমস্কার ।

ব্রহ্ম-কৃপাওয়ে, ভক্তের মনে  
অলিল বৈরাগ্যানল ।

দোকানের যত, দ্রব্য নানামত  
বিতরিলা সে সকল ॥

পুত্র পরিবার, হৃথের সংসার  
ত্যাগিয়া ভক্তজন ।

ব্রহ্মের আদেশে, সম্মানীয় বেশে  
শাশানে কবরে রন ॥

নবাব তাঁহারে, আনিবার তরে  
পাঠাইলা দূত এক :

দূতের বচন, করিয়া প্রবণ  
বলিলা ভক্ত নানক ॥

নবাব কে বল, আছে ধরাতল  
চিনিয়া আমি তাঁহারে ।

শুনিয়া একথা, দূত পেয়ে ব্যথা  
বলে গিয়া রাজদ্বারে ॥

ক্রোধে হতশন, হইয়া রাজন্  
আদেশিলা ভূত্যাগে ।

ধরি নানকে, অতি দয়া করে  
আনয় বয় মদনে ॥

শুনি পুনরায়, দূত চলি যায়  
 আশানে তকত-পাশে ।  
 “যাইয়া সেখায়, দূত পুনরায়  
 “তকত নানকে ভাষে ॥”  
 দেখে তব প্রতি, বিরক্ত নৃপতি  
 হয়েছেন অতিশয় ।  
 তাই তাঁর দ্বারে, চলহ সহরে  
 ওহে তক মহাশয় ॥  
 শুনি তক রায়, অমিয় ভাষায়  
 বলিলেন দূতজনে ।  
 হয়ে নৃপদাস, নবাবের পাশ  
 ছিলাম আমি যখনে ॥  
 তাঁর কথা শুনি, যেতেম অমনি  
 ভয়ে ভয়ে তাঁর পাশ ।  
 যিনি অত্যাচারী, সত্য প্রভু আমি  
 এবে আমি তাঁর দাস ॥  
 শুনি এ বচন, দূত গিয়া কন  
 পুনরায় নবাবেরে ।  
 পুনঃ নরপতি, বলে দূত প্রতি  
 বল গিয়া নানকেরে ॥  
 “তুমি দাস যার, নামেতে তাঁহার  
 দেখা কর মম সনে ।”  
 রাজ-আজ্ঞা মতে, আবার তকতে  
 বলে দূত হৃষ্টমনে ॥  
 দূতের বচন, শুনিয়া তখন  
 বিলম্ব না করি আর ।  
 চলিলা নির্ভয়ে, সানন্দ-হৃদয়ে  
 যথা রাজদরবার ॥  
 দেখি নানকেরে, নৃপ রোষভরে  
 বলিলা, নানক কেন ?  
 ডেকেছিহু আমি, তবু বল তুমি  
 করিলে আপত্তি হেঁ ?

গুনহ রাজনু, এ দাস যখন  
 ছিল হে তোমার দাস ।  
 তোমার আশ্রানে, ভয়-স্বার্থ টানে  
 আসিত তোমার পাশ ॥  
 কিবু এবে আমি, যিনি বিশ্বামী,  
 হইয়াছি দাস তাঁর ।  
 সংসারের আশা, বিষয়-লালসা  
 গিরিছে সব আমার ॥  
 বলিলা নৃপতি, সত্য তুমি যদি  
 হইয়াছ দাস তাঁর ।  
 তবে চল আজ, পড়িগে নমাজ  
 মসজিদে একবার ॥  
 নবাবের সঙ্গে, তক-হৃষ্ট-মনে  
 মসজিদে নমাজ তরে ।  
 করিলা গমন, হেরি পুরজন  
 ডুবে বিষয়-সাগরে ॥  
 দলে দলে দলে, সবে কুতূহলে  
 সে দৃশ্য দেখিতে যায় ।  
 আশ্রয় স্বজন, নানক কারণ  
 কান্দে করি হায় হায় !  
 রাজ-প্রলোভনে, নানক এক্ষণে  
 বুঝি হল মুসলমান ।  
 এত ভাবি মনে, যত হিন্দুগণে  
 হল দুঃখে স্রিয়মাণ ॥  
 কিন্তু সমুদার, জন্মের দ্বার  
 হরিপ্রণমে মাতোয়ারা ।  
 যিনি চিন্তা মন, হরিতে অর্পণ  
 করি হন আশ্রয় ॥  
 সে কিহে কখন, আপন জীবন  
 পত্তীতে আবদ্ধ করে ?  
 অনন্ত উদার, মণ্ডলী দ্বার  
 কূপে কি সে কাল হয়ে ?

অনন্ত গগনে, সদা হৃষ্ট-মনে  
সে পাখী বিহরে হায় !  
সামান্য পিঞ্জরে, থাকিবার তরে  
তার কি ক্ষয় ধায় ?  
হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টিয়ান  
নানাদলে নরগণ ।  
বন্ধ হয়ে সবে, এ বিপুল ভনে  
জালে দ্বৈষ-ভ্রাতৃশন ॥  
ভাব রূপ জল ফেলে জীবদল  
মতরূপ বালু লয়ে ।  
মৃগতৃষ্ণিকায়, জীবন হারায়  
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে ॥  
এ হেন গণ্ডীতে, কভু কি ভকতে  
বাঁধিয়া রাখিতে পারে ?  
প্রমত্ত বারণে, বল কোন জনে  
পারে তবে রোষিবারে ?  
নবাবের সনে, ধর্ম-নিকেতনে  
পেলেন ভকতবর ।  
নরপতি কাজি, \* পূজাবেশে সাজি  
নমাজ পড়ে সত্বর ॥  
কিন্তু ভক্তরাজ, † কয়েম বিরাজ  
নিজ স্থানে নিজ ভাবে ।  
নমাজের পরে, হেরি নানকেরে  
বলে নূপ মহাকোপে ॥  
নমাজের তরে, আসিয়া মন্দিরে  
কেন দাঁড়াইয়া রলে ?  
হেন প্রভাষণা, এ পাপ ছলনা  
করিছ ঈশ্বরে ভুলে ?

শুনিয়া ভকত, হয়ে অবনত  
বলিলা মিষ্ট-বচনে ।  
ওহে নররাজ, করিব নমাজ  
বলহে কাহার সনে ?  
তুমি কান্দাহারে, ষোড়া কিনিবারে  
গিয়াছিলে সুখে আজ ।  
বলহে কেমনে, তবে তব সনে  
হইবে মম নমাজ ?  
শুনি নরপতি হয়ে ক্রুদ্ধ-মতি  
বলিলা আমি হেথায় ।  
তবে মিথ্যা হেন, বলিতেছ কেন  
বল হে মো'রে ত্বরায় ॥  
শুনি ভক্ত কয়, শুন মহাশয়  
শরীর তোনার হেথা !  
নমাজ সময়ে, ছিল দাঁড়াইয়ে  
সুস্থির হইয়ে সদা ।  
কিন্তু মন তব, ভেবে দেখ নূপ  
গিয়াছিল কান্দাহারে ।  
যাইয়া সৈধ্যায়, অশ্ব-ব্যবসায়  
করেছিল বারে বারে ॥  
নানকবচন, শুনিয়া রাজন  
সত্য বলি মানি লয় ।  
শুনি কাজি বলে, জলি হিংসানলে  
মোর সনে মহাশয় ।  
কেন না নমাজ, পড়িলে হে আজ  
আমি হেথা অনুক্ষণ ?  
শুনি ভক্তজন, বলিল তখন  
কাজির হৃদয় মন ।  
নমাজ সময়ে, আপন আলয়ে  
ছিল ব্যস্ত অনুক্ষণ ॥  
কুজ শিশু তার, কুপের মাঝার  
পড়িবে পড়িবে তরে ।

\* মুসলমানদিগের ব্যবস্থানান্দা ও বিচারক-  
দিককে কাজি বলে ।

† কান্দাহার—হরমোট নহি' দানক ।

কাজি মহাশয়, চিত্তাশ্রয়  
নমাজের সুসময়ে ॥  
নানকের কথা, শুনি কাজি মাথা  
লাজে করে অবনত ।  
ভক্তের প্রতি, নবাবের ঐতি  
হল আহা উচ্ছ্বসিত ॥  
ওহে দয়াময়, কিবা মধুময়  
নীলা কর ভক্ত-প্রাণে ॥  
জ্ঞানদৃষ্টিবলে, জাগাও সকলে  
বিদ্ধ কর জ্ঞান-বাণে ॥  
ওহে জ্ঞানময়, পূজার সময়  
কাজি নবাবের মত ।  
অসার কামনা, বিষয় ভাবনা  
করি আমি নাথ কত ॥  
চক্ষু মুগ্ধে ধাকি, কিন্তু মন-পাখী  
বিষয়-আকাশে উড়ে ।  
অন্তর্চিন্তা-জলে, মন-মীন খেলে  
নিরন্তর প্রেমভরে ॥  
উপাসনা ধ্যান, ব্রত অহুষ্ঠান  
কিছু নাহি হয় হরি ।  
তোমাতে সদাই, ফাকি দিতে চাই  
আপনি কাকিতে পড়ি ॥  
ভাবে বদ্ধপণ, আমি অনুকণ  
করিতেছি যোগ ধ্যান ।  
কিন্তু দয়াময়, জ্ঞান সমুদ্র  
আমার সকল ভাণ ॥  
তাই ওহে নাথ, কর আশীর্বাদ,  
যেন এ চকল মন ।  
ও পদ-সরোজে, সত্য বিরাজে  
আনন্দে হয়ে মগন ॥  
হেরে তব রূপ, পরাণ মধুপ  
অন্ত চিন্তা পরিহরি ।

তব প্রেমমুখা, পিরে নাশে মুখা  
অনুদিন প্রাণভরি ॥  
এই ভিক্ষা করে, অতি সকাভরে  
প্রাণমি চরণে তব ।  
মনের কল্পনা, বিষয়-ভাবনা  
দূর কর ভববব ॥  
—:—:—  
মহাত্মা নানকের বিদেশে  
ধর্ম্যপ্রচার ।  
ধর্ম্যসমাচার, বিদেশে প্রচার  
করিবারে নয়বর ।  
স্বদেশে ভবন, পুত্র পরিজন  
ত্যাগিল হরে সত্বর ॥  
ব্রহ্ম-প্রেমানলে, বার হিরা নলে  
জীবপ্রেমে সে হৃদয় ।  
পূর্ণ হয়ে বার, পার্থক্য কোথায়  
বল সে জীবনে রয় ?  
ধর্ম্যপিপাসায়, জীব হার ! হার !  
করিতেছে অনুকণ ।  
সে দণ্ডা হেরিয়া, ভক্তের হিরা  
নীরবে করে রোদন ॥  
নিখুল-সলিলা, নদী স্রোতঃনীলা  
কতু কি গিরিকন্দরে ।  
বদ্ধ হয়ে ফিরে, রহে এ সংসারে  
মুখু আপনার তরে ?  
উন্মাদিনী-প্রায়, বধায়-তথায়  
ভ্রমিয়া সে স্রোতস্বিনী ।  
জীব-উপকার, সাধে আনিবার  
বধা প্রেমিকা জননী ॥  
ডেমনি প্রেরিত, বিবানী ভক্ত  
জীকরে উদ্ধার তরে ॥

অটিনীর প্রায়, স্বধায় তথায়  
চলিলেন প্রেমভরে ॥  
হিন্দু মুসলমানে, একই বন্ধনে  
বাধিবারে দয়াময় ।  
উভয়ের ভাবে, বিশেষ পভাবে  
রচিল তাঁর ছন্দ ॥  
ব্রহ্মপ্রেরণায়, তত্ত্ব মহাশয়  
সাজিলা অপূর্ণ বেশে ।  
কটিতে কোপীন, গৈরিক নবীন  
চারুশিখা শিরোদেশে ॥  
ককিরের প্রাপ্ত, আলখেল্লা গার  
টুপি শোভে শিরোভাগে ॥  
এবেশে ভক্ত, সাজিয়া নিয়ত  
প্রচারেন অনুরাগে ॥  
কেহ মুসলমান, বলিয়া সম্বাদ  
করে সদা তত্ত্ববরে ।  
কেহ হিন্দু বলে, ভক্তভিতে গলে  
চরণে প্রণাম করে ॥  
হিন্দু মুসলমানে, প্রেম অনুরাগে  
হিন্দুরে দুকান তিনি ।  
কোরাণবচনে, মুসলমানগণে  
ভক্ত বলেন বাণী ॥  
বেদভক্ত গায়, গায় অনিবার  
কোরাণ তাঁহারি কথা ।  
পৃথিবীমাঝার, করয়ে প্রচার  
এই তত্ত্ব যথা তথা ॥  
এক অধিতার, মহান্ অভয়  
হরি শুদ্ধ নিরাকার ।  
তাঁর প্রেমকথা, সুধাময় গাথা  
ভক্ত করে প্রচার ॥  
আলাহু অক্বাল, তত্ত্বসঙ্গে নানা  
প্রদেশ ভ্রমণ করে ।

মার্দনা সঙ্গীতে, বাল্য সেবাত্তে  
নিয়োজিত প্রীতিভরে ॥  
বহু স্থান ক্রমে, ভ্রমি দিনে দিনে  
তিমালয়ে তিন জনে ।  
আমি উপনীত, হইলা ত্বরিত  
সকলে আনন্দমনে ॥  
মহাশয় তত্ত্বহরির নবধর্ম গ্রহণ ।  
যোগিজনপ্রিয়, চারু হিমালয়  
শান্তি শোভায় আধার ।  
উন্নত শিখরে, ভারতের শিখে  
শোভা পায় অনিবার ॥  
অটল অচল, একাণ্ড ধবল  
হেরিয়া মুগ্ধ মন ।  
পিপাসিত প্রাণে, অনন্তের পানে  
ধায় সুখে অনুক্ষণ ॥  
সংসারের যত, বাসনা নিয়ত  
ছাড়িয়া ব্যাকুল প্রাণ ।  
আসিয়া হেথায়, ব্রহ্মসাধনার  
ময় হয় অবিরাম ॥  
রাজ্য তত্ত্বহরি, রাজ্য পরিহারি  
যোগসাধনের তরে ।  
হেথাতে বসতি, করে নিরবধি  
একান্ত ব্যাকুলতারে ॥  
তত্ত্বহরি তাঁর, চারু রূপভার  
ভাগবতী তত্ত্ব হেরি ।  
পরিচয় লয়ে, দণ্ডবৎ হয়ে  
প্রণমিলা ভক্তি করি ॥  
বিনীত অন্তরে, বলিলা তত্ত্বহরে,  
“ওহে গুরু মহাময় ।  
হয়ে শুদ্ধ মন, দুর্কতি সাধন  
করিবারে সুনিশ্চয় ॥

হটযোগপথে, \* চলি বিধিমতে,  
কিস্ত তাহে মম মন ।  
সংসারবন্ধন, করিতে ছেদন  
না পারিল কদাচন ॥  
প্রাণের পিয়াম, হৃদয়ের আশ  
পূরিল না কোন দিন ।  
বৈরাগ্য হলে, ন', ভকতি এলনা  
হায় ! আমি দীনহীন ॥”  
ভনিয়া ভকত, প্রেমে বিগলিত  
হয়ে কন নৃপবরে ।  
“তুমি হুচতুর, তাই সুমধুর  
জিজ্ঞাসিলে প্রশ্ন মোরে ॥  
যোগ বিনা মন, শুদ্ধ নাহি হন  
সুখ না লভে হৃদয় ।  
তাঁই দয়াময়, হইয়া সদয়  
কলিগুণে এসময় ॥  
ভক্তিয়োগধন, করিলা প্রেরণ  
জীবের উদ্ধার লাগি ।  
মুগ্ধু যে জন, মুক্তির কারণ  
হবে ইথে অনুরাগী ॥  
মুদ্রা † ব্রহ্মবাণী, কহা কমা জানি,  
বিনাশি টঙ্ক! আপন ।  
ব্রহ্মের বিধান, সার হুমহান  
বিলাস করে যে জন ॥

\* অস্বাভাবিক উপায়ে মন স্থির করবার অঙ্গ যোগপথাবলম্বী কোন কোন সম্প্রদায় চটযোগ আশ্রয় করেন। এট পথ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ও ইহা দ্বারা অশেষ অনিষ্ট উৎপন্ন হয় ।

† বাহিরের লক্ষ বস্তুতে লক্ষণ করা না যার ভিত্তিমিত্ত চটযোগিগণ কর্তৃক এক প্রকার যন্ত্র। ব্যরণ করেন, তাহাকে মুদ্রা বলে এবং কেহে কহা ধারণ করেন। বহাঙ্গা নানকের বস্ত্রে ব্রহ্মবাণীই মুদ্রা এবং কসাই কহা ।

হরিসংকীর্তন, পরম সাধন  
একমাত্র উপাসনা ।  
ইথে পাপ তাপ, সংসার-সন্তাপ  
যায় হে সব বাতনা ॥  
আনন্দময়ের, মধুর রূপের  
প্রেমস্থধা করি পান ।  
ভক্তিতে প্রমত্ত, ব্রহ্মে যোগযুক্ত  
হইয়াছে মোর প্রাণ ॥  
অনাহত ধ্বনি, দিবানিশি শুনি  
প্রেমযোগে মগ্ন হয়ে ।  
তাহারে দর্শন, করিবারে মন  
রহে তাঁর পানে চেয়ে ॥  
তাহারি দর্শন, মম সারধন  
বৈকুণ্ঠ মুকতি হায় ।  
সে অমিয় পান, করি মম প্রাণ  
হয়েছে পংগল প্রায় ॥”  
ভক্তের দুর্জয়, বাণী মধুময়  
শুনি সাধু ভর্তৃহরি ।  
পেমে বিগলিত, হইলা ত্বরিত  
ধৃত্য দয়াময় হরি ॥  
ভর্তৃহরিমনে, হরিকৃপাঞ্জে  
ভক্তিয়োগ সঞ্চারিল ।  
প্রভুর বিধান, হল মহীয়ান  
ভক্তিনদী প্রবাহিল ॥  
ভকতি বিতরি, বিধান প্রচারি  
ভক্তবর তথা হতে ।  
বজ্রদ্বন্দ্ব মনে, আপনার মনে  
চলিলা আনন্দে মেতে ॥  
ধৃত্য ভগবান্, তোমার বিধান  
ধৃত্য হে ভকত তব ।  
আহা কি কৌশলে, বিধাতার কৌশলে  
বাধিছ মানব সব ॥

তোমার চরণে,  
করি হরি প্রণিপাত ।  
ভকতিতে যেন,  
এপার মন  
মত্ত হয় ওহে নাথ ॥

কোতারাঙ্গণীর দেবজীবন লাভ ।

নানকের প্রিয়শিষ্য বালা ও মার্দনা ।  
ভক্তসঙ্গে চলিলেন ভ্রমি স্থান নানা ।  
যদিও ভক্ততসনে রঞ্জে নিশি দিন ।  
তথাপি মার্দনা চিত্ত বিষয়ে মলিন ॥  
সহজে বিষয়াসক্তি যায় না কখন ।  
সুযোগ পাইলে করে চিত্ত অ'কমণ ॥  
সাপুসঙ্গে সদালাপে সন্তত থাকিয়ঃ ।  
বিষয় ভাবয়ে মন রত্নিয়া রত্নিয়া ॥  
প্রবল উল্লিখগণ মানবেব মন ।  
সহজে বিষয়-পক্ষে করে নিমগ্নন ॥  
বিষয়ের নীচাসক্তি মার্দনার প্রাণ ।  
টানিছে সংসারপানে, বিনাশিয়া জ্ঞান ॥  
একদা মার্দনা আদি নানকসদনে ।  
বলিলেন করযোড়ে বিষয়-বদনে ॥  
“গৃহ পরিবার ছাড়ি, আপনার সনে ।  
ভ্রমিতে বাসনা মম নাহি হয় মনে ॥  
অভিশপ্ত করুন মোরে গৃহে কিরি যাব ।  
স্ত্রীপুত্র লইয়া আমি জীবন কাটাব ॥”  
বিধানে চিহ্নিত গারা, তাঁদের হৃদয় ।  
সংসারের সুখভোগে লালায়িত হয় ।  
সংসারের প্রলোভন ভীষণ এমন ।  
তরু তাহে বিচলিত যোগীদের মন ॥  
মার্দনার বাক্য শুনি প্রেমিক ভক্তত ।  
বলিলেন কোথা যাবে ওহে প্রিয় ভ্রাতঃ ॥  
কত বিষয় প্রলোভন আছে লুকাইয়া ।  
পড়িবে বিপদে তুমি সেখায় যাইয়া ॥

কিন্ত মার্দনার মন বিষয়ে মগ্নন ।  
নাহি স্থান পেল মনে ভক্তের বচন ॥  
ভক্তে ছাড়ি গৃহপানে চলিলা ত্বরিত ।  
কিন্ত অবিলম্বে হল বিপদে পতিত ॥  
পথে যেতে কুহকিনী পতিতা রমনী ।  
মার্দনার চিত্ত মুগ্ধ করিলা অমনি ॥  
আপনার মায়াহুদে মজাইয়া তাঁরে ।  
পিষিতে লাগিল আহা ষোর অত্যাচারে ॥  
পাপ-প্রলোভনে মগ্ন হইয়া মার্দনা ।  
নিজ অগাধতা স্মরি কান্দিলেন নানা ॥  
পরম হিতৈষী বন্ধু নানকের কথা ।  
না শুনিয়া পাঠিলেন প্রাণে বড় ব্যর্থ ॥  
ষোর দুঃখ বেদনায় অবোধ মার্দনা ।  
দুঃখিল আপন দোষ লভিল চেতনা ॥  
কিন্ত দয়াময় হরি একবার ঘাঁরে ।  
রেখেছেন দান ক'রে বিধান-আগারে ॥  
শত প্রলোভনে কিগো হাঁহার হৃদয় ।  
শ্রীকবির পাদপদ্ম তাজি দূরে রয় ?  
বিধানের প্রবর্তক ভক্ততের সনে ।  
মার্দনার প্রাণ বাধা আছে নিশি দিনে ॥  
তাঁই মার্দনার দশা যেন তার-যোগে ।  
পৌছিল ন'নকহুদে প্রেম অনুরাগে ॥  
অ'চিন্তিতে ভক্ত প্রাণ হল উচাটন ।  
পুত্রের বিপদে যথা জননীর মন ॥  
অজ্ঞাতে আপনা হতে হয় যে চঞ্চল ।  
তেমনি ভক্ত-প্রাণ হইল বিকল ॥  
আধ্যাত্মিক ভাবক্রিয়া আশ্চর্য্য কেমন \* ।  
মনে মনে প্রাণে প্রাণে গাঁথা অনুকরণ ॥

\* যেমন বাহ্যজগতে Telegraph (তারের সংবাদ), তেমনি মনোজগতে Telepathy বা আধ্যাত্মিক ভাবক্রিয়া আছে ।



মার্দিনা হীরক লয়ে গেলেন বাজারে ।  
 বণিক সালস রায় দেখিল তাঁহারে ॥  
 বহুমূল্য হীরাথও অতি তেজোময় ।  
 দেখি হল তাঁর চিত্তে আনন্দ উদয় ॥  
 হীরাতরে শত মুদ্রা দর্শনী প্রদান ।  
 করিয়া জিজ্ঞাসে রায় হয়ে সাবধান ॥  
 কত মূল্য এ হীরার বল মহাশয় ।  
 কিনিতে এ ধন মন সাধ অতিশয় ॥  
 শুনিয়া মার্দিনা বলে কি মূল্য ইহাব ।  
 জানিনা, জানেন মম প্রভু গুণধার ॥  
 মার্দিনা শতেক মুদ্রা লইয়া তখন ।  
 মূল্য জানিবারে যান গুরুর সদন ॥  
 নানক বলিল। তারে এ অমূল্য ধন ।  
 সালসের সাধ্য নাই দিতে এর পণ ॥  
 সালসের শত মুদ্রা কর প্রত্যর্পণ ।  
 শুনিয়া মার্দিনা বান বণিকত্বন ॥  
 মার্দিনা দিলেন তাঁর মুদ্রা ফিরাইয়া ।  
 সালস অবাক হল বৈরাগ্য হেরিয়া ॥  
 এ হেন বৈরাগী যেবা তাঁর গুরুজনে ।  
 দেখিতে বাসনা হল সালসের মনে ॥  
 নানাবিধ ঋণ আর শত মুদ্রা লয়ে ।  
 তলে দেখিবারে এল ব্যা হুলহুদয়ে ॥  
 আসিয়া দেখেন রায়, ভকতপ্রবর ।  
 রয়েছেন মগ্ন হয়ে যোগের ভিতর ॥  
 মার্দিনা নিকটে বসি হরিসঙ্কীর্তন ।  
 করিছেন ভক্তিভরে আছা অনুক্ষণ ॥  
 ভক্ত বালা ভকতের সদনে বসিয়া ।  
 শুনিছেন হরিগুণ আনন্দে মাতিয়া ॥  
 হেরিয়া অপূর্ব শোভা সালসের মন ।  
 স্রবণের ভাবে পূর্ণ হইল তখন ॥  
 অবাক ভক্তিত হয়ে রহিল। দাঁড়ারে ।  
 মহা জগদত্তর হল তাঁহার হৃদয়ে ॥

দূর হস্তে বারম্বার করি নমস্কার ।  
 রাখিলেন সেই স্থানে যত উপহার ॥  
 করষোড়ে করিলেন সালস তখন ।  
 আপনি গীরার এই বণিক সূজন ॥  
 জ্ঞানি নাই মহাশয় ক্ষমা কর গোরে ।  
 লউন শতেক মুদ্রা দাসে কৃপা করে ॥  
 শুনিয়া ভকত তাঁরে বলিলা বচন ।  
 স্বর্গের মাণিক হরি, এ মাণিক ধন ॥  
 করেছে নিদ্রাণ এই সংসার ভিতরে ।  
 সে মাণিক-জ্যোতিঃকণা হীরা ব্যক্ত করে ॥  
 সে মাণিকে যেই পায় অশ্রু হীরা তার ।  
 পৃথিবীর ধূলিসম সামান্য অসার ॥  
 সে অমূল্য মাণিকে কেরে জানহ যতনে ॥  
 অসার মাণিক কেন ধাঁধিবে বসনে ?  
 পরম মাণিক হরি শব্দকে শ্রবণে ।  
 জন্মান মাণিক কত সংসার ভিতরে ॥  
 সেই মহাধনে তুমি জ্ঞান মতিমান ।  
 দূরে যাবে গায়া মোহ পাপ অকল্যাণ ॥  
 বৃথা মোহে বদ্ধ কেন রহ নিরন্তর ।  
 তাঁর ভজনায় হবে বিমল অন্তর ॥  
 শুনিয়া ভকত-বাণী সালসের প্রাণ ।  
 গলি গেল একেবারে সলিল সমান ॥  
 বলিলেন, “তব সম সাধুমন্ত আর ।  
 দেখি নাই আমি কভু পৃথিবী মাকার ॥  
 শুভ আশীর্বাদ মোরে কর মহাশয় ।  
 মজুক ভোমাতে মম মন অতিশয় ॥”  
 বলিলা ভকত তাঁরে, “আমি নিরাকারী ।  
 নানক আমার নাম, ত্রৈলোক্য ভিখারী ॥  
 নিরাকার পুরুষের লোক আমি হই ।  
 নিরাকার দেশ হতে আসিয়াছি তাই ॥”  
 ভকতের প্রেমপূর্ণ অমূল্য বচন ।  
 করিলা সালস রায় আনন্দে প্রবণ ॥

অধরকা সালসের দাস একজন ।  
 ভক্তবাক্যে বিগলিত হইয়া তখন ॥  
 নানকের পদতলে হইল পতিত ।  
 জানিলেন ভক্ত তাঁরে বিশ্বাসী বিনীত ॥  
 অধরের পদচিহ্ন প্রেমে অহুসরি ।  
 সালস নানক পদে পড়িলেন গড়ি ॥  
 কিন্তু উভয়ের ভাব দেখি ভক্তবর ।  
 বুঝিলেন অধরকা ভক্ত উরুভর ॥  
 ধনী বলি সালসের মনে অভিমান ।  
 তাই তিনি অধরের নহেন সমান ॥  
 বলিলা নানক 'যেবে' হে সালস রায় ।  
 দাস-পদধূলি তব মোক্ষের উপায় ॥  
 অধরের পদতলে হও নিপতিত ।  
 তাহলে পাটবে ভক্তি অমরবাস্তিত ॥  
 শুনিয়া সালস রায় ভক্তি প্রেমে যেতে ।  
 কিস্করের পদধূলি লইলেন মাথে ॥  
 দূরে গেল অভিমান ভূণের সমান ।  
 নীচ হষে গেল তাঁর কঠিন পরাণ ॥  
 ভক্তির শত্রু মান, পাপ অহংকার ।  
 দূরে গেল, উপজিল আনন্দ অপার ॥  
 সালসের প্রেম ভক্তি হেরিয়া ভক্ত ।  
 হইলেন সালসের প্রতি অতি প্রীত ॥  
 নিজের মার্জনী \* তাঁরে করিয়া প্রদান ।  
 দলের নেতৃত্ব তাঁরে করিলেন দান ॥  
 বলিলেন, "যতদিন রহিবে জীবিত ।  
 নেতা হইবে মণ্ডলীর কর হুশাসিত ॥  
 অধরকা তব পরে মণ্ডলীর ভার ।  
 লইয়া করিবে সেবা প্রেমে অনিবার ॥"  
 পুন বলিলেন তাঁরে, "শুন মতিমান ।  
 জীবের সদগুরু এক পূর্ণ ভগবান ॥

তাঁর নামে খুলে যায় হৃদয় হুয়ার ।  
 জীবের অভাব কিছু থাকে নাহি আর ॥  
 অন্তরের নেত্র তার হয় প্রকৃটিত ।  
 অনন্ত ব্রহ্মের বিধি হয় প্রকটিত ॥  
 এক ভগবান ধনী, নাম মূলধন ।  
 প্রচারিতে সেই নাম আমার জীবন ॥  
 প্রাণি নিয়ত কর হাঁহার সদনে ।  
 অপূর্ণ সৌন্দর্য্য তুমি ল'ভিবে ভুবনে ॥  
 হিন্দী নাম তব পাবে যাবার তরনী ।  
 তাহে চড়ি ভবপারে যাও রায় ধনী ॥"  
 সেই স্থানে কিছুদিন করি অবস্থান ।  
 ভক্তমণ্ডলী এক করিলা স্থাপন ॥  
 সালস পরগধামে করিলে প্রয়াণ ।  
 অধরকে করিলেন সে পদে স্থাপন ॥  
 এইরূপে বিপত্তরে প্রচারি বিধান ।  
 তথা হতে ভক্তবর করিলা প্রস্থান ॥

### মহাত্মা নানকের নানাদেশে

ধর্ম্ম-প্রচার ।

বিপত্তর পর ভ'তে হইয়া বাচির ।  
 নানাদেশ পর্য্যটন করেন দৃপীর ॥  
 প্রাণসম পিয়সজী বাল ও মার্দনা ।  
 ভক্তের সঙ্গে ভ্রমে হইয়া উন্নয়ন ॥  
 অবশেষে নিমহরি দ্বীপে উপনীত ।  
 হইলেন তিনজন ব্রহ্মের আশিত ॥  
 রাক্ষার ভাণ্ডিনা চন্দ্রসেন একজন ।  
 কাণ্ডা নামে অস্ত্র এক সূতের নন্দন ॥  
 ছিলেন ধার্ম্মিক অতি সেদেশ মাঝারে ।  
 শ্রীহরির রূপাপাত্র বিশ্বাসী সংসারে ॥  
 নানকের কথা শুনি মার্দনা-সদনে ।  
 ধর্ম্ম জিজ্ঞাসিতে এলা তাঁহারা দুজনে ॥

তাঁহাদেৱে দরশন করিয়া তকত ।  
 বলিলেন মহাবাহী অমিয়পুৰিত ॥  
 “কাঠের ভিতরে যথা রহে বৈষ্ণৱ ॥  
 কিন্তু কাঠ অগ্নি নয়, ভিন্ন পরস্পর ॥  
 সেইরূপ চরাচরে ব্রহ্ম বিদ্যমান ।  
 কিন্তু চরাচর হ'তে ভিন্ন মুমহান ॥  
 ওহে মুকুন্দেন ব্রহ্মে দিবস যামিনী ।  
 ধ্যান কর অনিমেমে আপনা আপনি ॥’  
 বলিলেন কাণ্ডা তাঁরে, ওহে ভক্তবর ।  
 দরিদ্র ভিক্ষারী আমি দীন সূত্রধর ॥  
 সর্বদা ভজন। যদি করি দয়াময়ে ।  
 স্ত্রী পুত্র পালিব তব কেমন উপায়ে ?  
 বলিলেন ভক্ত তাৱে হইয়া সদয় ।  
 ভূমিষ্ঠ হবার আগে সেট দয়াময় ॥  
 মাতৃস্তনে চকু স্থাপি করেন যতনে ।  
 তাঁহাতে বিপ্লবী হলে কি ভয় জীবনে ?  
 তাঁহাতে বিগ্রাস করি নির্ভয় হইয়া ।  
 ঈশ্বরের নাম কর প্রেমোত্তে মাতিয়া ॥  
 বলিলেন কাণ্ডা পরে, ওহে মহাশয় ।  
 অড়বস্ত্র এ নয়নে সদা দৃষ্ট হয় ॥  
 নিরাকার গ্ৰীহরিৱে দেখিব কেমনে ।  
 তাহার উপায় মোৱে বল কৃপাশুণে ॥  
 কাণ্ডার সরল প্রশ্ন শুনিয়া তখন ।  
 বলিলেন ভক্ত তাৱে হয়ে হৃষ্টমন ॥  
 চিম্বয় গ্ৰীহরি বটে নিত্য দৃশ্যমান ।  
 অসং জগৎ এই মায়াৱ নিদান ॥  
 স্থূলবস্ত্র দেখে জীব ভ্রমেতে পড়িয়ে ।  
 ব্রহ্মেৱে অদৃশ্য বলি ভাবে মুগ্ধ হয়ে ॥  
 জগৎ অসং, আর ভিত্তি দৃশ্যমান ।  
 যে জানে, সে লভে গতি শুদ্ধ হনহান ॥  
 তত্ত্বমুখে ব্রহ্মবাণী শুনি সূত্রধর ।  
 লভিলেন দিব্যজ্ঞান প্রাপ-মুগ্ধকর ॥

ব্রহ্মরূপাশুণে আজ কাণ্ডার অন্তর ।  
 হল শুদ্ধ বিগলিত প্রেমে মনোহর ॥  
 বলিলা নানক তাৱে, কাণ্ডারে এখন ।  
 আচার্য্যের পদে আমি করিহু বরণ ॥  
 আধ্যাত্মিক রাজ্যে রাজা হইবে এ জন ।  
 করিবে এদেশে কাণ্ডা বিধান ঘোষণা ॥  
 নানকের ভক্তি আর আশ্চর্য্য বাপার ।  
 শুনি সব হইলেন অতি চমৎকার ॥  
 অবশেষে সে দেশের নৃপতি হুজন ।  
 আসিলেন দলসহ নানক-সদন ॥  
 কাণ্ডা, ইন্দ্রসেন, রাজা আর বহু জন ।  
 এটাপে নববিধি করিল গ্রহণ ॥  
 তথা হতে আসিলেন ব্রহ্মপুর দেশে ।  
 মধুবাহী রাজা দেশ পালেন হরষে ॥  
 নানকের হুমধুর পবিত্র মুরতি ।  
 হেরিয়া আনন্দ অতি লভিলা নৃপতি ॥  
 বলিলেন নানকের আমার ভবনে ।  
 কর নিত্য অবস্থান সদানন্দমনে ॥  
 যাহা কিছু প্রয়োজন সেই সমুদয় ।  
 ভাণ্ডার হইতে আমি দিব মহাশয় ॥  
 বলিলা নানক তাৱে, ওহে নরপতি ।  
 হরিনাম ভাণ্ডার মম সুবিশাল অতি ।  
 যাহা কিছু প্রয়োজন লভি সেথা হতে ।  
 কিছুৱ অভাব মম হয় না জগতে ॥  
 স্বেচ্ছাচ্ছা দূর করি গ্ৰীহরি আমাৱে ।  
 লয়েছেন চিরতরে আশীর্বাদ করে ॥  
 হরির মতন গম বহু নাই আর ।  
 করেন মোচন যত অভাব আমার ॥  
 মুক্তহস্তে দান তিনি করেন সত্তত ।  
 না চান হিসাব তার কত কোন মত ॥  
 সাধুর প্রসাদ আমি করেছি ভোজন ।  
 হৃদীতল-নীৱ-পানে শ্রদ্ধা মম মন ॥

ব্রহ্মরূপ বস্ত্রে মোর দেহ আবরিত ।  
 হরিনাম মম সঙ্গে রয়েছে নিয়ত ॥  
 কৃষ্ণমান যাতা কিছু হইবে বিনাশ ।  
 রতিবেন এক ব্রহ্ম নিত্য অনিনাশ ॥  
 মানবের চিশঙ্গী হরিনাম-ধন ।  
 ছেড় না ছেড় না তুমি ছেড় না কখন ॥  
 নরপতি মধুবাণী এই কথা শুনি ।  
 নানকের শিষ্য আত্ম হলেন তখনি ॥  
 বলিলেন ভক্তবরে ধাম এখানে ।  
 তোমার সেবার ধাতু হইবে জীবনে ॥  
 বলিলেন ভক্তবর, তুমি এই স্থানে ।  
 ধর্মশালা করে দেও বিহিত বিধান ॥  
 কৃষ্ণিত তুমিত জন পাবে অর জল ।  
 স্বর্গহীন পাষে বঙ্গ পথিক সকল ॥  
 ধর্মের প্রসঙ্গ গ্রন্থপাঠ সংকীর্ণ ।  
 করিবে আনন্দে সবে তেথা অনুক্ষণ ॥  
 দেখায় আসিয়া নরনারী সমুদয় ।  
 লভিবে পরম ধন মুক্তির উপায় ॥  
 তাঁট হেন উপদেশ দিয়া নৃপতিরে ।  
 দল সহ ভক্তবর গেলা স্থানান্তরে ॥  
 তথা হতে পার্কর্ভীয় অত্র এক স্থানে ।  
 চলিল বিদ্বাসী বীর বহুবল সনে ॥  
 ব্যাকসের রাজ্য বলি খ্যাত সেই দেশ ।  
 অতীত ভীষণ স্থান নাট প্রেমলেশ ॥  
 সেদেশের নরনারী রাজসপ্রকৃতি ।  
 লয়া-মায়-হীন সবে উন্নত অতি ॥  
 পাপ আর হিংসারত অসভ্য সকল ।  
 হেরিলে সে দশা, প্রাণ হয় যে বিকল ॥  
 প্রমত্ত বিদ্বাসী ভক্ত গেলেন তথার ।  
 হরিনাম বর্ষ যার বিপদ কোথার ?  
 সেদেশের রাজা আর অধিবাসী জন ।  
 চোড়িল ভক্তের প্রাণ করিতে নিধন ॥

কিন্তু দয়াময় হরি রক্ষা করে যারে ।  
 কে আছে জগতে পারে তারে বধিবারে ?  
 কিন্তু শ্রীহরি কৃষ্ণ হইল এমন ।  
 ভক্তের জীবন দেখি তাহাদের মন ॥  
 একেবারে হরিপ্রেমে বিগলিত হল ।  
 নিমেষে রাজস ভাব দূরে চলি গেল ॥  
 অমৃত-সাগরে তারা কসি যেন স্থান !  
 একেবারে হয়ে গেল দেবতা-সমান ॥  
 আশ্চর্য ব্যাপার দেখি মর্দনা তখন ।  
 বলিলেন নানকেরে, গুরু, এ কেমন !  
 কি আশ্চর্য মরি মরি পত্ত হেন নর ।  
 হয়ে গেল একেবারে স্বর্গের অধর ॥  
 মর্দনার কথা শুনি বলিলা ভক্ত ।  
 চুপ কর ব্রহ্মগীতা দেখ অবিরত ॥  
 তাঁহার কার্যের সাক্ষী হও অক্ষুণ্ণ ।  
 লীলা হেরি তাঁর প্রেমে হও নিমগন ॥  
 লীলারসময় হরি করুণা-নিধান ।  
 কেমন আশ্চর্য নাথ, তোমার বিধান ॥  
 তোমার বিধানরশ্মি পশে যার প্রাণে ।  
 নৃত প্রাণ পায় যেন অমৃত-সিকনে ॥  
 অসভ্য বর্ষের জন সভ্য হয়ে যার  
 পাপী তাপী নরনারী অমরত পায় ॥  
 অসভ্যতা অককার পাপ হরাচার ।  
 বিধানপ্রভাবে হরি হয় ছারখার ॥  
 জ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ পশিলে সেবার ।  
 সঞ্চিত অজ্ঞানরাশি দূর হয়ে যায় ॥  
 দেশের উদ্ধার হয় বিধান-গ্রহণে ।  
 সভ্যতা বিস্তৃত হয় বিধানের শুণে ॥  
 মানবীর যত্নে বাহা হইতে না পারে ।  
 তব কৃপা-শুণে তাহা হয় এ সংসারে ॥  
 তাই তব শ্রীচরণে ওহে দয়াময় ।  
 ভক্তি ভরে অবনত হউক হৃদয় ॥

যেন এই পাণ গ্রাণ তোমার বিধান ।  
 গ্রহণ করিয়া হয় শুদ্ধ জ্যোতির্মান ।  
 পতিত ভারত যেন তোমার লীলাঙ্গন ।  
 বিশ্বাস করিয়া তবে সদা তরে যায় ॥ -  
 এই তিচ্ছা করি দেব তোমার চরণে ।  
 প্রণিপাত করে দাস তক্তি-যুক্ত-মনে ॥

মহাত্মা নানকের সহিত যোগীদিগের  
 সংপ্রসঙ্গ ।

ভারত যোগের ক্ষেত্র, বিশ্বাসী সৃজন  
 যোগধর্ম্য লভিবারে করে আকিঞ্চন ;  
 তাই পর্বতের মূলে, যোগার্থীরা দলে দলে  
 ভারত মাঝারে কত করেন ভ্রমণ,  
 তাঁদের প্রভাবে সবে সদা মুগ্ধ রন ।

যোগ বিনা মুক্তি লাভ হয় না সংসারে,  
 সংসারী যোগের ঘরে পশিবারে মারে ;  
 এ বিশ্বাসে কত জন ছাড়ি গৃহ পরিজন,  
 সন্ন্যাসী হইয়া ভ্রমে দেশ-দেশান্তরে,  
 পিপাসিত হয়ে সদা ব্যাকুল-নস্তরে ।

প্রকৃত যোগের তত্ত্ব লভিতে না পারি,  
 অসংখ্য সন্ন্যাসী জ্ঞানী ছিন্ন-কছাধারী,  
 বহুক্লেশ সহকারে, কুযোগ সাধন করে,  
 কৃত্রিম উপায় কত সদা অনুসরি,  
 করেন ব্যাকুল সদা পাইতে শ্রীহরি ।

করিবারে যন বুদ্ধি চিন্তা সংযমন,  
 করে নিত্য কতজন মাদক সেবন ।

কেহ ভস্ম মাখে পায়, কেহ বা সিদ্ধা বাজায়,  
 কেহ জীর্ণপাটন করে অঙ্কন,  
 কেহবা করেন সদা বস্ত্রক মুগ্ধন ।

দেহ-নিপীড়নে হয় ইন্দ্রিয়-দমন,  
 এই ভাবি কতজন জ্বালি হতাশন,  
 তার পাশে বসি রয়, অকথা বাতনা নয়,  
 কিস্ত তাহে লাভ নাহি হয় সেই ধন,  
 যোগিগণ করে সদা গীর অবেষণ ।

আশ্চর্য্য শক্তি লাভ করিবার তরে,  
 প্রাণায়াম আদি করি কৌশল-নিকরে,  
 যোগ বলি ভাবি মনে সাধে তাহা সবতলে,  
 অন্যাকৃ স্তম্ভিত করে অত্র নারী নরে,  
 আপনি যশসী হন সংসার ভিতরে ।

কিস্ত হঠযোগে কিম্বা বাহু প্রকৌশলে,  
 যোগীর তন্নত ধন কভু কিহে মিলে ?  
 নিরীণ-অভ্যাশযোগে প্রেম ভক্তি অচুরাণে,  
 শ্রীহরি-চরণে আশ্রয়্যাগ না ঘটিলে,  
 ব্রহ্মসহ সম্মিলন হয় না ভূতলে ।

প্রকৃত যোগের বিধি শিখাইতে নয়ে,  
 মহাযোগী দয়াময় নানকে সংসারে,  
 পাঠালেন রূপা করে, যেন সত্য পথ ধরে  
 যোগের জলধি-জলে পশিবারে পারে,  
 হয় শুদ্ধ সূখী তারা সংসার-মাঝারে ।

যোগীর সাধন-ভূমি পর্বত-নিচর,  
 তথায় গোরখ নামে সাধু সদাশয়,  
 সাধিবারে হঠযোগ, করেন শিষ্য নিয়োগ,  
 তথায় ভকতবর উপহিষ্ট হয়,  
 গোরখ তাঁহাকে দেখি প্রীত অভিষয় ।

ভকতের রূপ দেখি বলিলা সাধক,  
 মনোহর রূপগুণ তোমার বালক ;  
 ছেড়েছ কেন সংসার, কে কল ভস্ম তোমার  
 থাক এখা, পড় মুদ্রা, সাধ হঠযোগ,  
 লভিবে অকৃত শক্তি জলধি-মাঝক ।

কিছুমাত্র শক্তি মম নাই মহাশয়,  
ঈশ্বর জগতে সব শক্তি-আলয়,  
করিলে দেহকে বশ, অথবা লভিলে বশ,  
হয় বল এ সংসারে কিবা ফলোদয় ?  
যদি তাহে শ্রীহরির দেখা নাহি হয় ।

দেবভরুসম স্তব্ধ ব্রহ্ম নিরাকার,  
আগিছেন প্রাণে মম দেখে অনিবার ;  
তঁাহার চরণামৃত পান করি অবিরত,  
মোহিত প্রমত্ত সদা মানস আমার,  
লভিতে লোকের পূজা চাহিনাকো আর ।

বলিলা গোরখনাথ হে বালকবর,  
যোগ সাধনের আছে রীতি পূর্বাপর ;  
অঙ্গে ভস্ম বিলেপন, সমস্ত শিরোমুণ্ডন  
না করিলে সেই সব যোগ মনোহর,  
লভিতে নারিবে কভু সংসার ভিতর !

ভুনিয়া বলিলা তত্ত্ব অমির বচনে,  
হর না কখনও যোগ দণ্ডের ধারণে ;  
ছিন্নকস্থা ভস্ম গায়, দিলে যোগ নাহি হয়,  
নাহি যোগ হয় কভু মস্তক-মুণ্ডনে,  
যোগী সেই যেইজন নিলিপ্ত জীবনে ।

বহুবাক্য-ব্যবহারে যোগী নাহি চর,  
কিন্তু, সমদম্ভ, জন যোগী সদাশয় ;  
ঋদ্ধান সমাধিস্থানে, বসিলে ধ্যান-নয়নে,  
কিন্মা ভীষণপট্টনে, যোগ, নাহি হয়,  
নিশাপ জীবন জেনো যোগের আলয় ।

মত্যা তত্ত্ব শ্রীহরির পাইলে দর্শন,  
সহজে যোগের অর প'শে ঋয় মন ;  
ঈশ্বরের প্রসঙ্গ করে প্রেম অনুকণ,  
মসেতে আপনি অলে ঘুনির আগুন,  
অলাহিত ধনি প্রাণে হয় অনুকণ ।

ভুনিয়া গোরখনাথ বলিল আবার,  
যোগী যদি তবে কেন করিছ সংসার ?  
ভুনিয়া বলে ততত, পানিকৌড়ি পাখী বত  
ধাকে অলে, জল দেহে লাগে না তাহার,  
তেমতি সংসার আমি করি অনিবার ।

বলিতে বলিতে তত্ত্ব হল প্রত্যাদেশ,  
তত্ত্ব-জিহ্বা ব্যবহার করি জ্বীকেশ  
বলিলেন, তত্ত্ব মোর কিছু চিন্তা নাহি তোর,  
তব রসনার আমি থাকি সবিশেষ,  
জানাব তোমাতে আমি আমার আদেশ ।

আর বহু যোগী সনে বিশ্বাসী ততত,  
করিলেন আলাপন ব্রহ্ম-ইচ্ছ-মত ;  
নব্যোগ-নাষ্ঠা শুনে, শ্রীত সবে অনুকণে,  
যোগিম গুলীতে বিধি হল প্রচারিত,  
হইল তত্ত্বের শুণে সবে বিমোহিত ।

স্বমধুর ব্রহ্মযোগে প্রমত্ত ততত,  
তঁার দেহ মন প্রাণ ব্রহ্মে নিবেদিত ;  
অন্তরে বাস্তব তি নি দেখেন দিব্যামিনী,  
শ্রীহরির প্রেমমুখ ত্রৈলোক্যবাসিত,  
সে আনন্দে দিবানিশি প্রাণ বিমোহিত ।

শ্রীহরির দরশন মিলয়ে বধন,  
সাধুগণ পারে কিহে থাকিতে গোপন ?  
হরি সনে হরিদাস, বাধা রহে বার মাস,  
হরি বক্ষে তত্ত্বগণ করে নিচরণ,  
ব্রহ্ম-কোলে ব্রহ্ম-ছেলে রহে অনুকণ

প্রজ্ঞান নারদ ঋষি আদি তত্ত্বচর,  
নানকের প্রাণে তাঁরা হলেন উদর ;  
নিরাকার ভাবরূপে, বিশ্বাসে প্রেমে নীরবে,  
সাধু-সমাগমে পূর্ণ হইল হরর,  
যেন দেখলোক প্রাণে হল অনুকণ ।

বটেন অদেহী সভা অমরাস্রাণ,   
 তাঁদের সম্ভব নয় এ দেহ ধারণ ;   
 কিন্তু তাঁহাদের ভাব পবিত্র দেব স্বভাব,   
 লভেন বাহারা এই ভবে অনুক্ষণ,   
 সে জীবনে দেবগণ করে বিচরণ ।

স্বর্গলোকগত সাধু ভক্তের চরিত,   
 সমভাবাপন্ন ভক্তে হয়ে সংক্রমিত,   
 করেন উৎসাহ দান টানেন ভক্তের প্রাণ,   
 ব্রহ্মসহবাস-মুখ তরে অবিরত,   
 বিবাসীর সঙ্গী তাঁরা জীবনে নিয়ত ।

শাক্যসিংহ ঈশারায় আদি ভক্তগণ,   
 লভেছেন এ জগতে সাধু-সমাগম ;   
 পূর্ববর্তী সাধুগণে, ভাবে আর আচরণে   
 যে জন ভক্তি করে, তাঁহার (ই)জীবন   
 সাধুসঙ্গ-স্বর্গবাস লভে অক্ষণ ।

হেন ভাবে দেবসঙ্গ লভি ভক্তবর,   
 দেখেন অন্তরে তাঁর শ্রীহরি হৃন্দর ;   
 যেষ্টিত দেবনিকরে, রন স্বর্গ দরবারে,   
 স্বর্গায় সে দৃশ্য দেখি মোহিল অন্তর,   
 করিলা প্রবৃতি স্তুতি ব্রহ্মের বিস্তর ।

ভক্তে দেখি দয়াময় বলিলা ভবন,   
 ঘোষিলা আমার নাম নিখিল ভুবন ;   
 শুনিলা নানক তবে বলিলেন ভবধবে,   
 তোমার আদেশে হরি ভব নামধন,   
 বধাসাধ্য করিয়াছি জগতে ঘোষণ ।

এত বলি বিমোহিত হয়ে ভক্তবর,   
 করিলেন শ্রীহরির স্তুতি বহুতর ;   
 তবে তুষ্ট হয়ে হরি বলেন, ভব উপরি   
 লভিয়াছি প্রীতি আর সন্তোষ বিস্তর,   
 দিয়াব তোমার ঘোষে বিধি সবতর ।

এই নববিধি ঘেবা করিবে গ্রহণ,   
 লভিবে মুক্তি সেই জানিও হৃজন ;   
 এইরূপে ব্রহ্মবাণী শুনিয়া ভক্ত অমলি   
 ভক্তিভরে ব্রহ্মপদ করিল বন্দন,   
 কৃতার্থ হইলা ভক্ত হেরি সে চরণ ।

রসিক পাঠকগণ, তোমাদের মনে   
 সংশয় না হয় যেন হেন দরশনে ;   
 ব্রহ্মের মিলন যোগ, আর সব কষ্ট-ভোগ,   
 সত্যযোগে হয় হরি দর্শন শ্রবণ,   
 ব্রহ্ম-দরশনে হয় সাধু-সমাগম ।

মহাপাপী চিরদাসে হরিকৃপা করি,   
 দরশন দিয়া লও প্রাণ-মন হরি ;   
 দেবদেবীগণ সনে যেন প্রভু ও চরণে,   
 দাস হয়ে পড়ে থাকি হইয়া ভিখারী,   
 ভব পদে এই ভিক্ষা যাঁচি ওহে হরি ।

ভক্ত নানক এবং সম্রাট্ বাবর ।

ইব্রাহিম শোদী নামে হুর্কল নৃপতি,   
 করেন আনন্দ-মনে দিল্লীতে বসতি ।   
 রাজ্যলোভে হিন্দুস্থানে মুসলমানগণ,   
 পঞ্চপাল প্রায় সলা করে আক্রমণ ।   
 তুরস্ক আফগানিস্থান আরব তাতার,   
 এ সব দেশের লোক অতি হর্নিবার ।   
 রাজ্যলোভে খাশায় শার্কুলের প্রায়,   
 ভারত-শোণিত পানে মত্ত হয়ে ধার ।   
 মহম্মদ অরগেতে করিলে গমন,   
 গুসমান নামেতে তাঁর শিষ্য এক জন,   
 পোস্তমুহু তরে তার সৈন্য অগণন   
 বোখারের উপকূলে করিল প্রেরণ ।

কাশীম নামেতে এক যুবা বীরবর,  
 এখায় আসিয়া যুদ্ধ করে ঘোরতর ।  
 মহাযোদ্ধা রাজপুত ক্ষত্রিয় সকল,  
 করিলা কাসিম সনে যুদ্ধ অবিরল ।  
 স্বদেশের আধীনতা রাখিবার তরে,  
 ত্যজিল অসংখ্য বীর জীবন সময়ে ।  
 মহাসতী রাজপুত রমণী সকল  
 জালিয়া নগর মাঝে ভীষণ অনল,  
 পুত্র কন্যাসহ তাহে আপন জীবন  
 বিনাশিল, সবে ভাবি কলাপ মরণ ।  
 জলন্ত অনল প্রায় বীর রাজপুত,  
 ধর্মযুদ্ধে মৃত্যুভয়ে নহে বিচলিত ।  
 অন্তঃপুরে রাজপুত ললনা-নিচয়,  
 সতীত্ব-রক্ষণ হেতু সকল সময়  
 মহাসতী সীতা আপ সাবিত্রীর মত,  
 পতি-প্রেমে অনুক্ষণ রহে সঞ্জীবিত ;  
 সতীত্ব-রতন রক্ষা করিবার তরে,  
 ধন প্রাণ সম্বৈ তুচ্ছ করিত সংসারে ।  
 স্বামী পুত্রগণ হ'লে সময়ে বিজিত,  
 শত্রু-হস্তে ধর্মরক্ষা অতি অনিশ্চিত,  
 আলিঙ্গন করিতেন জলন্ত পাবন ;  
 সতীত্বের তরে তাই ভীম হত্যাশন,  
 হায় ঈদ্র স্মৃশীতল দিত কোড়ে স্থান,  
 সতীত্ব-বক্ষেতে হত পূর্ণাভিতি দান ।  
 সতীত্বের তরে হেন প্রাণ-উপহার,  
 হিন্দুস্থান বিনা বল কোথা আছে আর ?  
 এতক্রমে কোন যুদ্ধে মুসলমানগণ,  
 কোন যুদ্ধে রাজপুত-সৈন্য অগণন,  
 জয়ী হ'য়ে আধ্যাবর্ত করিত শাসন,  
 অন্যত্রি পুরিত হ'ল ভারত-গগন ।  
 জয়পাল নামে এক হিন্দু নরপতি  
 শাসিতেন আধ্যাবর্ত হয়ে দৃঢ়বর্তী ।

আফগান দেশে গজনীর সিংহাসনে  
 ছিলেন সবকগিন নিযুক্ত শাসনে ।  
 তিনি আক্রমণ করি আধ্যাবর্ত দেশ,  
 জয়পালে পরাজয় করিলা বিশেষ ।  
 তারপর তাঁর পুত্র মামুদ গজনী,  
 ভারতের ধনক্ষয় করিলা এমনি ;  
 সপ্তদশ বার করি দেশ আক্রমণ,  
 ত রতের বহু রত্ন করিলা লুণ্ঠন ।  
 দেবমুক্তি অগণন করিলা বিনাশ,  
 ছাড়িল ভারত ভূমি চণ্ডেখের নিখাস ।  
 কিন্তু ভায় ধনরহ বশ সুশোভন,  
 করিতে নারিল স্মৃশী স্থলতানের মন ।  
 অস্থিম শয্যায় শুয়ে মহাবীরবর  
 বলিলেন ভৃত্যগণে, ধন সুবিস্তর  
 আমান সঙ্গে সবে কর আনয়ন ;  
 হেবিব সে সপ আমি জন্মের মতন ।  
 ধন রত্ন সমুদয় হঠলে আনীত,  
 হেরিলা নৃপতি সব ভয়ে বিষাদিত ;  
 বলিলেন মহাদুল্য মানিক রতন,  
 কিছুতেই এবে মোর নাশি প্রয়োজন ।  
 এত বলি অশ্রুজল ফেলি স্থলতান,  
 অনন্য শয্যায় শেষে হইলা শয়ান ।  
 হায়রে ধনাশা, তুই মানবের মন  
 প্রতারণিত বিড়ম্বিত কর অনুক্ষণ ।  
 হায়রে চরাশ, তোম মায়ার ফলনে  
 চিরশাস্তি চিরসুখ ছাড়ি নহগণে,  
 অসার ছায়ার পাছে চর্যে ধাবমান,  
 সতিয়া অশেষ ভাখ হারায় পরাণ ।  
 রাজ্যধন বশমান সঙ্গী কিরে হয় ?  
 দেয় পরিতাপ এরা করে শাস্তিকর ।  
 রামধনু-লোভে বধা অবোধ বালক,  
 দৌড়িত প্রমত্ত হয়ে না বৃক্ষি বৃক্ষ ;

সেইরূপ জীবগণ রাজ্য ধন তরে,  
 আপনায় দেহ মন আত্মা কয় করে ।  
 কিন্তু শ্রীষ্ট মহম্মদ চৈতন্তের মত,  
 পুণ্যপ্রেম উপার্জন করিয়া নিয়ত,  
 বিশ্বাস-ভক্তি-খন্ডে পাপাহরচয়  
 বিনাশিয়া, ব্রহ্মরাজ্য স্থাপে নিরভয় ।  
 তাহারাই ধন্য বটে সংসার মাঝারে,  
 তাহাদের রাজ্য নাশ হইতে কি পারে ?  
 জীবগণ সেই রাজ্যে প্রজা হয়ে রয়,  
 ভোগ করে নিত্য শান্তি প্রেম নিরাময় ।  
 অসার ধনের তরে ব্যস্ত যেই জন,  
 বাতুল তাহার মত নাহিক এমন ।  
 মানুন্দের বংশধর বর্ষ অর্কশত,  
 করিলেন আর্গ্যাবর্ত শাসন নিয়ত ।  
 মহম্মদখোরী নামে অত্র একজন,  
 সুলতানের বংশধরে করি বিতাড়ন,  
 হিন্দু নৃপতির সনে করিয়া সংগ্রাম,  
 করিলেন পরাজয় আর্গ্যাবর্ত ধাম ।  
 যুদ্ধে হুর্কোশগৌ বটে রাজপুতগণ,  
 কিন্তু অনৈক্যের পক্ষে ভারত মগন ।  
 স্বার্থ হ'তে সদেশের হিত প্রিয় নয়,  
 এই দোষে ভারতের হল পরাজয় ।  
 পৃথ্বীরাজ দিল্লীপতি খোরীর সহিত  
 করিলেন প্রাণপণে যুদ্ধ সুবিহিত ;  
 কিন্তু কণোজের রাজা মিলি খোরী সনে,  
 বাধিল ভারত মায়ে দাসত্ব-বন্ধনে ।  
 অষ্টাদশ অশ্বারোহী সৈনিক সহিত  
 বক্তার ষণিগি গিয়া বন্ধেতে ত্বরিত,  
 অনায়াসে বন্ধদেশ করি অধিকার,  
 উজ্জাইলা ইসলামের ধর্ম আনিবার ।  
 দাসত্ব-বন্ধন হুত্ব উদ্ভীন,  
 খোরী-প্রতিনিধি হয়ে বেশ বহুদিন

করিলেন সুশাসন, খোরী মৃত্যু পয়ে  
 হইলেন নিজ রাজ্য ভারত ভিতরে ;  
 তাঁর বংশধরগণ শত বর্ষ পায়,  
 শাসন করিলা দেশ সদর্পে হেথায় ।  
 এও বংশে নাসিরুদ্দিন (ন) নামে একজন  
 ছিলেন নৃপতি, অতি ধান্মিক হুজন ।  
 পরম বৈরাগী ধর্ম নিরাকাজ্ঞ অতি,  
 তাঁর মত কোথা বল আছে নৃপতি ?  
 সুনিষ্ঠার রাজত্বের সমুদয় আয়  
 রাজ্যরক্ষা প্রজাহিতে করিতেন ব্যয় ;  
 ঈশ্বরের দাস হয়ে দরিদ্রের মত,  
 শান্তি ধন্যে নরপতি সময় যাপিত ।  
 রাজপত্নী নিজ হস্তে আহাৰ্য্য-নিকর  
 করত প্রস্তুত, হয়ে কর্তব্য-তৎপর ।  
 রুটিকা-প্রস্তুতি-কালে মহিষীর কর  
 হল দক্ষ, ইথে রাণী হইয়ে কাতর  
 বলিলেন নৃপতিরে, দাসী একজন  
 আমার সাহায্য তরে কর নিয়োজন ।  
 বলিলেন নরনাথ, আমি দীনহীন,  
 কিরূপে পুরাব তব বাসনা কঠিন !  
 শুনিয়া ঈষদ্ হাসি বলিলা ললন,  
 তুমি রাজ্যের ভূপ, ধনরত্ন নানা  
 পূরিত রয়েছে সদা তাণ্ডারে তোমার ;  
 তুমি দীন হীন বল একি চমৎকার !  
 শুনিয়া বলিলা ভূপ ধনরত্ন সব  
 আল্লার ঐশ্বর্য্য সব, তাঁহারি বিভব ;  
 তিনি স্বামী, আমি মাত্র শ্রাসধারী তাঁর,  
 এ সব সম্পদে মম কিবা অধিকার ?  
 প্রজাহিত তরে ইহা আমার সদনে  
 রয়েছে পছিত, ইহা ভেবে দেখ মনে ।  
 নিজ সুখ স্বার্থ তরে বলগো কেমনে  
 করিব ব্যরিত ইহা, ওগো প্রিয়তমে !

অ'হা কি মধুর ভাব নৃপতি জীবনে  
 হইয়াছে প্রকাশিত, ব্রহ্ম-রূপাঙ্গণে ।  
 জনকের প্রায় সঙ্গ হইয়া ককির,  
 কাটাও জীবন এই নৃপতি সুধীর ।  
 তৎপর বিলিভি বংশে জালালউদ্দীন,  
 বংশধর সহ রাজ্য করে কিছুদিন ।  
 তোপলকু সৈয়দ লোদী বংশ ক্রমে ক্রমে,  
 তার পরে করে রাজ্য পুণ্য আৰ্য্যভূমি ।  
 এতরূপে প্রায় চারিশত বর্ষকাল,  
 পার্শ্বানের বংশ রহে ভারত বিশাল ।  
 মারো মারো অল্প দেশ হ'তে বীরগণ,  
 ধনলোভে আৰ্য্য-রক্ত করিত মোক্ষণ ।  
 জহ্মিস তাইমুর আদি চুই বীরগণ,  
 শৌনগকী প্রায় আসি ভারত ভ্রবন,  
 ভারতের ধন রত্ন লটুও লুটিয়া,  
 মানব-শোণিতে দেশ বাটত ভাসিয়া ।  
 এ সব রাজত্বকালে বহু চিন্দুগণ  
 পবিত্র ঠেসজমবর্ষ করিল গ্রহণ ।  
 বাহ্য দৃষ্টে এ সকল ভাবি অকল্যাণ,  
 অনেক ভারতবাসী জন মুহমান ;  
 রসিক বিশ্বাসী জন কিন্তু এ সকলে  
 ব্রহ্মলীলা দেখে, যান প্রেমভরে গ'লে ।  
 নবলীলা-অভিনয় হবে আৰ্য্য-ভূমে,  
 হবে ব্রহ্ম-অয়-নীতি নিখিল ভুবনে ।  
 এই হেতু, পেসময় মুসলমানগণে  
 আনিলেন, যথাকালে মধুর আস্থানে ;  
 রাজ্য-ধন-লোভ তদু উপলক্ষ হয়,  
 ঐ প্রলোভন বরি হরি দয়াময়,  
 বিধানের মহালীলা দেখাবার তরে,  
 আনিলেন ডেকে নিজ সন্তান-নিকরে ।  
 কঠিন পাষাণ-সম্মুখ রাধের হৃদয়,  
 কেবল শোষিত-পাতে সঙ্গা তুই বর,

ভারতের পুণ্যভূমি করি পরশন,  
 গ'লে যাবে তার হিয়া জলের মতন ।  
 সুকোমল আৰ্য্যবর্ষ ইস্লামের সনে  
 মিশে, এক হয়ে যাবে ব্রহ্মের বিধানে ;  
 এই হেতু রক্তপাত অত্যাচার আদি,  
 সতত ভারত ভূমে ঘটালেন বিধি ।  
 গভীর য'তনা বিন। প্রস্থতি ব'খন,  
 দেখিতে কি পারে বল সন্তান বদন ?  
 রসিক পাঠকবর, ইতিহাস মাঝে  
 হরিলীলা দেখি, মুগ্ধ হওহে অব্যাজে ;  
 প্রতি ঘটনায় ধার করুণাবিধান,  
 ইতিহাসে তিনি কিগো নহে বিদ্যমান ?  
 ইতিহাসে ব্রহ্মহস্ত না দেখে যে জন,  
 হয় সেই নাস্তিকতা-রূপে নিমগন ।  
 জগতে ভৌতিক বস্তু ধার বিরচিত,  
 ধার হস্তে চল্লি স্বর্ঘ্য রয়েছে বিদ্যুত,  
 তরু লতা, পশু পক্ষী নরনারীগণ  
 ধার সুকৌশল নিত্য করে প্রদর্শন,  
 তাঁহারি অভ্রান্ত লিখা ঘটনা-নিচয়,  
 করেন' বিশ্বাসী ঠেপে কদাচ সংশয় ।  
 সহস্র বরষ পরে যে লীলা-বিধান  
 হটবে জগত মাঝে, ব্রহ্ম জ্ঞানবান্  
 তার বীজ ঘটনায় করেন বপন,  
 যথাকালে বীজে হয় বৃক্ষ সুশোভন !  
 অন্তে অকল্যাণ বলি ভাব বাহা মনে,  
 প্রকৃত কল্যাণ তাহা ব্রহ্মের বিধানে !  
 বিশ্বাসী ভকত জন, কখন (ও) ধরায়  
 নাহি করে অবিশ্বাস ব্রহ্মের লীলার ।  
 এতরূপে শ্রীহরির অপূর্ব বিধানে,  
 হইলা বাবর নৃপ ভারত ভুবনে ।  
 সৈয়দপুরে উক্তবর রহেন ব'খন,  
 তখন বাবর করে তথা আশ্রয়ন ।

ভারত বাসীর প্রতি নানা অত্যাচার  
করিলেন, নরপতি অতি ক্রোধিত ।  
বালবৃদ্ধ নরনারী বহু প্রজাগণ,  
বাবরের অত্যাচারে হইল নিধন ।  
আর বহু প্রজাগণে বন্দী ক'রে তিনি,  
লইয়া গেলেন সবে নিজ রাজধানী ।  
এই সঙ্গে ভক্ত আর তাঁর সহচর,  
বন্দী হ'য়ে চলিলেন নৃপতিগোচর ।  
নানকের শিরে ভার দিলেক বিস্তর,  
কিন্তু ভারে ভক্তবর নহেন কাতর ।  
হরি-প্রেম-সুরা-পানে হ'য়ে মাতোয়ারা,  
চলিলেন ভক্ত হ'য়ে প্রেমে আত্মহারা ।  
বাল ও মাদানী দুই চির সহচর,  
ভক্তসঙ্গে চলিলেন হইয়া কাতর ।  
চলিছেন ভক্ত পথে আনন্দে বিহ্বল,  
মাদানী সঙ্গীত-দ্বারা ঢালে অবিরল ।  
দেখিয়া এ হেন ভাব সকলের মন,  
ভক্তি-প্ৰীতি-রসে আহা হ'ল নিমগন ।  
জ্ঞানভাতে চণক চূর্ণ করিবার ভরে,  
হইলা নিযুক্ত ভক্ত রাজ-কারাগারে ।  
নানকের ভাব দেখি তাঁহার বিবর,  
অমাত্য বলিল নৃপে হইয়া নির্ভর ।  
বাবর তরুতে ডাকি আপন সদনে,  
লইলেন মহাবহু পরম সন্তানে ।  
সম্রাট-সদনে গিয়া বলিলা ভক্ত,  
কত রমণীয় প্রাণ হইল নিহত ।  
কত লজ্জাবতী সতী ভীম অত্যাচারে,  
অশেষ বাতনা সহি মরিল সমরে ।  
অমূল্য জীবন দ্বারা পাইয়া সংসারে,  
শ্রীহরির সেবা পূজা কত নাহি করে,  
ভার ধরি দ্বারা প্রেম দুর্ভাগ্যভার  
করিয়া অকৃত কাণ্ডে জীবন কাটায়,

ব্রহ্মসহ বৈরী ভাব করে অমূল্য,  
চটবে তাদের দশা নিশ্চয় এমন ।  
সুধৈর্য্য-ভ্রষ্ট তারা হইবে জগতে,  
হইবে দুর্দশা, দণ্ড পাবে নানা মতে ;  
নানকের ধর্ম্মভাব সুগভীর বালী-  
শ্রবণে স্তম্ভিত ভীত হ'ল নৃপমণি ।  
বলিলেন হে সম্রাট, কিছু দান মম,  
রূপা করে একবার করুন গ্রহণ ।  
ভনিয়া বলিলা ভক্ত অশ্রু কোন দান,  
নাহি চাহি নরপতি তব বিক্রমান ।  
পুরায় বাবর গীর নামে একজন,  
ছিলেন নৃপতি অতি ধার্ম্মিক সজজন ।  
সন্ন্যাসীর বেশ ভূষ করিয়া ধারণ,  
দিবাভাগ রাজ কার্য্যে করিত ব্যাপন ;  
সমস্ত রজনী কিন্তু উর্দ্ধপদ হ'য়ে,  
করিতেন ব্রহ্ম-পূজা ব্যাকুল-জ্বরে ।  
প্রভাতে কোরাণ পাঠ করি নরপতি,  
দিতেন রাজ্যের কার্য্যে আপনার মতি ।  
তিনিই ছিলেন ধর্ম্ম, আপনি তাঁহার  
পদচিহ্ন অমূল্য পালন সংসার ।  
বন্দীদের দশা হেরি নানকের মন,  
শোকে হৃৎথে একেবারে হল নিমগন ;  
গৃহ পরিবার ছাড়ি হৃৎথে অনাহারে,  
ব্যপিলে সময় তারা নৃপতি দ্বারে ।  
তাহাদের দশা হেরি বলিলা ভক্ত,  
ওহে ভূপ, তুমি তুর্কী হতে সমাগত  
হইয়া, ভারত ভূমি করেছ বিজয় ;  
তুর্কীসনে ভারতের হ'ল পরিচয় ।  
আর্য্যাবর্ত্তরূপ নব বধুর সহিত,  
ভরত বরের হ'ল বিবাহ বিচিত ।  
জগতের অধিপতি ব্রহ্মরূপ-পুণে,  
হইল এ হেন কার্য্য ভারত ভবনে ।

নুতন বধুর প্রতি বল কোন বর—  
 ক'রে থাকে অত্যাচার ওহে নরবর ?  
 শ্রীহরির ইচ্ছা মূল জানিও রাজন,  
 তাঁহার (ই) ইচ্ছায় ইহা হইল ঘটন ।  
 মানবীয় দস্ত কিংবা অহঙ্কার তেখে,  
 জানিবেন নরনাথ নাহি কোন মতে ।  
 সকল (ই) অনিত্য ভাব সত্ত্ব হরিনাম,  
 তাঁহার (ই) চরণে সবে করুক প্রণাম !  
 সুগভীর-ভাব-পূর্ণ নানক-বচন—  
 শুনিয়া প্রসন্ন হ'ল সম্রাটের মন ।  
 আপনার গৃহ মাঝে লটবারে দাঁরে,  
 করিল আদেশ নৃপ আনন্দ-অনুরে ।  
 বলিল সম্রাট্ দাঁরে, সম্রাসী পবর—  
 সহিয়াছ এতদিন যাতনা বিস্তর,  
 কিছু সিদ্ধি পান করি দূর কর ক্লেশ ;  
 বলেন নানক শুনি নৃপের আদেশ,  
 মাদক সেবন আমি করিনা কখন,  
 কিছ হেন সিদ্ধি পান করি অনুক্ষণ,  
 যাহার মত্তত! দূর করু নাহি হর,  
 আনন্দ-পূরিত রহে সতত হৃদয় ।  
 বলিল সম্রাট্ দাঁরে, বলহ আমারে  
 এ হেন মাদক দ্রব্য কি আছে সংসারে ?  
 শুনি বলিলেন তত্ত্ব তত্ত্বি সিদ্ধি মম,  
 হৃদয় তাহার খল পরম উত্তম ।  
 ব্রহ্ম-দর্শন তরে ত্যজেছি সকল,  
 পুণ্যময় তাঁর নাম অতি সুবিস্মল ।  
 ওহে রাজ্যেশ্বর ভূপ, সংসারে কাহার  
 অচল না থাকে রাজ্য, জানিবেক সার ;  
 কিন্তু যদি হরিনাম জপ কর তুমি,  
 চটবে হে শত শত সম্রাটের স্বামী ।  
 করিলে অগ্নায় আর পাপ অত্যাচার,  
 হবে অবিলম্বে তব রাজ্য হারবার ।

নানকের কথা শুনি বাবরের মন—  
 একেবারে বিবলিত চটল তখন ।  
 বিনীত দীনাশ্রা হ'য়ে বলিলেন তিনি,  
 আর কিছু বল মাঝে ধরমের বাণী ।  
 দয়া ধর্ম জায় আদি পবিত্র বিষয়ে,  
 উপদেশ দিল। তত্ত্ব নানা ক'থা কয়ে ।  
 শেষে বন্দীদের দশা করি দর্শন,  
 প্রকাশিল। তত্ত্ববর মানস-বেদন ।  
 অবশেষে সুগভীর সমাধি ভিতরে—  
 ডুবিল তকত প্রাণ জীব-তুঃখ-ভরে ।  
 আশ্রায় পরম ব্রহ্ম করি দর্শন,  
 প্রার্থনা করিল। বন্দীদিগের কারণ ।  
 চায়রে তকত-প্রাণ কেমন কোমল,  
 মাতৃসম জীব-তুঃখে কাঁদে অবিরল ।  
 জননীর সম যিনি দয়ায় পূরিত,  
 পাণি-তুঃখে অনুক্ষণ হন ব্যাকুলিত ।  
 জীব-তুঃখ নাশ তরে তাঁর আগমন,  
 জীব-তুঃখে স্থির কিহে থাকে তাঁর মন ?  
 হরিপ্রেমে যেই জন আশ্রহারা হন,  
 জীবপ্রেমে তাঁর ছদ্ম ভাসে অনুক্ষণ ।  
 জীবপ্রেম নাহি, কিন্তু হরি হরি বলে,  
 প্রকৃত তকত সেই নহে ধরাতে ।  
 জীবের সেবার তরে যথা দয়াময়,  
 অন্ন বস্ত্র সুখ শাস্তি দেন সমুদয়,  
 আপনি নিকাম হয়ে জীব-সুখ তরে,  
 রহেন সতত ব্যস্ত নিখিল সংসারে ;  
 তেমনি তকতজন জীবের (ই) কারণ,  
 ঢালি দেন আপনার দেহ প্রাণ মন ।  
 জীবসনে তত্ত্ব প্রাণ নিগূঢ় বন্ধনে—  
 বাধা থাকে অনুক্ষণ ব্রহ্মের বিধানে ।  
 জীবের তকত, তকত জীব, উভে' ব্রহ্মদ্বারে—  
 একীভূত হয়ে সবা ব্রহ্মতে বিদ্যাম্বে ।

তাই জীবনর। আহা তকত-জীবন,  
 জীব ছাড়ি তক প্রাণ রহে কখন ।  
 তকত-প্রার্থনা শুনি, হরি দয়াময়—  
 বলিলা নানক প্রতি হইয়া সদয় ।  
 বন্দীদের চঃষ হবে অচিরে মোচন,  
 আশ্রয় হইল। তক শুনিয়া বচন ।  
 ব্রহ্ম-সহবাসে তাঁর অপরূপ জ্যোতি,  
 কোটা সূর্য্য সম হ'ল সুখে প্রতিভাতি ।  
 বাবর নানক প্রতি পাইলেন প্রীতি,  
 অবিলম্বে বন্দীগণে দিলেন মুক্তি ।  
 ধন্য দয়াময় হরি তোমার বিধান,  
 মোহিলে একুপে তুমি বাবরের প্রাণ ।  
 বলিলা বাবর তক, ওহে মহাশয়,  
 আশীষ করহ মোরে হইয়া সদয়,  
 যেন মম বংশে রাজ্য থাকে স্থিরতর ।  
 প্রবণে তকতবর করিলা উত্তর—  
 এতরূপ ব্রহ্ম-উচ্ছা জানিও রাজন,  
 বতদিন তব বংশে ধরা-ধর্ম্ম-ধন,  
 আর ত্যার সুবিচার হবে প্রতিষ্ঠিত,  
 ততদিন তব রাজ্য রহিবে নিশ্চিত ।  
 ইহার অভাব হলে রাজত্ব নঃ হবে,  
 অধর্ম্মের জয় কত নাহি হয় তবে ।  
 আহা কিবা উচ্চতম শুদ্ধ রাজনীতি—  
 প্রকাশ করিলা হরি বাবরের প্রতি ।  
 ব্রহ্মের বিধান, এই রাজ্য বিস্তরন—  
 ধর্ম্মের ভিত্তিতে স্থির রহে অক্ষয় ।  
 ভিত্তি-হীন গৃহ বধা দাঁড়াতে না পারে,  
 ধর্ম্মহীন রাজ্য তথা না রহে সংসারে ।  
 জাতীয় জীবন আর উত্থান পতন,  
 সবাকার মূল এই নীতির বন্ধন ।  
 অপভ্রম ইতিহাসে যে পার্থক্যর,  
 এ নীতির সঙ্গ দেখা দেয় নিরন্তর ।

বধা ধর্ম্ম তথা জয় তথার স্থিরতা,  
 এ নীতির কোন দিন নাহিক অগ্রথা ।  
 পাপী অত্যাচারী নৃপ ভাবে অশুভ্রণ,  
 পাপে হবে তাঁহাদের সাম্রাজ্য-বর্জন ;  
 কিন্তু নাহি জানে হায় নিত্য পাপমনে,  
 মৃত্যু বিচরণ করে সতত ভুবনে ।  
 পাপেতে বিনাশ ঘটে, পাপে হয় ক্ষয়,  
 তাই ধীরগণ করে ধরম আশ্রয় ।  
 বাবরের অমুরোধে তাঁহার আগারে—  
 তিন দিন রহে তক মানন্দ-মত্তরে ।  
 পুন তথা হতে চলি গেলা সৈন্যপুত্র,  
 শ্রীহরির পুণ্য উচ্ছা পালিবার তরে ।  
 ধন্য দয়াময় হরি তোমার বিধান,  
 ফিরাও কেমনে তুমি মানব-পরায়ণ !  
 দুর্গম কঠিন স্থান নৃপতি-ভবন,  
 বৈষয়িক কোলাহলে পূর্ণ অশুভ্রণ,  
 বিধানের কথা বল কেমনে তথায়,  
 পশিবে কেমনে জীব বৃদ্ধিতে না পার ;  
 কিন্তু হে কৌশলময়, কিবা সুকৌশলে—  
 তকতে লইয়া যাও আপনার কোলে ।  
 তকত-চরিতে তথা হয়ে প্রকাশিত,  
 ভূপের পরায় কাড়ি লও ওহে পিতঃ !  
 রাজরাজেশ্বর তুমি, নৃপতি-নিচয়—  
 তব প্রিয়তম পুত্র ওহে দয়াময় ।  
 তাই হেন সুকৌশলে তাঁদের সন্মানে,  
 পাঠাও প্রেরিতজনে সতত গোপনে ।  
 তোমার নিগূঢ় প্রেম দেখি যেইজন,  
 পবিত্র বিধান তব করেছে গ্রহণ ।  
 ধন্য বটে সেই আহা ! তোমার রূপায়,  
 এ ভবলাগরে যেই পরিভ্রাণ পায় ।  
 করহ আশীষ নাহি যেন মোরা সবে,  
 বিধান-বিবাদী হয়ে তরি এই ভবে ।

এই ভিকা করি মোরা তত্ত্ববুদ্ধ-মনে  
প্রাণিত্য করি হরি, তোমার চরণে ।

নানকের ভগিনী নানকী দেবীর  
স্বর্গারোহণ ।

বিধানের মহাকাব্য সাধিবার তরে,  
ভক্তসঙ্গে ভগবান্ সংসার ভিতরে,  
গাথি ভক্তের মনে, মিলাইয়া প্রাণে প্রাণে,  
বিখ্যাতী সন্তানগণে করেন প্রেরণ,  
ধাঁহাদের প্রেমে মুগ্ধ হয় জগজন ।

প্রথমে শ্রীহরি-প্রেম ভক্তের মন,  
করিল বিষয় হ'তে ববে আকর্ষণ,  
সংসারে প্রেমভ্রম প্রায়, তাঁর কাল কেটে যায় ;  
সকলে বিরূপ ভাবি করেন নিন্দন,  
করিল জনক তাঁরে কত উৎপীড়ন ।

নানকের যশঃস্বৰ্ণ্য হরনি উদ্ভিত,  
স্বদেশে বিদেশে তিনি নহেন বিদিত ;  
ধরম গ্রহণ তাঁর করে নাট কেহ আর,  
অজ্ঞাত বালক তিনি ঘৃণিত নিন্দিত,  
সহ অনুভূতি কোথা নাহি পায় চিত ।

সে সময়ে হে ভগিনী তুমিই কেবল,  
ছিলে মাত্র নানকের প্রাণের সগল ;  
জানি না কেমন করে পশিয়া তাঁর অন্তরে,  
তাঁহার মহত্ত্ব প্রেম সাধনার বল  
বুঝিয়া, করিলা তাঁরে বহু অবিরল ।

গৃহ হ'তে বহিষ্কৃত নানক কখন,  
তুমিই আশ্রয় তাঁর ছিলেনো তখন ;  
ভব সুখামাধা রেহ, ভব পুণ্যময় নেহ,  
একমাত্র নানকের আশ্রয় তখন,  
তোমা হেন ধরাবতী কে আছে এসব ?

যদিও কনিষ্ঠ তব নানক সুন্দর,  
তবু তাঁর গুণে হয়ে মুগ্ধ-অস্তর,  
ভক্তিতে বিগলিত হয়ে যেত তব চিত্ত,  
করিতে নানকে তুমি প্রণাম বিশ্বর ;  
কোথা বল হেন তত্ত্ব সংসার ভিতর !

গিয়াছ স্বরণে চলি ওগো স্তম্ভাগিনি,  
জগতের পূজ্য তুমি আশ্চর্য্য রমণী !  
তোমা হেন ভগ্নী বল, আছে ধরাতেল কিণো ?  
স্বরণের দেবী তুমি ব্রহ্মের নন্দিনী—  
ভক্তির প্রভঞ্জন বিবাসের বনি ।

যথাকালে চলি গেলো তুমি স্বর্গপুরে ;  
যাও ভয়ি, যাও যথা অমর নিকরে—  
হরি-পাদপীঠ ঘেঁরে, স্তুতি করে বিবেচনে,  
যথা রোগ শোক মৃত্যু কিছু না বিচরে,  
পুণ্য সমীরণ যথা সত্যত সকরে ।

জগতের জোষ্ঠা ভগ্নী তুমিগো ললনে,  
পুণ্য হয় তব পদমূলি-পরশনে ;  
আশীষ করগো বোন, মাতা পত্নী ভগ্নী যেন  
তব সম শুণবতী হইয়া ভুবনে,  
স্বজনে সাহায্য করে ধরম-সাধনে ।

কর আশীর্বাদ ওহে প্রেমময় হরি,  
নানকীর মত বত পুণ্যবতী নারী,  
জগতের স্বরে স্বরে, যেন সঙ্গা শোভা করে,  
ভ্রাতা পুত্র জনকের ধরম-জীবনে,  
উত্তর সাধিকা যেন হয় এ ভুবনে ।

শ্যামদীর চন্দ্রমার জ্যোৎস্নার মত,  
নারী যেন ঢালে প্রাণে অমির সত্ত্ব,  
পরীক্ষা-বিপদকালে পুণ্যময়ী প্রাণমূলে—  
ঢালে যেন অক্ষয় সাহায্যবলে,  
ধর্ম্মমূল দুটে যেন প্রতি নিরুৎসাহে ।

## তাই মার্দানার স্বর্গারোহণ ।

বালা ও মার্দানা ভক্তের সনে  
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে বোঙ্গাদ ভবনে,  
 আসি উপনীত হলেন ত্বরিত  
 হল হরিলীলা তথায় অদ্ভুত ।  
 কি উদ্দেশ্যে করে লয়ে যান তিনি,  
 জানেন কেবল সেই অন্তর্যামী,  
 কোথায় তাঁহার কিবা লীলা হবে,  
 তিনি বিনা কেবা জানে এই তবে ?  
 তিব্বত হইতে 'ব্রহ্মপুত্র' যথা  
 জনজিয়া, আহা ভারতে সর্বদা  
 করি বিচরণ, ভারত ভুবন  
 স্বীয় পুণ্য-নীরে ধোয় অমৃত ;  
 পঞ্জাব-সম্ভ্রাত বিধান-তটিনী  
 বিদেশের তথা নাশিবে অমনি ।  
 এই হেতু হরি ভক্ত সকলে  
 লয়ে গেলা প্রেমে বোঙ্গাদ অঞ্চলে,  
 'খুরমা' সহরে হলে আগমন,  
 হল মার্দানার স্বরণ-গমন ।  
 বলিলা মার্দানা প্রিয় ভক্তবরে,  
 হইয়াছি ক্লান্ত গুরু-দেহভারে ;  
 চলেনা এদেহ, চলিতে না পারি,  
 অস্তিম সময় নিকট আমারি ।  
 পাঁচদিন সেবা রহিলা সকলে,  
 হরিলীলা হেরি সবে গেল গলে ।  
 জিজ্ঞাসিলা ভক্ত প্রেমে মার্দানারে,  
 কেমনে আছহে বল এবে ঘোরে ?  
 পরলোকে যেতে র'য়েছি প্রস্তুত,  
 শেষ বাস মম এবে প্রযাতিত,  
 এত বলি তিনি ত্যজিলা জীবন ;  
 হরির ইচ্ছা হইল পূরণ ।

নানক তখন-করতা পুরুষে  
 করিয়া প্রণাম, ভক্তি আবেশে  
 বলিলা বালারে, দেখ হরিলীলা,  
 খেলিলেন তিনি কি অপূর্ব খেলা !  
 ভাগ্যবান সাধু প্রেমিক মার্দানা,  
 পাইলা হরির কতনা করুণা ।  
 শুনি বালা বলে ধন্ত দয়াময় !  
 ধন্ত হে মার্দানা, যিনি অতিশয়  
 করিতেন তোমা ভক্তি বিশ্বাস,  
 থাকি চিরদিন বিধানের দাস ।  
 বালা ও নানক আপন বসন  
 দিয়ে দেহ তাঁর করি আবরণ,  
 শুক খোঁরা কাঠ করিয়া সংগ্রহ  
 মার্দানার দেহ করিলেন দাহ ।  
 তাঁর অন্তক্ৰিয়া করি সমাধান,  
 স্বদেশে তাঁহারা করিলা প্রস্থান ।  
 মার্দানার পুত্র পত্নী পরিবারে  
 দেশে গিয়া দৌহে আনিয়া সবারে,  
 খুরমা নগরে সমাধির পাশে  
 স্থাপিলা তাদের মনের উন্মাদে ।  
 সেই পরিবার বোঙ্গাদের দেশে  
 হ'লা অধিবাসী ব্রহ্মের আদেশে ।  
 ভক্তের সমাধি, ভক্ত-জন্ম-স্থান  
 সামান্য বলিয়া ক'রনাকো জ্ঞান ।  
 এজন্যে ইহা পুণ্যতীর্থ ঠাই,  
 হেন স্থান বল আর কোথা পাই ।  
 তাই জগতের বিশ্বাসি-নিকর,  
 করে হেন স্থানে সন্মান আদর ।  
 ভক্ত-জন্মভূমি দেখিলে পরাণ,  
 প্রেমের হিমোলে হয় তাৎসমান ।  
 ভক্ত-সমাধি হেরিলে নয়ন,  
 ভাববোনে পূর্ণ হয় মানস ।

ভক্ত-জীবনের ঘটনা-নিচয়,  
ভক্তি-বিশ্বাস হৃৎ-সুখচয়,  
দেশ কাল ভেদ করি বিদূষিত,  
একে একে প্রাণে হয় সমুদিত।  
ভক্ত-জীবনে শ্রীহরির ক্রিয়া  
দর্শনে, হৃদি যায় যে গলিয়া,  
ভক্তসনে প্রাণ এক হয়ে যায়,  
দূরত্ব প্রভেদ সব দূর হয়।  
বিধানের যোগে ভক্তের সনে  
ভাবযোগে প্রাণ রহে অক্ষুণ্ণে,  
ব্রহ্ম-রহস্যে ববনিকা প্রায়  
পরলোক-দ্বার আঁহা খুলে যায়।  
বিধান-নাটকে অভিনেতৃগণ  
যুগ যুগান্তরে খেণেন যেমন,  
সেই ভাবে আঁহা হৃদয় মাঝারে  
হয়ে সমুদিত, বিশ্বাসি-নিকরে  
দেন দেখাটয়া মুকতির দ্বার,  
লয়ে যান জীবের স্বর্গে অনিবার।  
প্রিয়তম হারা, তাঁদের সমাধি  
হেরিলে, হৃদয়ে ভাবের জলধি—  
উঠে উথলিয়া কতনা প্রকারে,  
ভুলে যায় জীব অনিত্য সংসারে;  
জনমে বৈরাগ্য ভক্তি বিশ্বাস,  
সংসার-আসক্তি হয় সব নাশ।  
বটে পাশ্চালা এত ভবধাম,  
নিত্য বাসভূমি স্বর্গ স্বধাম;  
সংসার-বাসনা তাজি সমুদয়,  
ব্রহ্ম-পাদপঙ্কজ করিয়া আশ্রয়,  
পরকাল তরে হঠাতে প্রস্তুত,  
সমাধি-চিত্তনে ব্যগ্র হয় চিত।  
যেন সমাধিরে করিতে আদর,  
স্বভাই ব্যাকুল হয় যে অন্তর;

তাই দেশে দেশে কত পুণ্যস্থানে,  
রয়েছে সমাধি নির্মিত সন্মানে।  
কিন্তু পৌত্তলিক ভাবে বেইজ্ঞান,  
অকৃত্যর করে সমাধি অর্চন,  
কৃপাপাত্র সেই আনিও সংসারে,  
উচ্চ ফল সেত লভিতে না পারে;  
পাপ অকৃত্যর হইয়া জড়িত,  
করে কুসংসার জগতে বিস্তৃত।  
তাই আশীর্বাদ কর ওহে নাথ,  
যেন সমাধিরে মোরা যথাযথ  
করিহে যতন আদর সন্মান,  
হেন'ভুভবতি কর সবে দান;  
এই ভিক্ষা করি তোমার চরণে,  
করি প্রণিপাত ভক্তিযুক্ত-মনে।

### মর্দিনার চরিত্র।

ভক্তের সহচর, ব্রহ্মের চিরকিসর,  
সরল বিশ্বাসী ভক্ত মর্দিনা যেমন,  
বল এ সংসার মাঝে, তাঁর সম কেবা আছে,  
কেবা হেন হুপ্রেমিক শিশুর মতন।

বিধান-প্রচার তরে, শ্রীহরি ডাকিলা তাঁরে;  
ভক্ত ভূনিয়া তাঁর মধুর আহ্বান,  
ব্রহ্মের পবিত্র করে, সঁপি প্রাণ প্রীতিভরে,  
বীণাযোগে প্রচারিলা প্রভুর বিধান।

হুমিষ্ট সঙ্গীত-ধারে, মজাইলা নানকেরে,  
ভরাইলা কত লত পাপী জীবনের;  
পবিত্র সঙ্গীত-ধরে জগত মোহিত করে,  
যথাকালে চলি গেলা স্বর্গ-ভবন।

স্বপ্নের বিহীন,  
সার্থক তোমার তাই পবিত্র হৃদয় ;  
হুমিষ্ট হৃদয় পেয়ে, ব্রহ্মপণে তা সঁপিয়ে,  
হলে ধন্ত তুমি দেব অগত ভিতর ।

সঙ্গীত ব্রহ্মের দান, ব্রহ্মশক্তি হুমহান,  
ব্রহ্মকাণ্ডে ব্যবহার না করি যে জন,  
আপনার হৃদয়ে নিয়ত ব্যতীর করে,  
কেবা কৃপাপাত্র বল তাহার মতন ?

তুমি নারদের মত, গান-বাণে অবিরত,  
করিল নূতন বিধি অগতে প্রচার ;  
ভক্তের সহায় হয়ে, ব্রহ্মের মহিমা পে'য়ে,  
কাটালে জীবন তুমি সংসার মাঝার ।

যদিও দুর্বল হও, কদাচ নিশাপ নও,  
তবু আপনার দৃঢ় বিশ্বাসের গুণে—  
হইলে নিজে উদ্ধার, লভিলে বল অপার,  
র'লে বাধা চিরদিন বিধানের সনে ।

হ'য়ে তুমি মুসলমান, ঘোষিলা নববিধান,  
হিন্দু মুসলমানে তুমি মিলন-সাধনে—  
হ'য়ে সেতু হুমহান রহিলে হে ভাগ্যবান ;  
তব পথ ধরি সবে ভারত ভুবনে—

হিন্দু মুসলমানগণ লভিলে শুভমিলন,  
বিচ্ছেদ অনৈক্য বত বাইবে চলিয়া,  
এক জাতি হয়ে সবে, ব্রহ্মের ইচ্ছা পালিবে,  
হবে তন বশোপীতি অগত ব্যাপিয়া ।

হিন্দু মুসলমানগণে মিলাইতে এ ভুবনে,  
প্রেরণ করিলা হরি তত্ত্ব মাদানারে ;  
যেহেতু ইচ্ছা নাথ, পূর্ণ হয় জীবনাবধি,  
এই ভিক্ষা তব পথে কাটি সকাডরে ।

মাদানার প্রেমতক্তি, বিধানেন্তে অমুরক্তি,  
অকপট আশ্রয়্যগ সরলতা ধন,  
দিয়ে এই পাশিপণে ব্যতীর কর বিধানে,  
তব ইচ্ছা হ'ক নাথ জীবনে পূরণ ।

তত্ত্ব নানকের কর্তারপূরে বাস ।

কাশী বৃন্দাবন, গোহুল মথুরা,  
কুরুক্ষেত্র অগস্ত্য—

ভীর্থহান কত, গয়া গঙ্গা আদি  
ত্রি তত্ত্ব অগ্রহা—

নূতন বিধান করিয়া প্রচার,  
সত্যনামে হৃদীকিত—

করি বহ নরে, কর্তারপূরে  
কিরিয়া এলা ভকত ।

হিন্দু মুসলমান ব্রহ্মের সন্তান,  
হরি পিতামাতা এক ;

এই মহাতত্ত্ব ঘোষিলা ভকত,  
করি প্রেমে অভিষেক ।

হিন্দু সাধুগণ, মুসলমান পীর,  
সবাই ভক্তের প্রতি—

ভাঁহার পবিত্র উদ্ধার স্বভাব  
দেখিয়া, লভিলা প্রীতি ।

ব্রহ্মের আদেশে সন্ন্যাসীর বেশ  
ভ্যজিলেন তত্ত্ববর ;

গৃহস্থের বেশে রহিয়া সেধার,  
কাটে কাল নিরন্তর ।

পরী চৌনী দেবী পুত্র লক্ষীদাস  
আদি পদতলে তাঁর,

লইল শরণ হইল মিলন  
সহ তাঁর পরিবার ।

কিঙ্কর সনয়ে      হরিনাম  
 চৌনীর হৃদয় মন,  
 দিবস হইতে      শুকভের প্রতি  
 করেছেন আকর্ষণ।  
 চৌনীর এখন      নাহি পূর্বভাব,  
 গিয়েছে সে সব চ'লে,  
 পতির দেবক      বুঝিয়া এখন  
 গিয়েছেন প্রেমে গলে।  
 ভক্তের আদেশে      তালবন্তী হ'তে,  
 বৃদ্ধ পিতা জননীয়ে—  
 আনিবার তরে,      গেলা তাই বালা  
 তরা করি প্রেমভরে।  
 আঠার বয়স      গিয়াছে চলিয়া  
 না দেখিয়া পুত্র-মুখ,  
 জনক জননী      পারে কি কখন  
 সহিতে এহেন দুখ ?  
 প্রাণের সম্বল,      অকলের নিদি,  
 একমাত্র পুত্রধন—  
 এসেছে আবার,      শুনিয়া তাঁহারা  
 আনন্দে হ'লা মগন।  
 ওহে প্রেমময়,      পিতামাতা প্রাণে  
 কি প্রেম-অলসিত্ত্ব—  
 করেছ হৃদয়,      ভাবিলে হৃদয়  
 মোহিত হয় অমনি।  
 আসিয়া চলে      প্রিয় পুত্রধনে  
 লইলেন কোলে তুলে;  
 মস্তক চুম্বন      করিলেন দৌড়ে  
 তনয়ের ঘেঁহে গলে।  
 না বাপের কাছে,      তনয় কখন  
 হয় বৃদ্ধ হৃদয়ীণ ?  
 মেহের নিকট      বুঝা বৃদ্ধ জ্ঞানী  
 রয়ে শিষ্ট চিরদিন।

প্রাণ ত'তে প্রিয়      তনয় তনয়া,  
 প্রাণে বাধা অক্লেশ,  
 জননী জনকে      মিশি সদা রয়ে  
 তাবের জীবন মন।  
 এ প্রেম কাহার      জান কিহে তাই,  
 এ যে হরি-প্রেমশ্রোত—  
 পিতা মাতা হুদে      করিছে বিরাজ,  
 ধরামার্ক অবিরত।  
 বলিলেন কালু      পুত্র সন্তোষিয়া,  
 এখা পীর একজন—  
 আছেন অদূরে,      ওখা গিয়া তাঁরে  
 দেখে এস বাছাধন।  
 শুনিয়া নানক      বলিলা পিতারে,  
 হরিনাম ধন সার ;  
 হরিনাম বিনা      এ তিন ভুবনে,  
 সকলি জেন অসার।  
 শুনিয়া জনক      বলিলা তাঁহারে,  
 সংসার-বন্ধন কিসে—  
 ছিন্ন হয়ে যায়,      বল বাছাধন,  
 পাপতাপ সব নাশে ?  
 শুনিয়া ভকত      বলিলা পিতারে,  
 হরির নামে বিশ্বাস,  
 হরিপদ পূজা      করিলে মানব,  
 কেটে যায় মায়াপাশ।  
 নিজ জীবনের      অবস্থা স্মরিয়া  
 বলিলা জনক তাঁরে,  
 হরিনাম বেই      করেনি স্মরণ  
 মত্ত হয়ে এ সংসারে,  
 সাধুকাণ্ড কোর      করেনি যে জন  
 সংসার সংসার বলি,  
 বাহার জীবন      এ সংসার থাকে  
 বিপর্যয় বিপর্যয়।

কি কথা তাহার হবে অস্তে বৎস !  
 বলে দাও তুমি মোরে ।'  
 অস্তে বহু হৃৎ পাঠবে সেজন  
 বলিল। তবুও তাঁরে ।  
 ব্রহ্ম-কৃপাশুণে পুত্র-বাক্য শুনি  
 কালুর হৃদয় মন,  
 দিব্যজ্ঞানালোকে হল আলোকিত,  
 ভিড়িল ভববন্ধন ।  
 বলিলেন পিতা চিনিতে নাহিহু  
 তুমি কিবা মহাধন,  
 ব্রহ্ম-কৃপাশুণে এ পাপীর স্বরে  
 করেছে জন্মগ্রহণ ।  
 কতু হরিনাম করি নাই মোরা,  
 কি হবে মোদের গতি ?  
 বল বাছাধন, যাহাতে আমরা  
 লভিতে পারি মুক্তি ।  
 শুনি অমুরাগে বলিল। নানক  
 কিছু চিন্তা নাহি আর,  
 হবে তোমাদের সেই গতি তবে—  
 যে গতি হবে আমার ।  
 আশার বচন শুনি সেইজন,  
 সংসার-ভাবনা ত্যজ—  
 দূরে চলি গেল, প্রেমে পূর্ণ হল  
 কালুর শুক হৃদয় ।  
 আপন নন্দনে মহাজন বলি,  
 হইল বিশ্বাস মনে ;  
 ভক্তি বিনয়, বিশ্বাস বিবেক,  
 ফুটিল হৃদি-কামনে ।  
 পুত্রে প্রীণিত করিলেন তাত,  
 পুত্রে হতে মন মরে,  
 সে মন রাখিল করে পিতামাতা,  
 বিশ্বাস-পূর্ণ-হৃদয়ে ।

পিতার আদেশে গৃহস্থের বেশে  
 পারবার মাঝে তিনি,  
 জনকের মত অদাসক্ত মনে  
 বাপের দ্বিধারজনী ।  
 কর্তারপুরেতে দিবস রজনী  
 পূজা পাঠ সংকীৰ্ত্তন,  
 সাধুলস আদি হয় নিরবধি,  
 হেরে মুগ্ধ হয় মন ।  
 হল সেই স্থান মহা পুণ্যধাম,  
 দেশ দেশান্তর হ'তে—  
 আসি দলে দলে নরনারী কত,  
 লভে ধর্ম এ অগতে ।  
 এইরূপে হরি অপার কোশলে  
 পিতা মাতা পত্নীগণে,  
 বিধানের জালে বাধি কুতূহলে,  
 মিলাইলা ভক্তসনে ।  
 এতদিন ধারা বিধান-মহিমা,  
 ভক্তের মহত্ত্ব-জ্ঞান,  
 না পারি বুঝিতে করিভেন কত  
 অনুবোধ অপমান ;  
 তাঁরা আজ আহা হরি প্রেমানলে  
 গলি সোণা হ'রে গেল,  
 বিধানে আবার পত্নী পিতামাতা  
 এক পরিবার হল ।  
 প্রকৃত বিশ্বাসি, কানে প্রাণ তব  
 প্রিয় পরিজন তরে ;  
 পিতামাতা তাই, তবী খুলডাত,  
 স্বজন বহু নিকরে—  
 তব প্রাণপ্রিয় পবিত্র বিধান  
 করে না গ্রহণ ব'লে,  
 হয় উচ্চাটন হৃদয় তোমার  
 কাহ্ন দুখি বিরলে ।

নাহি ভয় তব, হইবে সম্ভব  
 অসম্ভব এ জীবনে,  
 যদি খাটী তুমি প্রেমের তিথারী  
 হরে থাক এ ভুবনে ।  
 তোমার বিশ্বাস, ভক্তি বিনয়,  
 চরিত অমিয় মাথা,  
 বিনা আড়ম্বরে স্বজনের প্রাণে  
 দিবে যথাকালে দেখা ।  
 কাপটা-বিহীন নির্মল চরিতে  
 মুখ হয় ত্রিসংসার,  
 বিশ্বাস বিনয় করে অধিকার  
 নীরবে প্রাণ সবার ।  
 দেহে রক্ত বধা নীরবে সঞ্চারে,  
 বৃক্ষে রস অমুক্ষণ,  
 অন্তঃস্রোতঃশীলা ধরণীর গর্ভে  
 করে নিত্য বিচরণ ;  
 সেইরূপ হরি গোপনে গোপনে,  
 সকলের প্রাণ মন—  
 করিয়া হরণ, বিধান-স্ববকে  
 করেন প্রেমে বন্ধন ।  
 দূরে ছিল যারা প্রাণে এল তারা,  
 স্বরূপ প্রকাশ পেল ;  
 আছে পরিবার, বন্ধন তাহার  
 এক হরি প্রেম হ'ল ।  
 হইল বিশ্বাসী বত পরিজন,  
 স্বর্গ হ'ল ধরাধাম ;  
 হরিলীলা পূর্ণ হইল সংসারে,  
 হল ভক্ত পূর্ণ-কাম ।  
 ওহে লীলাময়, কর আশীর্বাদ  
 যেন তব কৃপাভরণে—  
 আত্মীয় স্বজন প্রাণ-প্রিয়তম  
 লভে স্থান ওচরণে ।

লয়ে সবাকারে নাথ হে তোমারে  
 পারি যেন পূজিবারে,  
 প্রাণ প্রিয়ধনে ছাড়িয়া কেমনে  
 রহিব বল সংসারে ?  
 সকলের প্রাণ কর অধিকার  
 আনহ বিধানে ডাকি,  
 তাঁহাদেরে ল'য়ে এক প্রাণ হয়ে  
 পূজিব ও মুখ দেখি ।  
 এই ভিক্ষা করি, ওপদ-পন্নবে  
 প্রণিপাত করি নাথ,  
 দয়া করে প্রভু, তুমি আমাদের  
 পুরাও হে মনসাধ ।

মহাত্মা নানকের জপজী প্রচার ও  
 ভক্ত অঙ্গদের জীবনী ।

পরম প্রেমিক ভক্ত নানক সুধীর  
 মধুলুভ ভূত প্রায়, পদ শ্রীহরির  
 করেন অর্চনা সদা সানন্দ-হৃদয়ে,  
 রন ব্রহ্ম-প্রেমে মগ্ন সকল সময়ে ।  
 নিরাকার ব্রহ্ম-পূজা তাঁহার মতন  
 জগতে কে পারে বল করিতে এমন ?  
 অরূপ ব্রহ্মের রূপ মানস-মোহন  
 হেরিয়া, ভক্তের প্রাণ হ'ত সচেতন ।  
 ব্রহ্ম-মুখে ব্রহ্ম-বাণী শুনিয়া ভক্ত,  
 হইতেন একেবারে প্রেমে বিগলিত ।  
 বিশ্বাসে বিজ্ঞান-নেত্রে ব্রহ্ম-দর্শন  
 করিতেন ভক্তবর প্রেমে অমুক্ষণ ।  
 পরম শ্রীভক্তরূপে ব্রহ্মের চরণ,  
 করিত প্রেমিক সাধু আগমন পূজন ।

হরি গুরু শিষ্য আমি এই তব সার,  
করিলেন তত্ত্ববর জগতে প্রচার।  
তঁার বড় শিষ্যগণ জগত মাঝারে  
শিখ নামে খ্যাত আছে এই চরাচরে।  
গুরু বধা শিষ্য সনে করে আলাপন,  
পিতামাতা পুত্রে বধা করে সম্বোধন,  
সখা সনে সখা কথা বলেন যেমত,  
এইভাবে বয়াময় হরি অবিরত  
করিতেন তত্ত্বসনে কথোপকথন,  
মোহিত হইত তাহে তকতের মন।  
একদিন তত্ত্ববর ব্রহ্ম-দরশনে,  
প্রমত্ত হইয়া আহা মুখ-সম্মিলনে।  
বহু হয়ে ব্রহ্মসত্ত্ব করিলেন গান,  
হয়ে গেল প্রেমে মত্ত তকতের প্রাণ।  
ব্রহ্মের আদেশে তত্ত্ব লোক-হিততরে,  
অপজী নামেতে গ্রহ জগতে প্রচারে।  
পরম সুনিট গ্রহ সত্যের তাণ্ডার,  
জীবের সম্বল ইহা সর্কশাস্ত্র-সার।  
বেদ তত্ত্ব কোরণ বাইবেল গ্রন্থ প্রায়,  
এই গ্রন্থ অমূল্য আনুত ধরায়।  
বে শুনে গ্রন্থের সত্য, বে করে পালন,  
ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর হৃদে করে সঞ্চার।  
তাঁর নাম সত্য, তিনি পুরুষ নির্ভর,  
অগ্রহীন কালাতীত কর্তা বয়াময়।  
কেহ নাহি পারে তাঁরে করিতে স্থাপন,  
আপনি আছেন তিনি শুদ্ধ নিরঞ্জন।  
করিলে বিশ্বাস তাঁরে মোক্ষলাভ হয়,  
বিশ্বাসেতে গুরু শিষ্য উভয়ে তরয়।  
পরিবার সহ হয় সবার উদ্ধার,  
বিশ্বাসী বরিত কর্তৃক হয় নাক আর।  
সুকলি জোয়ার গুণ শুধে বয়াময়।  
আমি কেহ নই তবে, আমিহু নিশ্চয়।

তব গুণ না পাইলে তকতি না হয়,  
ভক্তি বিনা এজীবনে বধা সমুদয়।  
জলে ধৌত শুদ্ধ হয় মানব শরীর,  
হরিনামে পাণ মল ধোয়েন সুধীর।  
মনোজয় হলে হয় ব্রহ্মাণ্ড বিজয়,  
ব্রহ্মের মন্দির বিশ্ব জানিও নিশ্চয়।  
পুণ্য আচরণে মুক্তি লাভ নাহি হয়,  
হরিনামে হয় শত কোটি পাপক্ষয়।  
এইরূপ মহামূল্য উপদেশ কত,  
ব্রহ্মের আদেশে হল পুস্তক-নিহিত।

নানকের প্রিয়তম শিষ্য অঙ্গদেবে  
বলিলেন, মহাতত্ত্ব প্রেমে সমাধারে;  
হয়েছে ব্রহ্মের ইচ্ছা, আমরা সকলে  
তাঁহার মহিমা গান করিব ভূতলে,  
পাপী পুণ্যবান্ বাহে মুক্তিলাভ করে,  
কঠোর বৈরাগ্য শ্রোত বহে এ সংসারে।  
এ সংসার হতে নীল বাইব চলিয়া,  
অপজী \* রাখহ সবে হৃদয়ে পুরিয়া।  
ভক্তিসহ এই গ্রন্থ পড়িবে বেজন,  
হবে তার সনে মম আত্মাতে মিলন।  
ব্রহ্ম-পূজা বিনা নাই মুক্তির দ্বার,  
নাম-জপ মুক্তির সোপান সুন্দর।  
এইরূপ অঙ্গদেবে করি শিক্ষাদান,  
সাধিলেন তত্ত্ববর জীবের কল্যাণ।  
অভ্রান্ত নহেক গ্রন্থ, তার শব্দচর  
মানবীয় বাক্য তুমি জানিও নিশ্চয়।  
কিন্তু গ্রন্থগত সত্য ব্রহ্মের বচন,  
শব্দ বটে একমাত্র ভাবের বাহন।  
দেহসনে প্রাণ সখা, তথা ভাবাসনে  
ভাবরূপে সত্য আছা রহে অমূল্যে।

\* অপজী—অপজায়া ব্রহ্মের নাম।

জন্মভাঙ্গি পরিহারি বিশ্বাসী ভক্ত,  
 ভাষারে আদর করি সদা সত্যমৃত  
 লইবারে, লালস্রিত হন এজগতে ;  
 না করেন গ্রহে ঘৃণা তিনি কোন মতে ।  
 গ্রহে গ্রহকার সদা রহেন জীবিত,  
 তাঁর ভাব রহে গ্রহে সদা প্রসুতিত ।  
 তাই গ্রহ অনাদর ক'রনা কখন,  
 ব্রহ্ম-দান জানি ইহা করিও চুপন ।  
 সাধুগ্রহ সুশিক্ষক, বহু এ সংসারে,  
 জিহ্বা নাই তবু বাধ্য বলে বারে বারে ;  
 কিন্তু হে পাঠকবর রাখিও স্মরণ,  
 গ্রহ যেন নাহি হয় ভ্রান্তির কারণ ।  
 শ্রীহরির প্রিয়ভক্ত বিশ্বাসী অঙ্গদ ।  
 জীবন তাঁহার এক স্বর্গীয় সম্পদ ॥  
 কি আশ্চর্য হরিশ্রীলীলার বুঝিতে না পারি ।  
 হেরি তাঁর মহারাজ যাই বলিহারি ॥  
 লহিনা তাঁহার নাম, বিষয়ে নিরত ।  
 নাহি জানে কিবা হবে তাঁর ভবিষ্যত ॥  
 কিন্তু হরি যে বিধানে ডাকেন ধাহারে ।  
 পারে কি থাকিতে সেই ঘুমায়ে সংসারে ?  
 বীজ বধা নিজ হতে হয় অকুরিত ।  
 সেইরূপ যে বিধানে যিনি মনোনীত ॥  
 শ্রীহরির লীলাময় কোণে সেজন ।  
 আপনি বিধান মাকে আসে অনুজ্ঞন ॥  
 এক পরিবারে লোক একে অঙ্গ জনে ।  
 চিনে লয় স্বাভাবিক সম্বন্ধ-বন্ধনে ॥  
 সেইরূপ বিধানের চিত্রিত ভকতে ।  
 চিনে লয় ভক্তবর ব্রহ্মের ইন্দ্ৰিতে ॥  
 একদিন ভক্তগাধু দেখি লহিনারে ।  
 বসিলেন ভক্তিকৃত বচন তাঁহারে ॥  
 তনিয়া বিমুগ্ধ হল লহিনার মন ।  
 লহিনারে বসিলেন ভক্ত হৃদয় ॥

কি নাম তোমার বল ওহে বাছাধন ?  
 লহিনা-আমার নাম বলিলা তখন ॥  
 তনিয়া ভক্তবর বলেন তাঁহারে ।  
 হল এবে তব নাম অঙ্গদ সংসারে ॥  
 মম অঙ্গ হতে তব হইল জনম ।  
 গৃহে বাহ পুন এস ওহে প্রিয়তম ॥  
 ভক্তসহ আলাপন, শ্রীহরি কৃপার ॥  
 লভিল লহিনা নব জীবন ধরার ॥  
 বলিলেন সঙ্গিগণে দেবী \* দরশনে ।  
 যাইতে নারিব আর, বাব নিকেতনে ॥  
 এত বলি গৃহে গিয়া, পরিবার হতে ।  
 লইয়া বিদায় এলা নানক সাক্ষাতে ॥  
 ভক্তের সেবার আর বিধান সাধনে ।  
 সঁপিলা অঙ্গদ প্রাণ আনন্দ বদনে ॥  
 ঈশ্বর-পিপাসু ধীর সেবা-পরায়ণ ।  
 অঙ্গদের মত ভক্ত দেখিনি কখন ॥  
 একদিন ভক্তবর লয়ে লহিনারে ।  
 নিশিষোনে উপনীত রেবতীর তীরে ॥  
 স্নান করি ব্রহ্মধ্যানে হলেন মগন ।  
 বলিলেন প্রাণনাথে করি সম্বোধন ॥  
 "রাজগণ-রাজা তুমি মোরা প্রজা তব ।  
 তব হস্ত বিনিশ্চিত এই জীব সব ॥  
 দেহ মন প্রাণ দিয়া তোমার আশ্রয় ।  
 গ্রহণ করেন ধারা ওহে প্রাণময় ॥  
 তোমাতে নির্ভর করি তব স্তবস্তুতি ।  
 করেন সন্তত ধারা ওহে প্রাণপতি ॥  
 গুণ তাঁরা ধন্য তাঁরা ধন্য এ সংসারে ।  
 হেন ভাগ্যবান আর দেখি না কাহারে ॥"

\* লহিনা ভক্তিপর সঙ্গী লব কাণ্ডকার  
 দেবী প্রতিমা চন্দ্র করিতে বাইতেনিধনে ।  
 তৎকালে মহাত্মা বাসকেন কহিত তাঁহার পাতাৎ  
 হয় ।

এইরূপে ভক্তিভরে ব্রহ্মসনাতনে ।  
করিলেন স্তবস্ততি তত্ত্ব কার্যমনে ॥  
বলিলা অঙ্গদ তাঁরে, “কোথায় শ্রীহরি ।  
ধাকেন কোথায় গুরু বল কৃপা করি ॥”  
বলিলা নানক তাঁরে “জগতে, শরীরে ।  
বিরাজ করেন ব্রহ্ম বিশ্ব-চরাচরে ॥  
ভক্তিভরে যেবা তাঁরে করে অবেষণ ।  
সেই পায় শ্রীহরির পবিত্র দর্শন ॥  
দেখিবে ব্রহ্মেরে তুমি হবে মহীয়ান ।  
বিদানে তোমার কার্য আছে সুমহান ॥  
শীলতা সংঘম দয়া শব্দ \* অধ্যয়ন ।  
করিয়া নিরন্তর কর ব্রহ্মের সাধন ॥  
ধাকিতে প্রহর রাত্রি হয়ে সচেতন ।  
করিয়া নির্মল জলে স্নানাবগাহন ॥  
সংসারে বিরাগী হয়ে সংযত হৃদয়ে ।  
কল্পহ জপজী পাঠ প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ॥  
সাধুসঙ্গে বাস আর নাম সংকীৰ্ত্তন ।  
করিবে আনন্দ মনে প্রেমে অনুক্ৰণ ॥  
ধ্যয়ান ধারণ নিত্য কর প্রাপণে ।  
ধাকহ নিরন্তর সদা বাগুরু † সাধনে ॥  
ব্রহ্মবাণী পৃথিবীতে হয়েছে প্রচার ।  
জীবগণে ডাকি আন তাহে অনিবার ॥  
নিরাকার শ্রীহরির এইতো বিধান ।  
করিবে এ বিধি নিত্য জীব মুক্তিদান ॥  
রেবতী নদীর তটে মহা উপাসনা ।  
করিল ব্যাকুল প্রাণে ভক্ত লহিনা ॥  
পবিত্র সাধকল হইল গঠিত ।  
ব্রহ্মসান্নে অনুদিন তাঁরা বিমোহিত ॥

ভক্তসেবা অনুরাগ বাধ্যতা বিনয় ।  
অঙ্গদের মত কার(ও) দেখা নাহি যায় ॥  
নিজ পুত্র হতে ভক্ত শিষ্য অঙ্গদেরে ।  
করিতেন স্নেহ সদা পরম আদরে ॥  
একদিন সাধুসঙ্গে শিখ বহজন ।  
ভক্তের সন্নিধানে করে আগমন ॥  
অবিশ্রান্ত তিনদিন বৃষ্টিপাত হয় ।  
দেখিয়া নানক নিজ পুত্রস্বয়ে কর ॥  
নগরে বাইরা করি ভিক্ষা বাছাধন ।  
শিখগণে আজ দৌহে করাও ভোজন ॥  
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতে ভয় করি মনে ।  
পুত্রস্বয় অনিচ্ছুক হইলা গমনে ॥  
পুত্রগণে অনিচ্ছুক দেখি ভক্তবর ।  
অঙ্গদেরে বলিলেন হইরা সত্তর ॥  
ভক্তের আদেশ শিরে করিয়া বহন ।  
ভিক্ষাতরে গ্রামমাঝে করিলা গমন ॥  
ভিক্ষা করি নানা দ্রব্য করি আহরণ ।  
শিখগণে করালেন আনন্দে ভোজন ॥  
অঙ্গদের গুরুভক্তি সাধুসেবা দেখি ।  
সকলেই হইলেন অতিশয় সুখী ॥  
একদিন অঙ্গদেরে বলিলা ভক্ত ।  
করিলা আমার সেবা তুমি বিধিমত ॥  
কিছু কিছু না চাহিলে আমার সদন ।  
চাহ বাহা ইচ্ছা তব হয় বাছাধন ॥  
নানকের কথা শুনি কহে ষোড়করে ।  
যাহা কিছু প্রয়োজন ছিল এ সংসারে ॥  
সকলি করেছ পূর্ণ ওহে ভক্তবর ।  
কিছু বাঞ্ছা নাহি মোর সংসার ভিতর ॥  
অঙ্গদের মত হেন নিকাম ভক্ত ।  
বড়ই দুঃখ এই জগতে নিরন্তর ॥  
একদিন অঙ্গদেরে নিজ কোলে লয়ে ।  
গদা ধরি বলিলেন প্রেমার্ক-অঙ্গরে ॥

\* জপজী পাঠ ।

† বাগুরু—পদম-ভক্ত-নাম-সাধনে সার্বক ।

দ্বিতীয় পর্ব ।

এর অঙ্গ মম অঙ্গ কভু ভিন্ন নয় ।  
 এহেতু অঙ্গদ্য একে জানিবে নিশ্চয় ॥  
 আহা হরি কিবা লীলা কে বুঝিতে পারে ।  
 কেবা আশ্র কেবা পর বিধান মাঝারে ॥  
 বিদেশী অজ্ঞাত নর বিধানমন্দিরে ।  
 কেমনে আটসে নাথ কে বুঝিতে পারে ॥  
 আশ্রজন পর হয়, পর যারা রহে ।  
 প্রাণাধিক প্রিয় হয় বিধানপ্রবাহে ॥  
 যেজন তোমার বিধি করিতে পালন ।  
 ধন মান দারা পুত্র জীবন যৌবন ॥  
 করে সমর্পণ হরি, তোমার চরণে ।  
 প্রেরিতের প্রিয় সেই মরত ভুবনে ॥  
 তাইতো তোমার পুত্র সৈশা যশোধন ।  
 বলিলেন, কেবা মাতা কেবা ভ্রাতা হন ?  
 যেজন পিতার ইচ্ছা করেন পালন ।  
 সেইতো আমার ভ্রাতা আশ্রীর স্বজন ॥  
 দৈহিক সম্বন্ধ বটে অতি গুরুতর ।  
 বিশ্বাসী ভকত তার করেন আদর ॥  
 কিন্তু আধ্যাত্মিক উচ্চ সম্বন্ধ-বিজ্ঞান ।  
 দৈহিক সম্বন্ধ হতে অতি গরীয়ান ॥  
 হরিতে বিশ্বাসী দারা হরিগত-প্রাণ ।  
 প্রাণাপেক্ষা প্রিয় তাঁরা জেন মতিমান ॥  
 শ্রীহরির জন তাঁরা, তাই মোর প্রাণ ।  
 ভাল বাসে অনুকণ আপনা সমান ॥  
 আধ্যাত্মিক পরিবার হইবে গঠন ।  
 ভকতে ভকতে প্রীতি তাইতো এমন ॥  
 কোটা জীব হ'তে এক ভক্তসহবাস ।  
 জগতে অমূল্য বলি জানে হরিদাস ॥  
 তাই হরি চিরদাসে কর আশীর্বাদ ।  
 ভক্তজনে ভাল যেন বাসি ওহে নাথ ॥  
 দারা পুত্র ধন হতে ভক্ত পদধূলি ।  
 করেহে চুসন যেন বিশ্বাসিমণ্ডলী ॥

এই ভিক্ষা করি নাথ তোমার চরণে ।  
 প্রণিপাত করি হরি ভক্তিবৃক্ষমনে ॥

ভক্ত অঙ্গদকে গুরুপদে বরণ  
 এবং মহাত্মা নানকের  
 স্বর্ণারোহণ ।

ব্রহ্মের ইন্দ্ৰিতে, বুঝিলা প্রেরিত  
 শীঘ্র ভবধাম হতে ।

যাবেন চলিয়া, কার্য শেষ তাঁর  
 হইয়াছে এ জগতে ॥

হয়েছে বিলুপ্ত, বিধানমণ্ডলী  
 তাদের সেবার তরে ।

গুরু মনোনীত, হওয়া সমুচিত,  
 বুঝিলা নিজ অন্তরে ॥

সেনাপতি বিনে, সৈন্তদল কিহে  
 পারে কভু বুঝিবারে ?

মেঘবৃধ বল, রাখাল বিহনে,  
 পারে প্রাণ রাখিবারে ?

ব্রহ্মের আদেশ, বলি অজবেদে  
 প্রেরিত ভকত-বর ।

কিছু উপহার, \* প্রদানিষ্ঠাহারে  
 করিলেন নমস্কার ॥

শিখ-মণ্ডলীর, গুরু বলি তাঁরে  
 করিলা প্রেমে বরণ ।

প্রেরিতের তাব, তাঁর প্রণিপাত  
 হেরি অঙ্গদের মন ॥

লজ্জা ভয় হঃখে, হইল মলিন,  
 বলিলা ভকতবরে ।

\* মহাত্মা নানক অঙ্গদের সমক্ষে পাঁচটি  
 পরস্পর একত্রীকৃত রাখিয়া তাহাকে প্রণাম  
 করিয়া অঙ্গদকে বরণ করিলেন ।

একি ব্যবহার, বলহে তোমার,  
কেন নতি কর মোরে ?  
ভুলিয়া প্রেরিত, বলিলা তাঁহারে,  
জেনে লও নিজ তত্ত্ব ।  
আমার এ দেহ, তোমার শরীর,  
মম চিত্ত তব চিত্ত ॥  
এত বলি তিনি প্রিয় অঙ্গদেহে,  
করিলেন আলিঙ্গন ।  
নিজ সিংহাসনে, বসাইয়া তাঁরে  
করিলেন নিবেদন ॥  
মণ্ডলীর সবে, কর অঙ্গদেহে  
ভক্তিভরে প্রণিপাত ।  
পুত্রগণে ডাকি, বলিলা প্রেরিত,  
অতুল প্রেমের সাধ ॥  
স্থানান্তরে গিয়া, করহ বসতি,  
নতুবা বিরোধ হবে ।  
অনৈক্যের স্রোতে, বিধানমণ্ডলী  
একেবারে ডুবে যাবে ॥  
আহা কি মধুর, প্রেরিতজীবন,  
শিষ্য সনে আপনারে ।  
প্রেমে একীভূত, করিয়া নিরত,  
নিরত বিধি প্রচারে ॥  
ব্রহ্মপুত্র সৈন্য, দ্বাদশ শিষ্যের  
যথা পদ ধৌত করে ।  
বিধাস বিনয়, দেখালেন তবে,  
প্রেম-অমুরাগ-ভরে ॥  
মম রক্ত মাংস, করহ ভোজন,  
বলে প্রিয় শিষ্যগণে ।  
আপন চরিত, করিতে গ্রহণ,  
কহিলা আনন্দ মনে ॥

ভেষজি নানক, মণ্ডলীর হিত,  
অগতের পরিচয় ।

সাধিবার তরে, এ হেন প্রকারে,  
অঙ্গদে দিলা সম্মান ॥  
ওরে মুঢ় মন, দেখহ ভাবিয়া,  
বিধানে প্রেরিত জন ।  
অগতের বন্ধু, জীবের শিক্ষক  
আমার প্রাণরতন ॥  
হেন প্রিয়ধনে, বিধাসী মানব,  
সদা শ্রেষ্ঠ বলি জানে ।  
তাইতো তাঁহারে, ভকতি সম্মান  
করেন আপন জ্ঞানে ॥  
একদিন ভক্ত বলিলা ভৃত্যেরে  
পৃথিবীতে কাল মম ।  
হইয়াছে শেখ, যাব চলে আমি  
শীঘ্র পরলোকধাম ॥  
তুনি এ ব্যস্ততা, পুত্র \* পরিজন,  
পত্নী শিষ্য প্রতিবেশী ।  
আসিলেন সবে, দেখিতে ভকতে  
নিদারুণ হৃৎখে ভাসি ॥  
মুসলমানগণ, পীররূপে † তাঁরে  
হিন্দুগণ গুরু বলি ।  
করিত সম্মান, তাই তাঁরা সবে  
আসিলেন প্রেমে গলি ॥  
পরম বৈরাগী, প্রেমিক ভকত  
হরি-গত প্রাণ হার ।  
দেহের পতনে, হরকি কখন,  
তাঁহার শোক সঞ্চার ?  
সন্ধ্যাকালে যথা, বিহঙ্গমদল  
গাইয়া সানন্দ-প্রাণে ।

\* মহাত্মা নানকের দুই পুত্র—ঈশান ও  
নন্দী কাম ।

† মুসলমানের সাধু বা গুরুকে পীর বলেন ।

আপন কুলার, মহোৎসাহে ধার,  
 নাহি চার পিছু পানে ॥  
 শান্তি নিকেতনে, ব্রহ্মের সম্মুখে  
 বাইবারে তক্ত মন ।  
 বুঝি উল্লসিত, তাই মুখচন্দ্র,  
 হল হেন সুশোভন ॥  
 কোটী চন্দ্র যেন, বদনে প্রকাশি  
 ঢালিছে কিরণ-মালা ।  
 সে মুখচন্দ্রমা, অপরূপ শোভা  
 ধরিয়া হল উজালা ॥  
 ব্রহ্ম সংকীর্তন, শাস্ত্র-পাঠ, নাম  
 হইতেছে অবিরাম ।  
 হেরিলে সে দৃশ্য, প্রকাশে হৃদয়ে  
 দিব্য পরলোকধাম ॥  
 কর্ণক সেবক, শিখ প্রতিবেশী,  
 সবাচারে আনন্দীকৃত ।  
 করিল প্রেরিত আনন্দে মাতিয়া  
 হরে সঙ্গ অগ্রমাদ ॥  
 বলিলেন পরে, বিশ্বাসী সেবক  
 করহ স্থান লেপন ।  
 তহুপরি কুল, করিয়া স্থাপন  
 কর অস্ত্র আরোজন ॥  
 হইলে এ সব, পুত্রবর আসি,  
 বলিলেন করবোড়ে ।  
 গুহে পিতৃদেব, মোরা পুত্র ভব  
 কিন্তু তুমি লহিনারে ॥  
 উচ্চপদ দান, করিয়াছ দান,  
 মোদের কি হবে গতি ।  
 তলি তক্তবর, বলিলা সম্মুখে  
 দ্বাভা এক বিশ্বপতি ॥  
 এক ব্রহ্ম বিনে, উচ্চ পদ কানে  
 আর কার সাধ্য সাধি ।

অন্নমৃত্যু আদি, যার হস্তগত  
 তিনিই দ্বাভা গৌসাই ॥  
 অন্ন বস্ত্র লাগি, না ভাবিও বাছা,  
 অন্ন বস্ত্র গৃহে ভব ।  
 রহিবে প্রচুর, প্রভুর কৃপার,  
 লভিবে সব বিভব ॥  
 তোমারা আমার, মেহের সম্মুখ,  
 বাহারা আদর মন ।  
 করিবে সংসারে, তারা তোমাদেরে  
 আদরিবে অহুজ্ঞ ॥  
 আহা অহুপম, স্বার্থগতহীন,  
 বৈরাগ্য ভব তক্ত ॥  
 ব্রহ্মের আদেশ, করিতে পালন  
 মহ তুমি বিচলিত ॥  
 গুরুপদে তুমি, তক্ত লহিনারে  
 স্থাপিলা ব্রহ্ম-আদেশে ।  
 মণ্ডলীর হিত, জীবের কল্যাণ  
 সাধিলা তুমি অক্লেশে ॥  
 সব আরোজন, হইলে প্রস্তুত  
 দান করি তক্তবর ।  
 পদাশন করে, সববস্ত্র পরে  
 বলিলা কুল-উপর ॥  
 তাঁহার সম্মুখে, আসিতে সবারে  
 নিবেদিয়া প্রীত-মনে ।  
 সমাধিতে মগ্ন, হইয়া প্রেরিত  
 গেলা শান্তি-নিকেতনে ॥  
 পার্শ্ব জীবন, শেষ হল তাঁর  
 আহা কি মধুর ভাবে ।  
 জননীর কোলে, হালিমুরা মুখে  
 গেলা তালি শোক ভাষে ॥  
 জীবনমৃত্যু জন, তোমার মরণ  
 পারিবে বল হে অসমরণে ।

হাসিতে হাসিতে, ইহলোক হতে  
কে বল বাইতে পারে ?  
জীবনের লক্ষ্য, বিধান প্রচার  
তোমার মতন বল ।  
কে পারে সাধিতে, ওহে ভক্তবর  
ধাকি এই ধরাডল ॥  
তোমার মতন, হরি-প্রেমানলে  
কেবা আর কাঁপ দেয় ।  
সে অনলে পুড়ে, খাটি সোধ। বল  
আর কোন জন হয় ?  
ধন্ত দয়াময়, তব প্রেমলীলা,  
ধন্ত তব ভক্তনাথ ।  
ধন্ত সেই দেশ, বর্ধিত বেখানে  
তোমার দেব প্রসাদ ॥  
সহস্র বরষ পূরবে বেখানে,  
জানী আৰ্য্যঋষিগণ ।  
বৈদিক যুগের, অধিতীয় রূপে  
করিত তব পূজন ॥  
সে ব্রহ্মর্ষি দেশে, পুণ্য আৰ্য্যভূমে  
বিজয় নিশান তব ।  
হাসিলে আবার, কি কোশলে পুন  
ওহে নাথ তবধব ॥  
পাপের নিগড়ে, বন্ধা আৰ্য্যভূমি  
পৌত্তলিক অহুতানে ।  
মন্ত হিন্দুগণ, কেহ নাহি পূজে  
তোমারে অষ্টৈত জানে ॥  
ভারতের হরি, অধিতীয় ব্রহ্ম  
ভূমি ভারতের পতি ।  
ভারতের হৃৎ, করিবারে হৃৎ  
ভক্তসহ বিশ্বপতি ॥  
হুয়ে অধিতীয়, পবিত্র বিধান  
করিল। প্রেমে প্রচার ।

ভক্তের চরিত্র, জীব শিক্ষা ভরে  
আনিল। তবে আবার ॥  
তব সুধামাখ। পবিত্র চরিত্র,  
ভক্ত তাহার ছায়া ।  
তব প্রতিবিম্ব, পাড়িয়া ভক্তে  
উজলে তাহার কায়া ॥  
ভক্তসনে তুমি, নিত্য বিচরণ  
কর জীব-হিত লাগি ।  
ভক্ত মুখে তুমি প্রচার বিধান,  
কর সবে অনুরাগী ॥  
হেন ভক্তজনে, স্বর্গধামে যবে  
লয়ে যাও দয়াময় ।  
কত যে আনন্দ, হয় সেখা নাথ  
জান তুমি সমুদয় ॥  
মুণি ঋষিগণ, যোগী তপোধন  
স্বর্গবাসী নরনারী ।  
তোমার সন্তানে, আলিঙ্গন দানে  
আনন্দে লয়েন বরি ॥  
তব পাদপীঠ, হেরিয়া তাহার।  
নবাগত ভক্ত লয়ে ।  
তোমাতে হেরিয়া, তব বশোগীতি  
গান তাঁরা নিরন্তরে ॥  
কত যে আনন্দ, কত যে সান্ত্বনা  
কত আলিঙ্গন স্নেহ ।  
লভেন ভক্ত, তার পরিমাণ  
বলিতে কি পারে কেহ ?  
ওহে প্রেমময়, এ দীন সন্তান  
তোমার ভক্তের মত ।  
বিধানের কাজ, তোমার আদেশ  
পালি প্রভো বিধিত ॥  
তব হস্তে প্রাণ, করি সমর্পণ  
করে চিত্ত সমাহিত ।

ত্যজি এই দেহ, তব পুণ্যধামে  
 যেতে কি পারিবে নাথ ?  
 হেন ভাগ্য হরি, হবে কি আমার  
 তব প্রেম-নিষ্কতনে ।  
 দেখিয়া তোমারে, ভক্তদল সহ  
 বিকাব তব চরণে ॥  
 তব পদে শির, করিয়া স্থাপন  
 ভক্ত পদগুলি লয়ে ।  
 প্রাণ-প্রিয়জনে, লইয়া সকলে  
 রহিব তব আলয়ে ॥  
 পাপী দীনহীন, কাক্সাল সন্তানে  
 কর হেন আশীর্বাদ ।  
 নানকের মত, ইহ-পরকালে  
 লভিহে তব প্রসাদ ॥  
 ভক্তের মতন, শ্রেয়সিক জীবন  
 বিশ্বাস নিষ্ঠা ভক্তি ।  
 দাও দয়াময়, যেন এ হৃদয়  
 লভে তব পদে রতি ॥  
 এই তিষ্ঠা করি, মোরা ওচরণে  
 করি নাথ প্রণিপাত ।  
 পাতকী সন্তানে, করুণা করিয়া  
 কর কর আশীর্বাদ ॥

এই বিধানের বিশেষত্ব ।

হিমালয় পর্বতের পশ্চিম উত্তরে ।  
 শিথিয়া \* প্রদেশে শোভে শৈলের মাঝারে ॥  
 আৰ্য্যজাতি নরনারী সে আদিম ভূমে !  
 করিত বসতি সদা আনন্দ উগ্রমে ॥  
 গিরি হতে নদীশ্রোত বহিরা যেমন ।  
 নানা দিকে সমুদ্রেতে করয়ে গমন ॥

তেমতি শিথিয়া হতে আৰ্য্যজাতিগণ ।  
 উরোপ \* ভারত আদি দেশে অগণন ॥  
 বাস করিবারে গেলা ত্যজি জন্মস্থান ।  
 উড়িগ সর্বত্র আহা আৰ্য্যের নিশান ॥  
 প্রথমেতে পঞ্চাবের নদ নদী-তীরে ।  
 আৰ্য্যগণ বাসভূমি করিলা আদরে ॥  
 ব্রহ্মধি প্রদেশ বলি সে দেশ জগতে ।  
 পরিচিত সমাদৃত ছিল নানা মতে ॥  
 তথা হইতে আৰ্য্যাবর্ত দাক্ষিণাত্য আদি ।  
 নানা স্থানে আৰ্য্যগণ করিলা বসতি ॥  
 প্রাথমিক আৰ্য্যগণ দীর্ঘদেহধারী ।  
 সুন্দর ধবলকান্তি প্রমুক্ত বিহারী ॥  
 মহাবীর বলবান্ স্বাধীন সুবেশ ।  
 ব্রহ্মপরায়ণ জ্ঞানী তেজস্বী বিশেষ ॥  
 ঋক্ সাম আদি বেদ ঋষিগণ প্রাণে ।  
 ব্রহ্মের কৃপার ব্যক্ত হয় ত্রই স্থানে ॥  
 ব্রহ্মসত্তবে সামগানে এই পুণ্য স্থান ।  
 কেমন পবিত্রভাবে হত শোভমান ॥  
 ভারতীয় আৰ্য্যদের হেন প্রিয়ভূমি ।  
 জগতে দ্বিতীয় বল দেখেছ কি তুমি ?  
 কালক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান হইল মলিন ।  
 মূর্তিপূজা আৰ্য্যভূমে ব্যাপে অল্পদিন ॥  
 নিরাকার জ্ঞানময় শ্রীহরিয়ে ভুলে ।  
 আৰ্য্যগণ পূজে নানা মূর্তি কুতূহলে ॥  
 এদিকে মমীনগণ † অদম্য বিক্রমে ।  
 পশিলেন দলে দলে পুণ্য আৰ্য্যভূমে ॥  
 অদ্বিতীয় শ্রীহরির পবিত্র নিশান ।  
 লয়ে তাঁরা আৰ্য্যভূমে হল্য আশ্রয়ান ॥  
 বিজাতীয় ব্রহ্মবাদ ভারত সন্তান ।  
 গ্রহণ করিতে নহে কতু বদ্বয়ান্ ॥

\* অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মত যে  
 শিথিয়া আৰ্য্যগণের আদিম নিবাস ছিল ।

\* ইউরোপ ।

† মূলবাদানুযায়ী ।

বিশেষতঃ বাবনিক আচার ব্যতীত ।  
 করিত ভারতবাসী যুগে এ সংসারে ॥  
 ভারতের স্পর্শমি এ এক ব্রহ্মবাদ ।  
 বিশ্বাসীর প্রিয়ধন ব্রহ্মের প্রসাদ ॥  
 হেন রহ সঙ্কল্প করিবার তরে ।  
 শ্রীহরি ভক্ততরে পাঠান সংসারে ॥  
 হিন্দু আর মুসলমান উভয় বিধান ।  
 উপাঙ্গ পরম ব্রহ্ম বিদিত ভুবনে ॥  
 সাত্ত্বিক আচার রক্ষা করিয়া জীবনে ।  
 দুই ব্রহ্মবাদ এক করি সমতনে ॥  
 ভক্তিযোগে নিরাকার শ্রীহরি-চরণে  
 করিবে বিশ্বাসিগণ আনন্দে ধারণ ॥  
 এই পথে হিন্দু আর মুসলমানগণ ।  
 লভিবে ভারত মার্কো অপূর্ণ মিলন ॥  
 এই হেতু দয়াময় ভক্ত নানকেরে ।  
 নূতন বিধান দিয়া পাঠান সংসারে ॥  
 আধ্যাত্মিক মূলধন ব্রহ্মদরশন ।  
 অন্তরে বাহিরে সদা শুদ্ধতা-সাধন ॥  
 বেহ মন প্রাণ সব শুদ্ধ করি লয়ে ।  
 যোগ-ভক্তিজ্ঞানে আধ্যাত্ম হেরে প্রাণময়ে ॥  
 মহামুখী ধর্ম হর বিশ্বাস-প্রদান ।  
 অগতের অষ্টা পাতা ব্রহ্ম হুমহান ॥  
 ব্রহ্ম প্রভু ব্রহ্ম রাজা ব্রহ্ম সখা হন ।  
 বিশ্বাসী করেন তাঁর আদেশ পালন ॥  
 ব্রহ্ম সেনাপতি আর বত মুসলমান ।  
 তাঁহার বিশ্বাসী সৈন্য অতি বলীয়ান ॥  
 এক আত্মা বিনা তাঁরা কিছু সাহি মানে ।  
 মধ্য বস্ত্র বন ব্রহ্ম-আদেশ-পালনে ॥  
 বিদ্যাকার অংশুদীন অনন্ত জীবনে ।  
 অর্জনা বহুলা করে মরীচিকায় ॥  
 করিত বেবতা, অতি কিসা প্রতিমা ॥  
 পুণ্য সাহি করে কহু মুসলমানের ॥

দুট একেবরবাদী মুসলমানগণ ।  
 ধর্ম প্রাণ শুদ্ধাচারী হিন্দু অনুক্ষণ ॥  
 এই দুই ভিন্ন ভাব কপির মিলন ।  
 নানক-চরিত্র হরি করিণা গঠন ॥  
 পৌত্তলিক ভাবে আর মূর্তি পূজনে ।  
 অবনত অর্থা জাতি ভারত-ভুবনে ॥  
 কিস মুসলিমিক ভাব হিন্দুর জন্মে ।  
 জাগিছে নীরবে আহা সকল সময়ে ॥  
 প্রাণিহত্যা কুভোজন ইন্দ্রিয়-বিলাস ।  
 এ সব ব্যাপারে নাই হিন্দুর প্রিয়াম ॥  
 হিন্দুর সাত্ত্বিক ভাব, ইছলাম বিশ্বাস ।  
 এই দুই উপাদানে হরি শ্রীনিবাস ॥ \*  
 স্বজি ভক্ত নানকেরে মিলনের তরে ।  
 পাঠাইলা দয়াময় ভারত ভিতরে ॥  
 নিরামিষ-ভোজী শাস্ত্র যোগ-ভক্তিযুত ।  
 গেমিক বৈরাগী জ্ঞানী গৃহস্থ সুভূত ॥  
 আধ্যাত্মিক সাধু একেবরবাদী ।  
 পৌত্তলিক-গন্ধর্ভীন শুদ্ধ আয়বাদী ॥  
 ছিলেন ভক্ততর, ব্রহ্ম সনাতনে ।  
 হেরিতেন জ্ঞান প্রেম বিশ্বাস নয়নে ॥  
 মহামুখ প্রায় তিনি ব্রহ্মের আদেশ ।  
 জনিতেন অনুদিন করিয়া বিশেষ ॥  
 সেট বাণী শ্রবণ অতি সমাদরে ।  
 লিখিয়া রাখিত সদা পুস্তক আকারে ॥  
 ব্রহ্মবাদী পূর্ণ সেই গ্রন্থ হুমহান ।  
 নীরবে ঘোষিছে এই নবীন বিধান ॥  
 এইরূপে এ বিদানে হিন্দু মুসলমান ।  
 মিলাইতে করে বত ভক্ত হুমহান ॥

\* শ্রীনিবাস—মুখ্যমৌলব্যাধির আকর বিদ্যা  
 তিনি শ্রীনিবাস ।

+ শ্রবণ প্রায় সাধন বলিয়া এই গ্রন্থকে  
 বিশেষ দৃষ্টি করবে ।

এ বিধানে একমাত্র নিরাকার হরি ।  
 জীবের উপাশ পূজ্য ছদ্মবিহারী ॥  
 তিনিই জীবের গুরু পথপ্রদর্শক ।  
 তিনি উপদেষ্টা বন্ধু জগতপালক ॥  
 তাঁহার শরণ নিলে জীব সমুদায় ।  
 অনার্যাসে মুক্তি লভি স্বর্গধামে যায় ॥  
 শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান সনে সাত্ত্বিক আচার ।  
 নব একেশ্বরবাদ করিলা প্রচার ॥  
 দলে দলে হিন্দু আর মুসলমানগণ ।  
 প্রেমভরে এ বিধান করিল গ্রহণ ॥  
 এই ভাবে দুই ধর্ম-বিধান ভিতরে ।  
 মিলনের সূত্রপাত হল এ সংসারে ॥  
 যত হরি অপরূপ তোমার বিধান ।  
 হেরিয়া তোমার লীলা মুগ্ধ হয় প্রাণ ॥  
 কত রঙ্গ কর মাগো, তব রঙ্গ হেরি ।  
 বিমোহিত হয়ে থাকি আপন পাসরি ॥  
 জীবের কল্যাণ তুমি করিতে সাধন ।  
 কত ভাবে কর তুমি বিধান প্রেরণ ॥  
 দেশের জীবের ভাব অবস্থা নিচয় ।  
 দেখি উপযোগী বিধি দেহ দয়াময় ॥  
 এইরূপ কত লীলা, কত না বিধান ।  
 নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে তুমি কর ভগবান্ ॥  
 তোমার বাহনরূপে কত না ভকত ।  
 প্রচারেন তব বিধি ভবে অবিরত ॥  
 তাই ওহে লীলাময় তোমার চরণে ।  
 এই ভিক্ষা করি হরি বিনত-বদনে ॥  
 ভক্ত নানকের যোগে সে পুণ্য বিধান ।  
 প্রকাশিলা আর্ধ্যভূমে ওহে ভগবান্ ॥  
 সে বিধি পারি হে যেন করিতে গ্রহণ ।  
 চিরদাস তব পদে করে আকিঞ্চন ॥  
 বালা হতে হিন্দু আর মুসলমানগণে ।  
 মিলাইতে আর্ধ্যভূমে প্রেমের বন্ধনে ॥

যে বাসনা এ ছদ্ময়ে করেছ সকার ।  
 পূর্ণ কর দয়াময় সে ভাব আমার ॥  
 যেন দুই মহাজাতি নতন বিধানে ।  
 একীভূত হয়ে যায় প্রেমের মিলনে ॥  
 এক নিরাকার ব্রহ্মে পূজে যেন সবে ।  
 মূর্তিপূজা কভু আর নাহি রয় ভবে ॥  
 আর্ধ্যের সাত্ত্বিকাচার যোগ ভক্তি জ্ঞান ।  
 একেশ্বরবাদ সনে মিলায়ে, মহান্ ॥  
 একজাতি রূপে নাথ, হিন্দু মুসলমানে ।  
 পরিণত কর হরি নিজ কৃপাশ্রমে ॥  
 অংশিবাদ মূর্তিপূজা কর বিদূরিত ।  
 অসাত্ত্বিক স্বৈচ্ছাচার হৌক অপগত ॥  
 একমেবাদ্বিতীয়ং ধনি হুমতান্ ।  
 উঠুক ভারত মাঝে ওহে ভগবান্ ॥  
 মতভেদ জাতিভেদ সম্প্রদায়ভেদ ।  
 অপ্রেম অনৈক্য পাপ ভীকৃত্য বিচ্ছেদ ॥  
 নাচি যেন রচে হেথা ওহে দয়াময় ।  
 সর্বত্র হউক তব বিধানের জয় ॥  
 এই ভিক্ষা করি নাথ, তোমার চরণে ।  
 প্রণিপাত করি মোরা ভক্তিবুদ্ধ-মনে ॥

## উনত্রিংশ লহরী ।

ভক্তি-বিধানের অগ্রদূত ভক্তসাধু  
 মহাত্মা হরিদাস ।

বিধানের মহালীলা আরম্ভের আগে ।  
 অগ্রদূত ভক্তগণ আসে অনুরাগে ॥  
 অদূরে বসন্ত হেরি কোকিলাদি কত ।  
 সুকণ্ঠ বিহগ বত হয় সমাগত ॥  
 ক্রমে বিকশিত হয় বসন্ত মুকুল ।  
 ক্রমশঃ ফুটিতে থাকে নানা জাতি ফুল ॥

সেইরূপ বিধান-বসন্ত-সমাগমে ।  
 পূর্বরাগরূপে এই ভবরূদ্দাবনে ॥  
 আসিয়া তকতপিক বিধানবারতা ।  
 ঘোষণে আনন্দমনে জগতে সর্বথা ॥  
 অভিনয় আরম্ভেতে যথা নটগণ ।  
 অভিনয় সমাচার করেন ঘোষণ ॥  
 তেমনি দয়াল হরি ভবরঙ্গভূমে ।  
 পাঠান তকতচয়ে নিভৃষিয়া প্রেমে ॥  
 শ্রীশৈলার আগে যথা সন্ন্যাসী জোহন ।  
 স্বর্গরাজ্য-সমাগম করিলা কৌতুহ ॥  
 সেইরূপ ভাবময় ভক্তির বিধান ।  
 প্রচারের আগে হরিদাসে ভগবান ॥  
 পাঠালেন বঙ্গভূমে অগ্রদূত করি ।  
 বাজিল ভারতে পুন বিধানের ভেরী ॥  
 পবিত্র রহস্যময় তকতচরিত ।  
 শ্রীহরির লীলামাধা প্রেমেতে পূরিত ॥  
 বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার তরে ।  
 পাঠালেন তেন জনে শ্রীহরি সংসারে ॥  
 শুনিয়াছি "ইতিহাস রথচক্র প্রায় ।  
 পুনঃ পুনঃ সমাগত হয় এ ধরায়" ॥ \*  
 পূর্ববর্তী সাধুদের চরিত্র ভূষণে ।  
 সাধাইয়া লীলাময় নব ভক্তগণে ॥  
 বারে বারে ধরাধামে করেন প্রেরণ ।  
 তাঁহার পবিত্র বিধি করিতে ঘোষণ ॥  
 পূর্ববর্তী ভক্তগণে ভুলিতে না পারে ।  
 এট হেতু স্বাভাবিক নিয়মে সংসারে ॥  
 পূর্ব ভক্তভাবে হয়ে জীবনে রঞ্জিত ।  
 অভিনয় ভক্তবল হয় সমাগত ॥  
 বিশ্বাস ভক্তিতে আহা প্রজ্ঞাদের প্রায় ।  
 আসিলেন হরিদাস ত্রৈলোক্যের স্থায় ॥

সংসার-শাশানে পুনঃ বিশ্বাসের কূল ।  
 কুটিয়া ভকতরূপে করিল আকূল ॥  
 বহিল ভারতে পুনঃ মলয়পবন ।  
 আলোকিত হল পুনঃ আঁধার গগন ॥  
 বিশ্বাস ভক্তির ভেরী ভারতে বাজিল ।  
 শ্রীচরিত্রপায় মৃত জীবন পাইল ॥  
 ভকতের স্থানময় পবিত্র জীবন ।  
 বিমোহিত করিলেক সবে অনুক্ষণ ॥  
 আশার হিলোল ভবে বহিল আবার ।  
 ধরে বঙ্গ নবভাব কিবা চমৎকার ॥  
 এ হেন ভক্তের কথা ওহে লীলাময় ।  
 লনাটয়া এ পাপীর ঘৃণাও সংশয় ॥  
 ভকতচরিত যদি না বুঝাও মোরে ।  
 কেমনে বুঝিবে পাপী থাকি পাপঘোরে ॥  
 তাই হে বিশ্বাসী হরিদাসের জীবন ।  
 প্রকাশ আমার প্রাণে অধমভারণ ॥  
 এট ভিক্ষা করি নাথ, তোমার চরণে ।  
 প্রণিপাত করি হরি ভক্তযুক্ত-মনে ॥

বিশ্বাসী ভক্ত হরিদাসের জীবন,  
 সাধন এবং প্রচার ।

বীরভূমি যশোহরে, বুড়ন' পল্লি ভিতরে  
 জন্মলাভ করিলা তকত ।  
 মুসলমানকূলে তিনি, জনমিয়া এ ধরণী  
 সমুজ্জ্বল করিলা নিয়ত ॥  
 হিন্দু মুসলমান যবে, অনৈক্য বিবাদ ভাবে  
 ঘৃণা করে একে অপরেরে ।  
 হিন্দু মুসলমান যবে, ছায়া-স্পর্শে ঘৃণা করে  
 তারা বলে কাকের হিন্দুরে ॥  
 ভারতের এ চরিত্রে, দয়াময় ভক্তজনে  
 বঙ্গভূমে করিলা প্রেরণ ।



অশেষ করহ বসি, তব বাহা এই নিশি  
হতে পারে অবশ্য পূরণ ।  
তুনিয়া পতিভা নারী, কাটাইল বিভাবরী  
ভকতের কুটির সদন ॥  
ভক্তসহবাসে তার, ক্রমে টুটে মোহভার  
সেও নাম করিল গ্রহণ ।  
ক্রমে নিশি ভোর হল, ভক্ত তারে বলিল  
কোটা নাম জপ সমাপন ॥  
হইবে কাল আমার, আসিবে তুমি আবার  
তুনি নারী চলি গেল স্বরে ।  
সজ্জাকালে পুনঃ এসে, বসিলা কুটির পাশে  
আশাবিত অনন্দ অহরে ॥  
এদিকে ভকতজন, সদা জপে নিমগন  
বাহুজ্ঞান নাহিক তাঁহার ।  
ভকতের ভাব হেরি, ভ্রষ্টা কলঙ্কিনী নারী  
সচেতন হইল এবার ॥  
বসিলে অগ্নির পাশে, তার তেজ দেহে পশে  
তপ্ত করে শরীর যেমন ।  
একাগ্রে বরফ রাশি, তপন-কিরণে মিশি  
গলে হয় জলের মতন ॥  
কাল লৌহ লাল হয়, অনল যত্নপি তার  
একবার করয়ে প্রবেশ ।  
সমল অঙ্গার কণা, সবে বারে করে ঘূর্ণা  
সেও ধরে অগ্নিময় বেশ ॥  
সেইরূপ সাধুসঙ্গে, পাপীর মলিন অঙ্গে  
পুণ্য তেজ হয়ে বিকীরণ ।  
পাপ তৎক্ষণে দূর করে, জীবের ত্রিভাপ হয়ে  
পণ্ড হয় ব্রহ্মের নন্দন ॥  
ব্রহ্মরূপা সাধুসনে, বিহরিছে নিশিদিনে  
ব্রহ্ম-পুণ্যে সাধুর জীবন ।  
সদা পরিপূর্ণ হয়, তাই পাপভাপ তার  
দূর তাহে বসে অরূপ ॥

পাপী পৃথিবীর ভার, বহে সাধু অনিবার  
মর্তে সাধু ব্রহ্ম-প্রতিনিধি ।  
ব্রহ্মে সাধু সঙ্কীর্ণিত, পাপীতে সাধু শোণিত  
এ সংসারে বহে নিরবধি ॥  
সাধুহীন এ সংসার, মরুভূমি হুনিবার  
একমাত্র মৃত্যুর নিদান ।  
মানব পিশাচ হয়ে, নৃত্য করে নিরন্তরে  
মহা লুই \* হয় বহমান ॥  
মৃতজন প্রাণ পায়, সাধুসঙ্গে এ ধরায়  
সাধুজন ব্রহ্মের করুণা ।  
হেন করুণার স্রোতে, স্নান করে এ জগতে  
দূরে যায় পাপের ষাটনা ॥  
ব্রহ্ম-করুণার ফলে, সাধুসঙ্গ ধরাতলে  
লাভ হয় জীবের নিয়ত ।  
সাধুর হৃদয় দিয়া, ব্রহ্মরূপা বাহিরিয়া  
নাশ করে পাপ তাপ ষত ॥  
নির্মল দর্পণ প্রায়, সাধুগণ এ ধরায়  
শ্রীহরির চরিত্র সুন্দর ।  
সাধুতে প্রকাশ হয়, হেরি তাহা জীবচর  
হরিপ্রেমে মজে নিরন্তর ॥  
নির্মল সলিলপ্রায়, পরকাল দেখা যায়  
সাধুর চরিত্র-সরোবরে ।  
জীবের উদ্দেশ্য গতি, আশ্রয় সব নিয়তি  
ব্যক্ত হয় মানব অন্তরে ॥  
সাধুজনে দেখাইয়া, বলেন শ্রীহরি গিয়া  
সংগোপনে পাপীর হৃদয়ে ।  
“তুইতো আমার ছেলে, তবে কেন বলি ভুলে  
সংসারের মোহেতে মজিয়ে ?

\* আত্মিকার একাগ্রে মরুভূমিতে সু নামক  
এক একার বিবাক্ত বায়ু সময় সময় অব্যাহত  
হয়। তাহা বহীতে সাধিব্যাক্ত করিব্যাক্ত বৃত্ত  
হয়।

যুগে যুগে তোর তরে, আমি সাধু তকতরে  
 এজগতে করি যে প্রেরণ।  
 তোর ভাই সাধুজন, তবে তুই কি কারণ  
 পাপ ভাপে রহিস মগন ॥  
 আমারে অদর্শ করি, সাধুতনে অনুসরি  
 হ'রে জীব তাদের মতন।  
 আমি লয়ে সবাকারে, শুদ্ধ করি এ সংসারে  
 স্বর্গরাজ্য করিব স্থাপন ॥  
 ধন্য সাধুদের গতি, তুমি হরি প্রাণপতি  
 ধন্য তব কৌশল অপার।  
 আপন চরিত্র দিয়া, সাধুজনে নির্মাণিয়া  
 কর তুমি জীবের উদ্ধার ॥  
 দুষ্টাস্ত না হলে নর, হয় না ধর্মো তৎপর  
 তাই সাধুজনে আনি হরি।  
 দুষ্টাস্ত দেখায়ে সবে, উদ্ধার করহ তবে  
 কিবা দয়া আহা মরি মরি ॥  
 হেন সাধুসঙ্গ গুণে, নারীর মলিন মনে  
 অনুতাপ হইল উদয়।  
 ব্রহ্মের কৃপাপ্রসূত, অনুতাপ দেবদূত  
 করিল নারীর পাপক্ষয় ॥  
 দুক্লিণ পাপিনী মনে, পাপের দাবদহনে  
 জলিতেছে জদয় তাহার।  
 ভুলি ব্রহ্ম বিশ্বভূপে, বুবেছে পাপের কূপে  
 পাপেতে হয়েছ ছারখার ॥  
 স্বর্গবাসী ব্রহ্ম-কন্তে, নরকে কিসের জন্তে  
 রহিয়াছ হেথা নিপতিত।  
 এই বলি হরি তারে, উঠাউলা করে ধরে  
 নারী এবে হল। আগরিত ॥  
 রোষিল পাপের স্রোত, জনমিল পাপবোধ  
 চলিল গেল দুর্দান্ত সকল।  
 দেবন বায়ু ভাঙলে, পলায় বেধ গগনে  
 সেইরূপ গেল রিপুল ॥

হইয়া নির্মল মন, ধরিয়া সাধু চরণ  
 কান্দে নারী অনুতাপ তরে।  
 পাপীরে উদ্ধার কর, ওহে সাধু তকতর  
 মহাপাপী আমি এ সংসারে ॥  
 বলিলেন হরিদাস, তোমার উদ্ধার আশ  
 করিয়া ছিলাম এইখানে।  
 নতুবা এখান হতে, যাইতাম অশ্রু পথে  
 কি কাজ ভেটিয়া প্রলোভনে।  
 যদি প্রায়শ্চিত্ত চাও, আপনার ধন দাও  
 ব্রাহ্মণ দারদ্র জনগণে।  
 সর্বদ্বৈত্যাগ করি, পতিতপাবন করি  
 রত হও সেনাম সাধনে ॥  
 এই কথা বলি তারে, গেলা তকতানাস্তরে  
 এলিকে সে অনুতপ্তা নারী।  
 ত্যজিয়া সকল ধন, করিয়া শিরোমুণ্ডন  
 হয়ে ব্রহ্মকৃপার ভিখারী ॥  
 এক বহ্না হয়ে তিনি, কুটির দিবারজনী  
 বসিয়া সাধেন হরিনাম।  
 সেট দৃশ্য দেখোপম, দেখিলে জদয় মম  
 হরি-প্রেমে মজে অবিরাম ॥  
 নরকের কাট প্রায়, যেজন সদা ধরায়  
 পাপপকে ছিল মগ্ন হয়ে।  
 আপন রূপ ধোবন, করি বিক্রী অনুক্ষণ  
 বিষপান করে নিরন্তরে ॥  
 যথা মৃত্যু রোগ পাপ, অজ্ঞান দুঃখ প্রলাপ  
 প্রাণহর আমোদ নিয়ত।  
 মানবে নরক ঘোরে, রাখে নিমগন করে  
 জীব করে প্রেতে পরিণত ॥  
 হেন স্থান হতে হরি, আনিলে কৌশল করি  
 তোমার একটা কন্ডাধনে।  
 অপার করুণা গুণে, মিলাইয়া সাধুসনে  
 বাচাইলা তাহারে জীবনে ॥



পরম বিশ্বাসী ভক্ত অধৈত পণ্ডিত ।  
 বিপ্রকুলজাত জ্ঞানী ধরমে মণ্ডিত ॥  
 হরিদাসে দেখি তিনি মগন ন মনে ।  
 আদর করেন 'নতা নিজ-জন-জ্ঞানে ॥  
 নীচজাতি হরিদাস, আপন ব্রাহ্মণ ।  
 অধৈত এ ভ্রাতৃ বুদ্ধি দিয়া বিসর্জন ॥  
 লোকাচার বেদাচার করিয়া লঙ্ঘন ।  
 পিতৃশ্রদ্ধ-পিণ্ড \* তাঁরে করেন অর্পণ ॥  
 অধৈতেরে বলিলেন ভক্ত হুজন ।  
 বড়ই আশ্চর্য দেখি তব আচরণ ॥  
 "স্থপিত বনন আমি, তুমি বিপ্রোত্তম ।  
 প্রত্যহ আমারে দাও অন্ন অনুপম ॥  
 কুলীন সমাজে তব নিত্য অবস্থিতি ।  
 নাই কি হৃদয়ে তব কিছুমাত্র ভীতি ॥  
 আপনার আশ্রয়কা বাচ্য হতে হয় ।  
 উচিত তোমার করা সকল সময় ॥"  
 শুনিয়া অধৈত তাঁরে বলিল বচন ।  
 "একবার করাটলে তোমাতে ভোজন ॥  
 কোটি বিপ্র ভোজনের ফলগত হয় ।  
 নাহি কি ইহাতে আর কখন সংশয় ॥"  
 বস্ত্র ওহে সীতানাথ † সাধু-সমাদর ।  
 জানহ প্রকৃত তুমি সংসার ভিতর ॥  
 বিষধর সর্প প্রায় জাতিভেদ হবে ।  
 বঙ্গ-জননীয়ে গ্রাস করেছিল তবে ॥  
 অন্তমাত্র সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন ।  
 করিলে হইত হবে সমাজে বর্জন ॥

\* হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পিতৃশ্রদ্ধের পিণ্ড সদা-  
 চারপাশে বৈদ্য ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিতে হয় ।

† সীতানাথ :—মহাত্মা অধৈত সীতানাথ  
 নামেও পরিচিত ছিলেন । তাঁহার সহধর্মিনীর  
 স্মৃতি বীতাহিন ।

হেন হুঃসমনে তুমি লোকাভীত জ্ঞান ।  
 দেখাইলে বঙ্গভূমে ওহে মতিমান ॥  
 পরম প্রেমিক তুমি হরিদাস প্রাণ ।  
 প্রেমিকের সহ তব নাহি তেদজ্ঞান ॥  
 "ভগবদ্ভক্ত জন শূদ্র কত নর \* ।  
 পরম ভ্রাত্বেয় তিনি ভাপবত হয় ॥  
 কিন্তু সর্ববর্ষে বৈত চরিত্ত-চীন ।  
 অতি হীন শূদ্র বলে জেন চিরদিন ॥"  
 এষ্ট মতাত্ত্ব তুমি করিয়া সাধন ।  
 জীবনের ব্যবহারে কর প্রদর্শন ॥  
 যেন তব প্রিয়তম বঙ্গবাসী জন ।  
 তোমার দৃষ্টান্ত সদা করিয়া গ্রহণ ॥  
 সাধুজনে তোমা হেন করয়ে সম্মান ।  
 হেন আশীর্বাদ তুমি কর মতিমান ॥

আচার্য্য অধৈত আর ভক্ত হরিদাস ।  
 কিছুদিন এক সঙ্গে করিলেন বাস ॥  
 পণ্ডিত আচার্য্য ভক্তে নানা শাস্ত হতে ।  
 ভক্তিতত্ত্ব শুনাটিল প্রেমানন্দে মেতে ॥  
 দুই জনে চরিকথা করি আশ্বাদন ।  
 হরি প্রেমানন্দে সদা র'তেন মগন ॥  
 চরিত্রেমে পরিপূর্ণ দোঁচার ছন্দর ।  
 তাই দুই জনে আহা হেন প্রীতি হয় ॥  
 সংসারে স্বার্থের আশে যে প্রীতিবন্ধন ।  
 চিরস্থায়ী সুখকর নহে তা কখন ॥  
 দর্শনালব্ধিত মুক্ত জনবিন্দু প্রায় ।  
 সংসার-জাত-তাণে শুধাইয়া যায় ॥  
 কিন্তু যে প্রেমের ভিত্তি শ্রীহরির প্রীতি ।  
 কত না লভয়ে উহা সংসারের পতি ॥  
 সুপতীর সুনির্মল সরোবর প্রায় ॥

\* "ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্ত্যভ্যুপগম্যন্তোত্তমাঃ ।  
 সর্ববর্ষেহু তে শূদ্রা যেন ভক্তা জনাধিনে ।"

শ্রীমদ্রিলীশাসনসম্বলিতম্ ।

সমভাবে শীত গ্রীষ্মে সতত ধরায় ॥  
মানবের তৃপ্তিদান করে অক্ষয় ॥  
স্বর্ণেও সে বন্ধন না হয় ছেদন ॥  
হেন সুমধুর প্রেমে তরু হুই জন ॥  
ব্রহ্ম-কৃপাঞ্জে ভবে লভিলা মিলন ॥  
বেন মোরা তরুসনে এই ভাবে মিশি ॥  
করি ভক্তি আশ্রয়ন ব্রহ্ম-কোলে বসি ॥  
হেন আশীর্বাদ হরি কর আমাদের ॥  
তব পদে এই ভিক্ষা বাচিছে কাতরে ॥

হরিন্দাস চান্দপুরে হল উপনীত ॥  
বঙ্গদেশে সে নগর অতি সুবিদিত ॥  
গোবর্দ্ধন হিরণ্য নামেতে দুই ভাই ॥  
ধনী জমিদার সেবা রহেন সদাই ॥  
সদাচার-পরায়ণ বদান্ত উদার ॥  
সাধুতে তাঁদের প্রীতি অতি চমৎকার ॥  
হরিন্দাসে দুই ভাই ব্রাহ্মণের মত ॥  
করিলেন ভক্তিনতি সমাদর কত ॥  
তরুমুখে নামের মাহাত্ম্য শুনিবারে ॥  
হইল বিরাট সভা তাঁদের আগারে ॥  
অনেক পণ্ডিত জ্ঞানী ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥  
করিলেন আগমনে সভা শ্রোতন ॥  
পরিপূর্ণ সন্তোষন সজ্জন বিদ্বানে ॥  
তার মাঝে শোভে হরিন্দাস ভক্তিগুণে ॥  
বিনীত দীনাত্মা সাধু ভকত-প্রবর ॥  
ত্বণের মতন নীচ শুদ্ধ মনোহর ॥  
ব্রহ্মবাদী তরু ঋষি হরিন্দাস-বেশে ॥  
আর্য্যভূমে পুনঃ বেন সমুদিত এসে ॥  
সেই ঋষিতাব শাস্তি ঋষির বিনয় ॥  
তরুমুখচন্দ্রিমায় ব্যক্ত অশ্রিয় ॥  
হরিনাম-প্রসঙ্গ উঠিল সভাস্থলে ॥  
নানাজনে সমতত্ত্ব নানা ভাবে বলে ॥  
কেহ বলে হরিনামে পাপক্ষয় হয় ॥

কেহ বলে হরিনামে মুক্তি মিলয় ॥  
অবশেষে হরিন্দাস গদগদ হয়ে ॥  
নামের মাহাত্ম্য কহে অনন্দ-জন্মরে ॥  
“হরিন্দাস কহে নামে হেন কণ হয় ॥  
নামফলে হরিপদে প্রেম উপজয় ॥  
আনুযায়ী ফল তাহে মুক্তি পাপনাশ ॥  
তাহার দৃষ্টান্ত যথা সূর্য্যের প্রকাশ ॥  
হরিন্দাস কহে যথা সূর্য্যের উদয় ॥  
উদয় না হতে হয় তমোরাশি ক্ষয় ॥  
চোর-প্রেত-রাক্ষসাদি-ভয় হয় নাশ ॥  
উদয়েতে ধর্ম্ম কর্ত্ত মঙ্গল প্রকাশ ॥  
ঐক্য নামারম্ভে পাপআদি ক্ষয় ॥  
উদয়েতে হরিপদে হয় প্রেমোদয় ॥  
নামের যথার্থ তত্ত্ব অতি সুধা-সর ॥  
তকতের মুখে শুনি পণ্ডিত-নিচয় ॥  
আর যত সমাগত দর্শক সকল ॥  
হইলেন পুলকিত আনন্দে বিহ্বল ॥  
কিন্তু সভামাঝে ছিল লোক একজন ॥  
বিপ্রকুলজাত কিন্তু অতি অভাজন ॥  
সবাবের ভৃত্য সেই অতি অভিমানী ॥  
পদের পৌরবে ক্ষীত অভক্ত অস্ত্রানী ॥  
হরিন্দাস-বাক্যে বেন তাহার হৃদয় ॥  
বৃশ্চিক-দংশন প্রায় হল হঃখময় ॥  
“ক্রুদ্ধ হয়ে বলে সেই সরোষ বচন ॥  
ভাবুক-সিদ্ধান্ত শুন সুপণ্ডিতগণ ॥  
কোটজন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি না পায় ॥  
এই কহে নামাত্মা সেই মুক্তি হয় ॥  
হরিন্দাস কহে কেন করহ সংশয় ॥  
শাস্ত্র কহে নামাত্মায়া মুক্তি হয় ॥  
ভক্তি-সুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয় ॥  
অতএব তরুগণ মুক্তি না ইচ্ছয় ॥

\* তরু বৈষ্ণবগণ মুক্তির অতি তুচ্ছ জ্ঞান

বলে “হরিনাম একি ব্যভার তোমার ।  
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার ?  
মনে মনে অপিলেই সেই ধর্ম হয় ।  
ডাকিয়া লইতে নাম কোন শাস্ত্রে কর ?  
কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে ।  
এইতো পণ্ডিত সভা বলহ ইহাতে ॥”

হরিনাম বলেন ইহার যত তত্ত্ব ।

“তোমরা সে জান হরিনামের মাহাত্ম্য ॥  
তোমাদের সবাকার মুখে শুনি আমি ।  
বলিলাম নামতত্ত্ব যেবা কিছু জানি ॥  
উচ্চ করি ল’লে শতগুণ পুণ্য হয় ।  
দোষ না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয় ॥

করেন । তাঁহারা ভক্তি চান, মুক্তি চান না ।  
প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে সচরাচর মুক্তি অর্থে ব্রহ্ম  
বিলীনতা ব্য়াকার । জলে যেমন জল মিলিয়া যায়,  
তাঁহার যেমন আর যতন্তু অস্তিত্ব থাকে না,  
তেমতি মুক্তিতে জীব ও ব্রহ্ম এক হইয়া যান,  
আর ভিন্নতা থাকে না । বৈকবর্ণ্য বৈভবানী,  
উঁহারা চিরদিন প্রভু ও ভূতা, উপাত্ত ও  
উপাসক, স্বামী ও পত্নী প্রভৃতি সমস্ত রক্ষা করিতে  
চান, তাঁহারা উল্লিখিত ভাবে মুক্তি ইচ্ছা করেন  
না । তাঁহারা বলেন তিনি হতে চাই না, তিনি  
থেকে চাই ; কিন্তু ভগবানের কৃপায় নববিধানের  
মুক্তির প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে । ভক্তগণ  
ঈশ্বর সম্বন্ধে যে অবস্থা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন  
তাঁহাও মুক্তির একাংশ বটে । নববিধানে মুক্তির  
অর্থ সর্বপ্রকার সংসার-বন্ধন হইতে অব্যাহতি  
লাভ করিয়া জীব ভগবানের সহিত নিত্যযোগে  
যুক্ত হওতঃ ব্রহ্মের সভ্য জান প্রেম পুণ্য আনন্দ  
শান্তি প্রভৃতি স্বরূপে পরিপূর্ণ হইয়া যে অনন্ত  
উন্নতি তাহাই মুক্তি । বৈকবর্ণ্য মুক্তির প্রতিলিত  
অর্থ গ্রহণ না করার কিছুই অসম্ভব হয় নাই ।  
নববিধানে চতুর্বিধ মুক্তির সমস্ত সাধিত হই-  
য়াছে ।

শুন বিপ্র সক্ষুঃ শুনিলে হরিনাম ।  
পশু পক্ষী কীট যার শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ॥  
পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে ।  
শুনিলেই হরিনাম তার। সবে ভরে ॥  
অপিলে সে হরিনাম আপনি সে ভরে ।  
উচ্চ সংকীর্ণনে পর-উপকার করে ॥  
অতএব উচ্চ করি কীর্জন করিলে ।  
শতগুণ ফল হয় সর্বশাস্ত্রে বলে ॥  
অপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ ।  
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ-সংকীর্জন--  
জন্তু মাত্র শুনি তাহা পার বিমোচন ॥  
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ ।  
কেহ বা পোষণ করে সহশ্রেক জন ॥  
হইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে ।  
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ সংকীর্ণনে ॥”  
নামের মাহাত্ম্য আর কীর্জনের ফল ।  
এইরূপে ঘোষিলেন ভক্ত কৃত্তবল ॥  
কিন্তু তাহে গোপালের \* প্রবোধ না হল ।  
বিবিধ দুর্ভাগ্য কত ভক্তেরে কহিল ॥  
তাঁহার বচন শুনি ভক্ত হরিনাম ।  
হরি বলি বন্ধনেতে প্রকাশিলা হাস ॥  
প্রত্যুত্তর আর কিছু তায়ে না বলিয়া ।  
চলিলেন উচ্চ করি কীর্জন গাইয়া ॥  
ভক্ত-নিন্দা শুনি যত সম্ভাসনজন ।  
হইলেন ক্রোধে হঃখে একান্ত মগন ॥  
গোপালেরে মানারূপ ভিরঙ্কার করি ।  
ভক্তের পদতলে পড়িলেন গড়ি ॥  
সবাকারে বলিলেন গেমিক ভক্তত ।  
ব্রাহ্মণের দোষ নাই শুন বিপ্র যত ॥  
তর্কনিষ্ঠ মন তার, তর্কতি কথন ।  
তর্কের গোচর নহে তুমি বন্ধুজন ॥

এত বলি সবার্কারে আশীর্বাদ করি ।  
 বলিলা কুশলে সবে রাখুন শ্রীহরি ॥  
 মোর ভরে দুঃখ বেন না হয় কাহার ।  
 এ মিনতি সবার্কার সন্মানে আমার ॥  
 এরপরে কিছুদিন গুহার ভিতরে ।  
 অপিলেন হরিনাম তত্ত্ব প্রেমভরে ॥  
 সপ্তগ্রামে তত্ত্ব জন যে বীজ বপন ।  
 করিলেন শ্রীহরির আদেশে এখন ॥  
 উর্ধ্বরা ক্ষেত্রের মত রঘুনাথ \* ছন্দে ।  
 পড়িয়া গোপনে এবে ব্রহ্মের প্রসাদে ॥  
 এক ভাবী ভক্তি-বৃক্ষ করিল সংকার ।  
 লীলা দেখি তত্ত্ব হন মুগ্ধ অনিবার ॥  
 ঐকরূপ কতশত ব্যাকুল ছন্দয়ে ।  
 অমত বৃক্ষের বীজ বপি নিরন্তরে ॥  
 তথা হতে তত্ত্বজন লইয়া বিদায় ।  
 চলি গেল। স্থানান্তরে ব্রহ্ম-করণায় ॥  
 হিন্দুর সমাজ রূপ সাগর মাঝারে ।  
 উঠিল তরঙ্গ এক তত্ত্বের প্রচারে ॥  
 স্বভাবতঃ হিন্দু মন পবিত্র উদার ।  
 হরিপদ অবেষণে বাস্তব অনিবার ॥  
 যদিও জাতির হৃদে আবদ্ধ সকলে ।  
 তথাপি সাত্ত্বিক ভক্তি মানবে দেখিলে ॥  
 সকল বন্ধন ছিড়ি উচ্চ চিন্তাকাশে ।  
 হিন্দুর সরল প্রাণ উড়ে ভাবাবেশে ॥  
 যেখানে প্রকৃত ধর্ম বিদ্যাস তত্ত্বতি ।  
 সেখানে হিন্দুর লক্ষ্য নাই জাতি প্রতি ॥  
 তৃণাতুর জীব যথা গজার সলিলে ।  
 পশি তৃণা নাশ করে সন্ম। কুতূহলে ॥

যথা মধুলুঙ্গ ভৃঙ্গ পুষ্পের বিচার ।  
 না করিয়া সব কুলে খোজে পুষ্পসার ॥  
 তেমতি হিন্দুর প্রাণ সব সাধু হতে ।  
 করে ধর্ম আহরণ সতত জগতে ॥  
 হিন্দু বিনা হরিদাসে তত্ত্বতি যতন ।  
 কে পারে করিতে বল সংসারে এমন ॥  
 আছে হিন্দুসমাজেতে কুনীতি কুরীতি ।  
 আছে তাহে পাপ তাপ জাতীয় দুর্গতি ॥  
 ভীকৃত্য অনৈক্য আদি পাপ শত শত ।  
 দংশিতেছে হিন্দুবক্কে বৃশ্চিকের মত ॥  
 তবু হিন্দুজাতি অতি প্রিয় বিধাতার ।  
 বড় ভাল বাসি আমি তারে অনিবার ॥  
 হিন্দুর কোমল প্রাণে দয়াময় বসি ।  
 রচেন বিধান-চক্র আশা নিবানিশি ॥  
 অবশেষে এ জাতিতে করুণা-নিধান ।  
 প্রবর্তিত করিলেন নতুন বিধান ॥  
 চৈতন্যে প্রেমের বিধি করিয়া প্রকাশ ।  
 অবশেষে লীলাময় হরি শ্রীনিবাস ॥ \*  
 সর্বধর্ম সর্বজাতি সব তত্ত্বগণে ।  
 মিলাইয়া একাধারে ভারত ভুবনে ॥  
 নববিধানের লীলা, প্রাণ-মুগ্ধকর ।  
 প্রকটিল ধরাধামে শ্রীহুরি সুন্দর ॥  
 যে জাতিতে শ্রীহরির বিধান প্রচার ।  
 বাহে নববিধানের লীলা চমৎকার ॥  
 এ হেন জাতির প্রতি আমার ছন্দয় ।  
 ইহ পরকালে যেন সফল হয় ॥  
 যেন চিরদাস সন্ম। সম্পদে বিপদে ।  
 এ জাতির পদসেবা করি নিরাপদে ॥

হরিদাসের পবিত্র সহবাসে তাঁহার ধর্মভাব ক্রমশঃ উদ্বীর্ণ হইয়া উঠে ।

\* শ্রী শব্দের অর্থ—ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য্য । এই ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের আশাসহন বা আশার বিনিময়ে সেই ব্রহ্মই শ্রীনিবাস ।

\* মহাকাব্য গোবর্ডন দাসের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ দাস । ইহার ভায় সংসারত্যাগী ব্যাকুল-চিত্ত ধৈরিক তত্ত্ব অতি বিদগ্ধ । মহাকাব্য হরিদাস যখন সপ্তগ্রামে বাস তখন রঘুনাথ বালক ছিলেন ।

শ্রীহরির পূণ্য ইচ্ছা করেহে পালন ।  
তব পদে প্রেমময় এই আকিঞ্চন ॥  
এই ভিক্ষা করি নাথ তোমার চরণে ।  
প্রাণিপাত করি হরি ভক্তযুক্তমনে ॥

বিধাসী হরিদাসের মহা পরীক্ষা

এবং হরিনামের জয় ।

ক্রমে চারিদিকে হরিদাসের কারিনি ।  
বহুদেশে বাপ্ত হল আপনা আপনি ॥  
একে মহা ভক্ত তাহে মুসলমান জাতি ।  
সহজে পচার তাই হল হারি খ্যাতি ॥  
দলে দলে যে সময়ে হিন্দু সমুদয় ।  
প্রবল টেছলাম ধর্ম করিত আশ্রয় ॥  
রাজধর্ম বলি যার বিশেষ সম্মান ।  
তেন ধর্ম তাহে কেবা হলে তত্তজ্ঞান ?  
পরাদীন বিদলিত হঃখী হিন্দুগণ ।  
কাফের বলিয়া ছিল ঘৃণিত যখন ।  
সে সময়ে বল ভাবে মুখা আছে কেবা ।  
রাজধর্ম তাজি করে হিন্দুধর্ম সেনা ?  
কিন্তু বিধাতার লীলা বুজির অতীত ।  
মানসে ভাবিলে কষ্ট অবাক মোহিত ॥  
আপনার মহালীলা সাধিবার তরে ।  
বিধানের গড় সত্য দেখাউতে নরে ॥  
অতুত ব্যাপার হরি করেন জগতে ।  
হেরি ততজন মুগ্ধ হল বিধিগতে ॥  
উচ্চ বটে মুসলমান ধর্ম-বিধান ।  
যোযে তাহা একত্বের বিজয়-নিশান ॥  
কিন্তু শুক শাস্ত্রবদ্ধ ভাব অনুদার ।  
প্রাণিহিংসা বিলাসিতা পাপ অনাচার ॥  
মণ্ডলীর মাঝে পশি মণ্ডলী-জীবন ।  
শুশ্রূষকের মত সদা করিছে বংশন ॥

এ দিগে বৈকব ধর্ম পেমে সুপ্রধান ।  
প্রেম ভিন্ন বাঁচে কিণো ভকতের প্রাণ ?  
কিন্তু এক ব্রহ্মে যদি প্রেম নাহি হয় ।  
অসতীর প্রেম তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥  
নারী যদি একমাত্র পতির আশ্রয় ।  
লইয়া তাহারে নাহি বিকায়ে জন্ম ॥  
অত্র জনে করে প্রেম পতির মতন ।  
অসতী পতিত বোলা ছেন সেট জন ॥  
সেটরূপ সমগ্র জন্ম দেহ মন ।  
একমাত্র শ্রীহরিতে যে করে অর্পণ ॥  
সেহঁতো প্রেমিক ভক্ত সাধক-প্রধান ।  
তার পদবলি মম মাণিক্য সমান ॥  
এরূপ প্রেমিক ভক্ত ছিল হরিদাস ।  
ছিল তাহে খাটিভাবে বিধান বিধাস ॥  
টেছলাম-বিধাস আর হিন্দু-ভক্তিনীতি ।  
হরিদাসে সম্বয় করিলেন বিধি ॥  
অহিন্দু নহেন তিনি নহেন কাফের ।  
নাহি তাহে হিন্দুমাত্র বিকার পাপের ॥  
দেশাচার লোকাচার শাস্ত্রীয় আচার ।  
সবার অতীত ভক্ত জেন অনিবার ॥  
ব্রহ্মের আদেশে ভক্ত লোকাতীত পথে ।  
চলেন সত্য প্রেমে ব্রহ্মবিধিগতে ॥  
গত্যন্তগতিক • নীতি করিলে পালন ।  
পৃথিবীর চক্ষে তিনি ধাত্মিক হুতন ॥  
চিরপ্রচলিত প্রথা করিলে লঙ্ঘন ।  
ধাত্মিক হলেও তিনি নিন্দার ভাজন ॥  
পৃথিবীর এই শাস্ত্র এই বেদ বিধি ।  
এ পথে বিষয়ী সবে চলে নিরবধি ॥

• সাধারণতঃ লোকে বাচা করিয়া থাকে  
কি পূর্বে করিয়াছে তাহাই করা অর্থাৎ দেশাচার  
লোকাচার ইত্যাদি অনুসারে চলি গত্যন্তগতিক  
ভাবের অনুসরণ ।

কিন্তু পৃথিবীর বিধি বিধাসী কখন ।  
না পারেন এ সংসারে করিতে পালন ॥  
গগন-বিহারী মুক্ত বিহঙ্গমগণ ।  
চাহে কি পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিতে কখন ?  
প্রকৃত বিশ্বাসী ভক্ত সাধু হরিনাম ।  
চলিলা নবীন পথে করিয়া বিশ্বাস ॥  
মুসলমান সমাজের বাহ্যরীতিনীতি ।  
পালেনা ভক্ত তাহা, নাহি তাহে প্রীতি ॥  
হিন্দুদের সদাচার অহিংসা কীর্তন ।  
হরিনাম অপখ্যান ভক্তি সাধন ॥  
ভক্তের এসকল আচরণ দোষ ।  
হইল গোড়াই \* কাজি অতিশয় দুঃখী ॥  
মুসলমান শাস্ত্রমতে বিচার শাসন ।  
আর মুসলমান ধর্ম রক্ষার কারণ ॥  
মুসলমান নরপতি কাজি-নামধারী ।  
নিরোজিত করিতেন বহু কর্মচারী ॥  
গোড়াই নামেতে কাজি কুলে † শাস্ত্রপুণে ।  
মেধুখ মাঝে যথা শার্দূল বিহরে ॥  
সেঠরূপ বাস করি শান্ত নরগণে ।  
চমকিত করিতেন কঠোর শাসনে ॥  
এ হেন কাজির রাজ্যে এক মুসলমান ।  
হয়েছে স্বধর্মত্যাগী কাফের সমান ॥  
আল্লা নাম না বলিয়া করে হরিনাম ।  
শুনিয়া অলিয়া উঠে কাজির পরাণ ॥  
হেন ধর্মভ্রষ্টজনে দণ্ডদান তরে ।  
করিল সঙ্কল্প কাজি আপন অন্তরে ॥  
লক্ষ শাসনেতে দণ্ড হবে না তাহার ।  
এত ভানি গেল কাজি নৃপতির দ্বার ॥

\* কুলিয়া ও শাস্ত্রপুণের ভারপ্রাপ্ত তাঁৎ-  
কালিক কাজির নাম গোড়াই কাজি ছিল ।  
মুসলমান বিচারকে কাজী বলে ।

† কুলে—কুলিয়া দাঁড়ি গ্রামে ।

নৃপতি হোসেন সাহ গোড় সিংহাসনে ।  
বাঙ্গলা শাসন করে আপনার মনে ॥  
ক্রোধ অভিমানে জ্বলি কাজি দুরাশয় ।  
দুষ্টবুদ্ধ-প্রেরণায় নৃপতির কয় ॥  
“গঙ্গান্নান করি নিরবধি হরিনাম ।  
উচ্চ করি লইয়া বেড়ায় সর্বস্থান ॥  
যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার ।  
ভালমতে তারে আনি করহ নিচার \*”  
ধন্য ধর্মাক্ততা তুই মানবের মন ।  
করিস পাষণ সম কঠিন নিশ্চয় ॥  
মন তোর কবলিত হলে একবার ।  
বিগ্রা বুদ্ধি ধর্ম জ্ঞান দয়া সদাচার ॥  
মানব-হৃদয় হতে দূরে চলি যায় ।  
প্রেম কোমলতা আদি অকালে লুপায় ॥  
তোর শিষ্যগণে তুই রাখিস আধারে ।  
পাপ-পুণ্য-বোধ তার যায় একেবারে ॥  
ধর্মাক্ততা সনে মিশি সার্থ অভিমান ।  
মানব সকলে করে পুণ্ডর সমান ॥  
ধর্ম স্বাধীনতা আর দয়া উদারতা ।  
মানব-হৃদয়ে ত্যাগ করয়ে সর্বদা ॥  
তাই যুগে যুগে আহা দুঃখিত সকল ।  
পার্থিব শকতিবলে, ভক্তে অবিরল ॥  
অশেষ যন্ত্রণা দুঃখ দেয় অবিরাম ।  
কতু বা হরণ করে তাঁদের পরাণ ॥  
“সব সত্য পবিত্রতা মম সম্প্রদায়ে ।  
করে অবস্থান ভবে সকল সময়ে ॥  
অন্ত সম্প্রদায়ে শুধু পাপ অন্ধকার ।  
নাহি পরিত্রাণ তাহে” ভাবে দুরাচার ॥  
এই ভাবে ধর্মাক্ততা উপজে সংসারে ।  
ধর্মাক্ততা হতে মৃত্যু সংসারে বিহরে ॥

\* মহাত্মা কৃষ্ণদাস দাস কৃত চৈতন্য ভাগবত  
দেখুন ।

ধর্ম্মাক্তারূপ মহা হৃদিত্ত রাজস ।  
কত সাধু ভকতের করে প্রাণ গ্রাস ॥  
কিন্তু বিধাতার গুঢ় পবিত্র বিধানে ।  
কল্যাণ সাধিত হয় হেন উৎপীড়নে ॥  
সাধুর শোণিত বিন্দু পড়ি ধরাডলে ।  
নবভক্ত-বংশ জন্ম ব্রহ্মরূপা বলে ॥  
পৃথিবীর ধর্ম্মাক্ততা পাপ অবিস্রাস ।  
ব্রহ্মের করুণাশ্রমে করে সব নাশ ॥

কাজির বচন শুনি বন্ধের নৃপতি ।  
হরিদাসে মৃত করি আনে শীঘ্রগতি ॥  
মৃত করি আনি তাঁরে রাজকাবাগারে ।  
নিক্রম করিল তক্তে প্রথা অনুসারে ॥  
কত পাপী অপরাধী অপরাধ তরে ।  
কারাগার-দণ্ড ভোগে সংসার ভিতরে ॥  
কিন্তু আজ হরিভক্ত স'ধু দোষহীন ।  
হটলেন কারাগার-প্রবাসী হৃদীন ॥  
ধীর পদবুলি স্পর্শে পাপী তরে যায় ।  
ধীর পূণ্য সহবাসে ত্রিভাপ পলায় ॥  
ধীর চরিত্রের বলে নরনারীচর ।  
প্রেম শাস্তি পূণ্য জ্ঞানে সমুন্নত হয় ॥  
স্বর্গবাসী পুণ্যবান্ হেন ভক্তজন ।  
অবিচারে কারাগারে করিণা গমন ॥  
কিন্তু হরিপ্রেমে ভক্ত সত্তত মগন ।  
পার্থিব বিপদে মন নহে উচাটন ॥  
মাতৃকোলে শিশু বধা রহে কতুহলে ।  
ভেষজি ভাসেন ভক্ত আনন্দ-সলিলে ॥  
বিপদ-ভঞ্জন-হরি-চরণে যে জন ।  
আপনার দেহ মন করে সমর্পণ ॥  
কি ভয় ভাবনা বল হয় তার মনে ।  
সত্তত নিশ্চিন্ত বিনি হরি দরশনে ॥  
হেন শ্রীহরির পূণ্য চরণ-সরোজে ।  
কে অন্যর প্রাণ মন সত্তত বিরাজে ॥

হৃৎক্লেশ অত্যাচার কি করিবে তাঁর ।  
বিপদে কি অন্বে তাঁর হৃদয়ে নিকার ?  
রাজাজ্ঞার কারাগারে গেলেন ভক্ত ।  
প্রশান্ত প্রফুল্ল তাঁর বদন নিরত ॥  
দেখি তাঁরে কারাগারবাসী জনগণ ।  
ভক্তিতরে করিলেক চরণ বন্দন ॥  
অজকার গিরিজুহা আলোক ছটায় ।  
অকস্মাৎ যে প্রকার বিভাসিত হয় ॥  
সেইরূপ বন্দীদের হৃদয়-কন্দর ।  
ভক্ত দরশনে হল পবিত্র হৃদয় ॥  
বনীভূত মেঘাচ্ছন্ন আকাশে যেমন ।  
সৌদামিনী দান করে ক্রমেক শোভন ॥  
তেমনি ভক্তের পূণ্য সহবাস-শ্রমে ।  
ভাঙিল পুণ্যের জ্যোতিঃ পাপদহ মনে ॥  
ভক্ত-দরশনে তারা পদগদ হরে ।  
প্রণমিল হরিদাসে বিনীত হৃদয়ে ॥  
আশীর্বাদ করি সবে বলিলা ভক্ত ।  
থাক সবে অনাদিন হয়ে এই মত ॥  
যে প্রকার ভক্তি এবে হল সবাকার ।  
এইরূপ ভক্তি যেন থাকে অনিবার ॥  
এইরূপে প্রেমভরে হৃৎক্লেশ ভ্রাতৃগণে ।  
আশীর্বাদ করিলেন প্রফুল্ল-বদনে ॥  
অতঃপর হরিদাস নৃপতি-আহ্বানে ।  
উপস্থিত হটলেন নৃপ-সন্নিধানে ॥  
পরিপূর্ণ রাজসভা, পাত্রমিত্র বহু ।  
বসেছেন নৃপতিরে করিয়া বেষ্টিত ॥  
মৌলবী মলানা \* কাজি আদি মুসলমান ।  
প্রস্তুত পালিতে সজা সরায় † বিধান ॥

\* কোরাণে বাহারা পারবানী তাহার  
মৌলবী এবং মৌলবীসর অপেক্ষা বাহারা বিদ্বান্  
তাঁহাদিগকে মলানা বলে ।

† মুসলমানদিগের স্মৃতি বা বাবদ্য শাস্ত্রকে  
শরী বা হাদিস কহে ।





কিছু ভক্তের আহা স্বর্গীয় ব্যভার ।  
 ভাবিলে অবাধ মুগ্ধ হই অনিবার ॥  
 বাহারা প্রহার করে সেই ভক্তগণে ।  
 অশীর্ষাদ কবে তরু কাশবাক্যমানে ॥  
 প্রার্থনা করেন তিনি শ্রীহরিসদনে ।  
 ওহে প্রভো ক্ষমা কর এই দাসগণে ॥  
 কি করিছে এরা তার কিছু নাহি জানে ।  
 ক্ষমা কর দয়াময় এ সব অজ্ঞানে ॥  
 এই তো স্বর্গীয় প্রেম অমরবন্ধিত ।  
 এই তো স্বর্গের শোভা যাহে মুগ্ধ চিত্ত ॥  
 এই তো ব্রহ্মের প্রেম আহা মধুময় ।  
 আত্মপর শত্রে মিত্রে ভেদ নহি রয় ॥  
 সকলের দোষ ত্রুটি ভুলিয়া সে জন ।  
 আনন্দ প্রীতি করে সবে অনুক্ষণ ॥  
 পাপী তপী অপরাধী সকলের প্রতি ।  
 মাতার মতন ভক্ত করে সদা প্রীতি ॥  
 পুনরায় বঙ্গভূমে করিলা বিধান ।  
 ধন্য ধন্য লীলাময় করুণা-নিধান ॥  
 তব প্রেমলীলা হেরি ওহে প্রেমময় ।  
 একেবারে এ হৃদয় বিগলিত হয় ॥  
 ইহার চরিত পাঠ করিতে করিতে ।  
 শ্রীশৈশব কথা মনে উঠে আচম্বিতে ॥  
 কোথা প্যাগেটান আর কোথা বঙ্গভূমি ।  
 পঞ্চদশ শতাব্দীর দূরত্ব এমনি ॥  
 তব ব্রহ্ম-রূপা-গুণে দুইটা জীবন ।  
 হইয়াছে একীভূত আশ্চর্য্য কেমন ॥  
 আধ্যাত্মিক রাজ্যে আহা একই নিয়মে ।  
 হইছে শাসিত সবে ব্রহ্মের বিধানে ॥  
 শ্রীশৈশব লয়ে হরি যেই অভিনয় ।  
 করিলেন ধরাধামে তাই প্রেমময় ॥  
 পুনঃ বলে মূলকের পতি আয়ে তাই ।  
 “আপনার শাস্ত্র বল ভবে চিন্তা নাই ॥

নতুবা করিবে শাস্তি সব কাজিপণে ।  
 লঘু শাস্তি নাহি হবে ভাবি দেখ মনে ॥”  
 শুনি বলিলেন হরিশ্চন্দ্র মহাশয় ।  
 “ঈশ্বর করেন বাহা তাই মাত্র হয় ॥  
 অপরাধ অনুক্ষণ ফল পায় নর ।  
 ঈশ্বরের বিধি ইহা যেন নিরন্তর ॥  
 থণ্ড থণ্ড হয় দেহ যদি যায় প্রাণ ।  
 তবু আমি কখন না ছাড়ি হরিনাম ॥” \*  
 ভনিয়া ঈশ্বর বাক্য মূলকের পতি ।  
 বলিলেন সম্ভাষিয়া কাজিপদের প্রতি ॥  
 তোমাদের ইচ্ছা কিবা বলহ এখন ।  
 করিব ইহার প্রতি কিবা আচরণ ॥  
 “কাজী বলে বাইস বাজারে বেড়ি যারি ।  
 প্রাণ লহ আর কিছু বিচার না করি ॥  
 এতেক প্রচাবে যদি এর বাঁচে প্রাণ ।  
 তবে এর বাক্য সত্য হবে সমপ্রমাণ ॥”  
 কাজীর বচনে সেই দুর্বল নৃপতি ।  
 আদেশিলা মারিবারে হরিশ্চন্দ্র প্রতি ॥  
 যেন সত্য যুগ পুন আসিল ভারতে ।  
 ভক্ত প্রহ্লাদ যেন পিতার সাক্ষাতে ॥  
 হইছেন পরিক্ষীত, হরনরগণ ।  
 করিছেন ভক্তের পরীক্ষা দর্শন ॥  
 হরিনামপ্রতিবাদী কাজী নৃপ আর ।  
 হিরণ্যকশিপু স্থান করি অধিকার ॥  
 শিশুর মতন ভক্ত হরিশ্চন্দ্র প্রতি ।  
 পাপে মুগ্ধ হয়ে করে অত্যাচার অতি ॥  
 ডাকাইয়া ভৃত্যগণে করিয়া তর্জন ।  
 বলে মেরে ফেল এয়ে করিয়া পীড়ন ॥

\* উপরোক্ত বাক্যগুলি ভক্তপ্রবর শ্রীমৎ  
 কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের রচিত চৈতন্যচরিতামৃত-  
 মুদ্রণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত  
 আকারে এখানে পরিষ্টিত হইল ।

রাজাজ্ঞার ভূত্যাগণ হরিনামে লয়ে ।  
 গেল চলে প্রহারিতে বাজার বেরিয়ে ॥  
 প্রকাণ্ড গোউড় পুরী জনতাপূরিত ।  
 হিন্দু মুসলমান তাহে বসে অবিরত ॥  
 হৃদ্যন্ত অনুরসম পাইক-জকল ।  
 বাজারে বাজারে মারে ভক্তে অবিরল ॥  
 দয়াদ্রুদয় কত বঙ্গ নয় নাগী ।  
 ভক্তের হৃদশা হেরি তাজে অক্ষবারি ॥  
 কেহ নৃপে অভিষাপ করে অবিরত ।  
 ভূত্যাগণে অনুরসম করে কেহ কত ॥  
 বাজারে বাজারে তাঁরে বেড়ি দুষ্টগণে ।  
 নির্জীব করিতে মারে মহাক্রোধমনে ॥  
 তক্ত দুঃখ দেখি আহা দুঃখী বঙ্গমাতা ।  
 দ্বিরলে কান্দিছে যেন হঠরা দুঃখিতা ॥  
 অনুক্ষণ হরিনাম করিছে তকত ।  
 নামানন্দে প্রাণ তাঁর সতত পুরিত ॥  
 ব্রহ্মে মগ্ন হয়ে আহা চিনানন্দ দেশে ।  
 বিহরিছে অবিরাম ভাবের আবেশে ॥  
 বিষয়ে আসক্ত জন দেহের অধীন ।  
 দেহের ক্রেশেতে তাঁরা একান্ত মলিন ॥  
 কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিহরে বে জন ।  
 আশ্চর্য অধীন হয় তাঁর দেহ মন ॥  
 জীবনমুক্ত স্বাধীনতা বিধানী সূজন ।  
 ব্রহ্মানন্দে দেহক্লেশ হন বিন্মরণ ॥  
 এত যে প্রহার করে তবু হরিনাম ।  
 নাহি মরে নাহি তাজে সকাতির শ্বাস ॥  
 দেখিয়া পাইক সবে অবাক হইল ।  
 কি আশ্চর্য্য লোক ইনি ভাবিতে লাগিল ॥  
 কত লোক দেখিলাম হু তিন বাজারে ।  
 মারিতে না মারিতেই যায় ধম ধরে ॥  
 কিন্তু বাইস বাজারেতে করিলু প্রহার ।  
 তবু নাহি মরে এই কিবা চমৎকার ॥

বলাবলি করে তারা না মরিলে ইনি ।  
 বলিবে সকলে এরে আমরা মারিনি ॥  
 ভূত্যাগের কথা শুনি তকতের মন ।  
 তাদের বিপদ ভাবি গলিল এখন ।  
 ধর্ম্মার্থে পরার্থে যার উৎসর্গ জীবন ।  
 আশ্চর্য্য রহস্যময় তারা অনুক্ষণ ॥  
 পৃথিবীর উজ্জ্বলেশে অতি উচ্চ স্থানে ।  
 স্থিতি করে সে জীবন ব্রহ্মরূপাঙ্গনে ॥  
 বদ্ধজীব আপনাতে কেন্দ্রীভূত রয় ।  
 তার চেহারা তার কার্য্য ভাবনা নিচয় ॥  
 আপন সুখ সাধনে নিত্য নিয়োজিত ।  
 অপরের দুঃখ হেরি নহে ব্যাকুলিত ॥  
 কিন্তু আশ্চর্য্যগৌ সাধু তক্ত মহাজন ।  
 কেবল জীবের তত্ত্ব সদা ব্যস্ত রন ॥  
 জীবদুঃখে তাঁর দুঃখ জীবদুঃখে সুখ ।  
 আপনার সুখতরে সতত বিমুখ ॥  
 বলিলেন ভূত্যাগণে প্রেমিক তকত ।  
 আমি মলে যদি হয় তোমাদের হিত ॥  
 দেখ সবে, আমি তবে মরিব এখন ।  
 এত বলি হলো তক্ত ধ্যানেন্তে মগন ॥  
 মহাধ্যানে নিমগন কিবা চমৎকার ।  
 মৃতবৎ দেহ তাঁর হইল অসাড় ॥  
 ভূত্যাগণ মৃত ভাবি প্রেমিক তকতে ।  
 নৃপতির সন্নিধানে লইল ত্বরিতে ॥  
 মৃতদেহ দেখি তবে বলিল নৃপতি ।  
 মাটিতে প্রোথিত এরে কর শীঘ্রগতি ॥  
 শুনিয়া বলিল সেই কাজী হুয়াশয় ।  
 সমাধি প্রদানে হবে স্বরগ নিশ্চয় ॥  
 অতএব নদীগর্ভে ফেলে দাও এরে ।  
 তাহলে পাইবে শান্তি নরক মাঝারে ॥  
 হায় বিহু ধর্ম্মাকতা ! মরিলেও নূরে ।  
 কল্পনা না হয় তোমার সংসার তি তরে ॥

তোর শিষ্যগণে তুই প্রতিহিংসানলে ।  
 গোড়াইয়া ভস্মরাশি করিস্ ভূতলে ॥  
 নাহি রহে মনুষ্যত্ব সে সব জীবনে ।  
 পশু হতে নীচ তারা হয় এ ভূবনে ॥  
 ধর্ম্মে অন্ধ হয়ে তারা অপর বিধান ।  
 অসত্য বলিয়া সদা করে হের জ্ঞান ॥  
 নিজ সম্প্রদায় ছাড়া অপর সকলে ।  
 ভাবে ক্রুদ্ধ হবে সদা নরক অনলে ॥  
 “লোকাচার দেশাচার হৃদিস পালন ।  
 ধর্ম্মাঙ্কের মূলমন্ত্র ইহা অনুক্ষণ ॥”  
 কিন্তু নীতি সদাচার প্রেম পূণ্য জ্ঞান ।  
 সারল্য বিশ্বাস ভক্তি দয়া স্তমহান ॥  
 এ সবার প্রতি তারা হয়ে দৃষ্টিহীন ।  
 অন্ধকূপে পড়ি কাল কাটে যনুদিন ॥  
 কবে ওহে দীননাথ ধরাধাম হতে ।  
 ধর্ম্মাঙ্কতা দূরে যাবে তোমার রূপাতে ॥  
 বিশ্বাস উদ্ধার নীতি সহিষ্ণুতা ঐতি ।  
 বর্ষিবে অমৃতধারা বিধে নিরবধি ?  
 বাহু অনুষ্ঠান হতে নীতি ভকতিতে ।  
 অনুরাগী হবে জীব কবে এ জগতে ?  
 অবাধে মানব কবে বিশ্বাস আপন ।  
 নীতিমান হয়ে সদা করিবে পালন ?  
 হেন শুভদিন হরি আন এ জগতে ।  
 এই ভিক্ষা চিরদাস যাচে তব পদে ॥

বিশ্বাসের জয় এবং ভক্ত বিশ্বাসী  
 হরিদাসের জীবনের প্রভাব  
 বিস্তার ।

কাজীর বচনে, সাধু ভক্ত জনে,  
 হৃৎকাননে সদা জনে ।

রাজভূতাগণ, করিল কেপণ,  
 নিরদয় অবহেলে ॥  
 ভাসিতে ভাসিতে, দেহ তথা হতে,  
 নদিতীরে উস্তরিল ।  
 হয়ে সচেতন, ভকত মূজন,  
 ঘল হতে তীরে গেল ॥  
 তটিনীর তীরে, গোফার ভিতরে,  
 বসিয়া ভকতবর ।  
 প্রেমে মত্ত হয়ে, সানন্দ হৃদয়ে,  
 করে নাম নিরন্তর ॥  
 দশ দিক ভরি, উঠিল আমরি,  
 ভকত প্রশংসাধনি ।  
 মরে পেল প্রাণ, হেন ভাগ্যবান,  
 কোথা নাহি দেখি শুনি ॥  
 অসম্ভব কথা, মধুর বারতা,  
 শুনি কত নরনারী ।  
 অনুরাগ ভরে, ভক্তে দেখিবারে,  
 এল সবে স্তব করি ॥  
 হোসেন নৃপতি, ভক্তের স্তুতি,  
 শুনি বিচলিত হল ।  
 হয় কি করিহু ভক্তে প্রহারিহু,  
 কেন এ দুঃখতি হল ॥  
 এহেন প্রকারে, অনুতাপ করে,  
 ভক্তে হেরিবার তরে ।  
 চলিলেন সেখা, ভক্তজন বধা,  
 মগন নামসাগরে ॥  
 ভক্তের সন্দেশে, গিয়া সুরমনে,  
 বলিলেন নরপতি ।  
 আমি অভাজন, তোমায়ে পীড়ন,  
 না বুঝি করিহু অতি ॥  
 প্রকৃত ভকত, প্রেমিক হৃদয়,  
 সিদ্ধ মহাজন তুমি ।

তোমার মতন,                      ধাশ্বিক এমন,  
 দেখি নাই কভু আমি ॥  
 অজ্ঞান পাণ্ডারে,                      ক্ষম রূপা করে,  
 ওহে ভক্ত নির্বিকার ॥  
 শত্রু মিত্র জন,                      কিম্বা পরিজন,  
 সকলি তুল্য তোমার ॥  
 যেখানে যেমন,                      সাধন ভজন,  
 করিবারে ইচ্ছা হয় ॥  
 কেহ বাধা তার,                      দিবেনা তোমার,  
 বলিত হে মহাশয় ॥  
 নৃপ-বাকা শুনে,                      ভক্ত জটমনে,  
 ক্ষমা আশীর্বাদ করে ॥  
 হরি নাম করে,                      প্রকৃত-অন্তরে,  
 গেলা খুলিয়া নগরে ॥  
 তথ' ভক্তদল,                      ব্রাহ্মণ সকল,  
 ভকতে করি বেষ্টন ॥  
 হে'রিয়া তাঁহারে,                      আনন্দ-সাগরে,  
 হইল। সবে মগন ॥  
 বলিল। ভকত,                      ওহে বিপ্র যত,  
 ভেবন। মম কারণ ॥  
 প্রভুর নিন্দন,                      করিয়া শ্রবণ,  
 হইল মোর শাসন ॥  
 অন্ন দণ্ড দানে,                      এপাপী সন্তানে,  
 মুক্ত কৈলা নিরঞ্জন ॥  
 হরিনিন্দা শুনে,                      জীব নিশিদিনে,  
 নরকে করে গমন ॥  
 তাই কৃপা করে,                      শ্রীহরি আমারে,  
 করি লঘু দণ্ড দান ॥  
 করিল। উদ্ধার,                      হরি গুণাধার,  
 ধন্ত সে কৃপানিধান ॥  
 বিপ্রদের সঙ্গে,                      শ্রীহরি-প্রসঙ্গে,  
 কাটে কাল ভক্তবর ॥

তাঁরে পেয়ে সবে,                      হৃদী এই ভবে,  
 হটলেন নিরন্তর ॥  
 যে বিধান তরে,                      সংসার তিতরে,  
 প্রেরিত ভকত জন ॥  
 তাহার জোয়ার,                      বহিল আবার,  
 সাগর-তরঙ্গ হেন ॥  
 নদীয়া-গগনে,                      ব্রহ্মরূপাশ্রয়ে,  
 উঠিল গৌরাঙ্গ-শশী ॥  
 গার অ'কর্ষণে,                      ভকত-জীবনে,  
 উঠিল উর্ধ্ব রাশি ॥  
 এর প্রাণনদী,                      সে প্রেমবারিধি,  
 মাঝারে পশিল আজ ॥  
 একাকী বে ছিল,                      এবে সে পশিল,  
 ভক্তসমাজ মাঝ ॥  
 ভক্তির তরঙ্গে,                      মিশি নিত্যরঙ্গে,  
 সঙ্গা সহচর সনে ॥  
 শ্রীহরির বিধি,                      পালে নিরবধি,  
 সপ্রেম সানন্দ মনে ॥  
 ভক্তির বিধান,                      দলে মূর্তিমান,  
 দলে ভকতের প্রীতি ॥  
 পক্ষিজাতিপ্রায়,                      ভকত ধরায়,  
 চাহে দল নিতি নিতি ॥  
 এ হেন দলেতে,                      শ্রীহরি ভকতে  
 আনিলেন কৃপাকরে ॥  
 ভকতসমাজ,                      অপরূপ সাজ  
 ধরিল বজ মাঝারে ॥  
 ধন্ত গুণাধার,                      বিধান তোমার  
 ধন্ত হে ভকত তব ॥  
 ধন্ত বজ্রভূমি,                      বাহে নাথ তুমি  
 করিলে এ লীলা সব ॥  
 ভক্ত বেই কুলে,                      জন্মিলা তুতলে  
 সেই মুসলমান জাতি ॥

ধন্য ধন্য আজ, হল ধরামাক  
বাড়িল তার স্মৃতি ।  
ওহে প্রেমময়, হইয়া সদয়  
হৃৎখিনী বজ্রের প্রতি ।  
হিন্দু মুসলমানে, প্রেমের বন্ধনে  
বাধ নাথ শীঘ্রপতি ॥  
আমি সবে নাথ, কর আশীর্বাদ  
যেন হরিদাস প্রায় ।  
পরীক্ষা তোমার, বহি অনিবার  
হই তব এ ধরায় ॥  
পরীক্ষা বিহনে, বিশ্বাস জীবনে  
নাহি হয় দৃঢ়তর ।  
পরীক্ষা বিহনে, আস্রা এ ভুবনে  
না হয় উন্নততর ॥  
তোমা ধন লাগি, ভক্ত অমুরাগী  
পরীক্ষা হৃৎখ নিপদ ।  
পার্শ্বিবে যে ধন, তাহে অনুক্ষণ  
পান হৃৎখে স্মৃৎ কত ॥  
তোমার কারণ, হৃৎখ উৎপীড়ন  
সতিতে পারি হে যেন !  
নিপদ আধার, রাজকাতাগার  
হারিদ্র্য হৃৎখ মরণ ॥  
কিছুতেই যেন, তোমার বিধান  
নাহি ত্যজ দীননাথ ।  
তব ও চরণে, কারবাক্যমনে  
বাচি এই আশীর্বাদ ॥

## ত্রিংশ লহরী ।

প্রেমভক্তির মহাবিধান ।

বিশ্বপ্রেমিক মহাভক্ত শ্রীগোবিন্দ ।  
বঙ্গদেশ ।

প্রকৃতির প্রিয়স্থান, হুচর শোভানিধান  
বঙ্গদেশ ভারত-রতন ।  
পৃথিবীর তীর্থভূমি, অনন্ত ঐশ্বর্যধনি  
মুগ্ধ যাহে জগতের মন ॥  
সরোবরে পদ্মপ্রায়, শোভে দেশ এ ধরায়  
প্রকৃতির মহাবক্ষস্থলে ।  
ব্রহ্মের করুণাপ্রোত, বহে হেথ অবিরত  
দিবানিশি প্রেমের হিম্মোলে ॥  
উত্তরে গিরীশ ক্রোড়ে, অপরূপ শোভাধরে  
নেপাল ভোটান আদি দেশ ।  
গভীর বঙ্গোপসাগর, ধৌত করে নিরন্তর  
দক্ষিণেতে বঙ্গপাদদেশ ॥  
পূর্বে চীন ব্রহ্মদেশ, ধরি মনোহর বেশ  
শোভা পায় তথা অনুক্ষণ ।  
ধরম-বীরত্ব-ধনি, পশ্চিমে বিহার ভূমি  
মহাশোভা করিছে ধারণ ॥  
বজ্রের অর্জাজ প্রায়, আসাম নিত্য ধরায়  
বজ্রের গৌরব করে গান ।  
উড়িষ্যা বিহার দেশ, বঙ্গসনে সবিশেষ  
যোগযুক্ত রহে অবিরাম ॥ \*

\* বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যা একশাসনস্থলে  
বহুকাল বাবৎ প্রতিষ্ঠা থাকিয়া বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সী  
নামে অভিহিত ছিল । মুসলমান শাসন সময়ে  
ইহা হুবে বাঙ্গলা বলিয়া খ্যাত ছিল । এক্ষণে  
বিহার ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সীতে পরিণত  
হইয়াছে ।









( ১৬ )

সুবিধানুসারে, তন্ত্রবিধি সনে,  
বেদ পুরাণেরে মিশায়ে যতনে,  
ধর্মের মস্তকে আঘাত করি ।  
মদ্যমাংসাহারে পাপ ব্যাভিচারে,  
মজিল অনেকে, বুদ্ধির বিকারে,  
পাপেতে ডুবিল, বজ্রের তরি ॥

( ১৭ )

নিপদ একাকী না আসে কখন,  
পাপ অন্ধকারে বজ্র নিমগন,  
স্বাধীনতাহীন দৌন মলিন ।  
তাহে জাতিভেদ কঠোর আকার  
ধরি, বদ্বন্ধে করিছে পহার,  
আহা বাঙ্গলার কিবা দুর্দিন ॥

( ১৮ )

বাঁদী হিন্দু কেহ রাজার পীড়নে,  
মুসলমান অন্ন খায় কোন দিনে,  
তথনি সমাজ তাজিছে তারে ।  
মৃত্যু বিনা অস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত তার,  
হত না বজ্রেতে কখনও আর, \*  
কে হেন অস্ত্রায় সহিতে পারে ?

( ১৯ )

একরূপে কত আর্থ্যের সন্তান,  
সমাজপীড়নে হল মুসলমান,  
জাতীয় বন্ধন শিথিল হল ।  
এদিকে প্রবল ঝটিকার মত,  
মুসলমান তেজ বাড়ে অবিরত,  
যেন প্রলয়ের ভীম অনল ॥

\* শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সার্মা মহাশয়ের প্রণীত  
বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাস নামক মূল্যবান  
গ্রন্থ আমরা পাঠক সংগ্রহেরদ্বিগকে পাঠ করিতে  
অনুরোধ করি। তাহাতে তৎকালিক বঙ্গীর  
হিন্দুসমাজের চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে।

( ২০ )

মূর্তিপূজাত্যাপী একেশ্বরবাদী,  
কঠোরপ্রকৃতি মুসলমানজাতি,  
শ্লেচ্ছাচারে রত ভারত মাঝে ।  
হিন্দুপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নিয়ত,  
বিষয় উল্লাসে রহে সদা স্কীত,  
গ্রাসিবারে ব্যস্ত হিন্দু সমাজে ॥

( ২১ )

দয়া কোমলতা স্বপ্নম ব্যভার,  
হিন্দুপ্রকৃতির ভাব সমুদার,  
তাজিয়াছে যেন তাদের প্রাণ ।  
কঠিন প্রস্তরে গঠিত হৃদয়,  
দয়ামায়াহীন নীরসতাময়,  
জনহীন মরুভূমি সমান ॥

( ২২ )

কর্মকাণ্ডপ্রিয় হিন্দুদের মত,  
কৃত্তভাষাপন্ন জীবহিংসারত,  
চিত্রবিজ্ঞা আর সঙ্গীতহীন ।  
মানবের প্রাণে প্রেমকোমলতা,  
দেবদূতপ্রায় চালে যাহা সদা,  
তাবিনে হৃদয়, হয় মলিন ॥

( ২৩ )

বাঙ্গলার হেন দুর্গতি মাঝে,  
একটা দেউটী অপরূপ সাজে,  
আঁধার প্রান্তরে দীপের মত ।  
আঁধার গগনে তারকার প্রায়,  
শোভে সে জীবন আহা এ ধরায়,  
বিশ্বাসীর প্রাণ করি পুলকিত ॥

( ২৪ )

ভক্ত কমলাক শ্রীহট্টনিবাসী,  
পরম ভক্ত পণ্ডিত বিশ্বাসী,  
শান্তিপু্রে আসি করিলা বাস ॥

বাধবেশ্র \* কাছে হইয়া দীক্ষিত,  
অঐত নামেতে হয়ে পরিচিত,  
হইলেন বঙ্গ হরির দাস ॥

( ২৫ )

স্থানীয় দেশীয় ভক্তগণ সনে,  
প্রচারিতা হরি ভকতি গোপনে,  
কান্দিভেন বঙ্গ দুর্দশা হেরি ।  
স্বদেশানুরাগী তাঁহার মতন,  
কেবা আছে বল বঙ্গনিকেতন,  
কেবা বাসে ভাল পরাণ ভরি ॥

( ২৬ )

দেশের দুর্গতি পাপ অবিশ্বাস,  
হেরি ভক্ত ত্যজি দুঃখের নিশ্বাস,  
জীবন-বল্লভে কাতর প্রাণে,  
ডাকিভেন সদা ব্যাকুল অন্তরে,  
নানারূপ ব্রত উপবাস করে,  
নিযুক্ত সতত জীব-কল্যাণে ॥

( ২৭ )

প্রার্থনা করিত প্রেমিক ভকত,  
“ওহে দয়াময়, হয়ে প্রকাশিত,  
জীবের দুর্গতি ত্রিতাপ হর ।  
ভকতি হীনতা পাপ অবিশ্বাস,  
ওহে দীননাথ কর এসে নাশ,  
পতিত-পাবন তুমি ঈশ্বর ॥

( ২৮ )

এহেন প্রেমিক স্বদেশ-বৎসল,  
ভকত বিশ্বাসী কোথা আছে বল ?  
কেবা আছে আর, অঐত মত ?

জীবদুঃখে আহা হয়ে বিগলিত,  
শ্রীহরিচরণে কে বাচে নিরত,  
সাধিতে দেশের প্রকৃত হিত ॥

( ২৯ )

ব্রহ্মরূপাবিনে দেশের মঙ্গল,  
কে পারে সংসারে সাধিবারে বল ?  
একমাত্র তিনি জীবের গতি ।  
হেন রূপাভিজ্ঞা করে যেই জন,  
স্বদেশ-ত্ৰিভৈবী সেই তো সৃজন,  
তাহাতে কৃতজ্ঞ থাকুক মতি ॥

( ৩০ )

ভারতের হেন দুঃখ বিড়ম্বনা,  
তাহে ভকতের ব্যাকুল প্রার্থনা,  
জীবের নীরব ক্রন্দন ধনি ।  
হেরিয়া পিতার প্রেমপারাবার,  
উচ্ছ্বসিত হয় ভবে অনিবার,  
বিধান আকার ধরে অমনি ॥

( ৩১ )

যাহার করুণা বহিছে নিরত,  
জাহ্নবীর পূণ্য সলিলের মত,  
যাঁর করুণায় পাষণ গলে ।  
মরুভূমি যাঁর করুণার গুণে,  
ভেসে যায় সদা প্রেমের প্রাবনে,  
মৃতজন প্রাণ পায় ভূতলে ॥

( ৩২ )

যাঁর করুণায় পাপী পুণ্যবান,  
সুমুভাবে ভবে পায় পরিত্রাণ,  
যিনি দীনবদ্ধ পাপি-বৎসল ।  
জীবদুঃখ হেরি, করুণা তাঁহার,  
উদাসী হয়ে কি পারে থাকিবার ?  
ভিক্তি বিশ্বাসাতা, জীবের বল ॥

\* বাধবেশ্রপুরী নামক একজন সাধ্বীচার্য্যের  
মতামতদ্বারা ভক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন ।

( ৩৩ )

তাই ভারতের, দুর্গতি নেহারি,  
ভারতের বন্ধু পাপি-সখা হরি,  
পাঠাল বজ্রতে, গৌরাজ্ঞ ধনে ।  
অধারে আলোক কুটিল আবাস,  
প্রেমচন্দ্রিমায় ছাটিল সংসার,  
বহে আশাবাস্য, নিরাশ মনে ॥

( ৩৪ )

দীর্ঘ অনারুণি পরেতে আবার,  
প্রাবণেব ধারা সম চালিধার,  
প্রেমের প্রাবন বজ্র বহিল ।  
গৌরচন্দ্রে দয়ে জীবনজলদি,  
প্রেমে উচ্ছ্বসিত হল নিরবধি,  
নবীন আনন্দে বঙ্গ পুরিল ॥

( ৩৫ )

আনন্দের হাসি বঙ্গ গুণ্ডাধরে,  
পুন দেখা দিল বহু দিন পরে,  
পাপ অন্ধকার চলিয়া গেল ।  
গৌরাজ্ঞ প্রমুখ ভক্তগণ লয়ে,  
চিহ্নস্ব গীতরি নিজে বঙ্গালয়ে,  
ভক্তজীবনে প্রকট হল ॥

( ৩৬ )

হেন বিধানের তত্ত্বধানত,  
তব ভক্তের পবিত্র চরিত,  
কেমনে বুঝিব হে প্রেমময় ।  
আমি পাপে কাল কলঙ্কী পামর,  
শ্রেমভক্তহীন কঠোর-অতুর,  
হৃদয় আমার পাষণ্ডময় ॥

( ৩৭ )

ওহে শ্রেমময় তুমি কৃপা করে,  
ভক্তচরিত্র বুঝাও পামরে,  
তব প্রেমবিধি শিখাও মোরে ।

মন কাল অঙ্গ গৌর অঙ্গ মনে,  
মিশে যাক হরি তব কৃপাভণে,  
তব প্রেমে পাপী, বাউক তরে ॥

( ৩৮ )

গৌর-প্রেমানলে গলে যাঁটি হই,  
গৌর-প্রেমানন্দে সদা মত্ত রই,  
গৌর-ভাবে নাথ পূজি তোমারে ।  
এই আশীর্বাদ দাসে নিরন্তর,  
কর দয়াময় করুণাসাগর,  
শ্রবণে গুণে পরাণ তরে ॥

আনন্দ সুরূপের বিধান ।

মহাতত্ত্ব শ্রীগৌরানন্দের জন্ম ও  
শৈশবকাল ।

নবদ্বীপে মায়াপুরে, পুণ্য ভাস্করীধীতীরে  
লীলারস করিতে প্রচার ।  
ফাল্গুনের পূর্ণিমায়, উদিল আসি ধরায়  
গৌরচন্দ্র প্রেমের আলার ॥  
ঘোর অমানিশাপনে, বেন পুন এসংসারে  
পূর্ণচন্দ্র হটল উদয় ।

ভারতের অন্ধকার, পাপ তাপ ছনিবার  
ঘুচাইতে চরিলীলাময় ॥

আপন অগাধ প্রেমে, বিরচিলা বঙ্গভূমে  
মধুময় নতন বিধান ।

বিধাসী ভক্তজনে, আনিগেন এতুর্ভবনে  
করিবারে লীলা হুমহান্ ॥

জগন্নাথমিশ্র তাঁর, জনক গুণআধায়  
বৈদিক ব্রাহ্মণকুলজাত ।

ধরম-সতীত্বধনি, শচী ঠাঁহার জননী  
ধর্ম কার্যে সতত নিরত ॥

দ্রুত প্রবেশ হতে, আসিয়া দৌহে হেথাতে  
কস্থিলেন নিবাস স্থাপন।  
গঙ্গাতীরে দিবারাতি, পবিত্র ভক্ত দম্পতি  
হরিভক্তি করেন সাধন ॥  
এহেন মাতাপিতার, সুন্দর দেবকুমার  
জনমিলি যখন ভূতলে । \*  
পূর্ণিমার পূর্ণ শশী, রাহতে ফেলিল গ্রাসি  
হরিক্ষনি উঠে উত্তরালে ॥  
যেন অকলঙ্ক শশী, গৌরচন্দ্র রূপরাশি,  
হেরি তাঁরে সকলক চাঁদ ।  
চাকিলা নিজবয়ান, ক্রম কাল অন্তর্ধান  
হইলেন গণি পরমাদ ॥  
শিশুরূপ অনুপম, যেন কাঁচা সোনা সম  
দেখি সবে হলি পুলকিত ।  
নানা উপহার লয়ে, দলে দলে মিশ্রালয়ে †  
আসিতে লাগিল লোক কত ॥  
রাজপুত্র ভেটিবারে, যথা লোক এসংসারে  
মহানন্দে করে আগমন ।  
সেইরূপ দেবহুতে, দেখিবারে এজগতে  
জীবচিত হয় উচাটন ॥  
লীলাময় রূপাকরে, ভকতের দেহ'পরে  
করেন অপূর্ব শোভাদান ।  
সে রূপ মাধুর্য্য ফুটে, প্রকৃত মহত্ত্ব উঠে  
মুগ্ধকরে মানবের প্রাণ ॥

\* ১৪০৭ শক ইং ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মারাপুর নামক নবম্বীপের একটি পণ্ডিতে শ্রীপৌরানন্দেব জন্মগ্রহণ করেন ।

† সেই ব্রহ্মনীতে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল । রাহ চন্দ্রকে গ্রাস করে ইহা পৌরাণিক কল্পনা । চন্দ্র-গ্রহণের প্রকৃত কারণ এই, পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়িত হইয়া চন্দ্রকে কণকালের জন্য আবৃত করে ।

‡ অপরাধ মিশ্র মহাপ্রভুর গৃহে ।

অসিত \* বুদ্ধেরে হেরি, ঋষিরা দীপা নেহারি  
বাণ্যরূপে হয়ে বিমোহিত ।  
শিশুর মহত্ত্বজ্ঞান, গাইলেন অবিরাম  
হরিলীলা কিবা অদভুত ॥  
শচী-কুমারের রূপ, অসামান্য অপরূপ  
স্বরগের সৌন্দর্য্যে পূরিত ।  
যেন স্বর্গধাম হতে, দেবশিশু এজগতে  
হইলেন প্রেমে সমাগত ॥  
হেন পুত্রধন হেরে, পিতামাতার অন্তরে  
উখলিল আনন্দ-লহরী ।  
কতধর্ম্ম অনুষ্ঠান, বাগযজ্ঞ পূজাদান  
করিলেন পুলকেতে পূরি ।  
ক্রমে শশিকলা প্রায়, বাড়ে শিশু এধরায়  
রূপে করে গৃহ আলোকিত ।  
দেহেতে লাভ্যরাশি, মুখে মধুমাধ্য হাসি  
দেখি সবে হয় বিমোহিত ॥  
যখন করে ক্রন্দন, শচীর প্রাণের ধন  
হরি হরি বলিলে তখন ।  
শিশুর ক্রন্দন বায়, চন্দ্রমুখে শোভাপায়  
সুধাতরা হাসির কিরণ ॥  
শিশু হরিনাম শুনে, নাচে হাসে নিশিদিনে  
দেখি হেন আশ্চর্য্য ব্যাপার ।  
কতজন দেখিবারে, আসিত মিশ্র আগারে  
নিত তাঁরে কোলে অনিবার ॥  
মুক্তিপ্রদ হরিনামে বিতরিতে ধরাধামে,  
হয়েছেন যেজন প্রেরিত ।  
ঐহারাজ্জন্ম মাঝে, সে নাম নিত্য বিরাজে  
নামদানে জীবন প্রদিত ।

\* অসিত নামে একজন কবি । ইনি শিশু বুদ্ধকে দর্শন করিয়া তাঁহার ভাবী মহত্ত্ব প্রকাশ করেন এক পূর্বদেখীর কথিগণ আসিয়া শিশু দীপাকে দ্বাররূপে উপঢৌকন প্রদান করেন ।

ভবিষ্যতে নীলাম্বর, বেই নীলা মধুম্বর  
 করিবেন লয়ে ভরুজনে ।  
 ভক্ত প্রকৃতিতে তার, বীজ অভি চমৎকার  
 বপিলেন আপনি গোপনে ॥  
 তাঁর গুড় অভিপ্রায়, কে পারে বুঝিতে হায়,  
 শূড়কর্ণা শ্রীহরি আমার ।  
 ভববন্ধ ভূমে তিনি, সূত্রধার-চূড়ামণি  
 যাচকর গুণের আধার ॥  
 আধার হইতে যিনি, প্রসবিলি এধরনী,  
 যিনি ক্ষুদ্র বীজের ভিতরে —  
 প্রকাণ্ড বিটপিবাঞ্জে, রাখেন আশ্চর্য্য সাজে  
 তাঁর কার্য্য কে বুঝিতে পারে ?  
 যথাকালে নীলাম্বর, ভক্ত মাতামহবর  
 বালকের স্থলঙ্গন ছেরি ।  
 নাম তাঁর বিশ্বস্তর, রাখিলা করি আদর  
 মহানন্দ মহোৎসব করি ॥  
 শিশুরূপ মনোহর, ভক্তগৌর কলেবর  
 হরিনামে উৎফল্লে নেহারি ।  
 পল্লিবাসী নারীগণ, শিশুধনে অতুলকণ  
 ডাকিতেন বলে গৌরহরি ॥  
 জননী নিমাই বলে, ডাকিতেন প্রেমে গলে  
 নানারূপ ভয়ের কারণ ।  
 এইরূপ তিন নামে, পরিচিত ধরাধামে  
 হটলেন শচীর নন্দন ॥  
 ভকত-জন্মের কথা, পবিত্র স্বর্গীয় গল্পা  
 হরিলীলা-রসের ভাণ্ডার ।  
 রসিক সাধকবর, শুনি তাহা নিরন্তর  
 খেলে সঙ্গ আনন্দে সঁতার ॥  
 স্বর্গবাসী দেবগণ, প্রেমপুষ্প বরিষণ  
 করেন ভকত-জন্মদিনে ।  
 ধরা হয় সুখময়, কুখ্য তাপ-দূর হয়  
 আশা হয় সাধুজন-মনে ॥

শচী-কোলে গৌরাধন, কিবা শোভা অতুলকণ  
 পাটভেছে আহা মরি মরি ।  
 সৈ দৃশ্য স্মরিলে প্রাণ, দেশ কাল ব্যবধায়  
 ভুলে যাই আপনা পাসরি ॥  
 ভকতের জন্ম হলে, প্রেম পূণ্য ধরাতলে  
 জন্ম যেন লভে অবিরাম ।  
 ভক্ত-জন্ম শুনে তাই, হৃদয়ে আনন্দ পাই  
 শ্রান্ত প্রাণ লভয়ে আরাম ॥  
 পাপসনে যুদ্ধতরে, আসিল পৃথিবীপরে  
 ব্রহ্মসেনা প্রেমে ছরজয় ।  
 পাপ তাপ হঃখ যত, হবে সব পরাতুত  
 গাবে সবে শ্রীহরির জয় ॥  
 ওহে দয়াময় হরি, পাপী জনে কৃপা করি  
 কর নাথ হেন আশীর্বাদ ।  
 মাতা-শচী-ভাব \* লয়ে, ভক্ত-জন্ম নিরখিয়ে  
 ভুলে যাই হঃখ অবসাদ ॥  
 পাপী জীবেরে তব দয়া, নিরখি মা মহামায়া †  
 হই যেন তব চিরদাস !  
 বিধানে বিশ্বাসী হয়ে, তব মুখপানে চেয়ে  
 ভুলে যাই সংসার পিণাস ॥  
 এই ভিক্ষা করি হরি, তব পদে প্রাণভরি  
 করি প্রভো ভক্তি-নমস্কার ।  
 প্রাণের সম্ভাপ হর, ভক্তিবারি দান কর  
 রাখ মোরে করিয়া তোমার ॥

\* জননী শচীদেবী যে ভাবে শ্রীগৌরাজকে  
 দর্শন করিতেন, আমরাও সেই ভাবে তাঁহাকে  
 দর্শন করি ।

† মহামায়া—অতঃপর সমস্তাময়ী কল্যাণদয়ী  
 জননী ।

## মহাভক্ত শ্রীগোরাঙ্গের বাল্যকাল ও বাল্যজীবনের কয়েকটা ঘটনা ।

মনে!হর হৃবিশাল শালতরু প্রায় ।  
ক্রমে ক্রমে লাড়িতে লাগিল গৌর রায় ॥  
দেহের লাভণ্য কান্তি সৌন্দর্য্য সকল ।  
প্রকৃতিত হইতে লাগিল অবিরল ॥  
অতীব চঞ্চল তিনি দ্রুত প্রবল ।  
তাঁহার দৌরাণ্যে ভীত প্রতিবাসিন্দগ ॥  
সহযোগী বহুসংখ্য বালকের সহ ।  
করিতেন ক্রীড়া মোদ গৌর অহরহ ॥  
কিন্তু অপবিত্র ভাব ছিল না তাঁহার ।  
ভক্তভাবে করিতেন ক্রীড়া সমুদায় ॥  
তাঁর ক্রীড়ামাবে ভাবী জীবনের ছায়া ।  
দেখি বিমোহিত হয় ভাবুকের হিয়া ॥  
একদিন মণ্ডপেতে প্রবেশ করিয়া ।  
চৌদল হইতে দিল ঠাকুর কেলিয়া ॥  
নিজে গিয়া বসিলেন সেই সিংহাসনে ।  
হেরি ভয়ে ভীতা শচী হইলেন মনে ॥  
কি জানি বা দেবগণ পুত্রের উপর ।  
রুষ্ট হয়ে অভিশাপ করেন বিস্তর ॥  
কিন্তু নাহি জানিতেন জননী তাঁহার ।  
কৃত্রিম পুতুল যত করিয়া সংহার ॥  
জীবন্ত ব্রহ্মের পূজা করিবে স্থাপন ।  
এই হেতু করেছেন গৌর আগমন ॥  
একদিন শচী দেবী পুত্রের উপর ।  
করিলেন নানারূপ তাড়না বিস্তর ॥  
তাহা শুনি অপবিত্র আত্মাকৃৎ হানে ।  
গিয়া গৌর রহিলেন আপনার মনে ॥  
ভাবী কালে আভিভেদ বেঁই বিনাশিয়া ।  
হিন্দুসমাজের গতি দিবে কিয়াইয়া ॥

সেই কি ঐশ্বরীলীলি আশ্চর্য্য হতে ।  
ভয়ে ভীত হয়ে কভু পারে কি আসিতে ?  
শ্রুয়ারি গুপত \* নামে জ্ঞানী একজন ।  
করিতেন জ্ঞানমার্গে সঙ্গ বিচরণ ॥  
অতিশয় শুদ্ধজ্ঞানী ভক্তি-বিহীন ।  
অদ্বিতীয়বাদী তিনি বয়সে প্রবীণ ॥  
একদিন শিষ্যসহ গুপ্ত মহাশয় ।  
বলিলেন জীব ব্রহ্ম হই এক হয় ॥  
এত শুনি শিষ্য গৌর রাগান্বিত হয়ে ।  
ভেজাইল মুরারিরে নানা কথা কয়ে ॥  
অবশেষে তার অন্ন-খালার উপর ।  
এই বলি প্রস্রাব করিল গুণধর ॥  
“জীব আর ব্রহ্মে যেই এক জ্ঞান করে ।  
প্রস্রাব করিহু তার খালার উপরে ॥”  
ভক্তিপথ প্রদর্শিতে পেরিত যেজন ।  
অদ্বৈতবাদের † ভ্রম করিবে খণ্ডন ॥  
সেকি কভু হেন মত সহিবারে পারে ।  
ভক্তি শুদ্ধ হয় যাহে জীব প্রাণে মরে ॥  
একদিন শচীদেবী ষষ্ঠী পূজিবারে ।  
করেছেন আয়োজন যত সহকারে ॥  
অকলে নৈবেদ্য লয়ে যান গঙ্গাতীরে ।  
দেখিয়া নিমাই তাঁরে ধায় তাড়া করে ॥  
অকলে কি লয়ে যাও বলগো জননী ।  
আমারে খাইতে উহা দাওগো এখনি ॥  
এত বলি পূজা দ্রব্য লইল কাড়িয়া ।  
গালি দিল শচী তারে কুপিত হইয়া ॥

\* পরে ইনি শ্রীগোরাঙ্গের একজন শিষ্য  
হন ।

† প্রচলিত অদ্বৈতবাদে জীব ও ব্রহ্ম এক ও  
অভিন্ন পদার্থ বলিয়া ঘোষিত হয় । ইহাতে  
উপাত্ত ও উপাসকে ভেদ থাকে না এবং ভক্তি  
অভ্যর্থিত হইয়া যায় ।

মাহ-পালি শুনি পোরা বলিলা তাঁহারে ।  
 আমি খেলে বঠী তুষ্ঠা হবেন সংসারে ॥  
 এইরূপ অসামান্য নানা ক্রীড়ামোদে ।  
 থাকিতেন মত্ত, খৌর বাণ্যে অবিস্ফেদে ॥  
 কান্দিভেন যবে তিনি প্রহরেক ব্যাপি ।  
 সহজে থামাতে তাঁরে নারিত কদাপি ॥  
 সেইরূপ হাত আর নৃত্যের উচ্চাস ।  
 বহুক্ষণ ব্যাপি সদা হইত প্রকাশ ॥  
 মহাভাব প্রদর্শিতে দয়াময় বাণে ।  
 করেছেন নিয়োজিত মলিন সংসারে ॥  
 যার ভাবরসে তৃপ্ত হইবে ভুবন ।  
 তার প্রাণে প্রেমময় ভাবুক-রঞ্জন ॥  
 কি অপূৰ্ণ ভাবরাশি করিয়া সঞ্চিত ।  
 রেখেছেন সাধিবারে জগতের হিত ॥  
 শুনিয়াছি হিমালয়ে তুষারের স্তর ।  
 পুঞ্জে পুঞ্জে রহে আশা তথা নিরন্তর ॥  
 যথাকালে সূর্য্যোদয়ে সে সব গলিয়া ।  
 জন হয়ে শুক ধরা দেয় ভাসাইয়া ॥  
 সেইরূপ কৃপানিধি পৌরাজ্য-জীবনে ।  
 ভাবরাশি লুকাইয়া রাখিল গোপনে ॥  
 যথাকালে জগতের পরিত্রাণ তরে ।  
 দিলেন সে ভাবশ্রোত খুলিয়া সংসারে ॥  
 যত কৃপাসিদ্ধি তারি তোমার বিধান ।  
 কি গুঢ় রহস্যপূর্ণ ওহে ভগবান্ ॥  
 যে লীলা করিবে তুমি তার আয়োজন ।  
 কত পূৰ্ণ হতে কর জানে কোন জন ॥  
 বিধানের প্রবর্তক প্রেরিত সুজনে ।  
 বিধানের উপযোগী সত্য-ভূষণে ॥  
 সাজ ইয়া লীলাময় যথাকালে তাঁরে ।  
 উপনীত কর আনি ভব-রক্ষাগারে ॥  
 কোন শিশু মাঝে তুমি-একান্ ভক্ত নয় ।  
 লুকাইয়া রাখিয়াছে ওহে প্রাণেশ্বর ॥

কোন নর-বীজ হতে কোন মহাভিক্র ।  
 করিবে হে উৎপাদন-ওহে বিশ্বগুরু ॥  
 জানে না বুঝে না তাহা এ অজ্ঞানী নর ।  
 তাই শিশুদের প্রতি করিলা আদর ॥  
 শিশু মোর গুরু নাথ তুমি শিশুভাবে \* ।  
 পরিত্রাণ দাও জীনে সত্য এ ভবে ॥  
 তব প্রিয় পুত্র ভক্ত ঈশ্বর মতন ।  
 শিশুরে আদর যেন করি প্রাণধন ॥  
 শিশুর মতন শুদ্ধ সরল অন্তরে ।  
 দিবানিশি থাকি যেন তব পৃথাক্রোড়ে ॥  
 তব প্রেম পূণ্য স্তম্ভ করি সদা পান ।  
 শিশুভাবে হই যেন নিত্য বলীয়ান্ ॥  
 শিশু হয়ে শিশুদলে সদা মিশে রব ।  
 এই আশীর্বাদ মোরে কর তবধব ॥  
 এই ভিক্ষা করি দেব তব শ্রীচরণে ।  
 প্রণিপাত করে দাস ভক্তি-মুগ্ধ মনে ॥

মহাভক্ত শ্রীগৌরাস্বরের পাঠ্যাবস্থা,  
 পাঠ সমাপন, অধ্যাপনা কার্য  
 বিবাহ-ইত্যাদি ।

গোরার সোদর, অতি মনোহর  
 বিবরূপ মহাশয় ।  
 প্রাণের মতন, গৌরে অহরূপ  
 বাসে ভাল অভিষয় ॥  
 অবৈত সত্যর, যবে ভ্রাহ্মণ  
 যেত প্রেমে পলা ধরে ।  
 কি শোভা তখন, হত দেহ মন  
 ব্যারেক কলনা করে ॥

\* জীব শিশুজাত করিলে তাহাকে শ্রীভগ-  
 বান্ পরিত্রাণ প্রদান করেন;

হুইটী সোণার, মূর্তি চমৎকার  
ছড়ায়ে সৌন্দর্য্যরাশি ।  
যেন চলে যায়, সে রূপেতে হয়  
স্নানমুখ রবি শশী ॥  
যে ড়ণ বরষ, যখন বয়স  
হইল আসি তাঁহার ।  
দ্বিতে পরিণয়, জনক হৃদয়  
ব্যাকুলিত অনিবার ॥  
বিশ্বরূপ-প্রাণ, বৈরাগ্য-প্রধান  
সংসার-পাশেতে মন ।  
বন্ধ হইবার, চাহেনতো আর  
ছেদিতে করে যতন ॥  
মাতার মদনে, গিয়া একদিনে  
বলিলেন বিশ্ব তাঁরে ।  
কবে মৃত্যু হয়, কে জনে নিশ্চয়  
তাই বলি সকাতরে ।  
এই গ্রন্থখানি, দিওগো জননী  
প্রাণসম গৌরধনে ॥  
এত বলি তিনি, আসিলে রজনী  
লোকনাথে \* সঙ্গে লয়ে ।  
সন্ন্যাসের তরে, গেল গৃহ ছেড়ে  
কান্দায়ে দুঃখিনী মায়ে ॥  
সন্ন্যাসের কথা, শুনি পিতা মাতা  
কান্দিলেন শোকভরে ।  
জ্যেষ্ঠের বিচ্ছেদে, গৌরান্দের হৃদে  
শোক-শেল বিদ্ধ করে ॥  
কোমল পরাণ, শোকে মুহমান  
একেবারে হয়ে গেল ।  
বহু যত্নে তাঁর, চৈতন্ত আবার  
প্রাণ মাকে সঞ্চারিল ॥

\* ইনি পরে লোকনাথ গোদামী নামে  
খ্যাত হন ।

ভায়ের মতন, প্রশ্ন প্রশ্ন ধন  
আছে কি ভুবনে আর ?  
ভাতৃশোক ধার, ছিন্ন ছন্দ তার  
কোপা শাস্তি বল তার ॥  
হেন মাতৃহারা, হয়ে শচী-গোক  
কান্দিলেন কত গতে ।  
মৌর-শাস্ততরে, তাঁহার অতরে  
হল শাস্ত বিধিমতে ॥  
পিতামাতা মনে, সাস্তুনা কারণে  
বলিলেন প্রেমে গৌর ।  
ধর্ম্ম অচুরাগী হয়ে, গৃহত্যাগী  
হয়েছেন দাদা মোর ॥  
তাহে তি ত্রণ, পাবে মুক্তিধন \*  
আমি তোমা দোহা করে ।  
সেবিল যতনে, কোন চিন্তা নলে  
করোনা তাঁহার তরে ॥  
করেন প্রার্থনা, দম্পতি দুজন  
মদা বিশ্বরূপ তরে ।  
“ওহে দয়াময়, মোদের তনয়  
যেন ব্রত ভঙ্গ ক’রে ॥  
পুনরায় বরে, নাহি আসে ফিরে  
কর আশীর্ব্বাদ পিতঃ ।”  
বহু গৌর-ভাত, সাধু জগন্নাথ  
বহু তুমি শচী মাতঃ ॥  
হেন পিতা মাতা, বিনা কেবা কোথা  
গৌর হেন পুত্র পায় ।  
হিমালয় বিনে, গঙ্গা কি কখনে  
অগ্র শৈল হতে বহে ?

\* হিন্দুশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কোন  
বংশে একজন সন্ন্যাসী হইলে ওদ্বারা পিতৃকুল  
উদ্ধার হয় ।

নিমাই তখন, টোলে অধ্যয়ন  
করিছেন প্রাণপণে ।  
অতি মেধাবান্, ভকত পুমান্  
সবে মুগ্ধ তাঁর গুণে ॥  
হেন কালে তাঁর, জ্যেষ্ঠ সহোদর  
সন্ন্যাসী হইল হেরে ।  
জনক জননী, ভাবিলা কি জানি  
গোরাঐ পথ ধরে ॥  
হেন মনে গণি, জনক জননী  
চতুষ্পাঠী হতে তাঁরে ।  
পাঠে ক্ষান্ত দিয়ে, আপন আলয়ে  
আনিলেন স্নেহভরে ॥  
গৌরাজ্ঞ আবার, হয়ে ঘনিবার  
করে অত্যাচার নানা ।  
অতীব চকল, কার সাধ্য বল  
রোধে সেই বিড়ম্বনা ॥  
লোক-গঞ্জনা, গোঁরে পুনরায়  
পাঠাইয়া দিলা টোলে ।  
ভকত স্তবন, করে অধ্যয়ন  
মন দিয়া অবহেলে ॥  
পাঠ্য ব্যাকরণ, করি সমাপন  
শ্রায়শাস্ত্র পড়িবারে ।  
বাঁহুদেব নামে, সার্বভৌম স্থানে  
গেলা আনন্দ অন্তরে ॥  
অতি বুদ্ধিমান, তত্ত্ব মতিমান  
অন্নদিনে বহু জ্ঞান ।  
করিল অর্জন, হেরি বিজ্ঞজন  
করেন তাঁরে সন্মান ॥  
জ্ঞানী চূড়ামণি, শ্রায়ের টিপনী  
লিখিলা করি যতন ।  
সুদীপ্ত নামে, ছিল সেই স্থানে  
ছাত্র এক বিচক্ষণ ॥

শ্রায় গ্রন্থ লিখে, ভারতের মার্কে  
হইবেন সুবিখ্যাত ।  
এই আশা মনে, করি সংগোপনে  
লিখে গ্রন্থ সুবিস্তৃত \* ॥  
অসামান্য জ্ঞানী, গৌর গুণমণি  
লিখেছে শ্রায় টিপনী ।  
শুনি এই কথা, প্রাণে বড় ব্যথা  
পেল রঘু শিরোমণি ॥  
তাঁরে বিবাদিত, দেখি শতী-মুণ্ড  
জিজ্ঞাসিলা প্রেমভরে ।  
কি কারণে হেন, হইলে মলিন  
বল ভাই বল মোরে ॥  
রঘু শিরোমণি, বলিলা অমনি  
বড় সাধ ছিল মনে ।  
শ্রায়গ্রন্থ লিখি, আমি হে একাকী  
বিখ্যাত হব ভুবনে ॥  
কিন্তু গ্রন্থ তব, মম সাধ সব  
ভেঙ্গে দিল চিরতরে ।  
পাইলে ভোমার, টীকা চমৎকার  
মোরে কে আদর করে ?  
রঘুর বচন, শুনি তত্ত্বজন  
বলিলা হস্ত বদনে ।  
মম গ্রন্থ যদি, তব বশে বাদী  
হয় তাহা এইক্ষেণে ॥  
গঙ্গার সলিলে, দিব আমি ফেলে  
করোনা আশঙ্কা মনে ।  
এ গ্রন্থ অফল, রাখিয়া কি ফল  
হইবে বল জীবনে ॥

\* এই গ্রন্থের নাম দীপ্তি । ইহা শ্রায়  
সম্বন্ধে বঙ্গদেশে একখানি প্রামাণ্য ও এসিক  
গ্রন্থ ।

এত বলি তিনি, নিজ গ্রন্থখানি  
ফেলে দিলা গঙ্গানীরে ।  
রঘু শিরোমণি, অবাকৃ তখনি  
হলা ভক্ত ভাব হেরে ॥  
ধন্য স্বার্থভ্যাগ, ধন্য অনুরাগ  
ভব সমপাঠী জনে ।  
হেন ভাব বিনে, কে বল ভূষে  
লাভ করে ব্রহ্মধনে ॥  
জ্ঞানগ্রন্থ ক'রে, যে বশ সংসারে  
লভিতে ভক্তভবর ।  
তব স্বার্থনাশ, তদপেক্ষা বশঃ  
ঘোষিতেছে নিরন্তর ॥  
যে ভক্তি-প্লাবনে, ভারত জীবনে  
সকারিবে নব বল ।  
আত্মভ্যাগ তার, মন্ত্র চমৎকার  
তোমার সার সম্বল ॥  
দুঃখ বশ আশ, করিতে বিনাশ  
পারি না পারি না হরি ।  
লোকে পরিচিত, হতে মম চিত্ত  
চায় দিবা বিভাবরী ॥  
বক্তৃ তার শুনে, গ্রন্থ প্রণয়নে  
আরো কতরূপে মন ।  
বশ লভিবারে, লোলূপ সংসারে  
রহে নাথ অনুক্ষণ ॥  
অন্ন অনাদর, সহে না অন্তর  
অহঙ্কারে ক্ষীণ রয় ।  
একি অসম্ভব, কিন্তু ভক্ত ভব  
বশের ভিখারী নয় ॥  
বশ যেই জন, চাহে না কখন  
আপনা আপনি বশ ।  
তঁারে আলিঙ্গন, করে অনুক্ষণ  
সবে হয় তাঁর বশ ॥

ওহে দীননাথ, কর আশীর্বাদ  
যশোলিপ্সা যেন মনে ।  
আসে না কখন, যেন এ জীবন  
থাকে মত্ত ও চরণে ॥  
তব বশ ঘোষি, তব গুণরাশি  
অনুদিন যেন গেয়ে ।  
তব রসে রসী, তব বশে বশী  
তব মানে মানী হরে ॥  
এ পাপ জীবন, ও পদে অর্পণ  
করি যেন লীগাময় ।  
এই ভিক্ষা মোরে, দাও কৃপা করে  
দাসেরে হয়ে সদয় ॥  
তব পদে নাথ, করি এপিপাত  
ভক্তি বিগলিত মনে ।  
তব পদে আঁখি, যেন সদা রাখি  
মগ্ন থাকি শুণ গানে ॥

### শ্রীগোরাঙ্গের অধ্যাপনা কার্য এবং ধর্মজীবনের সূত্রপাত ।

নানা শাস্ত্র শিক্ষা করি শটীর নন্দন ।  
আরম্ভিলা অধ্যাপনা করিয়া যতন ॥  
\* সঞ্জয় নামেতে এক ধনীর আলয়ে ।  
চতুষ্পাঠী স্থাপিলেন প্রমত্ত হৃদয়ে ॥  
তাঁহার প্রতিভা আর বিজ্ঞার সুখ্যাতি ।  
লভিলেক বঙ্গদেশে সুদূর বিস্তৃতি ॥  
তাই নানা স্থান হ'তে শিক্ষার্থী নিচয় ।  
পরিপূর্ণ করিলেক তাঁর বিজ্ঞালয় ॥  
ব্যাকরণ শাস্ত্র তিনি যত্ন সহকারে ।  
শিখাতেন ছাত্রগণে প্রথা অনুসারে ॥

জ্ঞান আলোচনা তরে নদীয়া নগর ।  
 ছিল সুপ্রসিদ্ধ সেই সময়ে বিস্তর ॥  
 নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অধ্যাপকগণ ।  
 আসি নবদ্বীপ ধাম করিত শোভন ॥  
 কেহ তত্ত্ব, কেহ জ্ঞান, স্মৃতি ভাগবতে ।  
 ব্যাকরণ আদি নানা শাস্ত্র বিধিতে ॥  
 অগাধ-পাণ্ডিত্য-পূর্ণ পণ্ডিত নিচয় ।  
 করিতেন নবদ্বীপ ধাম শোভাময় ॥  
 হেন সুধীগণ মাঝে গৌর গুণমণি ।  
 চট্টলেন সুবিখ্যাত আপন' আপনি ॥  
 সম্মান স্রবণ তার বঙ্গদেশ ভরি ।  
 প্রদীপ্ত অনল প্রায় ব্যাপিল আগরি ॥  
 সেট কালে বঙ্গদেশে শ্রীরঘু নন্দন ।  
 করিলেন স্মৃতিশাস্ত্র তত্ত্ব সঙ্কলন ॥  
 যে শাস্ত্র প্রভাবে বঙ্গে হিন্দু নারী নর ।  
 বস্ত্রবৎ সূশাসিত হয় নিরন্তর ॥  
 সে শাস্ত্রের প্রবর্তন হ'ল এট কালে ।  
 বদ্ধ হল বঙ্গদেশে শাস্ত্রীয় শৃঙ্খলে ॥  
 কৃষ্ণানন্দ নামে এক তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ।  
 নানা তত্ত্ব চতে করি সার সঙ্কলিত ॥  
 তত্ত্ব সার নামে গ্রন্থ করিল রচন ।  
 যাহাতে শাসিত হয় বঙ্গে শাস্ত্রগণ ॥  
 রঘুশিরোমণি নামে গ্রন্থের পণ্ডিত ।  
 গ্রন্থশ'ঙ্গে করিলেন ভারত মোচিত ॥  
 এ হেন প্রতিভা পূর্ণ পণ্ডিত সমাজে ।  
 অসংগত জ্ঞানরূপে নিমাই বিরাজে ॥  
 বঙ্গবাসী হিন্দুগণ নিমাইর প্রতি ।  
 দেখাতেন অনুকরণ সম্মান সম্প্রীতি ॥  
 নানা স্থান হতে তাঁর সাদর আহ্বান ।  
 আসিত, লভিত গৌরা অশেষ সম্মান ॥  
 শত শত ছাত্রগণ তাঁর বিষ্ঠালয়ে ।  
 অহুদিন করে পাঠ সানন্দ হৃদয়ে ॥

হুতীক প্রভিভাশালী তর্কবিশারদ ।  
 নিম্না'য়ে দেখিয়া সবে গণিত আপদ ॥  
 একদিন দ্বিপ্রজয়ী জনৈক পণ্ডিত ।  
 বঙ্গদেশ পরাজিতে আসি উপনীত ॥  
 তাঁরে দেখি নবদ্বীপে পণ্ডিত সকল ।  
 হইলেন ভয়ে ভীত চিত্তায় বিকল ॥  
 একদিন পূর্ণিমার মনোজ্ঞ নিশীথে,  
 গঙ্গাতীরে আছে গৌরা ছাত্রগণ মাথে ।  
 হেনকালে দ্বিপ্রজয়ী আসিল তথায় ।  
 তাঁরে দেখি সম্মানিলা গৌরচন্দ্র রায় ॥  
 সম্মানে বসাইয়া দ্বিপ্রজয়ী জনে ।  
 বলিলেন বড় উচ্ছা হইয়াছে মনে ॥  
 তুনি মোরা গঙ্গাস্নাত্ত্র তোমার বদনে ।  
 এতশুনি দ্বিপ্রজয়ী স্মৃতিষ্ট বচনে ॥  
 করচিত সুবিস্তৃত ভাগীরথী-জতি ।  
 জনাইয়া বিমোচিত হইলেন অতি ॥  
 স্তবের প্রশংসা করি গৌর বশোধন ।  
 বিনীত ভাবেতে তাঁরে করি সম্বোধন ॥  
 আবৃত্তি করিয়া তাঁর কবিতানিচয় ।  
 ব্যাকরণ অলঙ্কার গুণ দোষচয় ॥  
 দেখাটয়া কবিতার ভ্রম সমপ্রমাণ ।  
 করিলেন গৌরচন্দ্র পণ্ডিতপ্রধান ॥  
 বাগ্‌কের কাছে হয়ে হেন পরাজিত ।  
 হইলেন দ্বিপ্রজয়ী একান্ত দুঃখিত ॥  
 তাঁর চিত্ত সুপ্রসন্ন করিবার তরে ।  
 নানারূপ মিষ্টবাক্য গৌরাজ তাঁহারে ॥  
 বলিয়া প্রশান্ত করি তাঁহার হৃদয় ।  
 দ্বিপ্রজয়ী পণ্ডিতেরে দিলেন বিদায় ॥  
 গৌরের প্রশংসা এতে বাড়ি শতগুণ ।  
 সবে তাঁরে আশীর্বাদ করে অনুকূণ ॥  
 এত যে পাণ্ডিত্য তাঁর এত যে সুখ্যাতি ।  
 তথাপি জীবনে তাঁর বাণ্যভাব অতি ॥

বালকের মত তিনি অবসর পেলে ।  
 করিতেন অলকেলি পড়ি গঙ্গাজলে ॥  
 শ্রীহট্টনিবাসী জনে দেখিলে নিমাই ।  
 বাঙ্গাল বলিয়া রঙ্গ করিত সমাই ॥  
 বৈষ্ণব দেখিলে তিনি তাহাদের সনে ।  
 কুতর্ক করিয়া বাধা দিতঃ ভক্ত মনে ॥  
 শ্রীবাস, মুকুন্দ আদি সাধু ভক্তগণ ।  
 গৌরাক্ষের প্রতি কুর ছিল অক্ষুণ্ণ ॥  
 রথ তর্ক ভক্তিশাস্ত্র-বিরোধী অগ্রায় ।  
 ভাবি তাহা পরিহার করে ভক্তচয় ॥  
 একদা শ্রীবাস ভক্ত দেখিয়া তাঁহারে ।  
 বলিলেন নিমাইয়ের সম্বোধন করে ॥  
 দেখ বৎস, হরিভক্তি বিনে বিদ্যা যত ।  
 সকলি অসার ব্যর্থ জানিও নিশ্চিত ॥  
 রথ তর্ক ছাড়ি তুমি ভজ হরিধন ।  
 হইবে সফল তব অমূল্য জীবন ॥  
 জিনিয়া বলিলা গৌর করুন আশীষ ।  
 যেম হরি-ভক্তি মোর হয় সবিশেষ ॥  
 শ্রীহরি ভক্তির বীজ গৌরাক্ষ হৃদয়ে ।  
 রোপিছেন সমাদরে জনম সময়ে ॥  
 সে কি কভু হরিধনে ভুলিবারে পারে ।  
 শ্রীহরি গ্রথিত তাঁর হৃদয় মাঝারে ॥  
 মেঘে যথা ঢাকে চাকু চাঁদের বয়ান ।  
 সেইরূপ জগৎকাল ভক্তিহীন জ্ঞান ॥  
 ঢাকিয়াছে নিমাইয়ের কোমল পরাণ ।  
 কভু হেরি ভক্তি তাঁয় কভু অন্তর্ধান ॥  
 সম্মান সৌভাগ্য ধন চাকু কলেবর ।  
 লভেছেন এসকল বিভব বিস্তর ॥  
 প্রচুর বসনধনে গৌরের আগার ।  
 হত পূর্ণ সুসজ্জিত আছা অনিবার ॥  
 বল্লভআচার্য্য-কন্ডা শ্রীলক্ষ্মী দেবীয়ে ।  
 বিবাহ করেন পৌর মহানন্দ ভয়ে ॥

পরমাহুন্দরী লক্ষ্মী অতি গুণবতী ।  
 গাইয়া তাঁহারে শচী লভিলেন প্রীতি ॥  
 উপযুক্ত রূপবান্ পূর হুপঙিত ।  
 ধনধাত্তে নিকেতন সদা হুশোভিত ॥  
 গুণবতী পুত্রবধূ, হুথের সংসার ।  
 হল জগৎলীল মনে আনন্দ অপার ॥  
 বিষয়, হুণমাগরে ভাসে গোরারায় ।  
 ঐশ্বর্য্য সম্মান বশ লভেন ধরায় ॥  
 এ সময়ে পূর্ব্বাকালে শ্রীহট্টপ্রদেশে ।  
 গেলেন আনন্দে তিনি কুতুহল বশে ॥  
 তথা গিয়া ভাবান্তর হইল তাঁহার ।  
 তর্ক যুক্তি ভুলে গেলা শচীর কুমার ॥  
 প্রাণের স্তাবসিদ্ধ হরিপ্রেম রস ।  
 উথলি করিল তাঁর পরাণ অবশ ॥  
 বহু ভক্ত সঙ্গে করি হরিগুণগান ।  
 করিতে লাগিল গৌর গলায়ে পাষাণ ॥  
 তরিমাকৈ উঠাইয়া বহুজনগণ ।  
 প্রমত্ত হৃদয়ে করি হরি সংকীর্ত্তন ॥  
 ভবনদী পার করি এই বলি সবে ।  
 করিতেন সবে পার আনন্দ উৎসবে ॥  
 এক দিন জিজ্ঞাসিলা ভক্ত একজন ।  
 কেমনে করিব আমি ধরম সাধন ॥  
 বলিলেন বিশ্বস্তর সামসংকীর্ত্তন ।  
 সাধনের শ্রেষ্ঠ পথ অমূল্য রতন ॥  
 যেন নদীয়ার শুক জ্ঞানকোলাহলে ।  
 প্রাণপ্রিয়ন গৌর গিয়াছিল ভুলে ॥  
 ধর্ম্মহীন বিদ্যাযুক্তি বিষয় ব্যাপার ।  
 সংসারের বশ মান পাণ্ডিত্য অসার ॥  
 প্রাণের সহজ ভাব করয়ে হরণ ।  
 অন্ধকারে ঢাকি ফেলে মানবের মন ॥  
 শ্রীহরির মহাপ্রেম গৌরাক্ষ জীবনে ।  
 রয়েছে সঞ্চিত সদা দিতে জীবগণে ॥

কিন্তু সঙ্গদোষে আর মোহ আবরণে ।  
 ক্ষণেক প্রফুল্ল তাহা আছে সঙ্গোপনে ॥  
 কিন্তু বধাকালে হরি সেই আবরণ ।  
 ঘুচাইয়া বিলাবেন জীবে প্রেমধন ॥  
 শ্রীহট্ট হইতে ফিরি গোঁগাজ হৃন্দর ।  
 পুনরায় আসিলেন নদীয়া নগর ॥  
 আসিয়া শুনেন তাঁর পতিপ্রাণা সতী ।  
 সর্পাঘাতে করেছেন পরলোকে গতি ॥  
 কালে শোক পাসরিয়া পুন অধ্যাপনে ।  
 নিবুন্ধ হলেন গোরা আপনার মনে ॥  
 জননীর অনুরোধে পুন পরিণয় ।  
 করিলেন মহোৎসবে শচীর তনয় ॥  
 তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ।  
 পবিত্র চরিত্র যেন স্বরূপের ছবি ॥  
 পাইয়া তাঁহারে গোরা আনন্দ সাগরে ।  
 ভাসিতে লাগিল সদা নিশ্চিন্ত অন্তরে ॥  
 সোণার সংসার তাহে শচী হেন মাতা ।  
 গৌরাক্ষের মত পুত্র কেবা পায় কোথা ॥  
 বিষ্ণুপ্রিয়া পুত্রবধূ রাজলক্ষ্মীপ্রায় ।  
 নিবুন্ধ সত্তত স্বশ্রু স্বামীর সেবার ॥  
 সুখে আছে শচীমাতা চিন্তা নাই তাঁর ।  
 কিন্তু বিধাতার বিধি অতি চমৎকার ॥  
 ঝটিকার পূর্বক্ষেপে প্রকৃতি যেমন ।  
 নীরব নিস্তব্ধ ভাব করয়ে ধারণ ॥  
 ভেগনি শচীর সুখ সংসারমাঝারে ।  
 উঠিবে তুফান কিবা কে বুঝিতে পারে ॥  
 জীবের উদ্ধার তরে শ্রীহরি বাহারে ।  
 প্রেরণ করেন এই সংসার মাঝারে ॥  
 সেকি কভু আপনার নিয়তি ভুলিয়া ।  
 পারে থাকিবারে আর সংসারে মজিয়া ?  
 জগতের সুবৃহৎ সংসারের ভাব ।  
 বহিতে স্বজিলা ধীরে হরি গুণধার ॥

সে কি কভু অতি ক্ষুদ্র পরিবার লয়ে ।  
 পারে রহিবারে আর সংসারে মজিয়ে ?  
 কে জানে কাহারে হরি কখন কেমনে ।  
 লইবেন আপনার করি সঙ্গোপনে ॥  
 ক্ষুদ্র ভক্তবর দেখে নীরবে ।  
 কি লীলা করেন হরি মোহময় তবে ॥  
 আপনার মহালীলা সাধিবার তরে ।  
 কারে কোথা হতে লন জীবে কৃপা করে ॥  
 পলভরে ছিঁড়ে দিয়ে মোহের বন্ধন ।  
 সংসার হইতে তিনি প্রেরিত সৃজন ॥  
 বেছে বেছে লয়ে হরি নূতন বিধান ।  
 করেন রচন! সেই রচন নিদান ॥  
 ধন্য সে যে জন শ্রীহরির হাতে ।  
 গুপ্তভাবে বাবলুত হয় এ জগতে ॥  
 বিষয়মত্তত মাঝে চরি কৃপা করি ।  
 যারে লন দয়াময় আপনার করি ॥  
 হবে কিহে দয়াময় সে দশা আমার ।  
 গৌরাক্ষের সনে তব যৈবা ব্যবহার ॥  
 আছি বিষয়েতে মজি জানিনা কখন ।  
 তোমার শ্রীপাদপদ্মে লভিব স্মরণ ॥  
 কিন্তু তুমি দয়াময় লীলার আধার ।  
 তাই তব পাদপদ্মে করি নমস্কার ॥  
 তুমি কৃপা করে হরি বিষয়-বন্ধন ।  
 হইতে পতিত জনে করহ মোচন ॥  
 তব দয়া প্রার্থী হয়ে তব শ্রীচরণে ।  
 প্রণিপাত করি নাথ ভক্তিয়ুক্ত মনে ॥

## মহাত্মা শ্রীগৌরান্দের জীবনের পরিবর্তন ।

দীক্ষা এবং ভক্তির নবানুরাগ ।

ভারতের নানাহানে, বৃন্দাবনে কাশীধামে,  
প্রয়াগে গয়ায় হরিদ্বারে ।  
চন্দ্রনাথ কামেধ্যায়, বিদ্যাচলে দ্বারকায়,  
বহুতীর্থ সদা শোভা করে ॥  
ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রসপান,  
ভুলিল যখন আৰ্য্যগণ ।  
নিরাকার উপাসনা, ত্যজি দেবদেবী নানা,  
আরম্ভিলা করিতে পূজন ॥  
প্রদীপ্ত জ্ঞানের রবি, ঢাকিল আপন ছবি,  
অন্ধকারে ডুবিল ভারত ।  
সেই কালে ঋষিগণ, জীবের হিতসাধন  
করিতে, পুরাণ নানামত—  
করিলেন প্রণয়ন, নানাতীর্থ সংগঠন, \*  
করিলেন ভারত মাঝারে ॥  
সত্য সনে কল্পনারে, মিলাইয়া বহুতরে,  
কবিত্ব তাহাতে করি দান ।  
লোকচিন্তা ফিরাইতে, রচিলেন নানামতে,  
কত পৌরাণিক উপাখ্যান ॥  
অলৌকিক ভাবপ্রিয়, অজ্ঞান মানবচর,  
অন্ধভাবে করিয়া বিশ্বাস ।  
ভারতে ধর্ম সাধন, করে তারা অনুক্ষণ,  
হয়ে চির সংস্কার-দাস ॥

\* মহাত্মা ব্যাস বলিয়াছেন ;—

রূপং রূপবর্জিতং ধ্যানেন যৎ কল্পিতং  
ভূত্যা অনির্কলনতা নিরাকৃতা বদ্যমা ।  
ব্যাপিষ্যৎ নিরাকৃতং যৎ তীর্থযাত্রাঘিনা  
কৃত্যবাৎ অগণীশ বিকলভাবোবদ্রাৎ সঙ্গা কৃতং ॥

হৃদয়ের ভাবরাশি তিরোপিতে, গয়াকাশী  
আদি নানা তীর্থ অগণিত ।  
শত শত নারী নর, দেখিবারে নিরন্তর,  
অনুক্ষণ হয় ব্যাকুলিত ॥  
শঙ্কর আদি ঋষিচর, ভারতে হয়ে উদয়,  
বাহুতীর্থ করিয়া ধওন ।  
প্রাণমাকে গয়া কাশী আদি যত তীর্থরাশি,\*  
জ্ঞানযোগে করিলা স্থাপন ॥  
তথাপিও তীর্থ তরে, বহু হিন্দু নারীনরে,  
অনুক্ষণ করে আকিঞ্চন :  
তীর্থের কুফল যদি, বৃদ্ধি করে ভ্রান্তি অতি,  
মূর্ত্তিপূজা করয়ে পোষণ ॥  
তথাপি দেশদর্শন, সাধু সঙ্গের আলাপন,  
স্বধর্ম্মীর একত্র মিলন ।  
এসকল শুভ ফল, ফলে ইথে অবিরল,  
হয় ইথে নানা উপকার ।  
গৃহপ্রিয় আৰ্য্যগণ, করিয়া তীর্থ ভ্রমণ,  
জ্ঞান ভক্তি লভেন অপার ॥  
প্রচলিত ধর্ম্মমতে, শ্রীগৌরান্দ্র বহু সাথে,  
গয়াধামে করিলা গমন ।  
গয়ায়ুর শিরে হরি, শ্রীপাদপদ্ম বিস্তারি,  
করেছেন তাহারে উদ্ধার ॥ †

\* আধ্যাত্মিক তীর্থ সম্বন্ধে মহাত্মা শঙ্কর-  
চার্য্য লিখিয়াছেন ;—“কাশীক্ষেত্রঃ শরীরঃ জ্ঞান-  
গদা” ইত্যাদি ।

† পুরাণে কথিত হইরাছে, গয়ায়ুর নামে  
একটা প্রবল পরাক্রান্ত অশুরবালক পরম হরিভক্ত  
ছিলেন, তৎপরাণু তাহার মস্তকে পাদপদ্ম স্থাপন  
করেন । যেখানে এই ঘটনা কল্পিত হইরাছিল সেই  
স্থান একদা গয়াধাম বলিয়া এসিদ্ধ । পুরাণে  
ঈশ্বরকে সাকাররূপে বর্ণনা করিয়া এই আধ্যাত্ম-  
মিকা রচিত হইরাছে । ঈশ্বর মূর্ত্তিবিহীন ও নিরা-

সে পদচিহ্নে যে জন, করে পিণ্ড সমর্পণ,  
 পিতৃগণ লভেন নিস্তার ;  
 এ বিশ্বাসে গোরারায়, ভক্তিতে যান গয়য়,  
 জনকের পিণ্ডদান তরে ;  
 নদ্বিয়ার বক্ষস্থল, বিদ্রা তর্ক কোলাহল,  
 ত্যজি তাঁরা যান ধীরে ধীরে ॥  
 ভক্তজনমনোলোভা, চারু প্রকৃতির শোভা  
 হেরিয়া মোহিত গৌরপ্রাণ ।  
 পরলোক চিন্তা তায়, উঠিয়া গৌর হিয়ার  
 করিলেক প্রেমে মুহমান ॥  
 গৌরহৃদয় মণ্ডো, স্নগভীর প্রেম রাজে,  
 থাকি বন্ধ বিষয়প্রাচীরে ।  
 বাহিরিতে অবসর, খুজিছিল নিরন্তর,  
 এবে তাঁরা ব্রহ্ম প্রেমভরে—  
 গয়াধামে প্রকাশিত, হঠলেক অচম্বিত,  
 সে ভাব হেরিলে প্রাণ গলে ॥  
 হরিদাসপদ্য হেরে, ভাসে গোর' অক্ষনীরে,  
 নেত্রে বহে জাহ্নবীর নীর ।  
 মুখে বাকা নাহি সরে, কাম্পচরু বিষাদরে  
 দেখি মনে অবাক অস্থির ।  
 শ্রীঈশ্বরপুরী নামে, এক সাধু গয়াধামে,  
 গিয়াছেন তীর্থপর্যটন ।  
 তিনি বাহ পসারিয়ে, ধরিলেন গোরারায়,  
 শ্রীগৌরান্দ লভিয়া চেতন ॥

কার, হুতরাং তাঁহা ভৌতিক পাদপদ্ম সম্বন্ধে  
 না; কিন্তু এই আধ্যাত্মিক মূলে যে সত্য আছে  
 তাহা এই ভাবে গৃহীত হইতে পারে, যথা, যে  
 ব্যক্তি ভগবানের চির পাদপদ্ম সমীপে পিতা-  
 মাতা প্রভৃতি পরলোকগত আত্মার জন্ত বাহুল্য  
 প্রাণে প্রার্থনা করেন, ভগবান্ সেই পিতৃপুরুষ-  
 গণকে উদ্ধার করেন। মহাত্মাগণও তৎকাল-  
 প্রচলিত কুসংস্কারবর্জিত নহেন, শ্রীগৌরান্দের  
 পিতৃমাতৃ দ্বারা ইহা প্রতীত হয়।

বলিলেন ভক্তবরে, মম অম্ম এসংসারে,  
 অগ্র হতে হইল সফল ।  
 তব পাদপদ্ম হেরে, হরিনাম এ সংসারে,  
 হইলাম আমি অবিরল ॥  
 তব পদে দেহ মন, করিলাম সমর্পণ,  
 কর মোরে হেন আশীর্বাদ ।  
 যেন হরি-প্রেম-মুখা, পান করি ভবক্ষুধা,  
 মিটাইতে পারি ওগে নাথ ॥  
 গৌর চন্দ্র এক দিন, হঠয়া প্রেমে হৃদীন,  
 বলিলেন পুরী মঠাঙ্গনে ।  
 তুমি দেন কৃপা করে, দীক্ষিত করহ মোরে  
 ভববন্ধ যাঁহ মুক্ত হয়ে ॥  
 দিয়া গৌরে আশিজন, বলিলেন ভক্তজন,  
 দীক্ষা দিব এবা কিবা আর ।  
 প্রাণ দিতে পারি তোমারে, তব হতে শ্রিয় কাঁরে  
 নাহি জানি সংসার মাঝার ॥  
 এত বলি গৌরান্ধেবে, দীক্ষা দিলা সমাদরে  
 সাধুশ্রেষ্ঠ পুরীমহোদয় ।  
 যেজন পৃথিবী ভরি, ব্রহ্মের প্রেম বিতরি,  
 উদ্ধারিবে নরনারীয়ে ।  
 তিনি আজ গয়াধামে, হৃদীকৃত হরিনামে,  
 জগতের হল ভাগ্যোদয় ॥  
 তুমি পুরী ভাগ্যান্, কে বল তব সমান,  
 গোরা যার করুণা মাজয় ।  
 জন যথা ঈশ-ধনে, দীক্ষিলেন হরিপ্রেমে,  
 সেইরূপ মম গোরাধনে ;  
 দীক্ষা দিলে প্রেমভরে, চিরজীবী এসংসারে  
 হলে তুমি ব্রহ্ম-কৃপাতরে ॥  
 হরিনামে হৃদীকৃত, হয়ে শচীশ্রয়হৃত,  
 অচুরাগে হলেন গাঙ্গল ।  
 কোথা বাপ কৃষ্ণ বলে, অচুরাগে যান গলে  
 হরিপ্রেমে হয়েন বিহ্বল ॥









শুনি হাসি বলিলেন শচীর কুমার ।  
 আজিকার পড়া শেষ হল এ প্রকার ॥  
 গৃহে গেলে মাতা তাঁরে প্রেমে সুখাইলা ।  
 কার সনে আজ বাছা বিচার করিলা ॥  
 বলিলেন গৌরচন্দ্র হরিনাম আজ ।  
 করিলাম ব্যাখ্যা আমি ছাত্রের সমাজ ॥  
 শ্রীহরির নামগুণ শ্রবণ কীর্তন ।  
 মানবের একমাত্র সারতত্ত্বধন ॥  
 যে শাস্ত্রে বা পুরাণেতে হরিনাম নাই ।  
 শুনিবেনা বলিবেনা বলিলাম তাই ॥  
 হরিনাম কর মাতে, সংসার বন্ধন ।  
 হরিপদে ভক্তি বলে ঘুচে অনুক্ষণ ॥  
 এইরূপে দ্বিবারাত্রি গৌরচন্দ্রের মন ।  
 হরিনাম-রসাস্বাদে রহে নিমগন ॥  
 পরদিন প্রাতে পুনঃ অধ্যয়ন তরে ।  
 আসিলেন ছাত্রগণ সঙ্কয়ের ঘরে ॥  
 পূর্ববৎ ব্যাখ্যা শুনি ছাত্র সমুদায় ।  
 গঙ্গাদাস পণ্ডিতেরে সবিনয়ে কয় ॥  
 ভালরূপে শিক্ষাদান করিবার তরে ।  
 গঙ্গাদাস অনুরোধ করিলেন তাঁরে ॥  
 তাঁর অনুরোধে পুন শচীর কুমার ।  
 অধ্যাপনে মনোযোগী হলেন আবার ॥  
 কিন্তু হরিপ্রেমে যার বাহুজ্ঞান নাই ।  
 অপরের উপদেশে কি করিবে তাই ॥  
 একদিন পড়াটতে বসি বিশ্বস্তর ।  
 শুনিলেন রত্নগর্ভ আচার্য্য সুন্দর ॥  
 পড়িছেন ভাগবত সুমধুরম্বরে ।  
 গাশিল সে স্বর তাঁর শ্রবণ-বিষয়ে ॥  
 সে মধুর ধ্বনি পলি শ্রবণে তাঁহার ।  
 করিল ব্যাকুল তাঁর প্রাণ অনিবার ॥  
 ভূমিতে লুষ্ঠন করি করেন রোদন ।  
 হরিপ্রেমে একেবারে হয়ে অচেতন ॥

অশ্রু কল্প পুলকাদি নানা ভাবাবেশে ।  
 হইল বিহ্বল মত্ত হরিপ্রেমরসে ॥  
 সংজ্ঞা পেয়ে আচার্য্যেরে গাড় আলিঙ্গন ।  
 দিলেন গৌরচন্দ্র শচীর নন্দন ॥  
 পরদিন প্রাতে পুনঃ প্রিয় ছাত্রগণ ।  
 সমবেত হটলেন সঙ্কয়-ভবন ॥  
 জিজ্ঞাসিল শিষ্য সবে শচীর কুমারে ।  
 ধাতু সংজ্ঞা কিবা তাহা বলুন সবারে ॥  
 বলিলেন বিশ্বস্তর হরির শক্তি ।  
 ধাতু বলি জেন সবে সুপবিত্র অতি ॥  
 যে হরির রূপাগুণে ধাতু লাভ হয় ।  
 তাঁরে প্রেম ভক্তি কর বালক-নিচয় ॥  
 তাঁর নাম কর সদা শ্রবণ কীর্তন ।  
 ধ্যান কর অনুক্ষণ তাঁর শ্রীচরণ ॥  
 ত্রিজগতে অস্ত নাই মহিমা ঘাহার ।  
 দস্তে তৃণ লয়ে সেব তাঁরে অনিবার ॥  
 হরি মাতা হরি পিতা হরি প্রাণ মন ।  
 পায়ে ধরি কর তাঁরে আত্মসমর্পণ ॥  
 মত্ততার অবসানে শচীর নন্দন ।  
 জিজ্ঞাসিল শিষ্যগণে প্রেমেতে তখন ॥  
 কি প্রকার ব্যাখ্যা সবে শুনিলা আমার ।  
 সত্য করি বল সবে বলহ এবার ॥  
 আমার কি বায়ুরোগ জন্মেছে এখন ।  
 এই কথা সত্য করি বল বৎসগণ ॥  
 বলিলেন শিষ্য সবে সকল বিষয়ে ।  
 হরিনাম ব্যাখ্যা ভূমি করহ নির্ভয়ে ॥  
 হরিনামে তব ভক্তি করি দরশন ।  
 মাহুষ বলিতে তোমা নাহি লয় মন ॥  
 যেই ব্যাখ্যা কর শুক্ল সেই সত্য সার ।  
 কর্মদোষে মোরা নাহি পারি বুঝিবার ॥  
 শিষ্যদের বাক্য শুনি সন্তুষ্ট হইয়া ।  
 বলিতে লাগিল গৌরা হৃদয় খুলিয়া ॥



এই ভিক্ষা করি নাথ তব শ্রীচরণে ।  
প্রণিপাত করি হরি কায়বাক্যমনে ॥

মহাত্মা শ্রীগোরাঙ্গের ভক্তিসাধন,  
অপর ভক্তগণ সহ সম্মিলন এবং  
ধর্মপ্রচার আরম্ভ ।

অধ্যাপনা ক্রান্ত দিয়ে, নবানুরক্ত হৃদয়ে,  
শিষ্য সনে হয়ে সম্মিলিত ।  
শচীর প্রাণের ধন, আরম্ভিলা সঙ্কীৰ্ত্তন,  
মাতাইয়া সবাচার চিত্ত ॥  
বঙ্গভূমি যে কীৰ্ত্তনে, প্রমত্ত আজি ভুবনে,  
ভুঙ্ক প্রাণ বাহে গলে যায় ।  
ভকতের শ্রিয় ধন, মহাযজ্ঞ সুসাধন,  
অভিনব বিধান ধরায় ॥  
যে সাধন অনুসরি, হেসে গেয়ে নৃত্য করি,  
সহজে মানব মুক্তি পায় ।  
হেন যজ্ঞ আরম্ভন, করিগেন ভক্ত জন,  
দয়াময় হরির কৃপায় ॥  
হরি হরি বলে গোরা, নাচে হয়ে মাতোয়ারা  
করতালি দিয়ে শিষ্য সনে ।  
কতু ভাবে অচেতন, কখনও করে রোদন,  
অক্রম্ভল বহে ছনয়নে ॥  
ছাত্রগণ মাঝে কেহ, গেল অশ্রু গুরুগেহ,  
কেহ লয়ে গোরা'র আশ্রয় ।  
অধ্যয়ন ক্রান্ত করি, ভকতির পথ ধরি,  
ভক্তসনে সম্মিলিত রয় ॥  
মধুর আশ্রয় পেয়ে, অলিগণ যথা ধৈর্যে,  
পঙ্কজেরে করয়ে বেষ্টন ।  
ভক্তিসূক্ত ভক্তচয়, হেরি গোঁরে ভক্তিময়,  
গোঁর সনে লভিল মিলন ॥

শ্রীবাসের গৃহে গিয়ে, গোঁরাঙ্গ সনে মিলিয়ে  
ভক্তগণ করে সংকীৰ্ত্তন ।  
প্রেমেতে প্রমত্ত হয়ে, হরিপদে সব সঁপিয়ে,  
রহে গোঁরা নামেতে মগন ॥  
কখন হরি বিরহে, কান্দে ধূসারিত দেহে,  
পুছে কোথা শ্রীহরি আমার ।  
নয়নেতে অক্রম্ভল, বরে তাঁর অবিরল,  
যেন বহে জাহ্নবীর ধার ॥  
পুত্রশোকাতুরা মাতা, পুত্র তরে যথা তথা,  
বিলাপিয়া করেন রোদন ।  
অথবা সভারমণী, হারিয়ে নয়নমণি,  
অক্রম্ভনৌরে ছয়েন মগন ॥  
হরি অদর্শনে গোরা, হইয়া পাগলপারা,  
অহনিশ বিরহজ্বালায় ।  
বিকারী রোগীর মত, কাটে কাল অবিরত,  
বিষয়েতে মন নাহি ধায় ॥  
কতু হরি দরশন, পাটয়া ভক্তজন,  
মহানন্দে করে নৃত্য গীত ।  
কতু চক্রাকারে ঘোরে, কতু গালবাদ্য করে,  
কতু বা ছন্ধারে শচীমুত ॥  
বৈষ্ণব ভক্তচয়, গোঁরগৃহে সঙ্গ রয়,  
গোঁরপ্রেমে সকলে মগন ।  
হরিপ্রেমানন্দে ভাসি, একে অশ্রু ভালবাসি  
হরিপ্রেম করেন সাধন ॥  
অঈষত আচার্য্য সনে, তাঁহার নিজ ভবনে,  
গোঁরাঙ্গের হইল মিলন ।  
ভক্তিপরায়ণ ষোণী, কামনাবিহীন ত্যাগী,  
বিশ্বাসী আচার্য্য যশোধন ॥  
গোঁরাঙ্গে দর্শন করি, আনন্দে হৃদয় ভরি,  
গোঁরাঙ্গেরে করিলা বন্দন ।  
যে ভক্তি পাবার তরে, আচার্য্য বিশ্বাসভরে  
শ্রীহরির করিলা পূজন ॥

সেই ভক্তিধন লয়ে, এলা গৌর বঙ্গালয়ে,  
 হেরি মুগ্ধ আচার্যের মন ।  
 জাহ্নবী যমুন! যেন, নবদ্বীপে সন্মিলন,  
 হইলেক ভক্তভীবনে ॥

দোহে দোহাকারে মিশি, সদা আনন্দেতে ভাসি  
 সিন্ধুপানে করেন গমন ।  
 শ্রীবাসের আজিনায়, ভক্তমনে গৌররায়,  
 নিশিযোগে করেন কীর্তন ॥

গৃহদ্বার বন্ধ করি, হাসি গেয়ে নৃত্য করি,  
 করে সবে নাম উচ্চারণ ।  
 নাম সঙ্কীর্তন শুনে, পাষণ্ড মানবমনে,  
 জ্বলে উঠে বিদ্বেষ-অনল ॥

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ, ভোগাসক্ত নরগণ,  
 আর কত বিরোধী সকল ।  
 নানাজনে নানা কথা, বলে সবে যথা তথা,  
 ভক্তগণে করয়ে নিন্দন ॥

কেহ বলে এরা সবে, মাতিয়া নৈশ উৎসবে,  
 মদ্য মাংস করয়ে ভোজন ।  
 কেহ বলে উচ্চৈঃস্বরে, ইহার! চীৎকার ক'রে  
 শাস্ত্রভঙ্গ করে অনুজ্ঞন ॥

কোন কোন অম্লজন, বলে এবে নারায়ণ,  
 গেলকেতে আছেন শয়ান ।  
 ইহার! চীৎকার ক'রে, তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করে,  
 করে মহা পাপ অনুষ্ঠান ॥

ইহাদের পাপাচারে, দেশ যাবে ছারখারে,  
 ভর্তিঙ্গ নিপদ হবে অতি ।  
 ইহাদের সঙ্কীর্তন, শুনিলে যবনগণ,  
 আমাদের করিব দুর্গতি ॥

কেহ ভয়প্রদর্শন, করে ভক্তে অনুজ্ঞন,  
 বলে মোরা নবাব-সদমে ।  
 অভিযোগ তব নামে, করিব হে সাধারণে,  
 হবে তব নিশ্চয় বন্ধন ॥

এইসব কথা শুনে, বৈষ্ণবগণের মনে,  
 হ'ল মহা ভয়ের সঞ্চার ।  
 নির্দোষ সরলমতি, ভক্তগণ সবে অতি,  
 হইলেন ভীত অনিবার ॥

কিন্তু গোপাঙ্গের মন, হরিভেঙ্গে অনুজ্ঞন,  
 পরিপূর্ণ অনলের মত ।  
 শ্রীহরি আশ্রয় ধার, সংসারে কি ভয় তাঁর,  
 নাহি হন কভু তিনি ভীত ॥

শ্রীহরি ব্রহ্মাণ্ডপতি, তিনি ভক্তের গতি,  
 তাঁর বলে ভক্ত বলীয়ান ।  
 সংসারের অত্যাচার, লোকনিন্দা দুর্নিবার,  
 কিছুতেই ভীত নহে প্রাণ ॥

ভক্ত অকৃতোভয়ে, সদা প্রশান্ত হৃদয়ে,  
 গঙ্গাতীরে করেন ভ্রমণ ।  
 তাঁগারে নির্ভীক হেরি, হুটুগণ ঈর্ষা করি,  
 করে তাঁরে ভয়প্রদর্শন ॥

সরল বৈষ্ণবগণে, আশ্বাসিতে সেই ক্ষণে,  
 ইচ্ছা করি শচীর কুমার ।  
 প্রেমিক ভক্ত লয়ে, শ্রীবাস-সাধু আলয়ে,  
 গোরাচন্দ করিলা দরবার ॥

ব্রহ্মে যোগযুক্ত হয়ে, ব্রহ্মেতে প্রাণ সঁপিবে  
 ব্রহ্মগত হয়ে ভক্তজন ।  
 ব্রহ্মের অভয়বাণী, শুনাইয়া ভক্তপ্রাণী,  
 পুলকিত করিলা তখন ॥

হরিপ্রেম আকর্ষণে, শ্রীবাস-ভক্ত-ভবনে,  
 সব ভক্ত এবে উপনীত ।  
 হরিভক্ত হরিদাস, শ্রীধর ভক্ত শ্রীবাস,  
 মুরারি মুকুন্দ আদি যত ॥

সেই মহোৎসব দিনে, সম্মিলিত ভক্তমনে,  
 মনোহর কিবা দৃশ্য হয় !  
 গোরাঙ্গের মহাভাব, চমকিত ভক্ত সবে,  
 ও তাহে পুন নিত্যানন্দ রায় ॥





লিপ্ত সব পাপে, পাপের উৎসবে  
 কাটে কাল অবিরত ॥  
 অগাই মাধাই, এরা দুই তাঁই  
 যেন পাপ মুক্তিমান ।  
 পাবণ দুর্কার, পাপের আধার  
 সন্যাস পাপে মুহমান ॥  
 পথে পথে বার, কার পিছে বার  
 করে অপমান কার ।  
 কতু পরস্পরে, অড়াঅড়ি করে  
 লোকেরে করে প্রহার ॥  
 সমাজ-বর্জিত, সবার ঘৃণিত  
 পতিত হুভারে হেরে ।  
 নিতাইর প্রাণ, হল স্নিগ্ধমাণ  
 তন্মিল দয়া অহরে ॥  
 নিতায়ের মন, প্রেমপ্রসবণ  
 অগাধ করুণাখনি ।  
 জীবের দুর্গতি, হেরি তাঁর ছদি  
 গলিয়া যায় অমনি ॥  
 ভাবিলেন মনে, পাপী হই জনে  
 যদি না উদ্ধার হল ।  
 তবে আশা আর, কোথা এ ধরার  
 জীবহুঃখ নাহি পেল ।  
 এই দুই জন, এখন যেমন  
 মধ্যপানে মস্ত রয় ।  
 সেটরূপ বদি, হরি নামে ছদি  
 ইহাদের মস্ত হয় ।  
 এখন যেমন, ছায়া পরশন  
 করি ইহাদের সবে ।  
 করি পাপ জ্ঞান, গঙ্গানীরে স্নান  
 করয়ে বত মানবে ॥  
 বদ্যাপি ডেমন, অঙ্গ পরশন  
 করি ইহাদের সবে ।

গঙ্গা স্নান সম, পবিত্র উত্তম  
 জ্ঞান করে নিরন্তর ॥  
 তাহলে আমার, প্রচারের ভার  
 প্রকৃত সার্বক হয় ।  
 এত ভাবি মনে, হরিনাম স্থানে  
 নিতাই প্রেমতে কর ॥  
 হরিনাম হের, দুর্গতি দৌহার  
 এদের মঙ্গল সাধ ।  
 বাহে দুই প্রাণ, লভে পরিভ্রাণ  
 এই মম বড় সাধ ॥  
 নিতায়ের বাণী, হরিনাম শুনি  
 আনন্দে সন্ততি দিলা ।  
 মিলে দুই জনে, পতিত সদনে  
 প্রচারের তরে গেলা ॥  
 ভাই দৌহাকারে, বলিলা আদরে  
 ভজ হরি বল নাম ।  
 হরি পিতামাতা, হরি মুক্তিদাতা  
 হরি ধন মন প্রাণ ॥  
 হরিনাম শুনি, গর্জিয়া অমনি  
 অগাই মাধাই ধায় ।  
 ভক্তদ্বয় পানে ; তাঁহারা সম্মানে  
 প্রাণের তরে পালায় ॥  
 এইরূপে ক্রোশে, গৌরোদ্ভব পাশে  
 আসিয়া ভক্ত হয় ।  
 সব বিবরণ, করে নিবেদন  
 শুনিয়া লাগে বিস্ময় ॥  
 নিত্যানন্দ কন, এই দুই জন  
 যদি না উদ্ধার হয় ।  
 মহিমা তোমার, কে ঘোষিবে আর  
 সকল ভুবনময় ॥  
 অঙ্গল স্বভাবে, হরিনাম ভাবে  
 ভাদে উদ্ধার হল ।



মাধায়েয়ৈ নিধারিণা বলিল তাহারে ।  
 সন্ন্যাসী সারিণা কল কি হবে সংসারে ॥  
 নিত্যের অঙ্গে যত রক্ত পড়ে ধারে ।  
 হাসে নিত্যানন্দ রায় তত প্রেমভরে ॥  
 তাড়াতাড়ি লোক গির' গৌরাজে কহিল ।  
 বন্ধজনসহ তিনি ত্বরিত আটল ॥  
 রক্ত হেরি ক্রোধে গেরা হলা ততালন ।  
 কে পারে সন্তিতে বল বন্ধুর পীড়ন ॥  
 গৌরাজের ক্রোধ হেরি ভকত নিচর ।  
 প্রমাদ গণিল সব পেয়ে মনে ভয় ॥  
 আশ্বে ব্যস্তে নিত্যানন্দ করে নিবেদন ।  
 "মাধাই মারিতে চেষ্টা করিল বধন ॥  
 নিবারণ করে তারে প্রেমিক জগাই ।  
 দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই ॥  
 মোরে ভিক্ষা দেহ এই দৌহার শরীর ।  
 কিছু কষ্ট নাহি মোর তুমি হও স্থির ॥"  
 নিত্যের প্রাণরক্ষা করিল জগাই ।  
 শুনি হরষিত হয়ে প্রেমিক নিমাই ॥  
 করিলেন জগায়েরে আলিঙ্গন দান ।  
 বলিলেন তুষ্ট হয়ে ভকত প্রধান ॥  
 "নিত্যানন্দে রাখিয়া কিনিয়া তুমি মোরে ।  
 জগতের পতি কৃষ্ণ কৃপা করুক তোরে ॥  
 যে অভীষ্ট চিন্তে থাকে তাহা তুমি মাগ ।  
 আজ হতে হোক তোর প্রেম-ভক্তি-লাভ ॥"  
 জগায়ের বর শুনি বৈষ্ণব মণ্ডল ।  
 জয় জয় হরিশ্বনি করিলা সকল ॥  
 ভকতের বাবহারে প্রেম আলিঙ্গনে ।  
 অনুতাপ অগ্নি জ্বলে মাধায়ের মনে ॥  
 দণ্ডবৎ হয়ে পড়ি গৌরান্দ-চরণে ।  
 বলিল জগাই প্রভো, তাই হই জনে ॥  
 করিয়াছি কত পাপ মোরা অনিবার ।  
 মোরে কৃপা করি তুমি করিলে উদ্ধার ॥

কর মাধায়ের ত্রাণ এ ভিক্ষা আমার ॥  
 শুনিয়া ভকতবর বলিলা তখন ।  
 নিত্যানন্দদেহ সেট করেছে পীড়ন ॥  
 মোর দেহ হতে তার দেহ হয় বড় ।  
 না করিলে তিনী কমা নাহিক উদ্ধার ॥  
 শুনিয়া মাধাই পড়ে নিতাই-চরণে ।  
 নিত্যানন্দ কমা করে সন্ধানন্দমনে ॥  
 নানা উপদেশ দৌহে দিলা ভক্তগণ ।  
 পাপ হতে পরিব্রাজ লভিয়া হৃজন ॥  
 শ্রীহরির পাদপদ্মে পাটল আশ্রয় ।  
 পাপীর জীবনে হল শ্রীহরির জয় ॥  
 ধন্য হরি দয়াময়, ধন্য গৌর সদাশয়  
 ধন্য নিত্যানন্দ মহাশয় ।  
 গাপীর উদ্ধার তরে, এহেন বতন কষ্টে  
 হেন ভাব না দেখি কোথায় ॥  
 মার বেয়ে প্রেম করে, হেন প্রেম দেখিনাকৈ  
 হেন প্রেম স্বর্গীয় রতন ।  
 ধন্য জগাই মাধাই, অনুভব হই তাই  
 বাহে হরি-কৃপা মূর্তিমান ॥  
 ধন্য যত ভক্তগণ, না করিয়া তেজস্বান  
 ধারা নিলা দৌহে নিজ মনে ।  
 ধারা প্রেম-আলিঙ্গনে, ততঃ প্রেমসমনে  
 তুষিলেন আনন্দে সকলে ॥  
 শ্রীহরির কৃপাশ্রমে, পাপী তাই হই জনে  
 হইলেন ধার্মিক-প্রধান ।  
 জান করি নিরঞ্জে, প্রতিদিন হই অর্চন  
 অপে হই লক্ষ হরিনাম ॥  
 আপনার পাপ আয়ে, নিজেই বিচার করে  
 তাহে দৌহে সঙ্গ অঙ্গনীরে ।  
 শ্রীমাধাই বিশেষতঃ, এই বলে অবিরত  
 কান্দে আর মহাধেম করে ॥

নিভারের কণেবরে, আমিতো প্রহার করে  
 করিয়াছি কত রক্তপাত ।  
 কে আছে আমার মত, হুয়াচারী পাণী এত  
 কিসে বাবে মোর অপরাধ ॥  
 একদিন নিরুজনে, গেয়ে নিত্যানন্দধনে  
 পায়ে পড়ি বলিল মাধাই ।  
 পবিত্র দেহে তোমার, করেছি আমি প্রহার  
 মোর সম পাণী আর নাই ॥  
 দারুণ চণ্ডাল আমি, কৃত্য গোখর ও কামী  
 অতি পাণী বোর হুয়াচার ।  
 মোর অপরাধ বত, কম ওহে ভাগবত  
 দাসে করে লও আপনার ॥  
 তুনি নিত্যানন্দ দার, হাসিয়া বলে তাহার  
 শিশু যদি প্রহারে পিতার ।  
 জনক কি তাহা হলে, তঃখ লার কোন কালে  
 বাধা কি কখন লাগে গার ?  
 না করিও খেদ আর, তুমি হে দাস আমার  
 তব দেহে আমার বিহার ।  
 এত বলি নিত্যানন্দ, লভিয়া অতুলানন্দ  
 আলিঙ্গিয়া শ্রীঅঙ্গ তাহার ॥  
 সর্বজীবে হিংসা আমি, করিয়াছি দিনযামী  
 চিনি না জানি না নাম তাঁর ।  
 কিরূপে সে পাণ হতে, এ পাণী বল জগতে  
 লভিবেক জীবনে উদ্ধার ॥  
 নিভাই বলিয়া তাঁরে, দ্বিগা গঙ্গা বাট পরে  
 সব লোকে করি সম্ভার ।  
 হয়ে গৌন অকিকন, জমা চাও অমুকণ  
 তাহে পাণ বাটবে ভোমার ॥  
 তত্বাক্য শিরে ধরে, বাইরা গঙ্গার তীরে  
 বলিলেন মাধাই তখন ।

কোলালী ধরিয়া হাতে, বাট করি বিবি মতে  
 জীব সেবা করে অমুকণ ॥  
 তত্ব ব্রহ্মচারী হয়ে, সদা সন্তপ্তহৃদয়ে  
 করে তপ হইবে অগ্রমাদ ।  
 সকলের পায়ে ধরে, সদা জমা ভিক্ষা করে  
 সব তাঁরে করে আশীর্বাদ ॥  
 লভিয়া নবজীবন, পিতার আজ্ঞা পালন  
 করে আর গার হস্তিনাম ।  
 এদের পরিবর্তনে, নদীয়াবাসীর মনে  
 সমাদৃত হইল বিধান ॥  
 নিম্নারের বশখ্যাতি, বিবাস তত্ত্বি শ্রীতি  
 প্রচারিত হল বঙ্গময় ।  
 হরিদালা ভাগবত, হল ব্যাপ্ত অবিরত  
 হল নব বিধানের জয় ॥  
 ধন্ত হে করুণা-সিদ্ধ, দ্বিগে দৌনে কৃপাবিন্দু  
 কর এই হুতারের মত ।  
 ইহাদের চেয়ে আমি, পাতকী নিরপরাধী  
 কুটুবুদ্ধি অমুতাপহীন ।  
 বুঝিয়া না পালি বিধি, পাপে রত নিরবধি  
 অহংকারে মত্ত অমুদিন ॥  
 ইহাদের পদচিহ্ন, গ্রহণ করণ তির  
 নাট আর মোর পরিভ্রাণ ।  
 তাই ওহে শ্রেমাকর, এ দাসে উদ্ধার কর  
 দাও মোরে নূতন বিধান ॥  
 যেন এ জীবন হেয়ে, সকলে স্বীকার করে  
 তব নব বিধানের জয় ।  
 এট ভিক্ষা ও চরণে, বাটি নাথ কারমনে  
 প্রণিপাত করি শ্রেমময় ॥

## নবদ্বীপের মুসলমান কাজির

### হরিনাম গ্রহণ ।

মহা প্রেমে শ্রীগৌরাক্ষ তক্ত বন্ধু সহ ।  
হরিনাম সংকীর্তন করে অহরহ ॥  
নামরসে প্রমত্ত হইয়া কত জন ।  
সুখা তৃষ্ণা ভুলি করে সে নাম কীর্তন ॥  
সংকীর্তন-কোলাহলে নদীয়া নগর ।  
স্তম্ভিত কম্পিত যেন হয় নিরন্তর ॥  
মহা সাগরের নীরে ভীম প্রভঞ্জন ।  
উঠিয়া তরঙ্গ বধা করে উত্তোলন ॥  
সেইরূপ নদীয়ার হিন্দু মুসলমান ।  
কীর্তন-ভরঙ্গে যেন হল মুহুমান ॥  
বিষয়ে আগন্তু বত সংসারী মানব ।  
কীর্তনে বিরক্ত তারা হইলেক সব ॥  
পাঁচ শত হিন্দু আসি কাজীর সদনে ।  
অভিযোগ করে তারা নিন্দা সংকীর্তনে ॥  
“আসি কহে হিন্দুধর্ম তাজিল নিমাই ।  
যে কীর্তন প্রবর্তিলা কতু তুনি নাই ॥  
মঙ্গলচণ্ডীর বিষহরি আগরণ ।  
ছাতে নৃত্য গীত বাদ্য বোপ্য আচরণ ॥  
পূর্বে ভাল ছিল, এই নিমাই পণ্ডিত ।  
গয়া হতে আসিয়া চলিল বিপরীত ॥  
উচ্চ করি গায় গীত শ্রব করতালি ।  
মৃদঙ্গ কর্তাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥  
না জানি কি ধ্যেয়ে মত্ত হয়ে নাচে গায় ।  
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায় ॥  
নগর পাগল করে সদ্য সংকীর্তন ।  
রাতে নিদ্রা নাহি যায় করি আগরণ ॥  
কুকের কীর্তন করে নাচে বার বার ।  
এই পাশে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥

হিন্দুশাস্ত্রে হরিলীল মহামন্ত্র জানি ।  
সর্বলোক তুলিলে মত্তের বীজহামি ॥  
এামের ঠাকুর ভূমি গোরা ভব জন ।  
নিম্নারে ডাকি তারে করহ বর্জন ॥ \* \*  
“মৃদঙ্গ কর্তাল সংকীর্তন মহামন্ত্রি ।  
হরি হরি ধ্বনি বিনা অস্ত্র নাহি তুনি ॥  
তুলিয়া সে ক্রুদ্ধ হল সকল বন ।  
কাজিপাশে আসি সবৈ কৈল নিবেদন ॥  
কাজি কহে সংকীর্তন করো না নগরে ।  
আজি আমি কমা করি বাইতেছি ঘরে ॥  
যদি কেহ পুনরায় করহ কীর্তন ।  
সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার লব জাতি ধন ॥  
এত বলি কাজি পেল, নগরিয়া লোক ।  
প্রভুস্থানে নিবেদিল পেয়ে বড় শোক ॥  
সংকীর্তনে প্রিয় সাধু তক্তগণ বত ।  
কাজির আদেশ তুনি হইলেন ভীত ॥  
ভকতের অন্ন পান প্রাপ্তপ্রিয় ধন ।  
তক্তসখা শ্রীহরির নাম সংকীর্তন ॥  
এহেন কীর্তন তাজি তক্ত কেমনে ।  
এসংসার মারক বল বাঁচিবে জীবনে ?  
কাজির বচনে হয়ে তরাকুলমনে ।  
শিব্যগণ নিবেদিল গৌরাক্ষ-চরণে ॥  
দুর্জয় বিবাসী তক্ত গোমিক প্রধান ।  
বন্ধভেদে সদা পূর্ণ হরিগতপ্রাণ ॥  
হেন শ্রীগৌরাক্ষ কি হে সংসারের ডরে ।  
হরিনাম সংকীর্তন পারে তাজিবারে ?  
প্রবল নদীর স্রোত বাধা পেলেন বধা ।  
বিগুণ বেগেতে ধায়, লজ্জি সব বাধা ॥  
ডেমনি ভক্তের প্রাণ ভীম পদাধাতে ।  
সব বাধা অতিক্রম করেন অগতে ॥

শিষ্যগণ-বাক্য শুনি গৌরাজ তখন ।  
 বলিলেন মহোৎসাহে ওহে ভ্রাতৃগণ ॥  
 মহাকীৰ্ত্তনের সাজ করহ সকলে ।  
 দুঃখইব নবদ্বীপ নামসিদ্ধিতে ॥  
 উপযুক্ত দণ্ড দিব বিরোধী ক জিরে ।  
 হটবেন সকলে মুক্ত হরিলীলা হেরে ॥  
 মানবের ভেদ গর্ভ শক্তি অস্তিত্বমান ।  
 ব্রহ্মভেদে সব চূর্ণ হয় অধিরাম ॥  
 ব্রহ্মভেদে পূর্ণ হয়ে তত্ত্ব সাধুগণ ।  
 পৃথিবীর গর্ভে ধ্বংস করে অশুভগণ ॥  
 গৌরাজ-অঙ্গদেশে তার প্রিয় শিষ্যগণ ।  
 করিলেন কীৰ্ত্তনের মহা আয়োজন ॥  
 খোল করতাল সিঙ্গা শব্দ তুণী ভেরী ।  
 লটয়া আসিল বত সংকীৰ্ত্তনকারী ॥  
 বিজয় নিশান লয়ে মহানন্দভরে ।  
 সহস্র সহস্র লোক আসিল আসরে ॥  
 নদীয়ার ঘরে ঘরে নরনারীগণ ।  
 সাম্প্রতিক ঘট আদি করিল স্থাপন ॥  
 নদীয়া নগরী যেন শ্রীহরির সনে ।  
 বন্ধ হবে আজ আঁহা বিবাহ-বন্ধনে ॥  
 তাই মহা মহোৎসব হতেছে হেথায় ।  
 দেখিয়া সকল লোক ভাবে মুচ্ছা বীর ॥  
 প্রদীপ মশাল আলো-শত শত শত ।  
 নদীয়ার বন্ধ আজি করে হৃদয়ভিত ॥  
 সন্ধ্যাকালে হইল কীৰ্ত্তন আরম্ভন ।  
 বিতরু হইল নলে কীৰ্ত্তনীর গণ ॥  
 "আগে নৃত্য করিবেন আচার্য্য ঠোসাই ।  
 এক সপ্তদশ পাটবেন তাঁর ঠাঁই ॥  
 মধ্যে নৃত্য করি পাটবেন-হরিনাম ।  
 এক সপ্তদশ পাটবেন তাঁর পাশ ॥  
 গদাধর বকেগর মুরারি শ্রীবাস ।  
 গোপীনাথ স্বপনেশ বিপ্র গঙ্গালাস ॥

রামাই গোবিন্দানন্দ শ্রীচন্দ্রশেখর ।  
 বাগ্‌দেব শ্রীপদ মুকুন্দ শ্রীবর ॥  
 গোবিন্দ জগদানন্দ আনন্দ আচার্য্য ।  
 ওক্লাবর আদি যে যে জনে এক কার্য্য ॥ \*  
 করিয়া ব্যকৃষা নিজে-নিজ্যানন্দ সনে ।  
 প্রমত্ত হইয়া গৌরা নামসংকীৰ্ত্তনে ॥  
 আং মরি কিবা শোভা ধরে গৌরা রায় ।  
 তারাধণ মাঝে যেন চন্দ্র শোভা পায় ॥  
 মহাভাবে মুক্ত হয়ে নাচে গায় হাসে ।  
 হরিপ্রেমামন্দে সব নবদ্বীপ ত মে ॥  
 অশ্রু-স্রব্দে গোমঃ-ধ্ব পূজকবিকার ।  
 তরঙ্গের প্রায় গোরে হয় অনিবার ॥  
 সরল মানবগণ কীৰ্ত্তন নেহারি ।  
 হরিভক্তি লাভ করে দিবসশর্মরী ॥  
 কিন্তু বিরোধীরা সব হেরি সংকীৰ্ত্তন ।  
 হিংসানগে দরু যেন হয় অশুভগণ ॥  
 নাচিয়া পাটয়া প্রেমের হরিভক্তগণ ।  
 কাজির আগারে সব করিলা গমন ॥  
 কীৰ্ত্তনের ভীমনাভ, জনসমগম ।  
 হেরিয়া কাজির ভয় হইল বিষম ॥  
 অন্তঃপুরে গেলা কাজি মনে ভয় পেয়ে ।  
 গৌরাজ মলিষা রলা বাহিরে বলিয়ে ॥  
 অবশেষে কাজি আসি হল উপনীত ।  
 তরুসনে আগাণ করিলা মানহিত ॥  
 পরস্পর শিতালাপ প্রেমবিনিময় ।  
 করিয়া বলিলা কাজি পাটয়া অতর ॥  
 তুমি যে মহৎ জন বুঝিরাছি মনে ।  
 আর না ব্যস্ত ত আমি করিব কীৰ্ত্তনে ॥  
 তব হরিনাম শুনি আমার হৃদয় ।  
 হরিনাম করিবারে সবার ব্যস্ত হয় ॥

সংকীৰ্ত্তন নিষেধিতে, আমি ভৃত্যগণে ।  
 পাঠাইয়া দেই যত তোমার সন্মানে ॥  
 হরিনাম শুনি ডারা হরি হরি বলে ।  
 হেরিয়া তোমার ভাব মগ ঐশ গলে ॥  
 গভরা ত্রে দেখিয়াছি ভীষণ স্বপন ।  
 হবে অকস্মাৎ মম রোধিলে কীৰ্ত্তন ॥  
 কাজীর বচন শুনি গৌরাঙ্গ হৃদয় ।  
 হইলেন অতি মাত্র প্রক্লান্ত অন্তর ॥  
 বলিলেন হরিকৃপা হয়েছ তোমায় ।  
 পাইবে মুক্তি তুমি নাহিক সংশয় ॥  
 দুটা ভিক্ষা চাই আমি তোমার সন্মানে ।  
 প্রদান করিয়া তুষ্ট কর মোর মন ॥  
 সংকীৰ্ত্তনে বাধা তুমি দিবে না কখন ।  
 করিবে না কভু তুমি গোধন নিধন ॥  
 দেব গাভী হৃদয় দিয়া বাঁচায় জীবন ।  
 জননী সমান গাভী পূজ্য অহঙ্কণ ॥  
 বুঝ সব করে নিত্য হলের কর্ণব ।  
 শস্ত্র উৎপাদন করি পালে জীবগণ ॥  
 পিতার সমান বুঝ করে উপকার ।  
 তা সবারে বধ করা কেমন ব্যভার ॥  
 শুনি গৌরাঙ্গের মধু-মাখান বচন ।  
 প্রতিজ্ঞা করিল কাজি আমি কদাচন ॥  
 সংকীৰ্ত্তনে বাধা আর গবাধি হনন ।  
 করিব না বলিলাম ওহে বশোধন ॥  
 যন্ত কাজি যন্ত তব সাধু আচরণ ।  
 তবতি বিধানে তুমি সহায় হুজন ॥  
 তিম্রধর্মে উচ্চপদে থাকিয়া নিরত ।  
 ভক্তের মৰ্যাদা তুমি রাখিয়াছ কত ॥  
 যদিও প্রকাশে তুমি বিধান গ্রহণ ।  
 কর নাই তবু তুমি বিধানী হুজন ॥  
 তোমা উপলক্ষ করি গৌরাঙ্গ আমার ।  
 বলিছেন মুসলমানগণে অনিবার ॥

“ভারতের মুসলমান ভ্রাতা ভয়ীপণ ।  
 কয়েনা কয়েনা কভু গবাধি হনন ॥  
 হুমধুর সংকীৰ্ত্তন করহ গ্রহণ ।  
 সংকীৰ্ত্তনে বাধা কেহ দিওনা কখন ॥”  
 ভারতের হুমধুর মুসলমানগণ ।  
 ভারতের অর্দ্ধ অঙ্গ দেশের ভূষণ ॥  
 বিধাতার রূপাবলে তোমরা ভারতে ।  
 একেশ্বর বাদ রক্ষা কর বিধি মতে ॥  
 হিন্দু মুসলমানে এক আর্ধ্য-রক্ত-শ্রোত ।  
 হইতেছে নিরন্তর দেখে প্রবাহিত ॥  
 এক জননীর পুত্র তোমরা সকল ।  
 একের কল্যাণে হয় অন্তের মঙ্গল ॥  
 বড় উপকারী জীব গোধন সকল ।  
 তার বধে হবে কিহে কাহার মঙ্গল ?  
 বিশেষ গোমাংস জেন স্বাস্থ্য হানিকর ।  
 কুষ্ঠ অতি-সার রোগ জন্মে বহুতর ॥ \*  
 ভারত স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী অতি ।  
 তাইতো নিষিদ্ধ ইহা সকলের প্রতি ॥  
 প্রাণীহিংসা মহাপাপ ; উপকারী জেন  
 হত্যা করা কত পাপ বলিব কেমনে ?  
 তাই মুসলমান ভ্রাতাঃ গৌরাঙ্গ তোমায় ।  
 বলিছেন সকাভরে প্রেমের ভাষায় ।  
 তব কাছে এই ভিক্ষা যাচি সকাভরে ।  
 “ক’রো না গোবধ ভাই বলি বারে বারে ॥”  
 তোমাদের প্রিয় ভাই গৌরাঙ্গের কথা ।  
 শুনিবে না কি গো ভাই দিবে প্রাণে ব্যথা ?  
 আর এক অহুরোধ আছে যে তাঁহার ।  
 বাহে হয় প্রেম ভক্তি অন্তরে স্ফার ।

\* ভারতীয় চিকিৎসকগণের মতে গোমাংস  
 অত্যন্ত অনিষ্টকর । ইহাতে কুষ্ঠ অতিসার প্রভৃতি  
 রোগ জন্মে ।

সংকীৰ্তন বিনা প্রাণ শুষ্ক হয়ে যায় ।  
 শুষ্ক মতে শুষ্ক কর্ষে প্রাণ লিপ্ত হয় ॥  
 তাই সংকীৰ্তন ভরে গৌরাজ সবারে ।  
 করিছেন অনুৰোধ প্রেমে বারে বারে ॥  
 মুসলমান ভাতৃগণ, গোরার বচন ।  
 পাণিয়া সার্থক কর সবার জীবন ॥  
 ধন্ত হে গৌরাজ তুমি, ভারত সুহৃদ ।  
 লইবে তোমার ধর্ম ভারত নিশ্চিত ॥  
 জীবে দয়া নামে রুচি তোমার বিধান \* ।  
 লইবে ভারতবাসী করিয়া সম্মান ॥  
 জাতিভেদ পাশরিয়া হরিপ্রেমে গলে ।  
 হিন্দু মুসলমান এক হবে ধরাতলে ॥  
 এক অস্বিতীয় ব্রহ্মে সাহিত্য সহ ।  
 তেদাভেদ ভুলি সবে মিলি অহরহ ॥  
 সংকীৰ্তন উপাসন। অর্চন বন্দন ।  
 কর প্রাণে প্রাণে মিলি সবে অনুক্ষণ ॥  
 এই ভিক্ষা চিরদাস সবার সদনে ।  
 করিতেছে সকাতরে ব্যাকুলিত মনে ॥  
 আশীর্বাদ কর হরি এই আকিঞ্চন ।  
 পরিপূর্ণ হয় যেন অধম তারণ ॥

### শ্রীগৌরাজের সম্মাস গ্রহণের সঙ্কল্প ।

ভক্তিরসে পরিপূর্ণ গৌরাজের প্রাণ ।  
 উত্তাল তরঙ্গময় সাগর সমান ॥  
 প্রেমের ঝটিকা তাহে বহে নিশি দিন ।  
 বিশ্বাস প্রবাহে খেলে আনন্দের মীন ॥  
 প্রেমের প্রবাহে পোরা রচেন বিহ্বল ।  
 কভু নৃত্য, কভু-মুচ্ছা, উদাম পাগল ॥

\* তোমার বিধান—তোমার প্রচারিত  
বিধান ।

দিবানিশি ভকবন্ধু লইয়া নির্জনে !  
 রহেন প্রমত্ত মুগ্ধ নাম-সংকীৰ্তনে ॥  
 অহোরাত্র অনুগামী বন্ধুগণ সনে ।  
 কাটেন আনন্দে কাল সুপ্রসন্ন মনে ॥  
 কোন দিন খোলা বেচা শ্রীধরের গৃহে ।  
 ভিক্ষা করি অন্ন খান অনুপম স্নেহে ॥  
 কোন দিন - ক্লাবর ব্রহ্মচারী স্থানে ।  
 আপনি যাচিয়া অন্ন লন ছুট প্রাণে ॥  
 ভকত বিশ্বাসী জনে প্রাণাধিক স্নেহ ।  
 করেন সরল ভাবে গোর' অহরহ ॥  
 ভক্তগণ গৌরচন্দ্র পুত্র বিত্ত হতে ।  
 করেন অধিক প্রীতি অনুরাগে মেতে ॥  
 নিত্যানন্দে সজে করি, প্রতি ঘরে ঘরে ।  
 মহানন্দে গৌরচন্দ্র ভ্রমে প্রেমভরে ॥  
 প্রবীন প্রেমিক সাধু শ্রীবাস ভবন ।  
 গৌরাজের সর্বাপেক্ষা শ্রিয় নিকেতন ॥  
 তথায় কাটান তিনি অধিক সময় ।  
 কীৰ্তন আনন্দে রন মত্ত অতিশয় ॥  
 ভকত বিশ্বাসী সাধু শ্রীবাস তাঁহারে ।  
 কত যে করেন স্নেহ কে বলিতে পারে ?  
 সিধানের প্রবর্তক প্রেরিত সুজনে ।  
 করিতে এহেন প্রেম কেবা আর আনে ?  
 এক দিন ভক্তসহ গৌরাজ সুন্দর ।  
 শ্রীবাসের গৃহে গান করে নিরন্তর ॥  
 শ্রীবাস তাঁদের সনে প্রেমে মত্ত হয়ে ।  
 করিছেন সংকীৰ্তন সানন্দ হৃদয়ে ॥  
 হেনকালে অন্তঃপুরে ক্রন্দনের ধ্বনি ।  
 শুনিয়া শ্রীবাস তথা চলিলা অমনি ॥  
 গিয়া দেখে ব্যাধিবশে তাঁহার নন্দন ।  
 করেছেন পরলোকে, অকালে গমন ॥  
 শোকে অভিভূত হয়ে তাই সারীগণ ।  
 পুত্রভরে করিছেন বিলাপ ক্রন্দন ॥

মহাভক্ত তব্জ্ঞানী শ্রীবাস পণ্ডিত ।  
 পারে কি করিতে শোক তাঁরে বিমোহিত ?  
 নারীগণে বলিলেন প্রবোধ বচন ।  
 তাজহ বিলাপ, কর শোক সম্ভরণ ॥  
 অত্ৰকালে শ্রবণ করিলে যেই নাম ।  
 মচাপাপী চলে যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম ॥  
 হেন নাম ভক্ত সহ গোরাঙ্গ আপনি ।  
 করিছেন সংকীৰ্ত্তন আজি এ রজনী ॥  
 বড় ভাগ্যবান বটে আমার নন্দন ।  
 তার জন্ত শোক কেহ করে না কখন ॥  
 তনু যদি নাহি পার শোক সম্ভরিতে ।  
 বিলম্বে কান্দিও তবে যাহা লয় চিতে ॥  
 কীৰ্ত্তন আনন্দে গোরা আছে ন বিহ্বল ।  
 যদি তিনি বাহু \* পান লনি কোলাহল ॥  
 রাখিব না এই প্রাণ, পশিব গঙ্গায় ।  
 অত্ৰথা হবেনা কতু জানিও নিশ্চয় ॥  
 সবে স্থির হইলেন শ্রীবাস বচনে ।  
 চলিলা শ্রীবাস পুন নাম সংকীৰ্ত্তনে ॥  
 পরম আনন্দে গান করেন শ্রীবাস ।  
 পুনঃ পুনঃ বাড়ে তাঁর আনন্দ উল্লাস ॥  
 কতক্ষণ সংকীৰ্ত্তন হটবার পরে ।  
 বলে গোরা আজ প্রাণ এ কেমন করে ।  
 বুঝি কোন দুঃখ হবে শ্রীবাসের স্বরে ॥  
 তাই কি অজ্ঞাত দুঃখ আমার অন্তরে ?  
 “পণ্ডিত বলেন প্রভু মোর কোন দুঃখ !  
 যার স্বরে হৃদয় তোমার শ্রীমুখ ॥”  
 অবশেষে জানাইলা পুত্রের মরণ ।  
 শুনিয়া গোরাঙ্গ হৃৎথে হলেন মগন ॥

\* বাহু পান—সংজ্ঞা লাভ করেন । কীৰ্ত্তনে  
 তিনি এমন প্রমত্ত হইতেন যে, তাঁহার তৎকালে  
 কাহাঙ্গন থাকিত না ।

আহা শ্রীবাসের প্রেম কিবা সুমধুর ।  
 যে প্রেমতে ঘোর পুত্রশোক হয় দূর ॥  
 শ্রীগোরাঙ্গ প্রতি তাঁর কি আশ্চর্য্য প্রীতি ॥  
 হরিনামে কিবা তাঁর বিশ্বাস ভক্তি ॥  
 শ্রীবাসের নির্মলিকার ভক্তি দেখিয়া ।  
 গলুক বিশ্বাস প্রেমে এ পাপী হিয়া ॥  
 শ্রীবাসের ব্যবহার দেখিয়া ভক্ত ।  
 কান্দিতে লাগিলা হৃৎথে হয়ে অভিভূত ॥  
 মোর তরে পুত্রশোক ভুলিল যে জন ।  
 কেমনে তাহার সঙ্গ করিব তাজন ॥  
 তাজ বাক্য ভক্তমুখে শুনি বঙ্গুগণ ।  
 প্রমাদ ভাবিয়া সবে হল শূন্য মন ॥  
 কেন গোরা হেন বাক্য বলে আচম্বিত্তে ।  
 না পারি বুঝিতে সবে লাগিল ভাবিতে ॥  
 জগতের পরিভ্রাণ করিবার তরে ।  
 এসেছেন শ্রীগোরাঙ্গ অবনী তিতরে ॥  
 দিবানিশি প্রাণে বসি হরি দয়াময় ।  
 বলেন তাঁহারে, ছাড়ি গৃহ বিত্ত চর ।  
 জগতের স্বরে স্বরে হরিনাম ধন ।  
 সন্ন্যাসী হইয়া নিভ্য কর বিতরণ ॥  
 প্রভুর আজ্ঞায় গোরা সন্ন্যাসের তরে ।  
 সতত প্রস্তুত হন অন্তরে অন্তরে ॥  
 তাই হৃদয়ের ভাব হৃৎথের সময় ।  
 অর্পণ আপনি তাহা বহির্গত হয় ॥  
 তাই ভক্তমুখে এই নিদারুণ বাণী ।  
 প্রচ্ছন্ন ভাবেতে আজ আসিল অমনি ॥  
 তার পর শ্রীবাসেরে তব উপদেশ ।  
 বলিলেন ভক্তবর করিয়া বিশেষ ॥  
 কাণ পূর্ণ হলে কেহ সংসারে না রয় ।  
 কালবশে জীবকুল নিত্যধামে যায় ॥  
 পরিশেষে মধুময় প্রেমের ভাষায় ।  
 প্রসন্ন বদন আহা শ্রীবাসেরে তার ॥

আমি আর নিত্যানন্দ এই দুই জন ।  
 তেঁহার তনয় মোরা জেন অনুক্ষণ ॥  
 মোহেরে তনয় বলি জানিয়া সর্বথা ।  
 দূর কর হৃদয়ের শোক তাপ ব্যথা ॥  
 এত বলি প্রবোধিয়া ভক্তগণ সনে ।  
 বালকে লইয়া লবে মাতি সংকীর্তনে ॥  
 চলিলেন পদ্মাতীরে করিতে দাহন ।  
 ভক্তশিত ! অহা তব মৌভাগ্য কেমন ॥  
 যে সংকারে নিত্যানন্দ গৌরাজের যোগ ।  
 তাহাতে দাহন নয় মর্ত্তে স্বর্গভোগ ॥  
 ধন্ত হে শ্রীবাস তুমি ধন্ত ভক্তচর ।  
 ধন্ত তব স্বর্গগত পবিত্র তনয় ॥  
 শ্রীবাসের প্রতি গৌরাজের রূপা স্নেহ ।  
 প্রাণেণ ধারা প্রায় করে অহরহ ॥  
 শ্রীবাসের ভ্রাতৃগণ শিশু নারী নর ।  
 লভিল সকলে হরিভক্তি মনোহর ॥  
 হুঃখী নামে শ্রীবাসের দাসী এক জন ।  
 প্রতিদিন গঙ্গাজল করে আনয়ন ॥  
 বড়বার গঙ্গাজল আনিবারে যায় ।  
 ভক্তিভরে সংকীর্তন পানেতে তাকায় ॥  
 একদিন জলপূর্ণ কলসী নেহারি ।  
 বলিল শ্রীগৌরঙ্গ কেব এই নারী ?  
 ভরিয়াছে এই সব কলসী নিচয় :  
 বলিলা শ্রীবাস তার হুঃখী নাম হয় ॥  
 কেন হুঃখী বল তারে, কণ্ড সুখী তার ।  
 যার হেন অনুরাগ তকত সেবার ॥  
 কুল রূপ ধন জনে কেহ প্রেষ্ঠ নয় ।  
 প্রেমে যেই হরি ভজে সেই প্রেষ্ঠ হয় ॥  
 শ্রীহরির করুণায় হুঃখী সুখী হল ।  
 তার প্রতি শ্রীবাসের দাসীভাব গেল ॥  
 হরিভক্তি উপজিল সুখীর অন্তরে ।  
 বহিল আনন্দশ্রোত শ্রীবাসের বয়ে ॥

এরূপে নিমাই ভক্তি করে বিতরণ ।  
 সে ভক্তি সাগরে সবে করে সম্ভরণ ॥  
 কিন্তু যে সাগরে রহে মীন দোষহীন ।  
 বিচরে কুস্তীর আদি তাহে অনুদিন ॥  
 হরিভক্তগণমাকে নদীয়া নগরে ।  
 ঘোর প্রতিবাদী দল সদা বাস করে ॥  
 বিজ্ঞা অভিমানী যত পণ্ডিত নিচয় ।  
 শিখা-সুত্রধারী বহু ব্রাহ্মণতনয় \* ॥  
 বিষয়ে আসক্ত চিন্ত পাণাচারী নর ।  
 তকতের প্রতিবাদী হয় নিরন্তর ॥  
 পরম পণ্ডিত গৌর মুখজন সহ ।  
 ভক্তিতে মাতিয়া গায় নাম অহরহ ॥  
 আচণ্ডাল সবে করে প্রেম বিতরণ ।  
 হরিনামে ভবপাশ করেন ছেদন ॥  
 তাই সমাসক্ত যারা বিদ্যা জাতি ধনে ।  
 সহজে বিরোধী তারা হয় ভক্ত জনে ॥  
 তকতের উচ্চভাব চরিত্র সুন্দর ।  
 বুঝিতে না পারি করে কুংসা নিরন্তর ॥  
 একদিন শ্রীগৌরঙ্গ ব্যাকুল হইয়া ।  
 গোপী গোপী বলিছেন একাকী বসিয়া ॥  
 এক ছাত্র ভক্ত-ভাব বুঝিতে না পারি !  
 বলে গোপী কেন বল, কহ হরি হরি ॥  
 ব্রহ্মরূপ গোপী ভক্ত ভক্তগণ লয়ে ।  
 বিহার করেন চরি বিবাসী জনয়ে ॥  
 নিত্য হৃদি বৃন্দবনে হরি লীলা হয় ।  
 গোপী বিনে সেট লীলা কে দেখিতে পায় ।

\* ব্রাহ্মণ—বাহারী ব্রাহ্মণে আনেন ঠাহারী  
 ঠাই ব্রাহ্মণ, এখানে ব্রাহ্মণ শব্দ অচলিত অর্থে  
 ব্যবহৃত হইল। বাহারী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত  
 ঠাহারীগণকে লক্ষ্য করা গেল। একত ব্রাহ্মণ  
 ব্যক্তি কখন সাহুতকের বিরোধী হইতে পারেন  
 না ।

শ্রীহরির প্রিয়ধন ভকত নিচর ।  
 নারীর স্বভাব তত্ত্ব, সদা প্রেমময় ॥  
 পরম পুরুষ হরি, ভকত প্রকৃতি ।  
 ভকত ভঞ্জন তাঁরে যথা পতি সতী ॥  
 গোপী ভাব না হটলে হরিকে না পাট ।  
 এই হেতু গোপী \* অপে গৌরাজ গোঁসাই ॥  
 বুঝিতে না পারি ছাত্র গৌরাজে স্থায় ।  
 ভাবাবিষ্ট হয়ে গৌর। মারিবারে ধায় ॥  
 পলাইয়া গিয়া যুবা বন্ধু গণে বলে ।  
 তাহার। গৌরাজ নিন্দা করে সবে মিলে ।  
 কেমন বৈষ্ণব তিনি কেমন ভকত ।  
 ব্রাহ্মণে মারিতে আসে তার সাধ্য এত ॥  
 কিসে মোরা তাঁহা হতে হই ক্ষুদ্রতর ।  
 যদি পুন মারিবারে হন অগ্রসর ॥  
 আমরাও তাঁহারে না সহিব কখন ।  
 উপযুক্ত দণ্ড দিব করিহু মনন ॥  
 এই কথা গৌর। যবে শুনিতে পাইল ।  
 তাঁহার হৃদয়ে ঘোর দুঃখ উপজিল ॥  
 বলিলেন যে পিপ্পলে কখনাশ হয় ।  
 তাহাতেই কক্ষ দেখি বাড়ে অতিশয় ॥  
 এত বলি হাসিতে লাগিল। সচীমুত ।  
 ভাব দেখি ভক্ত গণ হল। চমকিত ॥  
 ভকতের ভাব বুঝি অবধূত † বর ।  
 শোক দুঃখে হইলেন অতীব কাতর ॥  
 বুঝিলেন অবিলম্বে সচীর নন্দন ।  
 ত্যজি গৃহ করিবেন সন্ন্যাস গ্রহণ ॥  
 শ্রীগৌরাজ নিত্যানন্দ বিরলে লইয়া ।  
 বলিল প্রাণের কথা হৃদয় খুলিয়া ॥

\* গোপী—ভক্ত । শ্রীমদ্ভাগবতে রূপক ছলে  
 ভক্তকে গোপী এবং শ্রীকৃষ্ণকে ব্রাহ্মণে বর্ণনা  
 করিয়াছেন ।

† মহাত্মা নিত্যানন্দকে অবধূত বলে ।

ভাল, আসিলাম আমি জীব তরাইতে ।  
 উদ্ধার না হয় জীব, যার অধঃপাতে ॥  
 কোথায় বিনাশ হবে জীবের বন্ধন ।  
 শতশ্রুণ বাড়ে তাহা এবে অসংকণ ॥  
 আমাকে মারিতে লোকে করিছে মনন ।  
 তবে আর কিসে যাবে তাদের বন্ধন ॥  
 তাই আমি ছাড়িব সংসার গৃহবাস ।  
 শিখা \* সূত্র পরিহারি লইব সন্ন্যাস ॥  
 যবে যবে ভিক্ষা করি, হরিনাম ধন ।  
 বিতরিল দেখি মোরে মারে কোন জন ॥  
 সন্ন্যাসীর মুখে নাম করিলে শ্রবণ ॥  
 ভক্তি ভরে হরিনাম করিবে গ্রহণ ॥  
 হরি নামে জীব কুল হইবে উদ্ধার ।  
 তবেতো হইবে সিদ্ধ উদ্দেশ্য আমার ॥  
 \* টিথে কিছু হুঃখ তুমি না ভাবিহ মনে ।  
 বিধি দেহ তুমি মোরে সন্ন্যাস কারণে ॥  
 কথা শুনি হুঃখ পেয়ে নিত্যানন্দ রায় ।  
 বলিলেন কর তুমি যে তোমার ভায় ॥  
 “বিধি বা নিষেধ † তোমা কেবা দিতে পারে  
 সেই সত্য যে আছেন তোমার অন্তরে ॥”  
 শ্রীগৌরাজ নিত্যায়ের শুনিয়া বচন ।  
 পুনঃ পুনঃ করিলেন তারে আলিঙ্গন ॥

\* ভারতীয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈষ্ণবজাতির  
 সম্বন্ধে শিখা এবং গলদেশে বজ্রহুত্র বা উপনীত  
 ধারণের নিয়ম আছে । ইহা বর্ডমানে জাতিভেদ-  
 জ্ঞাপক । সন্ন্যাসী হইলে জাতিভেদ ত্যাগ  
 করিতে হয় ।

† এখানে পবিত্রাঙ্গা ইব্বরের প্রেরণা অনু-  
 সারে চলিবার কথা মহাত্মা নিত্যানন্দের বাক্যে  
 পট প্রতীয়মান হইতেছে । সেই অন্তর্ধানী ভগ-  
 বানই বিধি নিষেধ প্রদান করিতে পারেন তাঁহার  
 বাক্যের ইহাই উদ্দেশ্য ।

ভক্ত সন্ন্যাসী হলে জননী কেমনে ।  
 ধরিবে জীবন আশা সংসার কাননে ।  
 কি দশা হইবে মার একধা ভাবিয়া ।  
 মুচ্ছাপান নিত্যানন্দ হুঃখে ফাটে হিয়া ॥  
 তার পর শ্রীগৌরাজ বৈষ্ণব সদন ।  
 সন্ন্যাসের বার্তা গিয়া করিলা জ্ঞাপন ॥  
 শ্রীমুকুন্দ গদাধর আদি ভক্তজনে ।  
 বলিলা সন্ন্যাসী হব রবনা ভবনে ॥  
 শিখামৃত পরিহরি, সকলের স্বরে ।  
 বিতরিব হরিনাম আনন্দ অন্তরে ॥  
 সন্ন্যাসের কথা শুনি ভক্ত নিচয় ।  
 হইলেন অতিমাত্র ব্যথিত হৃদয় ॥  
 বলিলেন গদাধর সন্ন্যাসী না হলে ।  
 শ্রীহারি কি এ সংসারে নাহি কভু মিলে ?  
 শিখামৃত না ত্যজিলে, হরি নাহি পাই ।  
 “গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই ?”  
 “অনাধিনী মায়েরে বা কি মতে ছাড়িবে ?  
 প্রথমতঃ জননী বধের ভাগী হবে ॥  
 একমাত্র পুত্র তুমি, তুমি প্রাণ ঠাঁর ।  
 তুমি গেলে প্রাণ ঠাঁর রবেনাকে আর ॥  
 তথাপিও মাথা নাহি করিলে মুণ্ডন ।  
 সুখী না হইলে কর বাসনা যেমন ॥  
 এইরূপ সন্ন্যাসের নিদারুণ বাণী ।  
 জানালেন ভক্তগণে গৌর গুণমনি ॥  
 বজ্রাঘাত সম বার্তা বৈষ্ণব অন্তরে ।  
 পশিয়া ব্যাকুল করে আশা শোকভরে ॥  
 কিন্তু শ্রীহারির নিত্য অব্যর্থ বিধান ।  
 কে পারে সংসারে বল করিবারে আন ?  
 যে তটিনী করিবেক জগত শীতল ।  
 গুহাতে আবদ্ধ তাহা থাকে কোথা বল ?  
 পৃথিবীর অন্ধকার নাশে যে তপন ।  
 সেষ কি তাহারে পারে ঢাকিতে কখন ?

যে জন এসেছে দিওঁ জীবে পরিভ্রাণ ।  
 জগতরি যেবা বিতরিবে হরিনাম ॥  
 সে কি কভু ভবে বল মারামুগ্ধ হয়ে ।  
 পারে থাকিবারে আর ক্ষুদ্র স্বার্থ লয়ে ?  
 চিরদিন ডিগ্ধে কিস্বা নীড়ের ভিতরে ।  
 রহে কি বিহগ কভু বল এসংসারে ?  
 চৌদিকে দুর্ভিক্ষ দেখি কোন্ মহাজন ।  
 নাহি করে অনরাশি জীবে বিতরণ ?  
 জগতের দ্বারে দ্বারে নাম মহাধন ।  
 বিতরিতে প্রেরিত হয়েছে ভক্তজন ॥  
 ব্রহ্মলোকে আলোকিত ভব-অন্ধকার ।  
 এসেছেন শ্রীগৌরাজ সংসারে এবার ॥  
 বলেছেন প্রিয়ভাবে শ্রীহরি ঠাঁগারে ।  
 যাও বৎস বোষ নাম প্রতি স্বরে স্বরে ॥  
 শ্রীহারি-আদেশ ভক্ত লজ্জিয়া কেমনে ।  
 থাকিবেন রে বসি আপনার মনে ॥  
 তাই গৃহ ত্যজিবারে করিয়া মনন ।  
 বন্ধুগণে বলিলেন ভক্ত সৃজন ॥  
 গার্হস্থ্য পবিত্র ধর্ম সন্দেহ কি তার ।  
 গৃহে থাকি হরি বলে সকলেই পার ॥  
 কিন্তু হরি সাধিবার গুঢ় অতিপ্রায় ।  
 কোন ভক্তে গৃহত্যাগী করেন ধার ॥  
 গৃহত্যাগ কিন্তু টহা নহে কদাচন ।  
 এর নাম স্মহান গার্হস্থ্য প্রতাপ ॥ \*  
 অলে ছাড়ি বহুজন নিজ পরিবারে ।  
 লবেন বিশ্বাসী জন প্রেমে অকাতরে ॥

\* শ্রীগৌরাজ সমুদয় জগতের পরিভ্রাণ জঙ্ক  
 যে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন, ইহা প্রকৃত গৃহ-  
 ত্যাগ নহে । ইনি সমুদয় জগৎবাসীকে বন্ধন  
 আপনার জানে তাহারে সেবার আপনাকে  
 নিয়োজিত করিলেন, তখন এই বাপারকে  
 স্মহান গার্হস্থ্য প্রতাপ বলা যাইতে পারে ।

ছিল ক্ষুদ্র নবদ্বীপ ভক্তের আগার ।  
সকল পৃথিবী এবে হইবে তাঁহার ॥  
প্রশস্ত ভক্তের বক্ষে নিখিল জগত ।  
প্রবেশিয়া নব গৃহ র'চবে নিয়ত ॥  
এই হেতু লীলাময় উচ্চ ব্রত তরে ।  
ডাকিলেন ভক্তজনে আহা প্রেমভরে ॥  
ধন্য লীলাময় হরি প্রেমের নিধান ।  
ধন্য তব আজ্ঞাবহ পবিত্র সন্তান ॥  
করে যেই তব হস্তে আত্মসমর্পণ ।  
গৌরাক্ষের মত ভক্ত কোথায় এমন ?  
কত দিন এ পাণীয়ে কত ভাবে তুমি ।  
ডাকিছ তোমার কার্যে অখিলের স্বামী ॥  
কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থে ভুলি, নুনা গণনায় ।  
নাহি পারিলাম দিতে জীবন তোমায় ॥  
ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হল অতুরাগ চর ।  
তবু নাহি হল মোর পাপাসক্তি ক্ষয় ॥  
কিন্তু মহাভক্ত তব সিংহের মতন ।  
তব কার্যে করিলেন প্রাণ বিসর্জন ॥  
হেন ভক্তপদগুলি দেহ নাথ মোরে ।  
ভক্তের বিখ্যাস তেজ সঞ্চার অন্তরে ॥  
ফলাফল গণনায় দিয়া বিসর্জন ।  
তব কার্যে এ জীবন করি সমর্পণ ॥  
এহেন আশীষ নাথ কর চিরদাসে ।  
সঞ্চার অন্তরে বল করুণা প্রকাশে ॥  
যেন ভক্তপদচিহ্ন ধরিয়া জীবনে ।  
কাটি অবশিষ্ট কাল তব গুণগানে ॥  
প্রিয়তম বঙ্গবাসী তাই ভক্তিগণে ।  
শুনাই বিধানবার্তা মহানন্দ মনে ॥  
মাতিয়া তোমার প্রেমে নিজে পাই ত্রাণ ।  
তাই ভক্তি সহ লাভি তব পদে স্থান ॥  
এই ভিক্ষা করি হরি তোমার চরণে ।  
চিরদাস ওব পদে নমে ভক্তিমনে ॥

## শ্রীগৌরাক্ষের সম্যাসব্রত গ্রহণ ।

১

হরি প্রেম ব্যবহার ।

লোকাভীত চমৎকার ॥

বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে নারে, বাক্যোত্তে বলিতে পারে

যুক্তিতর্ক পরাজিত সমক্ষে ইহার ।

প্রেমিক না হলে প্রেম বুঝে সাধ্য কার?

২

এপ্রেম মহা-সাগরে ।

একবার যেবা পড়ে ।

ছাড়ি কুল পরিবার, গৃহ বিস্ত এ সংসার

হুথশাস্তি ছাড়ি ভেসে যায় চিরতরে ।

পলকে প্রলয় ঘটে অন্তর বাহিরে ॥

৩

ধরি বামনের বেশ । \*

প্রথমে করে প্রবেশ ।

শেষে রাজ্য ধন প্রাণ, যশ কুল জাতি মান

সকলি হরিয়া লয় চতুর প্রাণেশ ।

থাকে মাত্র জীবনের দেহ অবশেষ ॥

৪

প্রেমের অনন্ত বাগ ।

অগ্নি তাহে অতুরাগ ।

আত্মত্যাগ স্মৃতাঙ্কতি, দক্ষিণা ভগতে প্রীতি

যজ্ঞকাষ্ঠ যড়রিপু বিষয় বিরাগ ।

আপনি শ্রীহরি তাহে দেব মহাভাগ ॥

৫

ও প্রেমে প্রেমিক যারা ।

ষোর মন্ত, আত্মহার ।

\* পুরাণে কথিত আছে ভগবান বামনরূপ পরিগ্রহ করিয়া জিপানভূমি বাচঞা করেন । পরিশেষে তিনি ভাষ্কর্য্যসর্ব্বস্ব অধিকার করিয়া করেন ।

থাকে পাগলের সাথে, চলে অভিনব পথে  
হাসে কান্দে নাচে গায় যেন দিশাহারা।  
অস্ববশে বশী নচে, প্রেমগ্রস্ত বারা ॥

৬

উন্নত প্রেমিক চয় ।

সৃষ্টিছাড়া সমুদ্রয় ॥

ছাড়ি পুরাতন গেহ, ধন জন পুত্রস্নেহ  
আকাশেতে রচে নব গৃহ প্রেমময় ।  
কেবা তাঁর প্রকৃতির পায় পরিচয় ?

৭

হরি প্রেম সুধার্ষবে ।

ভাসে প্রেমিকেরা সবে ॥

অনন্দে যৌনের মত, খেলে তারা অবিরত  
সংসার ব্যাধের ভয়, কভু নাহি গবে ।  
সংসারে পিঙ্গরী তাঁরা প্রেমের আহবে ॥

৮

বাহিরেতে তুষে শোক ।

অন্তরে আনন্দ ভোগ ।

অনন্ত সুখের নিধি, পেয়ে তারা নিরবধি  
অতুল অমৃত ধারা করেন সন্তোষ ।  
কি আনন্দ কিবা শান্তি কি মধুর যোগ ॥

৯

মানব জাতির সনে ।

বাধা তাঁরা প্রাণে প্রাণে ॥

তাদের কল্যাণ তরে, গৃহ বিত্ত অকাতরে  
ভ্যজেন আনন্দে তাঁরা প্রেমের কারণে ।  
সহেন অশেষ দুঃখ, সদানন্দ মনে ॥

১০

ঈসা মুসা শিব শুক ।

শঙ্কর বুদ্ধ জনক ।

মহাতেজা মহানন্দ, মহাত্মক শ্রীনারদ ।  
হরিলক্ষ্মণ সাধু পঞ্চাবী নানক ।  
শ্রমের সাধনে তাঁরা সকলেই এক ॥

১১

হেন প্রেম আকর্ষণে ।

গোরা মত্ত নিশি দিনে ॥

ধন জন পত্নী গেহ, অনুপম মাতৃস্নেহ  
বেধে কি রাখিতে পারে সংসার-বন্ধনে ।  
উড়িছে স্বর্গের পাখি অনন্ত গগনে ॥

১২

ব্রহ্মের আহ্বান শুনে ।

তাঁর প্রেম প্রদোষনে ।

জীবের উদ্ধার লাগি, হয়ে গোর! অহরাগী  
সন্ন্যাসের ইচ্ছা মায়ে তানান গোপনে ।  
পশিল দারুণ বাণী মচীর ভ্রাবণে ॥

১৩

শুনি নিদারুণ বাণী ।

মুচ্ছিতা হল জননী ॥

সংজ্ঞা পেয়ে পুত্র ধনে, বলিলা স্বাক্ষরনয়নে  
ভ্যজোনা আমায়ে বাছা করে অনাধিনী ।  
তোমা ছাড়া হলে আমি মরিব এখনি ॥

১৪

আঁধার করিয়া ঘোরে ।

বিপর্যয় গেছে ছেড়ে ॥

গিয়াছেন পতি মম, অনন্ত শান্তি ভবন  
আছি মাত্র প্রাণে বেঁচে লটরা তোমায়ে ।  
তুমি গেলে থাকিতে কি পারি এসংসারে ?

১৫

আমার কদম্বমণি ।

অন্ধ মায় বটি খানি ॥

তুমি মরিষের ধন, তুমি শান্তি নিকেতন  
আমার আলোক তুমি, আনন্দের ধনি ।  
তোমা ছাড়া কেমনে বা থাকিবে জননী ॥

১৬

ভূমি ধর্মপরায়ণ ।

ভবে বল কি কারণ ॥

আয়ে ছেড়ে মাছুষ, করিলে শুহে দুনোষ  
মাতৃভৃত্য পাপে পিপ্ত হওনা কখন ।  
শুহে থাকি কর নিত্য ধরম সাধন ॥

১৭

মাতৃ নিলাপ ক্রন্দন ।

শুনিয়া শচী নন্দন ॥

প্রানোধ বচনে তাঁরে, বুঝাটলা সকাঁতরে  
বলিলা কেন্দ না মাগো স্থির কর মন ।  
চিরদিন আমি তব স্নেহের নন্দন ॥

১৮

বুঝাটয়া জননীরে ।

গেলা ভক্ত সকাঁতরে ।

বধা বিমুখপ্রিয়া সতী, অকলঙ্কা শুদ্ধ মতি  
আছেন অপেক্ষা করি প্রাণনাথ তরে ॥  
গেগেন তথায় ভক্ত ভিত্তি অশ্রু নীরে ॥

১৯

কি গভীর দৃশ্য বল ।

ভাবিলে নয়নে জল ।

বহে হার অনিবার, পরাণ কান্দে আমার  
বার চিত্ত যোগীজন সমান অটল ।  
দৃশ্য দেখি তার(ও) প্রাণ হয় সচকল ॥

২০

মায়ের স্নেহের টান ।

পঙ্কীর ব্যাকুল প্রাণ ॥

কোমল গৌরাক মনে, উঠে পড়ে অনুকণে  
অশ্রুদিকে কর্তব্যের মহানু আহ্বান ।  
ভাষের সঙ্কটে ভক্ত বেন মুহমান ॥

২৫

২১

এইরূপ যুগান্তরে ।

কপিলবন্ত নগরে । \*

এক দৃশ্য মুমহান, হয়েছিল নিদ্যমান  
স্মরিলে মেদিন প্রাণ ভাসে অশ্রুনীরে ।  
আজ দেখি সেই দৃশ্য বঙ্গের আগারে ॥

২২

ধন্য হরি দয়াময় ।

ধন্য বঙ্গবাসী চয় ॥

যে পতিতজাতি তরে, গৌরান্ন সম্রাস করে  
তার সম ভাগ্যবান আর কেবা হয় ।  
হইল ভারতে আজ প্রেমের নিজায় ॥

২৩

তব পদে প্রেমময় ।

মজে থেকে এ জন্ময় ।

তব প্রেমলীলা হরি, জীবনে সদা নেহারি  
তব পদে দাস হয়ে যেন প্রাণ রয় ।  
এই আশীর্বাদ কর ওহে লীলাময় ॥

২৪

গৌর প্রেম প্রস্রবণ ।

এই দ্রব প্রাণ মন ।

করুক প্রমত্ত নাথ, কর এট অশীর্বাদ  
তব পদে প্রণিপাত, করে পাপী জন ।  
পূর্ণ কর এ দাসের চির আকিঞ্চন ॥

শ্রীগৌরান্দের গৃহত্যাগ ।

গৃহ ত্যজিবার, ইচ্ছা দুর্নিবার

জানাইলে ভক্তবর ।

সবার জন্ময়, হল শোকময়

হলেন সবে কাতর ॥

\* মহাআ শ্রীকৃষ্ণের গৃহত্যাগ ।

বিজ্ঞানভায়ে পরিপূর্ণ হৃদয় কাহার ।  
 ভারতী বলিয়া তিনি বিদিত সংসার ॥  
 এ হেন ভারতী খ্যাত কেশব সদনে ।  
 উপনীত হল গৌর সন্ন্যাস কারণে ॥  
 দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া গৌর তাঁরে ।  
 বলিলেন উপদেশ করহ আমারে ॥  
 ভূমি হরিদাস, হরি বিরাজে তোমার ।  
 ভূমি বিনা পরিভ্রাণ কে দিবে অমায় ॥  
 বলিতে বলিতে তাঁর নয়নের জল ।  
 অভিষিক্ত করিলেক চারু গণ্ডস্থল ॥  
 অবশেষে ভাবাবেশে হরি হরি বলে ।  
 নাচিতে লাগিল। ভক্ত দুই বাক্য তুলে ॥  
 এ দিকে মুকুন্দ দাস, সুমধুর স্বরে ।  
 আরম্ভিল। প্রেমগান মহানন্দ ভরে ॥  
 গৌরের সুন্দর রূপ তপ্ত স্বর্ণ প্রায় ।  
 তাহে হেন চরি প্রেম, অদ্বৈত ধরায় ॥  
 হেরি পুলকিত হল কেশব ভারতী ।  
 ভাবিলেন আপনারে ভাগ্যবান অতি ॥  
 হেন শিষ্য নিলে সুধু বিধির কপায় ।  
 ভাবয় ভারতী আর জন্ময়ে ধৈর্য ॥

কালক্রমে আশ্রমধর্ম একরূপ বিলুপ্ত হইয়া যাও-  
 রার লোক সকল কেবল গৃহস্থাত্রমই অবলম্বন  
 করিল। বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মজ্ঞান ক্ষুণ্ণের ভক্ত  
 ব্রহ্মচর্যাশ্রম না থাকায় পর পর আশ্রম ধর্মাব-  
 সারে সিদ্ধ নহে বলিয়া কলিযুগে "সন্ন্যাস" নির্বি-  
 একরূপ সংহিতাকারগণ বিধিবদ্ধ করেন। মহাত্মা  
 শঙ্করাচার্য আবির্ভূত হইয়া নবীন ভাবে সন্ন্যা-  
 সাশ্রম প্রবর্তিত করেন। গিরী, পুরী, ভারতী  
 অরণ্য, বন, সাগর তীর্থ আশ্রম, স্বরক্ষিত, এই  
 দশবিধ সন্ন্যাসীর বন স্থাপন করেন। শ্রীগৌরোদ-  
 য়মহাত্মা ইবং পুরীর নিকট শ্রবণ ভক্তিমতে নীকিত  
 বন ও এক্ষণে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসব্রত  
 গ্রহণ করিলেন। সুতরাং শ্রীগৌরোদ শঙ্করপ্র-  
 তিভ সন্ন্যাসীদলভূক্ত।

সন্ন্যাসমত বাতী শুনে ভারতী আশ্রমে ।  
 দলে দলে নরনারী আসে অবিশ্রামে ॥  
 সুন্দর নবীন যুবা মাতা পত্নী ছাড়ি ।  
 হইবে সন্ন্যাসী, এবে, হেন দৃষ্ট হেরি ॥  
 কোমল হৃদয়া অহা রমণী সকল ।  
 কান্দে আর নয়নেতে তাজে অশ্রুধরল ॥  
 দস্তে তুণ নিয়া ভক্ত গৌরঙ্গ আমার ।  
 সবাস্থানে দাড়া ভিক্ষা মাগে অনিবার ॥  
 "ক্ষণে কম্প ক্ষণে শ্বেদ ক্ষণে মুচ্ছা কায় ॥  
 আছাড় দেখিতে সর্ব লোক ভয় পায় ॥"  
 ভক্তের ভাব দেখি ভারতী তাঁহারে ।  
 বলিল। এ হেন ভক্তি দেখিনা সংসারে ॥  
 আমি কভু তোমার গুরুর যোগ্য নই ।  
 তব দীক্ষা কিছু নয় লোক শিক্ষা বই ॥  
 গৌর বলে হেন রূপা করহ প্রকাশ ।  
 স্বাহাতে হইতে পারি আমি হরিদাস ॥  
 এটরূপে সেই দিন হল অবসান ।  
 পরদিন হল শুভ দীক্ষা অনুষ্ঠান ॥  
 লোকাধিপী হন আজ ভারতীর গৌর ॥  
 বস্ত্রে হেন মহাদৃষ্ট দেখে নাই কেহ ॥  
 জগতের পরিভ্রাণ সাধনার তরে ।  
 গৃহবিক্ত পরিজন ত্যজি অকাতরে ॥  
 নবীন যৌবনে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্যে ।  
 কে আর করেছে দান এ বস তুবনে ॥  
 হেন পুণ্যময় দৃষ্ট অদ্বৈত ব্যাপার ।  
 দেখিবারে আসে লোক অগণ্য অপার ॥  
 ঘন ঘন লোক মুগে হরিনাম ধ্বনি ।  
 উঠিয়া আশ্রম ভূমি পরিছে অমনি ॥  
 ভাবে মত্ত, প্রেমে ভোর মচীর নন্দন ॥  
 অনিবার্য নাচে গায় পাগল মত্তন ॥  
 বহু কষ্টে বহুক্ষেপে কৌরকার আসি ॥  
 মুড়াইল ভক্তের চারু কেশরাশি ॥

শিখা বজ্রহুত্র আদি জাতীর লক্ষণ ।  
 ত্যজিলেন গৌরচন্দ্র, বজ্রের রতন ॥  
 অবশেষে ভারতীরে কেহ বিশ্বস্তর ।  
 পেয়েছি স্বপনে এই মন্ত্র গুরুবর ॥  
 যদি ইচ্ছা হয় তবে এই মন্ত্রে স্মরণে ।  
 দীক্ষিত করহ গুরো, মোরে কৃপা করে ॥  
 মন্ত্র শুনি অবাক হইয়া মুনিবর ।  
 সে মন্ত্রে দীক্ষিত তাঁরে করিল মন্ত্রর ॥  
 অবশেষে সম্মাসের প্রিয় উপচার ।  
 দণ্ড আর কমণ্ডলু দিলা উপহার ।  
 নব মেখে সৌদামিনী যথা শোভা ধরে ।  
 যথা সূর্য্যকর শোভে পূর্ণত শিখরে ॥  
 তেমনি নবীন যুবা নবীন সম্মাসে ।  
 শোভিত হইলেন আজ ভারতী নিবাসে ॥  
 পূর্ণ নাম পূর্ণ জাতি গোত্র বংশ আদি ।  
 ত্যজিয়াছে আজ গৌরা আছে যথা বিধি ॥  
 কি নাম হইবে তাঁর ভারতী তখন ।  
 করিছেন মনে মনে সেকথা চিন্তন ॥  
 হেন কালে দৈববাণী হইল অন্তরে ।  
 “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত” নাম প্রদান ইহারে ॥  
 দৈববাণী শুনি তিনি প্রকৃত অন্তরে ।  
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত নাম দিলা প্রেমভরে ॥  
 নাম পেয়ে হরষিত হল। বিশ্বস্তর ।  
 সবে করে হরি ধনি আনন্দ অন্তর ॥  
 হেন মতে গৌরচন্দ্র সম্মাসের ব্রতে ।  
 দীক্ষিত হইলেন আজ হরিপ্রেমে মেতে ॥  
 কেহ স্তুতি কেহ নিন্দা করিছে তাঁহারে ।  
 নিষ্ঠুর বলিয়া কেহ অভিযোগ করে ॥  
 কেহ বলে জাতি ধর্ম গৃহ পরিবার ।  
 না ত্যজিলে হয় নাকি ধর্ম ইহার ॥  
 অত্যন্ত বিশ্বাসী বত সংসারী মানব ।  
 বুঝেনা ধর্মের ভদ্র, প্রেমের গৌরব ॥

ধর্মের কণ্টক জাতি, ভকতির বৈরী ।  
 অন্ধতের মহাশত্রু, পাপের কিস্করী ॥  
 জাতিরূপ মর শৈলে, এ ভব সাগরে ।  
 জীবন ভরণী কত দুখে নিরন্তরে ॥  
 আমিস্থের কণ্ঠজাতি, অভিমান তার ।  
 গর্ভজাত পুত্র সেই পাপিষ্ঠা কন্ডার ॥  
 অভিমান অহঙ্কার দুই মহামুত্র ।  
 করিতেছে অগতের তত্ত্ব প্রেম দূর ॥  
 ঈশ্বর হইতে জীব রাখিছে হৃদয়ে ।  
 জীব জীব ভেদ জ্ঞান স্থাপিছে সংসারে ॥  
 এ হেন জাতির চিত্ত হুত্র শিখা বণ ।  
 কেমনে রাখিতে পারে গৌর পুঙ্কল ? ॥  
 যার প্রেম বাহু করে বিশ্ব আলিঙ্গন ।  
 যার প্রাণ জীব প্রাণে হয়েছ মগন ॥  
 সে কি কত আপনায় গভীর ভিতরে ।  
 রাখিবারে পারে নীচ স্বার্থের গহ্বরে ?  
 ব্রাহ্মণ চণ্ডাল আর বর্ষের যবন ।  
 হেন ভেদ তার স্থানে রহে কি কখন ?  
 হরিনাম দিয়া যিনি সবে পরিত্রাণ ।  
 দিতে এসেছেন তবে, সেই ভক্ত প্রাণ ॥  
 কেমনে আপন পর, উচ্চ নীচ বলি ।  
 করিবেন তেদাভেদ নীচ স্বার্থে ভুলি ?  
 না ত্যজিলে জাতিবুদ্ধি, সব নর নারী ।  
 কেমনে হইবে হরি প্রেমের ভিখারী ?  
 তাই জাতি ত্যজিলেন গৌরান্ন আমার ।  
 না বুঝে করয়ে নিন্দা অজ্ঞান সংসার ॥  
 কেহ বলে কেন তিনি পরী জননীয়ে ।  
 কান্দাইয়া, ভাসাইয়া দুঃখের সাগরে ॥  
 চলি গেলা একেবারে সম্মাসী হইয়া ।  
 কিবা তাঁর ব্যবহার, নিরদয় হিয়া ॥

হায়রে সংসারী লোক অবোধ কেমন ।  
 স্বর্গের কতব্য উচ্চ বুঝে না কখন ॥  
 যে জন ব্রহ্মের সহ যোগযুক্ত হন ।  
 সব জীবকুল তাহে লভয়ে মিলন ॥  
 মাতা পত্নী সহ ছিল পার্থিব মিলন ।  
 অনিত্য সম্বন্ধ ছিল মোহের কারণ ॥  
 অজ্ঞ হতে সে সম্বন্ধ স্বর্গীয় মিলনে ।  
 পরিণত হটতেছে বিধির বিধানে ॥  
 বাহিরে যাহারা ছিল, অন্তরে এখন ।  
 ভক্তসহ প্রাণে প্রাণে লভিছে মিলন ।  
 জননী শ্রীসচীদেন্দ্রী পুত্র বাক্য স্মরি ।  
 দিবানিশি চিন্তি ভজে প্রাণ মন ভরি ॥  
 সংসারের কাজ কর্ম নিদ্রালভ্য ভুলে ।  
 পুত্র শোকে ডাকে মাতা হরি হরি বলে ॥  
 এ দিকে শ্রীবিষ্ণু প্রিয়া সতীকুলমণি ।  
 পতিহারা হয়ে তিনি দিনস রজনী ॥  
 পতি পদ চিহ্ন স্মরি, শ্রীহরি চরণে \*  
 সমর্পিলা প্রাণ মন, গৌর আকর্ষণে ॥  
 ষাটবার কালে গোরা বলিলা দোহায়ে ।  
 হরি ভজ যদি চাহ পাইতে আমারে ॥  
 তাই তাঁরা দিবা নিশি হরিপদ সার ।  
 করিয়া সংসার হ'তে লভিছে উদ্ধার ॥

\* পতিনিরোগবিধুবা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী  
 পতির সন্ন্যাস অবলম্বনের পর হটতে কঠোর  
 তপস্তা আরম্ভ করিলেন । পুঁহে থাকিয়া এতাদৃশ  
 সাধনের দৃষ্টান্ত অতি বিরল । তিনি প্রতিদিন  
 লক্ষ লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন । এক এক শত  
 নাম জপ সমাপ্ত হইলে একটি করিয়া ধ্যান রাধিলা  
 দিতেন, এইরূপে সারংকাল পর্য্যন্ত জপ করিয়া  
 যে করেকরী ধাত হইত, তাহারই ততুল প্রভুত  
 করিয়া তিনি হবিষ্য করিতেন । আরা কি আশ্চর্য্য  
 সাধনা, কি অদ্ভুত পতিপন্থা ! সুসঙ্গ ।

জগতিক সংসার যুথ এর তুলনায় ।  
 অতি তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎ কভু কিহে নয় ?  
 আর দেখ কত কত স্বাধীন প্রদেশে ।  
 স্বদেশ রক্ষার্থে নৃপ বাহারে আদেশে ॥ \*  
 প্রিয় কার্য্য, সব সার্থ, প্রাণ পরিজন ।  
 পরিহরি যায় সেট করিবারে রণ ॥  
 রাজার আদেশ অর স্বদেশের হিত ।  
 করয়ে উন্নত তারে, সুখেতে বঞ্চিত ॥  
 স্বদেশ হিতৈষী বীর যে আনন্দ পায় ।  
 কি আছে এ হেন যুথ বলহে ধন্য কৃ  
 রাজগণ রাজা, হরি ব্রহ্মাণ্ড দৈবর ।  
 তাঁহার আদেশে যান ভক্ত বীরবর ।  
 জগতের পাপ তাপ নাশিবার তরে ।  
 বিগ্রাস ভকতি অঙ্গ ল'য়ে চট করে ॥  
 ভবরূপ রণক্ষেত্রে হন আশ্রয়ান ।  
 কে আছে রোধিবে বল তাঁহার শ্রাণ ?  
 ব্রহ্মের আদেশ কি হে পালনীয় নয় ?  
 জগতের পরিভ্রাণ সমাজ কি হয় ?  
 অজ্ঞানতা অন্ধকারে, পাপের সাগরে ।  
 অহঙ্কার অভিমান অভক্তি পাথারে ॥  
 সুবিয়া মরিছে মর্ত্যবাসী নারী নর ।  
 তাই উদ্ধারের তরে শ্রীহরি সুন্দর ॥  
 আপনার যোগ্য পুত্র, গৌরঙ্গে আহ্বান ॥  
 করিলেন দয়াময় করুণা নিধান ॥  
 তাঁহার আদেশে গোরা সব পরিহরি ।  
 যেমিলেন নববিধি এ ভারত ভরি ॥  
 হেন ভঞ্জে যেই জন, করে অবিচার ।  
 ভকতি লভিতে তার নাট অধিকার ॥  
 তাই ওহে জীলাময় পতিত পানন ।  
 সুখিবারে লাও গোরে ভকত জীবন ॥

\* আদেশ—আদেশ করেনে ।

তর্কপ্রিয় মন মোর, ভক্তের বিচার ।  
করি কলঙ্কিত নাথ হয় অনিবার ॥  
ভক্ত তব হস্তস্থিত যন্ত্র মনোহর ।  
তাহাতে বেরয় কত সুমিষ্ট সুস্বর ॥  
সে সর লহরী যেন পাই শুনিবারে ।  
এই আশীর্বাদ নাথ করহ আমারে ॥  
ভক্তের বিচার করি, তোমার লীলায় ।  
অনিবাসী যেন নাথ না হই ধরায় ॥  
এই ভিক্ষা করি প্রভো তব শ্রীচরণে ।  
প্রণিপাত করি নাথ ভক্তযুক্ত মনে ॥

### শান্তিপু্রে মহোৎসব এবং নীলাচল যাত্রা ।

সম্মাসে দীক্ষিত হয়ে, আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে  
নাচিতে লাগিল গৌরা রায় ।  
মুকুন্দ কীর্তন করে, সবে নাচে প্রেম ভরে  
হরি প্রেমে প্রাণ ভেসে যায় ॥  
চৈতন্যের ভক্তিগুণে, গুরু ভারতীর মনে  
ভক্তি প্রেম হল সকারিত ।  
দণ্ড কমণ্ডলু ফেলে, নাচে কান্দে হরি বলে  
জ্ঞানহীন বালকের মত ॥  
প্রেমের আবেশ ভরে, শ্রীগৌরানন্দ গুরুবরে  
করিলেন আলিঙ্গন দান ।  
সেই প্রেম-আলিঙ্গন, গুরুর হৃদয় মন  
গৌর সনে করিল পয়ান ॥  
রজনী গুরুর গেহে, কাটাইয়া সমারোহে  
পরদিন আচার্য্য শেখরে ! \*  
করি প্রেম আলিঙ্গন, বলিয়া মিষ্ট বচন  
দিলেন বিদায় প্রেমভরে ॥

\* চন্দ্রশেখর আচার্য্য ।

বলিলেন গুরুবরে, বাইব বন ভিতরে  
মিলে যথা শ্রীহরি আমার ।  
গুরু বলে তব সঙ্গে, আমিও বাইব রঙ্গে  
তোমা ছাড়ি রহিব না আর ॥  
লয়ে ভক্ত বন্ধুগণ, ভারতী গুরু হৃজন  
চলিলেন গোরা পূর্ব দিগে ।  
তুলিয়া কীর্তন রোল, মহাপ্রেম কোলাহল  
ভক্তদল চলে অনুরাগে ॥  
এদিকে চন্দ্রশেখর, গিয়া নদীয়া নগর  
বলিলেন সম্মাস ভারতা ।  
শুনি শোক সমাচার, কান্দে সবে অনিবার  
হৃদয়েতে পেয়ে ঘোর ব্যথা ॥  
অষ্টৈতাদি ভক্তগণ, শোকে হল অচেতন  
বলে প্রাণ ত্যজিব গঙ্গায় ।  
কি কাজ রাগিয়া কায়, যদি আমাদের মায়া  
ভ্যজিলেন ভক্ত গোরা রায় ॥  
হেন কালে দৈববাণী,\* শুনিলা সবে অমনি  
না করিও জীবন বিনাশ ।  
শীঘ্র গৌর দরশন, পাটবে সবে এখন  
মিটে যাবে সবাকার আশ ॥  
বাণী শুনি আশাবিত, হইল ভক্ত বত  
হুঃখ শোক হল প্রশমিত ।  
বাণীতে করি নির্ভর, রন বত নারী নর  
গৌর দরশনে লালসিত ॥  
হরিবোল বলে মুখে, নৃত্য করি মহাহুখে  
যান গোরা রাঢ় দেশ দিয়া ।  
প্রেম-উন্মত্ততা হেরি, সে দেশের নরনারী  
গৌর সনে যায় যে মাতিয়া ॥

\* অন্তরে যে ব্রজবাণী হয় তাহাই দৈববাণী ।  
অনেক সময় কুসিদ্ধার ক্রীতে অন্তরের বাণী  
বাহিরের শব্দ বলিয়া ভ্রম হয় ।

শ্রীহরি দর্শনে তাঁর, আনন্দ হয় অপার  
উজ্জ্বল হয়ে নৃত্য করে ।  
শ্রী হরি বিচ্ছেদ হলে, কান্দে গোরা হঃখেগলে  
যাতনায় ক্ষুদ্র বিদরে ॥  
এ কখনা গ্রামে তিনি, রহিলা এক যামিনী  
পূর্ণাবান ব্রাহ্মণ আলয়ে ।  
ধাকিতে প্রহর নিশি, মহাভক্ত গৌরশশি  
ভক্ত বন্ধু সবারে ভাজিয়ে ॥  
হৃদয় প্রান্তরে গিয়ে, কান্দে হঃখে বিনাইয়ে  
কোথা হরি বাপ রে আমার ।  
শুনিয়া ভক্ত রোদন, যান শ্রিয় বন্ধু গণ  
যথা হরি ভক্ত গুণাধার ।  
মুকুন্দের শান শুনি, বৌরচন্দ্র প্রেমমণি  
চলিলেন নাচিতে নাচিতে ।  
যথা তীর্থ বন্ধুবর, চলে যত ভক্তবর  
হেন কালে পেলেন আদেশ ।  
নাহি যান বন্ধুবরে, যাব জগন্নাথ পুরে \*  
বলে গোরা করিয়া বিশেষ ॥  
অনন্ত নিত্যানন্দে, বলে ভক্ত মহানন্দে  
যাও তুমি নদীয়া নগরে ।  
বল গিয়া জননীকে, আর যত বন্ধুবরে  
আমি যাব জগন্নাথ পুরে ।  
ফুলিয়াতে হরিদাসে, দেখিয়া আনন্দে ভেসে  
শান্তিপুত্র বাব তার পরে ॥  
আহা কি প্রেম তোমার, ওহে গোরা গুণাধার  
হরিভক্ত ববনের প্রতি ।  
কি প্রেমে তাঁহার পানে, ছুটিতেছ কোন টানে  
নাহি দুন্নে এ পামর মতি ॥

\* উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরীধামে জগন্নাথ নামক তীর্থ আছে । তথায় বাইতে শ্রীগৌরাজ আশ্রিত হইলেন । এই স্থান তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্যক্ষেত্র ।

শুনেনি ভক্ত সম্মুখে, যে জন হরিতে মজে  
অন্ত ভক্ত প্রিয় হয় তাঁর ।  
জাতিকুল ভুলে তাই, যাও কি ওহে নিমাই  
হরিভক্ত ববন আগার ?  
হরিকে ভাল বাসিলে, হরি ভক্ত সর্ব্বহলে  
হরিদাসে করে প্রেম দান ।  
শ্রীহরিতে ভক্তগণ, মিশে যান অমূল্য  
ভক্ত মনে হন এক প্রাণ ॥  
যন জন ভালবাসা, আপায়িত হুখ আশা ।  
এ সকলে ভক্ত তৃপ্ত নয় ।  
তিনি হরিভক্তি চান, না হলে তাঁহার প্রাণ  
কোন দিন প্রীত নাহি রয় ॥  
ফুলিয়াতে ভক্তবর, চণ্ডিলা হয়ে সম্বর  
লক্ষ লক্ষ নরনারীগণ ।  
গৌরে দেখিবার আশে, ফুলিয়া নগরে আসে  
কত কষ্ট করিয়া বহন ।  
দেখা দিয়া হরিদাসে, পুন শান্তিপূরাকালে  
ভক্তচন্দ্র হইল উদয় ।  
বহু কষ্টে নদীয়ার, গিয়া নিত্যানন্দ রায়  
দেখে ন'দে হঃখে শোকময় ।  
যে হতে নিমাইট.দ, হয়েছেন অন্তঃকান  
তদবধি সচী উপবাসী ।  
আর যত ভক্তগণ, সেবে হঃখে নিমগন  
কার মুখে নাহি হেরি হাসি ।  
করায়ে মায়ে ভোজন, নিত্যানন্দ মহাজন  
ভক্ত সহ লইয়া মাতারে ।  
মহানন্দে নৃত্য ক'রে, চলিলেন শান্তিপুত্রে  
কি আনন্দ নারি বর্ণিবারে ।  
অকজন চক্ষু পেলে, মুভের জীবন এলে  
যে অতুল আনন্দ উপজে ।  
গৌর দর্শন তরে, সে আনন্দে নারীনরে  
গেল আজ একেবারে মজে ।

স্নেহময়ী সচীদেবী, শ্রীবাঙ্গি তক্ত কবি  
 শত শত নরনারীগণ ।  
 আসিলেন প্রেমভরে, সকলেট শান্তিপু্রে  
 শান্তিপু্র অন্নে মগন ॥  
 অষ্টমতের মিকেতনে, রহে গৌরা লুটননে  
 দশ দিন (৭) মহা মহোৎসব ।  
 চারি মিকে চরিত্ত্বনি, এই মাত্র কর্ণে শুনি  
 নাহি শুনি আর কোন রব ॥  
 জাতি বর্ণ নির্কিংশে, সবে হরিনামে ভাগে  
 করে সবে একত্রে ভোজন ।  
 নাই হিংসা অভিমান, সকলে আজি সমান  
 একাঙ্গনে চণ্ডাল ব্রাহ্মণ ॥  
 যেন কদিনের তরে, বর্ণরাজ্য এ সংসারে  
 অবতীর্ণ হইল এবার ।  
 প্রেমে সব ভেদজ্ঞান, হইলেক তিরোধান  
 নবযুগ হইল প্রচার ॥  
 অতি মিষ্ট ব্যাহারে, মায়েরে সন্তুষ্ট ক'রে  
 প্রতি ভক্তে করি আনিজন ।  
 অলিলা মিষ্ট বচনে, নীলাচল দরশনে  
 যাব আমি সত্বরে এক্ষণ ॥  
 ওহে প্রিয় ভক্তগণ, তোমরা মম জীবন  
 তোমা সবে ছাড়িতে না পারি ।  
 স্বরে বসি হরিনাম, কর সবে অধিরাম  
 পুন দেখা পাটবে আমারি ॥  
 এত বলি নীলাচল, যাতে হলা চকল  
 মহামতি গৌরানন্দ হৃদয় ।  
 নন্দ্রের প্রেমের লীলা, যেন নীলাচলে পশি  
 আধারিল বঙ্গকলেবর ॥  
 ভক্তের গমন কালে, ক্রন্দনের মহারোলে  
 পরিপূর্ণ হল শান্তিপু্র ।  
 শোকের ভিমির ঘন, করে সবে আক্রমণ  
 হল সবে শোকেতে বিধুর ॥

যাও হে প্রাণের ভাই, বঙ্গদেশে কাজ নাই  
 থাক গিয়া দক্ষিণে হৃদয়ে ।  
 যথা সূর্য্য বহু দূরে, থাকিয়া বিমল কল্পে  
 আলোকিত করে ধরণীরে ॥  
 সেটরূপ প্রেমজ্যোতি, বরষিয়া বঙ্গ রাতি  
 করে। তুমি সদা বিদূরিত ।  
 তব প্রিয় বঙ্গভূমি, তোমা হেন গুণমণি  
 রাখিবেক বঞ্চে অবিরত ॥  
 যথা সিদ্ধ রত্নাকর, উর্দ্ধিমাগারূপ কর,  
 তুলি করে নৃত্য অদ্রিত ।  
 তুমিও তাহার সঙ্গে, উর্দ্ধে তুলি বাহু রঞ্জে  
 নব নৃত্য করিবে নিয়ত ॥  
 এই হেতু নীলাচলে, গেলে কি হে তুমি চলে  
 গিছু সনে করিলে সখ্যতা ।  
 প্রেমসিদ্ধু সখা তব, তাই সিদ্ধু সনে তব  
 মিলনের এ হেন ব্যস্ততা ?  
 করুণা-নিলয় হরি, তোমার লীলা-মাধুরী  
 তেরি মাথ হই হতজ্ঞান ।  
 ভক্ত জীবন লয়ে, কি খেলা খেল অভয়ে \*  
 কর কত কার্য্য সুমহান ॥  
 তক্ত তব হাতে প্রাণ, দিয়া হন হতজ্ঞান  
 তুমি তাঁরে লয়ে ইচ্ছামত ।  
 তোমার বিধান নব, রচ ধরাতলে সব  
 ধন্য কর মানবে নিয়ত ॥  
 কবে নাথ গৌরা প্রায়, তব হস্তে এ ধরায়  
 এ জীবন করিব অর্পণ ।  
 তুমি হে আমারে লয়ে, মাধুর লীলা করিয়ে  
 সফলিবে এ পাপ জীবন ॥

\* . অভয়ে—অভয়া থক সঙ্কোচনে অভয়ে ।  
 ভ পবনের এক নাম অভয়া । যিনি সমুদ্র তর  
 নাশ করেন ।

কবে গৌরদাস হব, তব পদে বিকাইব  
 প্রাণ মন দেহ বশ আদি ।  
 তুমি লয়ে এ পাপীরে, হরিনাম ধরে ধরে  
 বিলাইবে ওহে শুণনিধি ॥  
 এই ভিক্ষা করি হরি, তোমার চরণে পড়ি  
 প্রণিপাত করি সকাভরে ।  
 পাপীর বাসনা পূর, এ জীবনে লীলা কর  
 প্রেম ভক্তি সকার অন্তরে ॥

### নীলাচলে গমন ।

পথে ।

সচীশ নন্দন, লয়ে বহুগণ  
 চলিলেন নীলাচলে ।  
 শ্রেণিক অবৈত, কহিলেন কত  
 নিবারিতে প্রেমে গলে ॥  
 অতি দূর দেশ, তাহাতে বিশেষ  
 আছে পথে দহ্যভর ।  
 বধে উড়িয়ার, রায়র রাজার  
 ভীষণ সংগ্রাম হয় ॥  
 হেন কালে বল, না হ'লে পাগল  
 কেবা জগন্নাথে যার ?  
 কিস্ত সচীহৃত, বাক্য যুক্তিহৃত  
 শুনিতে নাহিক পার ॥  
 শ্রেণিক পাগল, লদাই কেবল  
 সৃষ্টি ছাড়া পথে চলে ।  
 লোকের মন্তব্য, লাভানি গণনা  
 কিছুতে নাহিক ভুলে ॥  
 নিতাই মুকুন্দ, গদা \* শ্রীগোবিন্দ  
 ব্রহ্মানন্দ ভক্তবর ।

জনন-আনন্দে, লয়ে মহানন্দে  
 চলিলা গৌর সুন্দর ॥  
 কিছু দূর এসে, বলে হেসে হেসে  
 আনিয়াছ কি সম্বল ?  
 বহল বহুগুণে, তব আভা বিনে  
 আনিতে কি সাধ্য বল ?  
 হয়ে নিঃসম্বল, এসেছে সকল  
 দেখি গোরা হরষিত ।  
 বলিলা সবারে, বিধাতা সংসারে  
 দেন অন্ন জল যত ॥  
 তিনি নাহি দিলে, অন্ন নাহি মিলে  
 রহে রাজা উপবাসী ।  
 তাঁর চক্ষু বিনে, প্রস্তুত ভোজনে  
 কত বিঘ্ন হয় আসি ॥  
 কেহ ক্রোধ করি, উঠে অন্ন ছাড়ি  
 কার মহা ক্ষর হয় ।  
 ঈশ্বর ইচ্ছায়, লোক কত হার  
 ভোজনে বিরত রয় ।  
 ব্রহ্ম-অন্ন-ছত্র, রয়েছে সর্বত্র\*  
 কি ভাবনা অন্ন তরে ।  
 তিনি অন্ন জল, দিবেন সকল  
 চলহ বিশ্বাস ভরে ॥  
 এত বলি যান, গৌর নতিমান  
 ভক্তদল সহকারে ।  
 করিযুধ সজ্জ, গজরাজ রজে  
 যথা যার প্রেমভরে ॥  
 আঁটি সারা গ্রামে, ব্রাহ্মণ \* আশ্রমে  
 রজসী করি যাপন ।  
 পরে ক্রমে ক্রমে, ছত্রভোগ গ্রামে  
 করিলেন আগমন ॥

সেখানে গঙ্গার,                      নান গৌর রায়  
করিল। আনন্দ মনে।  
শিবলিঙ্গ হেয়ে,                      শিব-ভাব ধরে  
নৃত্য করে অমুক্ষণে ॥  
ভাবময় প্রাণ,                      ভক্ত-প্রধান  
বিশ্বাসীর শিরোমণি।  
অমৃত ভক্তগণে,                      আপন জীবনে  
আস্থ করেন তিনি ॥  
যে ভাবে বধন,                      সচাঁর নন্দন  
আবিষ্ট হয়েন প্রাণে।  
সেই ভাবাবেশে,                      রহেন হরষে  
ভাবযোগ সুবিজ্ঞানে ॥ \*  
কতু হন রাম,                      কতু বলরাম  
কতু বা শ্রীকৃষ্ণ হন।  
এই ভাবে তিনি,                      দিবস রজনী  
মহাভাবে মগ্ন রন ॥  
শতমুখী ধারে, †                      শত মুখে বরে  
গোরার নয়ন নীর।

\* শ্রীগোরাঙ্গ গকল পুঙ্খবর্তী ভক্তদিগের  
জীবনের সারতঃ ভাবযোগে আশ্চর্যরূপে গ্রহণ  
করিতেন। বধন যে ভক্তের সমীপবর্তী হইতেন,  
তিনি তখন বেন তাঁহার সহিত তদন্তর ও একা-  
ক্কালাভ করিতেন। কখনও তিনি ঠিক মহা-  
দেবের স্তায়, কখনও বহুদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের স্তায়,  
কখন বলরাম, কখন রাম-ইত্যাকার নানা ভক্তের  
ভাবাগ্রহণইয়া তিনি তাঁহাদের ভাব রসাকাদ  
করিতেন। নববিধানাচাৰ্য্য শ্রীমৎ কেদারচন্দ্র  
ইহাকে সামুদ্রাজনগণমনীষে, তীর্থযাত্রা বলিয়া  
উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে দেশ কালৈক্য-বাব-  
ধান চলিয়া যায়। ভাব ইহাতে প্রধান, অণুত  
ইহা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বাণীর। এই ভক্ত  
আনন্দ ইহাকে ভাবযোগ বিজ্ঞান বলিয়ায়।

† গঙ্গার বেড়ানে শ্রীগোরাঙ্গ নান করিলেন  
সেই স্থানকে শতমুখী বলে। ধারে-দূরে।

দেখে ভক্তগণ;                      হাসে অমুক্ষণ;  
আনন্দে হয়ে অধীর ॥  
রামচন্দ্র খান;                      অতি ভক্তিমান  
সে দেশের অধিপতি।  
নান করিবায়,                      আসি গঙ্গাতীরে  
দেখে ভক্ত মহামতি ॥  
দণ্ডবৎ হ'য়ে,                      গৌরে প্রণমিয়ে  
লইলেন পরিচয়।  
ভক্তের প্রভাব;                      হেন মহাভাব  
হেরিয়া হল। বিস্ময় ॥  
গোরা বলে তাঁরে,                      বল কি প্রকারে  
যাম আমি নীলাচলে।  
রামচন্দ্র বলে,                      মহানন্দে গ'লে  
যদি মোরে দাস বলে ॥  
থাক আজ হেথা,                      রজনীতে সেথা  
পাঠান আমি তোমারে।  
ভনিয়া সকলে,                      রন কুতূহলে  
ভক্ত বিপ্র আগারে ॥

নীলাচলে যবে;                      যাত্রা করে সবে  
তদবধি নাসা দিয়ে। \*  
গৌর পানাহার,                      করে অনিবার  
রসনা-সুখ ত্যজিয়ে ॥  
কি কঠোর ব্রত;                      বৈরাগ্য মহত  
করে গোরা আচরণ।  
সে ভাব নিরখি;                      মোর পাপ আঁখি  
কান্দে দুঃখে অমুক্ষণ ॥  
মোরা পাপী জন;                      বিলাসে মগ্ন  
পুণ্যবান ভক্তরাজ।  
বৈরাগ্য অনলে,                      দিবানিশি  
ধরে বৈরাগীর সাজ ॥

\* নীলাচলে যাত্রার পর হইতে শ্রীভক্ত  
নাক দিরা আহাৰ করিতেন।



বলিলেন নিত্যানন্দ আদি ভক্ত জনৈ ।  
 কে তোমরা বল সত্য আমার সদনে ॥  
 “সবে বলে ওঁর ভূত আমরা সকল ।  
 কহিতে সবার আখি বহি পড়ে জল ॥”  
 ভাব দেখি মুগ্ধ হয়ে দানী মতিমান ।  
 সবারে ঘাইতে দিল ভক্তের স্থান ॥  
 অবশেষে নিজে গিয়া ভক্তপদ ধরি ।  
 ক্ষমা ভিক্ষা যাচে হয়ে দুর্দীন ভিখারী ॥  
 তার পর সুবর্ণ রেখাতে ভক্তদল ।  
 আসিয়া নদীতে স্নান করিলা সকল ॥  
 ভক্তের দণ্ড রাখি নিত্যানন্দ স্থানে ।  
 গেলেন জগদানন্দ ভিক্ষা অবশেষে ॥  
 দণ্ড হাতে করি হাসে নিত্যানন্দ রায় ।  
 দণ্ডের সতিত কথা বলেন লীলায় ॥  
 “ওহে দণ্ড, আমি যারে বহুই হৃদয়ে ।  
 সে তোমাতে বহিবেক এতো যুক্তি নহে ॥”  
 এত বলি দণ্ড ভাঙ্গি করে চুরমার ।  
 দেখি বন্ধুগণ হলা চিত্তিত অপার ॥  
 কিছুক্ষণ পরে গোরা জানিতে পারিয়া ।  
 বলে কেবা ভাঙ্গে দণ্ড কহ বিবরিয়া ॥  
 বলিলেন নিত্যানন্দ তব বাঁশ খান ।  
 ভাঙ্গিয়াছি এই দেখ আছে বর্তমান ।  
 যদি সহ নাহি হয় দণ্ড দাও মোরে ।  
 বলিলাম সন কথা তোমার গোচরে ॥  
 উন্মত্ত প্রেমিক সাধু নিত্যানন্দ হন ।  
 শত্রু কিসা লোকাচারে তিনি বদ্ধ নন ॥  
 গগনবিহারী মুক্ত বিহঙ্গ যেমন ।  
 সেই ভাবে করে তিনি সদা বিচরণ ॥  
 শুকনো প্রায় তিনি অবধূত বেশে ।  
 করেন কোঁতুক ক্রীড়া ভাবের আবেশে ॥  
 তাঁর আগপ্রিয়ধন সোণার নিমাই ।  
 যাটির বাধ্যতা ক্লেষ থাকিবে সদাই ॥

শাস্ত্র আর দেশাচার করিবে শাসন ।  
 এ দুঃখ তাঁহার প্রাণে সহেনা কখন ॥  
 দণ্ড ভাঙ্গে সুদুঃখিত হলা ভক্তবর ।  
 “একমাত্র দণ্ড ছিল ভবে সঙ্গী মোর ॥  
 তাহা না রহিল যদি, কার সনে আর ।  
 সম্বন্ধ নাহিক মোর, বলিলাম সার ॥”  
 এত বলি, কোঁধ আর অভিমানভরে ।  
 দল ছাড়ি চলিলেন একাকী হৃদয়ে ॥  
 জলেশ্বর শিবলিঙ্গ নামে তীর্থ স্থলে ।  
 প্রমত্ত হইয়া নাচে শিবভাবে গলে ॥  
 শিব প্রতি হুগভীর ভক্তি ইহার ।  
 দেখি শৈবগণ হল বিস্মিত অপার ॥  
 এ দিকে ভক্তদল আসিয়া মিলিল ।  
 ভক্তের অভিমান কোঁধ দূরে গেল ॥  
 কমলপুরেতে শেষে হইয়ে উপনীত ।  
 দেখিলেন মন্দিরের ধ্বজা সমুন্নত ॥  
 আনন্দে প্রমত্ত হয়ে গৌরঙ্গ হৃদয় ।  
 ভক্তারিয়া হটলেন দ্রুত অগ্রসর ॥  
 কখন বিবশ হন, কখন ক্রন্দন ।  
 \* নমিতে নমিতে পথে অগ্রসর হন ॥  
 পুরীতে আসিলে তিনি বলিয়া সবারে ।  
 চলিলা মন্দিরে কৃষ্ণমূর্তি † হেরিবারে ॥  
 ত্রিমূর্তি দেখিয়া সেখা ভাবের অবশেষ ।  
 আলিঙ্গন দিতে যান মহা প্রেমবশে ॥  
 ঘাইতে মুচ্ছিত হলা ভক্ত হুমহান ।  
 তাঁর ভাব বুঝে কেহ নাই সেই স্থান ॥ ‡

\* প্রণাম করিতে করিতে শ্রীগৌরঙ্গ পথে  
 অগ্রসর হইতে লাগিলেন ।

† পুরীর মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা  
 মূর্তি আছে ।

‡ শ্রীগৌরঙ্গ মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ।  
 তাঁহার এই মহাভাব বুঝিতে পারে এমন কোন  
 ব্যক্তি ভাবান ছিল না ।

পাশ্চাত্যগণ ভক্তে মারিবারে সমুদ্রত ।  
 হেনকালে সার্কর্ভৌম হল উপনীত ॥  
 অপরূপ মূর্তি তাঁর স্তম্ভম সুন্দর ।  
 মহাভাব, অমূল্য প্রেম মনোহর ॥  
 দেখি সার্কর্ভৌম মুগ্ধ হন অতিশয় ।  
 করেন ভকতে বহু, জ্ঞানী মহাশয় ॥  
 তাঁহার কারণে গৌর চারু কলেবরে ।  
 প্রহারিতে নারিলেক পাষণ্ড নিকরে ॥  
 লীলাময় ভগবান ভকতের ভরে ।  
 আনিলেন সার্কর্ভৌমে মহা রূপা করে ॥  
 তাঁহারে মুচ্ছিত দেখি অতিশয় স্নেহ ।  
 লয়ে গেলা সার্কর্ভৌম আপনার গেহে ॥  
 এ দিকে ভকত দল গৌরে নাহি পেয়ে ।  
 চলে গেলা একেবারে পণ্ডিত আলয়ে ॥  
 ভকতের সংজ্ঞা তবে শ্রীচরিত্র নাম ।  
 ব্যাকুল হইয়া তাঁরা করিলেন গান ॥  
 ভূতীর প্রভর পরে গৌরাঙ্গ সুন্দর ।  
 হইলেন সচেতন বধা পূর্ণাপর ॥  
 সার্কর্ভৌম প্রতি কত প্রেম কৃতজ্ঞতা ।  
 প্রকাশিয়া কহিলেন সুমধুর কথা ॥  
 পরে সবে স্নান করি প্রসাদ ভোজন ।  
 করিলা আনন্দ মনে বহু ভক্তগণ ॥  
 মহা উপকারী বহু সার্কর্ভৌম মনে ।  
 হইল স্বর্গীয় প্রেম ব্রহ্মের বিদানে ॥  
 যে স্থলে পাবেন ইনি বিদানে অগ্রয় ।  
 কি কৌশলে আজি হরি তার সুরচয় ॥  
 বাধিলেন তাঁর হৃদে, বিচিত্র কৌশলে ।  
 ভাবিলেন সে প্রেমলীলা যায় প্রাণ গলে ॥  
 জগন্ময় রূপাসিদ্ধ করুণা-নিধান ।  
 ধরাধামে নব লীলা করিতে নিধান ॥  
 এই ভাবে শ্রীচৈতন্যে জগন্নাথ পুরে ।  
 আনিলেন কত বহু নিজে-কোলে করে ॥

ধন্য হেঁ করুণানিধি সন্তান-বৎসল ।  
 ধন্য তব প্রেমলীলা বিধান-কৌশল ॥  
 ভকতজীবনে তব বিধান নেহারি ।  
 ভক্তিতরে তব পদে প্রণিপাত করি ॥  
 দেখ যেন দয়াময় এ লীলা কখন ।  
 তুলিয়া সংশয়রূপে না হই মগন ॥  
 এই ভিক্ষা করি ওহে হরি গুণাধার ।  
 তব পদে প্রণিপাত করি বারম্বার ॥

### মহাত্মা বাসুদেব সার্কর্ভৌমের ভক্তিবিশদান গ্রহণ ।

বাসুদেব সার্কর্ভৌম, মহাজ্ঞানী নিখোঁসম ।  
 বঙ্গবাসী পণ্ডিত প্রধান ।  
 উড়িষ্যার নরপতি, করিয়া যতন অতি-  
 আনিলেন জগন্নাথ ধাম ॥  
 রাতার পণ্ডিত হয়ে, মন্দিরের ভার লয়ে,  
 করেন তথায় অবস্থান ।  
 অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর, যশঃ অতি সুবিস্তার ।  
 লোকপূজ্য জ্ঞানী মতিমান ॥  
 তপ্তস্বর্ণ প্রভা সম, গৌরকান্তি মনোরম ।  
 সুবিস্মল নবীন জীবন ।  
 হেরি সার্কর্ভৌম-চিত্ত, হইলেক বিমোহিত-  
 স্নেহে পূর্ণ হল তাঁর মন ॥  
 অজ্ঞাত প্রেমের টানে, বৃদ্ধ সার্কর্ভৌম প্রাণে,  
 অমূল্য ভাবে লহরী ।  
 উঠিয়া জন্ম তাঁর, করিলেক অধিকার-  
 কি আশ্চর্য্য আছা মরি মরিয়া ॥  
 উপকারী বহু জেনে, সার্কর্ভৌম মনে মনে,  
 শ্রীগৌরাঙ্গ করেন ভকতি ।  
 শ্রীচরিত্র রূপা গুণে, একপে প্রেমবন্ধনে  
 বদ্ধ হল দুই মহামতি ॥

একদিন সংগোগনে, লয়ে ভক্ত\* সার্কভোমে  
বলিলেন খুলিয়া হৃদয় ।  
অগ্ন্যশ্ব মোরে আর, বলিবে কি কথা সার  
তব তরে এদেছি হেথায় ॥  
তুমি ভক্ত সুপণ্ডিত, হরি-প্রেমে সুমণ্ডিত  
কর হেন উপদেশ মোরে ।  
যাহে মোর ভক্তি হয়, হরি-প্রেম উপজয়  
নাহি মজি আর ভব-ধোরে ॥  
শুনি হয়ে প্লবিত, বলিলেন শিপ্রমুত  
তুমি ভক্ত অতি বুদ্ধিমান ।  
তবে শিখা উপবীত, করিলে কেন রহিত ?  
কেন হলে সন্ন্যাসি-প্রধান ?  
শুনিয়া তাঁর বচন, বলিলা সচীনন্দন  
ক'রনা সন্ন্যাসী জ্ঞান মোরে ।  
শ্রীহরি-বিচ্ছেদ তরে, শিখা সূত্র ত্যাগ করে  
ফিরিতেছি দেশে দেশে ঘুরে ॥  
একদিন শ্রীমন্দিরে, সার্কভোমে ভক্তবরে  
বলে কর বেদান্ত শ্রবণ ।  
বড় সাধ তাঁর মনে, বেদান্তের অধ্যাপনে  
করিবেন-তক্ষে আকর্ষণ ॥  
সার্কভোম একারণে, পড়েন গৌর-সদনে  
সাত দিন বেদান্ত মহান ।  
নীরবে ভক্ত বর, শাস্ত্র শুনে নিরন্তর  
শিষ্য ভাবে হয়ে ধ্যায়মান ॥  
দেখিয়া নীরব তাঁরে, সার্কভোম প্রেমভরে  
বলে তুমি নাহি বল বাণী ।  
বুঝিলে কি না বুঝিলে, বল মোরে মন খুলে  
না বুঝিলে কিবা ফল শুনি ॥  
দীনতার অবতার, গৌরান্দ্র প্রেম আধার  
বলিলেন বিনয়ে তাঁহারে ।

\* ভক্ত—শ্রীগৌরদাস ।

আমি মূর্খ জ্ঞানগৌর, তুমি জ্ঞানী সুপ্রবীণ  
কিছু নাহি বুঝি এ সংসারে ॥  
বেদান্তের সূত্রচয়, স্বরূপার্থ প্রকাশয়  
সহজেতে বুঝি সে সকল ।  
কিন্তু তব ভাষা যত, করে অর্থ আচ্ছাদিত  
তাহে প্রাণ হয় যে বিকল ॥  
বেদ আর পুরাণেতে, ব্রহ্মতত্ত্ব নানা মতে  
সবিস্তরে আচ্ছয়ে বর্ণিত ।  
পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান, বিশ্বব্যাপ্ত সুমহান  
ঐর্ঘ্যেতে যবে প্রকাশিত ॥  
ঈশ্বর তখন তাঁরে, বলে সবে এ সংসারে  
কিন্তু সূত্রে পদার্থ লক্ষণ ।  
তাঁহে কহু নাহি রয়, তাই নির্বিশেষ কর  
নন তিনি অরূপ কখন ॥  
প্রাকৃতিক হস্ত পদ, শির মুখ আদি যত  
এসকল সম্ভবে না হাঁয় ।  
সচ্চিৎ আনন্দ ঘন, রূপ তাঁর অমূর্ণ  
রূপহীন বলো না তাঁহার ॥ \*  
অবশেষে সার্কভোমে, বলিলা চৈতন্ত প্রেমে †  
পরম পদার্থ ভক্তিধন ।  
আত্মারাম মূনিগণ, অহেতুক ভক্তিধন  
হরিপদে করেন অর্পণ ॥  
ভক্তমুখে শ্লোক শুনি, বলিলা তাঁরে তখনি  
বল এর অর্থ কিবা হয় ॥ †  
প্রথমে বল আপনি, তার পর বাহা জানি  
বলিব তোমায়ে মহাশয় ॥

\* নৈকব শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ঈশ্বরের স্বরূপ-  
বস্তাই তাঁহার রূপবস্তা । সুতরাং সচ্চিদানন্দঘন  
স্বরূপই তাঁহার রূপ ।

† শ্রীগৌরদাস ভাগবতের এই শ্লোকটী বলিয়া  
ছিলেন 'আত্মারামানন্দ মুনয়ো নিগ্রহা অপূঃকরমে ।  
কুর্ত্বাত্মহেতুকভক্তিবিখ্যুতভূণো হরিঃ ॥'

ভূনিয়া পণ্ডিতবর, সবধা ব্যাখ্যা হুন্দর  
করিলেন তর্ক শব্দমতে ।

ব্যাখ্যা ভূনি সচীশূত, প্রশংসিয়া বিশেষ কত  
বলিলেন আনন্দমতে মেতে ॥

ইহা ছাড়া অভিপ্রায়, আছে শ্রোকে মগাশয়  
এত বলি অষ্টাদশ ভাবে ।

শ্রোক-ব্যাখ্যা হুন্দরান, করিলেন ভক্তিমান  
হেরি বিশ্র মুগ্ধ ভক্তিভাবে ॥

জ্ঞানের গরিমা তার, দূরে গেল একেবার  
ভক্তিদেবী আসিলেন প্রাণে ।

গৌরান্দ্রে তাঁহার মন, চল প্রেমে নিগমন  
ভক্তি-কুল কুটিল শাশানে ॥

মায়াবাদ দূরে গেল, হরি পদে রুচি হল  
• প্রেমানন্দে মাতি বিশ্রবর ।

শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত, ভক্তি-ধর্ম-প্রেমায়ত  
করে পান হইয়া নিভোর ॥

রীচি শোক একশত, তবে প্রেমে নিগলিত  
করিলেন গৌরান্দের স্তব ।

ভক্তির প্রভাসে বার, দৃশ্য মোহ ভনিবার  
পলকেতে দূরে গেল সব ॥

কি আশ্চর্য্য লীলাময়, কেমনে জীব-জগদয়  
নিধানেন্তে আন অনিবার ।

জ্ঞানেতে গর্ভিত বার, কি কৌশলে হয় তাঁরা  
মূলসম দীনাঙ্গা আবার ॥

ব্রহ্মজ্ঞান ভক্তিধন, নহে ভিন্ন কদাচন  
কিন্তু গ্রন্থগত জ্ঞানভাষ ।

মানবে গর্ভিত করে, হরিনামে রুচি হরে  
করে তাঁরে কুণ্ডলের দাস ॥

বাচক-জ্ঞানেতে কত, নরনারী শত শত  
অঙ্ককারে করিছে ভ্রমণ ।

সংশয়ে জড়িত হয়ে, পাপ অধিবাস লয়ে  
কাটে কাল তবে অহুঙ্কণ ॥

কিন্তু মাধ তুমি হবে, কৃপা কর এই জীব  
দাও ভক্তি বুদ্ধ-জ্ঞানময় ।

ঘুচে মোহ অন্ধকার, লভয়ে জীব নিস্তার  
পূর্ণ হয় শান্তিতে হৃদয় ॥

চিরদাম কনে হরি, বৃথা তর্ক পরিহরি  
লভিবে ভক্তি অধায় ।

সার্কভোগ ভাগ্যবান, তাঁর মত গম প্রাণ  
হবে ভক্তিপূর্ণ অতিশয় ॥

দীনজন্মে কৃপা করি, কর অশীর্ষাদ হরি  
দাও দাসে পরমা ভক্তি ।

তব দত্ত ভক্তিধন, দিয়া পূজ ও চরণ  
এই ভিক্ষা যাচি প্রাণপতি ॥

### শ্রীক্ষেত্রে ভক্তদল সংগঠন ।

বিশ্র সার্কভোগ, ব্রহ্ম করুণায়  
লভিলেন ভক্তি বিধানে আশ্রয় ।

গৌরান্দের প্রেম, ভক্তি অনুরাগ,  
ধর্ম উন্নতি বিষয় বিরাগ ।

করিল সবায় প্রাণ আকর্ষণ,  
হ'ল ভক্তদল সেখা সংগঠন ।

ভক্তের যশ মহত্ব গৌরব,  
তাঁর মধুময় ভক্তনের রব ।

মমুজের ষোড়শ কল্লোনের প্রায়,  
ব্যাপিল অচিরে সর্বত্র সেখায় ।

দলে দলে লোক গৌর দরশনে,  
হঠাৎ মিলিত যেখানে সেখানে ।

হরি-প্রেমে এক বিধান বাজার,  
বসিল সেখায় আহা অনিবার ।

মধু ভরা পদ্ম-কুলেতে যেমন,  
নানা দিক হ'তে আসে অগিগণ ।

সেইরূপ ভক্তি-প্রেমেতে পুরিত,  
গৌরাঙ্গ-কমলে ভক্ত-অলি যত ।  
আসিয়া মিলিল ভক্তি-মণ্ডপানে,  
যেন নবদ্বীপ উদিল সেখানে ।  
ভক্তির বিধানে জাতিভেদ নাট,  
প্রেমের বাজারে সব ভাই ভাই ।  
বৈদিক আচার জাতির বন্ধন,  
প্রেমে দূর হয় সব অনুবন্ধ ।  
একদিন গোরা প্রসাদ লইয়া,  
সার্কভৌম গৃহে আসিল ধাটয়া ।  
জাতি নৃদ্ধি তাঁর ভাঙ্গিবার তরে,  
দিলেন প্রভাতে অন্ন সমাদরে ।  
ভকতি যে প্রাণে চরেছে উদয়,  
তাহে কি কখন জাতিভেদ রয় ?  
তাই সেই অন্ন লয়ে প্রেমভরে,  
খান সার্কভৌম পরম আদরে ।  
এটরূপে গোরা জাতি অভিমান,  
করিলা বিনাশ প্রেমিক-প্রধান ।  
বলিলেন সার্কভৌমেতে তখন,  
এ জগতে সার হরিনাম ধন ।  
কলিযুগে আর হরিনাম বিনে,  
যাই অত্র গতি, রেখ সদা মনে ।  
কর সংকীৰ্ত্তন প্রেমে অহুদিন,  
লভিবে ভকতি, ঘুচিবে দুর্দিন ।  
ভক্তদল লয়ে, সমুদ্রের তীরে,  
গেলেন গৌরাঙ্গ, কিছুদিন পরে ।  
এক জলনিধি, যেন অপরেরে,  
হইল ব্যাকুল আলিঙ্গন তরে ।  
প্রেমের জলধি গৌরাঙ্গ আমার,  
উর্দ্ধবাহু হ'য়ে, নাচে অনিবার ।  
কীৰ্ত্তনের রোগে, কাঁপয়ে মেদিনী,  
অক্ষনীয়ে ধৌত করেন ধরণী ।

জলনিধি যেন তাঁর ভানে তানে,  
উর্দ্ধিমালা লয়ে অবিরত খেলে ।  
হকার গর্জনে মহাভক্তসহ,  
হরিগুণ গান করে অহরহ ।  
হজনায় মিলে করে সংকীৰ্ত্তন,  
হেন দৃশ্য আর দেখিনি কখন ।  
গগন-বিস্তৃত, নীলিম-জড়িত,  
অনন্তের শুদ্ধ আদর্শে রচিত ।  
শোভার আধার রত্নাকর হেরি ।  
কত যে আনন্দ হইল আমারি ।  
কতদিন সেথা থাকিয়া ভকত,  
প্রাকৃতিক শোভা মাঝে রে নিয়ত ।  
শ্রীহরির প্রেমমুখ নিরীকণ,  
করিয়া হগেন আনন্দে মগন ।  
ভক্ত গদাধর পরিচর্যা তাঁর,  
করিতেম প্রেমে আহা অনিবার ।  
ভাগবত পঞ্চ ভক্তি উদ্দীপন,  
করিতেন সেই বিশ্বাসী মূজন ।  
এটরূপে থাকি সমুদ্র সদমন,  
পরে যান গোরা তীর্থ পর্যটনে ।  
বিধানের বার্তা প্রচারের তরু,  
যে জন প্রেরিত হলেন সংসারে ।  
সে কি এক স্থানে, কভু স্থির রয়,  
বায়ুর মতন দশ দিগে বয় ।  
তাই ভক্তরাজ হেথায় সেথায়,  
হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে সদা ধায় ।  
ভকত সকল, হরির বাহন,  
হরিপদ করি হৃদয়ে ধারণ ।  
যথা তথা তাঁরে করেন প্রচার,  
ভক্ত বিনা তাঁরে কেবা জানে আর ?  
ভক্তসহ নাথ এক কর মোরে,  
এই ভিক্ষা যাচি তব পদ ধরে ।

করি প্রণিপাত, তোমার চরণে,  
লাসে আশীর্বাদ কর কৃপাভণে ।

### শ্রীগৌরঙ্গের তীর্থ ভ্রমণ এবং রামানন্দের সহিত মিলন ।

আকাশে ধ্বজিত চাকু নক্ষত্রের মত ।  
“তীর্থরাজী এ ভারতে শোভে অবিরত ॥  
মানব-হিতৈষী সাধু মহাজনগণ ।  
ভারতবাসীর তরে তীর্থ অগণন ॥  
করেছেন প্রতিষ্ঠিত বিবিধ আকারে ।  
যথায় সাধকগণ সদা বাস করে ॥  
কোন তীর্থ পেরিত ভক্তের জন্মস্থান ।  
কোন তীর্থে তাঁর সিদ্ধি সাধন প্রমাণ ॥  
কোন তীর্থে প্রেরিতের সমাধি স্থান ।  
দেবমূর্তি রূপে অহো শোভে নিরন্তর ॥  
কোন তীর্থ প্রকৃতির শোভার কারণ ।  
কোন তীর্থ ভক্তস্বত্তি করে উদ্বোধন ॥  
কোন তীর্থ প্রকাশয় সত্য-গৌরব ।  
কোন তীর্থ গায় পিতৃ \* ভক্তির রব ॥  
এইরূপ বহু তীর্থ হিন্দুস্থান মাঝে ।  
নানা ভাবে নানা স্থানে সতত বিরাজে ॥  
তীর্থ দরশন তরে হিন্দু নারী নর ।  
ব্যাকুল হৃদয়ে প্রেমে ধায় নিরন্তর ॥  
যদিও আছে ইথে ভ্রান্তি বহুতর ।  
নানা কষ্ট অত্যাচার ভোগে নারী নর ॥

\* পিতৃ—পিতা ও মাতা উভয়কে বুঝাইবে । বিভিন্ন ভাবে ও উদ্দেশ্যে তীর্থ সকল স্থাপিত হইয়াছে । কোথায় সাধু সাধ্বীর জন্মস্থান, কোথায় তাঁহাদের সিদ্ধিলাভের স্থান, কোথায় তাঁহাদের লব্ধি বিধিত হইয়াছে ।

তথাপি হিন্দুর প্রাণ তীর্থ ভ্রমণে ।  
হয় ভিরপিত, আর উন্নত জীবনে ॥  
গৃহ-সুখ-অভিলাষী শান্ত হিন্দুগণ ।  
ধন্য প্রেরণার করি বিদেশ ভ্রমণ ॥  
অভিজ্ঞতা জ্ঞান ভক্তি শাস্তি উদারতা ।  
লভিয়া নাশেন যত হৃদয়ের বাধা ॥  
এক এক তীর্থভূমি ধর্ম্যকেন্দ্র হয়ে ।  
নিধানের ভস্ম রাখে ধরিয়া হৃদয়ে ॥  
এক এক তীর্থ যেন অলাশয় প্রায় ।  
ধর্ম্মবারি এ ভারতে সতত বিলার ॥  
হেন পুণ্য তীর্থধাম হেরিবার তরে ।  
করিলেন শ্রীগৌরঙ্গ মানস অন্তরে ॥  
কিস্ত শুধু তীর্থ দেখা নহে অভিপ্রায় ।  
কিস্ত বাহে হরিভক্তি প্রচারিত হয় ॥  
হরিনামে পাপী তাপী লভে পরিত্রাণ ।  
সাধু ভক্ত হরিনাম-সুধা করে পান ॥  
এই গুঢ় অভিলাষে সচীর নন্দন ।  
তীর্থযাত্রা করিবারে করিলা মনন ॥  
ভক্ত বন্ধুগণ হতে লইয় বিদায় ।  
সঙ্গে লয়ে কৃষ্ণদাসে \* শ্রীগৌরঙ্গ রায় ॥  
চলিলেন দাক্ষিণাত্যে করিতে ভ্রমণ ।  
তাঁহার নিরহে কঁাদে হরিভক্তগণ ॥  
রামানন্দ সনে দেখা করিবার তরে ।  
বলিলেন সার্বভৌম ভক্তে বারে বারে ॥  
পরম সুন্দরমূর্তি গৌরঙ্গ সুন্দর ।  
নাচিতে গাঠিতে বান ভাবেতে বিভোর ॥  
কৃষ্ণদাস পাছে পাছে করঙ্গ লইয়ে ।  
চলেন ভক্তের সাথে মত্তমুগ্ধ হয়ে ॥  
যে পথে যেখানে ভক্ত করেন গমন ।  
তাঁরে হেরিবারে আসে লোক অগণন ॥

\* কৃষ্ণদাস নামে এক ব্যক্তি, শ্রীগৌরঙ্গের সেবার জন্য তাঁহার সঙ্গী হইরাছিলেন ।

তীর্থরাজ মহাভক্ত গৌরান্দ আমার ।  
 তাঁরে দেখি জীবগণ লভিছে উদ্ধার ॥  
 কত শৈব রামাইত তাঁহার সদন ।  
 করিল বৈষ্ণব ধর্ম আমন্দে গ্রহণ ॥  
 কর্ণটি দেশেতে বহু নরনারীগণ ।  
 হরিভক্তি-প্রেমানন্দে হইল মগন ॥  
 অংশেষে গিয়া ভক্ত গোদাবরীতীরে ।  
 দ্বিরলে বসিয়া নাম সংকীর্্তন করে ॥  
 হেন কালে ধনী এক দোলা আরোহণে ।  
 বৈদিক ব্রাহ্মণ বহু লয়ে ছুট্টমনে ॥  
 বাদ্য ভাঙ করি আগে গোদাবরীতীরে ।  
 রামানন্দ বলি ভক্ত চিনিলেন তাঁরে ॥  
 দেখি ভক্ত যোগিবরে রামানন্দ রায় ।  
 প্রণমিলা দণ্ডবত ভকতের পায় ॥  
 দোহে দোহাকার সহ প্রেমসম্মিলন ।  
 করিয়া আনন্দহুদে হলেন মগন ॥  
 শ্রীগৌরান্দ কোন এক সরাসী আলয়ে ।  
 লইলা আশ্রয় ভক্তি-পুত্র-হৃদয়ে ॥  
 সন্ধ্যাকালে দীনবেশে রামানন্দ রায় ।  
 ভকতের সন্নিধানে আসিলা হারায় ॥  
 প্রমত্ত বিদ্বানী জ্ঞানী ভক্ত-চূড়ামণি ।  
 হন রায় রামানন্দ বৈরাগ্যের ধনি ॥  
 জনকনৃপতি প্রায় বৈরাগী হইয়া ।  
 কাটে কাল রামানন্দ সংসারে মজিয়া ॥  
 পরম বিজ্ঞানী তিনি ভকত-প্রধান ।  
 অথচ বিষয়ে লিপ্ত নহন মতিমান ॥  
 কঠিন প্রস্তর ভেদি বধা প্রস্রবণ ।  
 সুনির্মল বারিধারা করে বরিষণ ॥  
 বধা কল্বালুকায় অস্তঃস্থল ভেদি ।  
 সুমধুর বারিধারা বহে নিরবধি ॥  
 সেইরূপ রামানন্দ ভকত-প্রধান ।  
 বাহিরে বিষয়ী বটে প্রাণে ভক্তিমান ॥

হেন অলৌকিক ভক্ত রামানন্দে পেরে ।  
 মহানন্দ উপজিল গৌরান্দ-হৃদয়ে ॥  
 জিজ্ঞাসিলা রামানন্দে বলহ আমারে ।  
 ভক্তি প্রেম সাধনার তত্ত্ব হুবিস্তারে ॥  
 শুনিয়া বিনীত ভাবে নিবেদিলা তাঁয় ।  
 উচ্চ ভকতির তত্ত্ব রামানন্দ রায় ॥

রায় রামানন্দের সহিত শ্রীগৌ-  
 রানন্দের ভক্তি সম্বন্ধে  
 কথোপকথন ।

বলিলেন রায়, বিমুখভক্তি সারঃ  
 জানিহ সত্ত্ব মনে ।  
 বর্ণাশ্রম ধরি, যেজন সত্ত্ব;  
 ভজে হরি অহুঙ্করে ॥  
 তাহাতে বিমুখ, হয় গীতি অতি;  
 নাই অস্ত পছা তার ।  
 শুনিয়া গৌরান্দ, বলিলা তাঁহারে,  
 “ইহা বাহু” বল আর ॥  
 বগে রামানন্দ; ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ;  
 সাধনের শ্রেষ্ঠ পথ ।  
 আছয়ে গীতাতে, কর্ম্মসমর্পণে;  
 পূর্ণ হয় মনোরথ ॥  
 শুনিয়া গৌরান্দ, বলিলেন তাঁর,  
 “ইহা বাহু” বল আর ।  
 শুনি রামানন্দ, বলিলেন তাঁরে,  
 করি কর্ম্ম পরিহার ॥  
 মন প্রাণ দিবে, যে ভজে ঈশ্বরে;  
 তার ভক্তি অতি সার ।  
 শুনিয়া গৌরান্দ, বলিলেন পুন,  
 “ইহা বাহু” বল আর ॥

বলিলেন পরে, জ্ঞানমিশ্রা \* ভক্তি,  
পরম সাধন জেন ।  
গীতাতে ইহার, প্রমাণ বিস্তর,  
আছে দেখ অচক্ষুণ ॥  
তনিয়া গৌরাঙ্গ, বলিলেন তাঁর,  
“ইহা বাহ” বল আর ।  
তনি রামানন্দ, বলিলেন তাঁরে,  
জ্ঞানপূতা ভক্তি সার ॥  
ভাগবতে ইহা, আছে সঙ্গ্রহণ,  
ভেবে দেখ অনিবার ॥  
তনিয়া গৌরাঙ্গ, বলিলেন তাঁরে,  
“ইহা বাহ” বল আর ।  
তনি রায় তাঁরে, বলে প্রেমভরে,  
জেন প্রেম ভক্তি সার ॥  
কুখা তৃষ্ণা বিনে, যথা পানাহারে,  
সুখ নাহি উপজয় ।  
তেননি হৃদয়ে, প্রেম না জন্মিলে,  
হরিপূজা নাহি হয় ॥  
ভক্তিবৃত্ত চিত্ত, কোথা যদি পাও,  
অবিলম্বে কর ক্রয় ।  
লোভ মাত্র হয়, মূল্য সে ধনের,  
লোভে হরিলাভ হয় ॥  
তনিয়া আনন্দে, বলিলা চৈতন্য,  
“ইহা সত্য” আগে বল ।  
তনি রামানন্দ, বলে দাঙ্গ প্রেম  
হয় অতি সুপুঙ্কল ॥  
আছে ভাগবতে, ধীর নাম শুনে  
লভে জীব পরিত্রাণ ।

হেন শ্রীহরির, দাসদের বল  
কি অভাব মতিমান ?  
তনি ভক্ত কন, ইহু সত্য বটে  
কিন্তু আগে বল তাই ।  
সখা প্রেম সার, ইহা বিনে আর  
জগতে সাধন নাই ॥  
ভাল বটে চৈহা, আরো আগে বল  
তনি রামানন্দ রায় ।  
বলিলা বাৎসল্য, প্রেম মধুময়  
ইথে প্রাণে সুখ পায় ॥  
ভাল বটে ইহা, আরো আগে বল  
বলিলা ভকত জন ।  
কান্ত ভাব সার, শান্ত দাত্ত আদি  
মাধুর্য্যে লভে মিলন ॥ \*  
বলিলা গৌরাঙ্গ, চরম সাধন  
কান্তপ্রেম মহামণি ।  
আর যদি কিছু, থাকে সাধনের  
বল ভক্তশিরোমণি ॥  
বলে রামানন্দ, ইহার উপরে  
সাধন জানিতে চায় ।  
এহেন মানব, আছে পৃথিবীতে  
জানি নাই মহাশয় ॥  
প্রেমপরাকাষ্ঠা, হয় মহাভাব  
নাহিক সাধন আর ।  
তনি গৌরাঙ্গ, আনন্দে বিহ্বল  
হয়ে বলে আর বার ।  
মোর আগমন, হইল সফল  
এবে তুমি কৃপা করে ।  
রাধাকৃষ্ণ ভাব, রসের প্রকৃতি  
কুবিশেষ বল মোরে ॥

\* জ্ঞানমিশ্রাভক্তি—এখানে জ্ঞান অর্থে  
বিচার, ব্রহ্মজ্ঞান নহে । অর্থাৎ বিচারমথান  
ভক্তি বাহ ।

\* মধুর ভাবের মধ্যে শান্ত, দাত্ত, সখ্য  
বাৎসল্য চারি ভাবই মিলিত আছে ।

ভক্তের বাক্য শুনি রামানন্দ রায় ।  
 বগিতে লাগিল কৃষ্ণ-স্বরূপ তাঁহার ॥  
 সচ্চিদানন্দ স্বয়ং স্বরূপ তাঁহার ।  
 সর্কৈর্পর্যাপ্ত তিহি বিশ্বের আধার ॥  
 অনাদি পুরুষ কৃষ্ণ সর্বরসময় ।  
 সর্বশক্তিমান তিনি সবার আশ্রয় ॥  
 অনন্ত শকতিশালী পুরুষ প্রধান ।  
 সং চিৎ আনন্দ তিনি অনাদি মহান ॥  
 তাঁহার পরমা শক্তি ত্রিবিধ প্রকারে ।  
 করেন ব্যাখ্যান ভক্তগণ এ সংসারে ॥  
 সগ্নিৎ সন্ধিনী আর হ্রাদিনী শক্তি ।  
 এই তিন পরাশক্তি ব্রহ্মের প্রকৃতি ॥  
 যে শক্তিতে ভক্ত-চিত্তে স্থখ দেন হরি ।  
 সেই তো হ্রাদিনী শক্তি প্রেম নাম তারি ॥  
 প্রেমের পরম সার, মহাভাব হয় ।  
 হয়েন শ্রীরাধা দেবী মহাভাবময় ॥  
 মহাভাবরূপা রাধা ব্রহ্মের প্রেমসী ।  
 অরূপা রূপসী তিনি সত্যত যোড়সী ॥  
 শ্রীরাধার প্রতি হরি প্রেম-মনোহর ।  
 তাঁহার দেহের কান্তি মনোমুগ্ধকর ॥  
 হরিকৃপামতে তাঁর দেহ সিন্ধু হয় ।  
 নিত্য নব ভাবরসে অভিষিক্ত রয় ॥  
 শ্রীহরির লাবণ্য অমৃত সুধাময় ।  
 হেন দেহকান্তি প্রতি বরষিত হয় ॥  
 সং চিৎ আনন্দ সনে, ভাবের মিলন ।  
 রাধাকৃষ্ণ সম্মিলন কন ভক্তগণ ॥  
 লজ্জা শ্রীরাধার পট বসন হৃন্দর ।  
 অনুরাগ অথরের তানুল বিস্তর ॥  
 নয়ন অঞ্জন প্রেম, সৌভাগ্য ভিলক ।  
 অঙ্গ আভরণ যেন কল্পন পুষ্পক ॥  
 এণয়ের অভিমান কাঁচলি তাঁহার ।  
 দেহের ভূষণ যত সাত্ত্বিক বিকার ॥

প্রেম-বিভূষিতা রাধা, শ্রীহরির সনে ।  
 মনোবৃত্তি-সখী সনে রন নিশিদিনে ॥  
 প্রাণসখা-শ্রীহরির সঙ্গা শুণগান ।  
 করেন শ্রীরাধাদেবী মুখে অবিরাম ॥  
 ভাবেন শ্রীরাধা বসি হইয়া মলিন ।  
 পাবেন কৃষ্ণের সঙ্গ কোন ভুল দিন ॥  
 হরি দরশন পেলে শ্রীরাধা হৃন্দরী ।  
 সেই প্রিয় প্রাণেশ্বরে মন প্রাণ তারি ॥  
 প্রেমরূপ সোমরস করাইয়া পান ।  
 জীবনের সব সাধ আনন্দে মিটান ॥  
 ব্রহ্ম আর ভক্ততত্ত্ব রূপকের যোগে ।  
 বলিলেন মহাভক্তে প্রেম অনুরাগে ॥  
 শুনি আহ্লাদিত হয়ে সচীর নন্দন ।  
 বলিলা বিলাসতত্ত্ব করহ বর্ণন ॥  
 শুনি কহিলেন রায় হেন কৃষ্ণ রাধা ।  
 প্রেমে মাতি প্রাণকুঞ্জে খেলেন সর্বদা ॥  
 আর আগে বল রায়, বলে ভক্তবর ।  
 রায় বলে আর বুদ্ধি নাহি চলে মোর ॥  
 এত বলি বিরহের গান মনোহর ।  
 গাটতে লাগিলা রায় হইয়া বিভোর ॥  
 পরম প্রেমিক ভক্ত, বিরহের গান ।  
 সত্য নাহি হয় প্রাণে করে আনচান ॥  
 রায়ের বদন চাপি বলেন তাঁহারে ।  
 সাধন উপায় এবে বলহ আমারে ॥  
 বিনীত কুন্তিত মনে বলিলেন রায় ।  
 সখীভাব বিনে কভু জীবের ধরায় ॥  
 নাহি হয় রাধাকৃষ্ণ ভজন সাধন ।  
 সখীপ্রেম স্বার্থহীন, স্বরূপের ধন ॥  
 রামানন্দ মুখে শুনি তত্ত্ব মনোহর ।  
 হইল ভক্ততত্ত্ব আনন্দে বিভোর ॥  
 কিছু দিন রায় সঙ্গে সচীর নন্দন ।  
 মহানুভবে করিলেন সমস্ত বাপন ॥

একদিন জিজ্ঞাসিলে বলিলেন রায় ।  
 কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহিক ধরায় ॥  
 অমূল্য সম্পদ প্রেম ভক্তিতত্ত্বই ।  
 সর্বাপেক্ষা দুঃখকর, ইথে কি সন্দেহ ॥  
 হরি এক শ্রবণীয়, উপাস্ত শ্রীহরি ।  
 মুক্তি হতে শ্রেষ্ঠ ভক্তি, জীবিতকরী ॥  
 প্রেমিক পুরুষ মুক্ত সত্য সংসারে ।  
 প্রেমের সঙ্গীত শ্রেষ্ঠ এ ভব পাঁথারে ॥  
 ভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয় কিছু নাই আর ।  
 ধন্য সেই প্রেম ভক্তি আছয়ে যাহার ॥  
 এতরূপ নানা তত্ত্ব করিয়া শ্রবণ ।  
 বাসস্থানে করে পোরা বিদায় গ্রহণ ॥  
 যাইবার কালে হারে বলিলা ভক্তত ।  
 শীঘ্র আমি নীলাচলে হব প্রত্যাগত ॥  
 বিষয় ছাড়িয়া তুমি, যাও নীলাচলে ।  
 দুজনে কাটাব কাল, চরিকথা বলে ॥  
 এত বলি মহাভক্ত তীর্থ দরশনে ।  
 কৃষ্ণদাসে লয়ে যান আনন্দ বদনে ॥

তথা হতে বহির্গত হয়ে ভক্তবর ।  
 ভ্রমিলেন নানা তীর্থ দেশ দেশান্তর ॥  
 যেখানে রহেন ভক্ত, কিম্বা যেই পথে ।  
 মন্তসিংহ প্রায় যান, হরি-প্রেমে মেতে ॥  
 সেইখানে হয় হরি-ভক্তি প্রচার ।  
 অপ্রেম ভক্ততা দূরে যায় অনিবার ॥  
 বরিষার বারিধারা পড়ে যেই দেশে ।  
 জলে পূর্ণ হয় স্থান আধির নিমুখে ॥  
 গৌর-জলধর হতে ভক্ততির ধারা ।  
 পড়ি সেইরূপ সিক্ত করিলেক ধরা ॥  
 অবশেষে গাঙ্গারী অকলে ভক্তবর ।  
 হইলেন উপনীত সানন্দ অন্তর ॥

কত জন ভক্তি প্রেমে হয়ে বিমোহিত ।  
 ভক্তির নববিধি লইলা ত্বরিত ॥  
 এক স্থানে তর্কশ্রিয় বৌদ্ধ কতজন ।  
 ভক্তের প্রেম ধর্ম করিল গ্রহণ ॥  
 কাবেরী তটিনী তটে আসি ভক্তবর ।  
 স্নান করি হটলেন প্রফুল্ল অন্তর ॥  
 রঙ্গক্ষেত্রে দেবালয় করিয়া দর্শন ।  
 বেকট ভট্টের গৃহে করিলা গমন ॥  
 চারি মাস এই স্থানে করি অবস্থান ।  
 প্রচারিলা হরিভক্তি, বিশ্বাসী প্রধান ॥  
 ভক্তের অবস্থানে বেকট আগয় ।  
 ভক্তির প্রভাবে যেন হল মধুময় ॥  
 ভক্তের পদধূলি পড়ে যে ভবনে ।  
 তীর্থ ভূমি হয় তাঁহা সদা এ ভবনে ॥  
 ভক্তি বিশ্বাস বীজ পড়িলা সেখানে ।  
 ভক্ত জীবন কত রচে এ ধরায় ॥  
 শ্রীগোপাল ভট্ট নামে বিপ্র একজন ।  
 রূপসনাতনসহ যিনি বৃন্দাবন ॥  
 করিলেন ভক্তিতত্ত্ব জগতে প্রচার ।  
 তিনি বেকটের পুত্র পরম উদার ॥  
 শ্রীমদ্ব নিবাসী যত বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ ।  
 ভক্তেরে করিতেন প্রেমে নিমগ্ন ॥  
 বাসুদেব নামে এক কুষ্ঠগ্রস্ত জনে ।  
 চরিতার্থ করিলেন প্রেম আলিঙ্গনে ॥  
 কি অপূর্ণ প্রেমরঙ্গ গৌরান্দ-হৃদয়ে ।  
 কত ভাল বাসে ভক্ত মানব-নিচয়ে ॥  
 উচ্চ নীচ মুদ্র রুদ্র সবাকার প্রতি ।  
 সমভাবে প্রধাবিত হয় তাঁর প্রীতি ॥  
 পরম আনন্দ • সনে হটল সাক্ষাৎ ।  
 দেখিলেন গোপীপুদেশ গলয় পার্বত ॥

পথে কত দম্য পাণী ধৃত হরিচার ।  
 ভক্তের প্রচার শুণে পাটল উদ্ধার ॥  
 যদিও পরম ভক্ত গৌরাজ আমার ।  
 হরিপ্রেমে বিগলিত সদা চিত্ত তাঁর ॥  
 তথাপি জ্ঞানেতে তিনি উদাসীন নন ।  
 শুদ্ধ জ্ঞানে চিরদিন মুক্ত তাঁর মন ॥  
 বিশেষ ভ্রমণে ভক্ত, ভক্তিগ্রহচয় ।  
 করিতা সংগ্রহ করি যত্ন অতিশয় ॥ \*  
 তার পরে বোম্বাই প্রদেশে ভক্তবর ।  
 ভ্রমিলেন কত স্থান আনন্দ অন্তর ॥  
 কোলাপুরে বিটল সিংহ মূর্তি হেরে ।  
 অসীম আনন্দ গোরা লভিলা অন্তরে ॥  
 তুকারাম নামে এক ভক্ত হুজন ।  
 আধার গগণে পূর্ণ চন্দ্ৰের মতন ॥  
 করেন সে স্থানে বাস, মগ্ন হরিনামে ।  
 দিবানিশি মগ্ন হরি-নাম-শুণ-গানে ॥  
 শ্রীগৌরাজ সনে তাঁর হইল মিলন ।  
 মণি কাকনের যোগ হয় হে যেমন ॥  
 দৌহে দৌহাকারে হেরি হল পুলকিত ।  
 ভক্তিসমুদ্র যেন হল উচ্ছৃঙ্খিত ॥  
 হেথ! ভক্তের ভ্রাতা, বিশ্বরূপ নাম ।  
 ত্যজি কলেবর তিনি যান ব্রহ্মধাম ॥  
 ভাবযোগে প্রিয় ভূমি করিয়া দর্শন ।  
 তথা হতে করিলেন দ্বারকা গমন ॥  
 নানা তটিনীতে স্নান করিয়া ভক্ত ।  
 দণ্ডক অরণ্য আদি তীর্থ দেখি কত ॥  
 পুনরায় মহোদ্রাসে বিদ্যার নগরে ।  
 আসি রামানন্দ সনে মিলিলা সহরে ॥

\* তীর্থযাত্রাকালে শ্রীগৌরাজ মহাভক্ত  
 বিশ্বসঙ্গলভ্য "কৃষ্ণকথাসূত্র" এবং ব্রহ্মসংহিতার  
 কয়েক অধ্যায় সংগ্রহ করিয়া আনেন । এই দুই  
 গ্রন্থ বঙ্গদেশে তৎকালে হুপ্পা ছিল ।

কিছুদিন সেই স্থানে করি অবস্থান ।  
 মহানন্দে নীলাচলে ভক্তবর যান ॥  
 আসিয়া আশ্রয় নাথে, ভক্তবন্ধুগণে ।  
 সমাচার পাঠাইলা কৃষ্ণদাম সনে ॥  
 ভূষিত চাতক প্রায় প্রিয়বন্ধুগণ ।  
 প্রতীক্ষা করিছে সদা গৌর আগমন ॥  
 ভক্তগণ পুত্রহারা জননীর মত ।  
 গৌরাজ বিরহে কাল কাটেন নিয়ত ॥  
 এবে আগমন বর্তী শুনি ভক্তগণ ।  
 পাইলেন যেন পুন নূতন জীবন ॥  
 নিত্যানন্দ মার্কণ্ডেয় আদি ভক্ত বত ।  
 আলল নাথেতে সবে হল সমাগত ॥  
 শত শত ভক্ত আসি মিলিল সেথায় ।  
 আনন্দের মেলা সেথা হল পুনরায় ॥  
 এরূপ দক্ষিণ দেশে প্রচারি বিধান ।  
 আসিলেন নীলাচলে ভক্ত মতিমান ॥  
 সুমধুর হরিশ্রবণ উড়িয়া গগনে ।  
 উঠিল আবার গদ্য করি জীবগণে ॥  
 আবার গৌরাজ-প্রেম, গৌরাজ-মুরতি ।  
 গৌরের মাধুর্য আর তাঁর পূর্ণা জ্যোতি ॥  
 নীলাচল পরিপূর্ণ করি অনুক্ষণ ।  
 আগাইল, মাতাইল মুক্ত জনগণ ॥  
 এইরূপে দয়াময় শ্রীহরি আমার ।  
 ভক্তকণ্ঠে কণ্ঠ দিয়া নামসুধাধার ॥  
 করিলেন শ্রীগৌরাজ-যোগেতে প্রচার ।  
 যত্ন হন ভক্ত আর ভক্তপ্রাণ-ধার ॥  
 কবে নাথ হেন দিন হইবে আমার ।  
 বিজয়ল হইয়া তব প্রেমে অনিবার ॥  
 মাতৃভূমে তব নাম করিয়া ঘোষণা ।  
 যত্ন হবে চিরদাস, যাবে বিড়ম্বনা ॥  
 সকলি সঙ্কল্প হয় কুপার তোমার ।  
 তাই নাথ, তব পদে নমি বারবার ॥

পাপী দাসে আলীকাদ করি হরি ।  
 গৌর-পদধূলি নাথ, নিজ মাথে ধরি ॥  
 কলেছেন যেই পথে গৌরাক্ষ তোমার ।  
 সেই পথে যেতে যেন পারি প্রাণাধার ॥  
 এট ভিক্ষা করি হরি তোমার চরণে ।  
 প্রণিপাত করে দাস ভক্তযুক্ত মনে ॥

বঙ্গবাসী ভক্ত বক্সসহ শ্রীগৌরাক্ষের  
 সপ্রেম ব্যবহার ।

নীলাচলে সমাপ্ত, হইয়া মহা ভক্ত  
 আগমন সমাচার দিতে ।  
 কৃষ্ণদাস বঙ্গভূমে, প্রেরিলা অতুল প্রেমে  
 ভক্তগণ মহানন্দে মেতে ॥  
 কত ধনী গুণী জ্ঞানী, অতুল বিদ্যান মানী  
 ভক্তিবিধি করিল গ্রহণ ।  
 উড়িয়ায় শ্রীচৈতন্য, হলেন পরম সাক্ষ  
 সমাদৃত হল ভক্তি ধন ॥  
 বরিষার কালে যথা, ব্যাপে জলে যথা তথা  
 উচ্চ স্থান জলে ডুবে যায় ।  
 জ্ঞেতি ভক্তি বিধান, তারতের নানাস্থানে  
 ভক্তিশ্রোত বহিল ত্বরায় ॥  
 ভক্তি-বিরোধী কত, জ্ঞানী মূর্থ শত শত  
 গৌরাক্ষের প্রেম আকর্ষণে ।  
 অধীর উন্মত্ত হয়ে, ধন জন তেয়াগিয়ে  
 সঁপে প্রাণ শ্রীহরিচরণে ॥  
 বঙ্গের অমূল্য ধন, গৌরচন্দ্র সুশোভন  
 উড়িয়ায় করেন বসতি ।  
 তাই তো বঙ্গজননী, রহেন দিবা রজনী  
 তাকাইয়া সন্তানের প্রতি ॥  
 বঙ্গবাসী ভক্তগণ, গৌর উরে উঠাটন  
 গৌরগত আঁধন সবার ।

গৌর আগমন শুনি, বাটল ছুটি অমনি  
 উড়িয়ায় পানে অনিবার ॥  
 ভক্তগণ সঙ্গে লয়ে, আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে  
 সাক্ষর্ভৌম পেলা ভক্ত স্থানে ।  
 কীর্তনের মহা ধ্বনি, পুরিল বোম মেদিনী  
 মত্ত সবে হরিগুণ পানে ॥  
 হয়ে গৌর আগুসার, করিয়া বাহ প্রসার  
 আলিঙ্গন দিলা প্রতিজনে ।  
 স্বহস্তে সবার গলে, মালা দিলা কুতূহলে  
 পুছিলা কুশল প্রীত মনে ॥  
 হরিদাসে নাহি হেরে, ভক্তত চঃখিতাত্তরে  
 জিজ্ঞাসিলা সংবাদ তাঁহার ।  
 সকলে বলিলা তাঁরে, পড়ে আছে পথ ধারে  
 হরিদাস দৈন্ত্র অবতার ॥  
 “মুই অস্পৃশ্য যখন, কেমনে সাধু স্পর্শন  
 করিব হে” এই ভাবি মনে ।  
 আছেন পড়িয়া দূরে, শুনি গৌর প্রেম ভরে  
 নিজে গিয়া আনে ভক্তজনে ॥  
 উদ্যানে কুটীর মাঝে, স্থান দিলা ভক্তরাজে  
 হরিদাস রহিলা তথায় ।  
 আহারের আয়োজন, হল তথা সেইরূপ  
 নিজ হাতে শ্রীগৌরাক্ষ রায় ॥  
 অন্ন সনাকার পাতে, দিলেন প্রেমেতে মেতে  
 নিজে বসি তাঁহাদের সনে ।  
 করিলেন পানাহার, হেন প্রেম চমৎকার  
 কে দেখে কোথায় কোন ধানে ॥  
 সব জাতি এক হয়ে, হরিপ্রসাদ জানিয়ে  
 নিরামিষ ভোজন ব্যাপার ।  
 জগতে দুর্ভাগ্য অতি, শ্রীগৌরাক্ষ মহামতি  
 করিলেন ভারতে প্রচার ॥  
 প্রেমে জাতিভেদ নাই, সবে যার এক ঠাই  
 কিন্তু তথা নাহি স্নেহাচার ।

পাশব আহার বত, মদ্য মাংস আদি কত  
বিষ জ্ঞানে করে পরিহার ॥  
জাতিভেদ হেন মতে, নাশে গোরা এ ভারতে  
তার সাক্ষী জগন্নাথধাম ।  
অন্নের বিচার নাই, খায় সবে এক ঠাঁই  
হেন দৃষ্ট নাহি অশ্রু স্থান ॥  
বঙ্গবাসী ভক্ত লয়ে, আনন্দ-পূর্ণ-হৃদয়ে  
হরিনাম করেন ভকত ।  
শ্রীহরির গুণগানে, ব্রহ্মানন্দ-রস-পানে  
সম্বৎসর হটলেক গত ॥  
নিত্যানন্দ শ্রীঅবৈতে বলে গোরা প্রেমে যেতে  
বঙ্গদেশে তোমরা ওজন ।  
হরিভক্তি আচণ্ডালে, প্রচার আনন্দে গলে  
আমি যাব কখন কখন ॥  
অদেশ স্বজন প্রতি, কত অনুরাগ প্রীতি  
বহে নিত্য গৌরান্ধ অস্তরে ।  
যিনি জগতের তরে, প্রাণ দিলা অকাতরে  
সে কি দেশ ভুলিবারে পারে ?  
যদিও সম্রাসী গোরা, স্বদেশ স্বজন ছাড়া,  
তথাপি তাঁহারা তাঁর প্রাণে ।  
রহে নিত্য বিরাজিত, সদা তাঁহাদের হিত  
অহুরাণে চিন্তে মনে মনে ॥  
শ্রীবাসের প্রেম-করে, গোরা অতি সমাদরে  
দিয়া বঙ্গ, প্রসাদ মধুর ।  
বলিলেন জননীয়ে, দিও ইহা প্রেম ভরে  
বলো তাঁরে প্রণিপাত মোর ॥  
বলো তুমি মোর মায়, ক্রমেন যেন আমার  
আমি তাঁর পাশল সন্তান ।  
গৌরান্ধ পরমানন্দে, বলিলেন শিবানন্দে  
বাসুদেব \* বৈরাগী প্রধান ॥

\* ইনি বাসুদেব দত্ত ।

পর দিবসের তরে, লক্ষ্য নাহিক করে,  
তুমি ওঁর পরিবার প্রতি ।  
রেখ দৃষ্টি অনুক্ষণ, লয়ে তুমি বাত্রিগণ  
প্রতি বর্ষে এস মহামতি ॥  
জিজ্ঞাসিলা দুইজন \* মোরা গৃহী অভাজন  
কিরূপেতে করিব ভজন ।  
বলিলা সচীনন্দন, সাধুসেবা সংকীর্জন  
করো তহা পরম সাধন ॥  
জিজ্ঞাসিলা সত্যরাজ, † কেমনে হে ভক্তরাজ  
জানিব বৈষ্ণব কোন জন ।  
বলিলেন ভক্তবর, যার মুখে একবার  
হরিনাম হয় উচ্চারণ ॥  
তাঁহাকে বৈষ্ণব যেন, অবহেলা কদাচন  
নাহি যেন করয়ে হৃদয় ।  
মুরারি বলিলা তাঁরে, জীবের দুর্গতি হেরে  
প্রাণ মোর বিদারিত হয় ॥  
জীবের পাপের ভার, স্বক্কেতে দিয়া আমার  
তুমি কর জীবের উদ্ধার ।  
মুরারির প্রেম দেখি, শ্রীগৌরান্ধ হলো হুখী  
বলিলেন জীব-পরিবার ‡ ॥  
শ্রীহরির কৃপাশ্রমে, উদ্ধার হবে ভুবনে  
কোন চিন্তা নাহিক তোমার ॥  
এইরূপে নানা বাণী, কহি ভক্ত শিরোগণি  
বক্ষুগণে দিলেন বিদায় ।  
দিয়ে সব ভালবাসা, প্রশংসা উৎসাহ আশা  
কান্দি কান্দাইলেন সবায় ॥  
হরিদাস গদাধর, জগদানন্দ প্রবর  
আর কত বিখ্যাসী সূজন ।

\* কুলীন গ্রামের রামানন্দ ও সত্যরাজ খাঁ ।

† সত্যরাজ নামে একজন বঙ্গবাসী ভক্ত ।

‡ পরিবার—সমুদয় ।

রহিলেন গৌর সনে, অশ্রু সব বহুজনে  
 বহুদেশে করিলা গমন ॥  
 কি অপূৰ্ণ প্রেম তাঁর, ভাবিলে প্রাণ আগার  
 বিশ্বয়েতে যেন ডুবে যায় ।  
 সুতীত বৈরাগ্য সনে, সুমধুর প্রেম ধনে  
 হেন ধনী দেখি না কোথায় ॥  
 ভ্রাতৃগণে হেন শ্রীতি, এ হেন মাতৃ ভকতি  
 কোথা বল দেখিয়াছ আর ।  
 সন্ন্যাসী চয়ন যারা, স্নেহ-ভক্তি ছীন তারা  
 কেবা ভ্রাতা কেবা মাতা তাঁর ॥  
 কঠোর শুষ্ক হৃদয়, যেন অগ্নি-তেজোময়  
 দহে সব বৈরাগ্য অনলে ।  
 কিন্তু দেখি জগজন, গোরার বৈরাগ্য ঘন  
 ভাসে সবে নয়নের জলে ॥  
 গৌরোদ্ভব এ বৈরাগ্য, স্বরগবাসীর ভোগ্য  
 শ্রীহরির নবীন বিধান ।  
 নাহি আসক্তির লেশ, কিন্তু প্রেম সবিশেষ  
 পরিপূর্ণ রাখে সদা প্রাণ ॥  
 হয় কবে এ হৃদয়, এ হেন বৈরাগ্যময়  
 চাইবে বল হে প্রাণধর ।  
 পরম বৈরাগী তব, আসক্তি-পাশ ছেদিব  
 তব পদে নিকাইব সব ॥  
 কিন্তু প্রেমে পূর্ণ হয়ে, তোমার জীবনচয়ে  
 সেনিব আদরে অনুকরণ ।  
 পরম বৈরাগী তুমি, প্রেমিকের চূড়ামণি  
 হব আমি তোমার মতন ॥  
 বৈরাগ্য-বিহীন জনে, প্রেমহীন অভাজনে  
 হেন দয়া কর দয়াময় ।  
 করি এই ভিক্ষা নাথ, তব পদে প্রণিপাত  
 করে দাস মলিন-হৃদয় ॥

শ্রীগৌরোদ্ভবের পুনরায় গৌড়দেশ  
 সন্দর্শন ।

১

নব যোগাচার্য্য, জ্ঞানী সুমহান ।  
 মহা কৰ্ম্মবীর, সাধক প্রধান ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর, গথুরা নগর  
 জনমিয়া করে ধন্য সেই স্থান ।  
 করে আধ্যাবর্ত্ত তার যশোগান ॥

২

মৌনবোধী ললাম চাকু বৃন্দাবনে ।  
 বাল্যে রহে কৃষ্ণ গোপীগণ সনে ॥  
 জননী যশোদা, \* বহু সখা ভ্রাতা  
 মর সনে ভরু থেলে নিশিদিনে ।  
 পবিত্র সে ভূমি এ মর ভবনে ॥

৩

কুরুক্ষেত্রে তাঁর গীতার প্রকাশ ।  
 দ্বারকাই তাঁর শেষ চিরবাস ॥  
 দেহের পঙ্কর, শ্রীমূর্ত্তি ভিতর †  
 পুরীক্ষেত্রে মাঝে রহে বারমাস ।  
 উজলি গৌরবে ভারত-আকাশ ॥

৪

মধুর কল্পনা, ইতিহাস সনে ।  
 অধ্যাত্মরূপক, মিশায় গোপনে ॥  
 বিচিত্র বরণে, চাকু বৃন্দাবনে  
 করিয়া চিত্রিত ভকত সদনে ।  
 মহাতীর্থ স্থান করেছে ভুবনে ॥

\* শ্রীমতী যশোদা দেবী ইহার প্রতিপালিকা  
 মাতা, গর্ভধারিণী নহেন ।

† জগন্নাথ নামক মূর্ত্তির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের  
 দেহান্তি সংরক্ষিত বলিয়া কথিত আছে ।

৫.

হেন বৃন্দাবন হেরিবার ভরে ।

হটল বাসনা গৌরাঙ্গ অন্তরে ॥

লইয়া বিদায়, চলিলা সেথায়  
ভক্তরাজ গৌরা প্রেমে ধীরে ধীরে ।  
ভাসিল উৎকল বিদ্যাদের নীরে ॥

৬

ভক্তবন্ধু সনে হইয়া মিলিত ।

প্রেমানন্দে গৌরা চলে অবিরত ॥

উর্দ্ধবাক্ত হয়ে, প্রমত্ত-হৃদয়ে  
ভক্তিভাবে কবি সবে বিমোহিত ।  
ধাম নেচে গেয়ে পাগলের মত ॥

৭

প্রেমে ছল ছলু আঁখি নিরন্তর ।

ভণ্ডিবারি তাহে বহে বাঁঝার ॥

হরিপ্রেম ভরে, পদ নৃত্য করে  
মুখে হরিনাম করে ভক্তবর ।  
হেরে গলে যায় পাশাপাশি অস্তর ॥

৮

উগ্রমুখ শ্রেণিক গৌরাঙ্গের মনে ।

লোকে লোকারস হয় নিশ্চিদিনে ॥

কিবা আকর্ষণে, কি প্রেম-বন্ধনে  
গৃহ বিত্ত ছাড়ি তাঁর দরশনে ।  
ছুটে-লোক সব, বুকিনা কেমনে ॥

৯

প্রিয় বস্তুভঙ্গে প্রিয়-পুত্র তার ।

আসিলেন-পুনঃ করিতে উদ্ধার ॥

হারানধন পেয়ে, বিশ্বল-হৃদয়ে  
চুন্নিলা জননী, পুত্রে-বার বার ।  
বঙ্গে মুখরদি-উদিল আবার ॥

১০.

পাণ্ডিহাটী গ্রামে, বাচস্পতিগৃহে । \*

উপনীত গৌরা অনুপম স্নেহে ॥

হালিয় সহরে, ফুলিয়া নগরে  
ক্রমে ধন ভক্ত, জনশ্রোত বহে ।  
পরে রামকেনী গেলা সমারোহে ॥

১১

সামান্য নৃপতি ছৈমদ হোসেন ।

অধিষ্ঠিত রন, গোড়সিংহাসন ॥

গৌরের ভক্তি, চরিত্রের জ্যোতি  
মধুর মরতি নবীন যৌবন ।  
করে নৃপতির হৃদয় হরণ ॥

১২

এ হেন সম্রাসী, দেখিনি কখন ।

ভক্তি বিষয়েতে বলিলা রাজন ॥

আমি নরপতি, অসীম-শক্তি  
রাখি ভূতি দিয়া কত-ভূত্যাগণ ।  
ভূতি বিনা তারা রুষ্ট অনুক্ষণ ॥

১৩

কিস্ত কি আশ্চর্য্য লোক অগণন ।

গৌর সঙ্গে ছুটে, ছাড়ি পরিজন ॥

ভূতি নাহি পাষ, কিছুতে না যায়  
কি আশ্চর্য্য মরি, গৌর আকর্ষণ ।  
নন-টনি কহু লোক সাধারণ ॥

১৪

ময় রাজ্য মাঝে, যথা ইনি যান ।

হউক সর্বত্র ইঁহার সম্মান ॥

প্রতিরোধে যদি; কোন হুমতি-

\* ইনি সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রেরণ-  
ভ্রাতা ।

অবিলম্বে তার বধিব পরাণ ।  
আহা কি আশ্চর্য্য ভকতের মান ॥

১৫

রামকেলী গ্রামে রূপ সনাতন ।  
ভক্ত গোরা সনে, লভিলা মিলন ॥  
যে মিলন ফলে, এই ধরাতলে  
ভক্তি বৈরাগ্যের, মহা প্রস্রবণ ।  
বহিল ভারতে, ভাসায়ে ভুবন ॥

১৬

বলিলা দু ভায়ে, ভক্ত মহাশয় ।  
উচ্চ হয়ে হীন বোধের উদয় ॥  
হটয়াছে যদি, হরি রূপানিধি  
করিবে উদ্ধার হটয়া সদয় ।  
হও অনাসক্ত, তাজিয়া বিষয় ॥

১৭

করিলেন গোরা দৌহে আশীর্বাদ ।  
তঁারা করিলেন গৌরে স্তুতিবাদ ॥  
তুনি ভক্তবর, বলিলা সত্বর  
আমি হীন জীব কর আশীর্বাদ ।  
বাই বৃন্দাবনে, লভি ভক্তিখাদ ॥

১৮

কন সনাতন, এত লোক সনে ।  
উচিত না কভু যাও বৃন্দাবনে ॥  
তবু কিছু দূর, গিয়ে ভক্তবর  
শান্তিপুত্র হয়ে, নীলাঙ্গি গমনে ।  
করিলা বাসনা আপনার মনে ॥

১৯

পুন শান্তিপুত্রে এলা গোরা রায় ।  
অমানিশি মাঝে, চলিমা উদয় ॥  
নবদ্বীপ হতে, সচী সাবহিতে

আসিলা আনন্দে, আহা উত্তরায় ॥  
ভকতের মেলা কসিল সেধায় ॥

২০

জননীর হস্তে অন্ন সুধাময় ।  
পাইয়া আনন্দে ভুঞ্জিল তনয় ॥  
জপেকের তরে, মাতা পুত্রে হেত্রে  
ভুলিলা যতক দুঃখ শৌকচয় ।  
আনন্দে পুরিল, সকল ছন্দয় ॥

২১

পরম বৈরাগী, রঘুনাথ দাস ।  
প্রমত্ত বিশ্বাসী, বিষয়ে উদাস ॥  
ষোর প্রলোভন, করি অতিক্রম  
আসিলেন এবে, গৌরান্ন সকাশ ।  
হরিলাভ তরে, আহা কি পিরাস ॥

২২

পিতা গোবর্দ্ধন, ভূখামী প্রধান ।  
সপ্তগ্রামে বাস, অতি ভাগ্যবান ॥  
অখ গজ ধন, সুখ আয়োজন  
কত যে তাঁহার নিত্য বিদ্যমান ।  
রঘুনাথ হেন, ধনীর সম্মান ॥

২৩

তিনি সে ধনীর, একমাত্র সুত ।  
কিন্তু কি বৈরাগ্যে প্রাণ অভিভূত ॥  
ধন মান জন, সুখ অপগন  
কিছুতে আসক্ত নহে তাঁর চিত্ত ।  
বিষম বৈরাগ্যে উন্মত্ত সত্তত ॥

২৪

উন্মত্ত বৈরাগী রঘুনাথ দাস ।  
হেরিতে গৌরান্নে মনে বড় আশ ॥  
পিয়া নীলাচলে, নব ভক্ত দলে

লভিতে মিলন সদা অভিলাষ ।  
পিতায় বাধায় হয়েন নিরাশ ॥

২৫

কি জানি বা পুত্র করে পলায়ন ।  
এই ভরে পিতা সদা উচাটন ॥  
বৈরাগিপ্রবরে, প্রহরি-নিকরে  
রাখেন বেষ্টিত, সদা গোবর্দ্ধন ।  
আনে ধরি যবে করে পলায়ন ॥

২৬

শান্তিপুরে যবে, আসিলা ভকত ।  
বলিলা জনকে, রঘু পুণ্যব্রত ॥  
গৌর দরশনে, বাব এই ক্ষণে  
দাও অনুমতি, মোরে ওহে পিতঃ ।  
নতুবা এপ্রাণ তাজিব ত্বরিত ॥

২৭

পিতৃ-অনুমতি, লয়ে এইক্ষণ ।  
রঘুনাথ এল, গৌরানন্দ সদন ॥  
শ্রীগৌরানন্দ তাঁরে, বলিলা সাদরে  
গৃহে থাকি কর, ধরম সাধন ।  
মরুট বৈরাগ্যে নাহি প্রয়োজন ॥

২৮

অনাসক্ত হয়ে, সেবিবে বিষয় ।  
সংসারের কার্য্য কর সমুদায় ॥  
নিষ্ঠাবৃদ্ধ হয়ে, থাক লোকালয়ে  
অচিরে তোমার, হরি দয়াময় ।  
করিবে উদ্ধার জেন, হুনিচ্ছয় ॥

২৯

বৃন্দাবন হতে, আসি পুনরায় ।  
নীলাচলে গেলে, যাইও সেখায় ॥  
কেমনে কখন, কাটাবে জীবন

বলিবেন হরি, তোমায়ে সদায় ।  
রাখ হে নির্ভর, হরির কুপায় ॥

৩০

জননীয়ে করি ভক্তি প্রণতি ।  
নীলাচলে গোরা করিলেন গতি ॥  
শান্তিপুর হতে, নানা গ্রামে পথে  
ভক্ত বন্ধুগণে হেরি মহামতি ।  
পাণিহাটা গ্রামে, এলেন কটিতি ॥

৩১

ভক্ত বন্ধুগণে বলিলা সাদরে ।  
নিত্যানন্দ সনে, অভেদ আধারে ॥  
জানিবে নিয়ত; তিনি অবিরত  
প্রচারিবে ধর্ম্ম, ভক্তের আগারে ।  
উদ্ধারিবে জীব, হরিভক্তি ভরে ॥

৩২

ব্রহ্মকৃপাগুণে, উন্নত ভকত ।  
হেরি জন্মভূমি, জননীর পদ ।  
হরিনাম দিয়া, আপনি কান্ধিয়া  
প্রচারিয়া হরি-ভক্তি-সুধামৃত ।  
নীলাচলে পুন, হইলা আগত ॥

শ্রীগৌরানন্দের বৃন্দাবন দর্শন ।

বঙ্গদেশ হতে গোরা পুন নীলাচলে ।  
আসিয়া মিলিত হল হরিভক্তদলে ॥  
দলে রহে দলে চলে গৌরানন্দ সুন্দর ।  
যথা যান তথা দল হয় সুবিস্তর ॥  
শতদল পদ্য মাঝে করিকায় প্রায় ।  
নিরন্তর শোভা করে ভক্ত গোরা রায় ॥  
চরিত্র কাল মাত্র রহি নীলাচলে ।  
দামোদর রামানন্দে গৌরচন্দ্র বলে ॥

দাও হে বিদায় মোরে, যাব বৃন্দাবনে ।  
 চাতিবেন বহু লোকে যেতে মোর সনে ॥  
 এত বলি বলভদ্র নামে এক জনে ।  
 সঙ্গে লয়ে সচীমুখ যান বৃন্দাবনে ॥  
 প্রেমেতে বিহ্বল হয়ে সানন্দ ছুদয়ে ।  
 চলিলেন গোরাচাঁদ বনভূমি দিয়ে ॥  
 প্রাকৃতিক শোভাপূর্ণ অরণ্য সকল ।  
 হরিপ্রেমে গৌরচন্দ্রে করয়ে বিহ্বল ॥  
 মগ পক্ষী তরুলতা পর্বত কন্দর ।  
 বিহগ বৃক্ষনধনি প্রাণমুগ্ধকর ॥  
 ময়ূরে মনোহর নৃত্য অমুপম ।  
 এসকলে ভক্তচিত্ত হয় নিমগন ॥  
 বনের গান্ত্রীর্ঘ্য আর সৌন্দর্যের সনে ।  
 ভক্তনৃত্যগীত যেন মিশি মরজনে ॥  
 স্বর্গীয় আনন্দে পূর্ণ করিল ভুবন ।  
 ভক্তগঙ্গে হরিগুণ গায় যেন বন ॥  
 ভাবময় গোরা প্রাণে বৃন্দাবন বলে ।  
 বন হেরি ভ্রম হয় সদা কুতূহলে ॥  
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তিনি ভাবের সাগরে ।  
 নাচেন প্রমত্ত হয়ে আনন্দ অন্তরে ॥  
 কত কতজ্ঞতাভরে শ্রীহরিচরণে ।  
 প্রেমে অবনত জন প্রকুণ্ঠবদনে ॥  
 কত বলভদ্রে করি স্নেহে আলিঙ্গন ।  
 প্রাণের গভীর সুখ করেন জ্ঞাপন ॥  
 শ্রীহরির লীলাভূমি, মহতী প্রকৃতি ।  
 কবেন তাহাতে হরি দিবানিশি স্থিতি ॥  
 কত বেশে কত ভাবে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ।  
 মাজয়ে রাখেন তারে কত না বতনে ॥  
 তরুলতা চন্দ্রসূর্য্য গিরি নদ নদী ।  
 বন উপবন ভরা মধুর প্রকৃতি ॥  
 শ্রীহরির জ্ঞান প্রেম পূর্ণা সুধাময় ।  
 অকাশিয়া মুগ্ধ করে মানবহৃদয় ॥

অনন্ত প্রকৃতিগর্ভে জননীর মত ।  
 নিখাতার সুকৌশলে আছে জীব-যত ॥  
 মধুর বন্ধনে তিনি প্রকৃতির সনে ।  
 বেঁধেছেন নরনারী জীব অগণনে ॥  
 প্রকৃতির অন্তরালে থাকি মা গোপনে ।  
 সেবিছেন দিবানিশি পুত্রকথাগণে ॥  
 মায়ের ভকত পুত্র, প্রকৃতির মাঝে ।  
 নিরখিণী জননীরে প্রেমামন্দে মজে ॥  
 প্রকৃতিতে হরিলীলা, ব্রহ্মের প্রকাশ ।  
 জননীর প্রেমরূপ দেখি হরিদাস ।  
 নিরন্তর হরিপ্রেমে খেলেন সাঁতার ।  
 অন্তরে বাহিরে সুখ হয় অনিবার ॥  
 প্রকৃতির প্রিয়পুত্র গৌরাজ সুন্দর ।  
 প্রকৃতিতে হরিসুখ দেখি নিরন্তর ॥  
 আনন্দে রমের শ্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ॥  
 ভ্রমিছেন নানা স্থান হরিসুখে মেতে ॥  
 ভক্তির প্রেমাজন নরনে ঘাহার ।  
 প্রকৃতি তাহার কাছে সুখের আধার ॥  
 যাহা দেখে যাহা শুনে যাহা করে পান ।  
 সর্বত্র শ্রীহরিরূপ দেখিবারে পান ॥  
 জীবের কত স্নেহ আহা মকারে অন্তরে ।  
 দিবানিশি স্বর্গরাজ্য চারিদিকে হেরে ॥  
 হায়রে প্রকৃতি হেরি, কিসের লাগিয়া ।  
 হরিপ্রেমে গলি কেন নাহি যায় হিয়া ॥  
 গৌরাজের মত প্রাণ প্রকৃতি নেহারি ।  
 অনুদিন কেন নাহি বলে হরি হরি ॥  
 সর্বত্র হরির লীলা করি দর্শন ।  
 যথা যান তথা ভক্ত দেখে বৃন্দাবন ॥  
 এইরূপে প্রেমামন্দে ভাসিতে ভাসিতে ॥  
 উপনীত গৌরচন্দ্র প্রাচীন কাশীতে ॥  
 পুরাতন বন্ধ তাঁর শ্রীচন্দ্রশেখর ।  
 দশ দিন রাখে তাঁরে করিয়া আদর ॥

জ্ঞানের প্রধান ভূমি, তীর্থ বারাগসী ।  
 সুধু জ্ঞান আলোচনা হয় দিব্যানিধি ॥  
 ভক্তিহীন শুষ্কজ্ঞান, কণ্ঠে আড়ম্বর ।  
 অধিকার করি রহে মানব অম্বর ॥  
 প্রকাশ আনন্দ নামে জ্ঞানী একজন ।  
 স্বামী নামে পরিচিত জন অনুক্ষণ ॥  
 গৌরাক্ষের মহাভাব, বুঝিতে না পারি ।  
 শ্লেষ করে অনুক্ষণ হ'য়ে ব্রহ্মচারী ॥  
 কিন্তু হায় ! শ্রীহরির বিচিত্র বিধান ।  
 বুঝিতে না পারে জ্ঞানী হইয়া অজ্ঞান ॥  
 জানে না তাহারি তরে গৌরাক্ষ আগার ।  
 করিছেন তীর্থযাত্রা পশ্চিমে এবার ॥  
 শুক মরুভূমে হবে প্রেমজলাশয় ।  
 দেখিবে ব্রহ্মের লীলা ভক্ত সমুদয় ।  
 আনিতে প্রকাশানন্দে ভক্তি বিধান ।  
 অনুপম লীলা হরি করে কাশীধামে ॥  
 ক্রণেক অপেক্ষা কর, পার্থক্য ভক্ত ।  
 দেখিবে হরির লীলা মুগ্ধ হবে চিত ॥  
 তথা হতে ভক্ত করে প্রয়াগে গমন ।  
 যথা যান তথা ধর্ম হয় প্রবর্তন ॥  
 ধর্মময় ভক্তপ্রাণ, হাঁর নৃত্য গীতে ।  
 ধর্মের তরঙ্গ খেলে মানবের চিতে ॥  
 পথমার্গে কত জন, ভক্তি বিধান ।  
 গ্রহণ করিয়া আহা হল মহীয়ান ॥  
 অবশেষে বৃন্দাবনে ভক্তের উদয় ।  
 প্লকে পূর্ণিত হল তাঁহার হৃদয় ॥  
 ভক্তিদর্শ-প্রবর্তক পুরুষ প্রধান ।  
 শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন ধাম ॥  
 প্রেমের অপূর্ণ লীলা হয়েছে হেথায় ।  
 রূপকে • মিশিয়ে বাহ্য ভাগবত গায় ॥

• বৃন্দাবনের রূপক যে কি তাহা পরে বর্ণিত  
 হইবে ।

হেন বৃন্দাবনে আসি প্রেমিকের মন ।  
 একেবারে মগাভাবে হইল মগন ॥  
 যে যমুনা নীরে কৃষ্ণ করিতেন কেলি ।  
 যে কদম্বতলে শ্যাম • বাজাত মুরলী ॥  
 ছিদাম সুদাম আদি সখাগণ মনে ।  
 যে প্রান্তরে রহিতেন তিনি গোচারণে ॥  
 জননী যশোদা আর পিতা নন্দরাজ ।  
 প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ সনে করিত নিরাজ ॥  
 যথা গোপবালাগণ শিশু কৃষ্ণ লয়ে ।  
 ভুক্তিত বিমল মুখ পবিত্র হৃদয়ে ॥  
 যেস্থানে যেভাবে কৃষ্ণ করিত বিহার ।  
 তথ্য ভ্রমে গোঁচন্দ্র প্রেমে অনিবার ॥  
 যমুনা নিরগি গিয়া পড়িতেন জলে ।  
 ভাসিতেন ভাবাবেশে আনন্দ তিলোলে ॥  
 বৃন্দাবনবাসী যত ভক্ততনুচয় ।  
 ভাসিতেন যেন পুন কৃষ্ণের উদয় ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্বানে কতকাল গেল ।  
 কিন্তু হেন মহা প্রেম কেহ না হেরিল ॥  
 কিন্তু মহা ভাবময় মানুষ সুন্দর ।  
 পুনরায় ব্রজভূমে হেরে নারীনর ॥  
 কৃষ্ণের মধুর ভাব সবার প্রাণে ।  
 আগিয়া উঠিল এবে ব্রহ্মকৃপাশ্রমে ॥  
 দলে দলে ব্রজবাসী গৌরাক্ষ সদনে ।  
 আসি প্রেম আশ্বাদন করে নিশিদিনে ॥  
 প্রেমিক হৃদয় হতে হরিনাম ধ্বনি ।  
 উঠিয়া আকুল করে সবার পরাণী ॥  
 কৃষ্ণদাস নামে এক রাজপুত্র বীর ।  
 গৌরপ্রেমে মজি হল পথের ফকির ॥  
 তিনি আর বলভদ্র শ্রীগৌরাক্ষ লয়ে ।  
 বৃন্দাবন তাজি যান প্রয়াগ আলয়ে ॥

• শ্রীকৃষ্ণ আশ্বর্ষ্য ছিলেন বলিয়া তাহাকে  
 ভাব বলিত ।

পাখিমধ্যে বৃক্ষতলে ভাবাবিষ্ট হয়ে ।  
 পড়িয়া আছেন ভক্ত শ্রমস্ত জ্ঞপয়ে ॥  
 উঠিছে বদনে ফেন, অবশ শরীর ।  
 কি বিষম প্রেম-রোগে সদাই অস্থির ॥  
 হেন কাণে দশজন সৈনিক পাঠান ।  
 বিশ্রামের তরে সেই বৃক্ষতলে যান ॥  
 সন্ন্যাসীর হেন ভাব করি নিরীক্ষণ ।  
 ভাবিল সন্ন্যাসী সঙ্গে লোক দুই জন ।  
 করিবারে সন্ন্যাসীর ধনাদি হরণ ॥  
 মাদকাদি দ্রব্যযোগে করেছে অস্ত্রান ।  
 এত ভাবি দৌড়ে তাঁরা মারিবারে যান ॥  
 বঙ্গবাসী বলভদ্র হেরি ভীত হয়ে ।  
 কাঁপতেছে এক পাশে জীবনের তরে ॥  
 কৃষ্ণদাস রাজপুত্র সাহসিক অর্থাৎ ।  
 পাঠানেরে সত্য কথা বলিলা ঝটতি ॥  
 হেন কাণে হরি হরি বলি সচীশ্রুত ।  
 করিলেন গাত্রোৎখান, হয়ে লুপ্তচিত্ত ॥  
 ভক্তের প্রেমময় রূপরাশি হেরে ।  
 হঠাৎ পাঠানগণ মোহিত অস্তরে ॥  
 তাহাদের দলপতি, ভক্তির বিধান ।  
 গ্রহণ করিয়া পেল রামদাস নাম ॥  
 তাহাদের পত্ন বিজুলী নাম যার । \*  
 তিনিও গৌরাঙ্গ-ধর্ম্য করিলেন সার ॥  
 এষ্টরূপে শ্রীহরির ভক্তি বিধানে ।  
 হইল বৈষ্ণব আশা কত মুসলমানে ॥  
 হরিভক্তি পৃথিবীর অমূল্য রতন ।  
 সকল মানব ঠেখে অধিকারী হন ॥  
 হরিভক্তি বিনা যত সাধন ভজন ।  
 সকলই বুলি সম রথ অকিঞ্চন ॥

হেন হরিভক্তিধন করিয়া প্রচার ।  
 শ্রীগৌরাঙ্গ আখ্যাবর্ত করিলা উদ্ধার ॥  
 হিন্দু মুসলমান যত হরিপ্রেমে গ'লে ।  
 গলা ধরাধরি করি হরি হরি বলে ॥  
 এইতো নূতন বিধি ভক্তি পুরিত ।  
 এই তো ব্রহ্মের লীলা বিধান অমৃত ॥  
 এত তো প্রভুর প্রেম মূর্তিমান হয়ে ।  
 স্বরে স্বরে হরিপ্রেম ঘর বিলাইয়ে ॥  
 হায়রে পামর প্রাণ, এখনও তুই ।  
 হরিপ্রেমে না মজিলি না হইলি ছাই ॥  
 যে ভক্তি করে হরি সব বিতরণ ।  
 তাহা তুই না করিলি কেন রে গ্রহণ ॥  
 ওহে দীনবন্ধু হরি পতিতপাবন ।  
 ভক্তিতে গলাও প্রভো এ পাপীর মন ॥  
 শুক জন্মে প্রেমশ্রোত বহক আবার ।  
 আনন্দে করহ পূর্ণ এ প্রাণ আমার ॥  
 তন ভক্ত গোরাচন্দ্রে কত অনাদর ।  
 করিয়াছি লীলাময় প্রাণের ভিতর ॥  
 কত কুতর্কের অস্ত্রে তাঁর পুণ্য দেহ ।  
 খণ্ড খণ্ড করিয়াছি আমি অহরহ ॥  
 ভক্তে ত্যজি ভক্তি কেহ না পারে লভিতে ।  
 তাই আমি ভক্তিহীন রয়েছি জগতে ॥  
 ক্ষম নাথ এ পাপীর অপরাধ যত ।  
 দণ্ড দাও বাহা ইচ্ছা ওহে দীননাথ ॥  
 কিন্তু মহাভক্তি হ'তে করো না বঞ্চিত ।  
 এই ভিক্ষা যাচে দাস ওহে বিবপিতঃ ॥  
 ভক্তি লাগি চিরদাস তোমার চরণে ।  
 প্রণিপাত করে নাথ ভক্তিয়ুক্ত মনে ॥

\* এষ্ট দশ জন পাঠান সৈন্যদিগের মুনিবের  
 নাম বিজুলী খাঁ ছিল ।

কাশীতে দণ্ডীদিগের সহিত  
শ্রীগৌরান্দের বিচার এবং  
প্রকাশানন্দ স্বামীর  
ভক্তি বিধান গ্রহণ ।

হরিপ্রেমে আত্মহারা,  
প্রেমিক প্রধান গোরা,  
সনাতন বলভদ্র কুরুদাস সনে ।  
হরিনাম মহোৎসবে,  
প্রয়াগ হইতে সবে,  
উপনীত কাশীধামে, \* আনন্দ বদনে ॥  
ভারতের মহাবাগী,  
শিব ব্রহ্ম অনুরাগী,  
জ্ঞানচর্চা ভরে, এই তীর্থ পুরাতন ।  
ভারতের অধ্যাত্মে,  
স্থাপিলেন সুকৌশলে,  
ধাৰ্ম্মিকের প্রিয় ভূমি, আনন্দ কানন ॥  
কত স্থান চতে কত,  
বিজ্ঞানী সম্যাসী যত,  
এই স্থানে আসি করে ধরম সাধন ।  
পঞ্চকোষে ব্রহ্মধনে,  
হেরিয়া জ্ঞান নয়নে,  
লভেন মুক্তি আত্ম ব্রহ্মজানিগণ ॥  
কিছু কাল সহকারে,  
অজ্ঞানতা, জ্ঞানাপারে,  
পশিয়া আদর্শ উচ্চ, করিল বিনাশ ।  
মুক্তিপূজা মারাবাদ,  
অপবিত্রে ভেদবাদ,

\* কাশীর অন্তর নাথ পঞ্চকোষী । এ  
স্থানে ঋষিগণ লাগন করিয়া অন্নময়, প্রাণময়, মনো-  
ময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষে ব্রহ্মবর্ণন  
করিতেন ।

ধর্ম্মের গৌরব করে অমূল্য দ্বন্দ্ব ॥  
নাই ভক্তিগ্ন লেশ,  
আড়ম্বর সবিশেষ,  
কর্ম্মকাণ্ডে মত্ত যত মানব সকল ।  
শ্রীহরির রূপাবেশ,  
শ্রীগৌরান্দের হেন দেশে,  
আসিলেন অকস্মাৎ সহভক্তদল ॥  
কাশীধামী যত জ্ঞানী,  
পণ্ডিতের শিরোমণি,  
বুঝিতে না পারে গৌরমণি কিবা ধন ।  
থাকিয়া সদা গোপনে,  
শিক্ষা দেন সনাতনে,  
হরিভক্তি পেয়াতত্ত্ব অমূল্য রতন ॥  
মহারাজী এক বিপ্র,  
হরিভক্ত সুপবিত্র,  
গৌরান্দ-মহত্ব করি, জুড়নে ধারণ ।  
আনন্দে নিজ আশারে,  
নিমস্ত্রিণা সমাদরে,  
কাশীধামী দণ্ডী আর জামী অগণন ॥  
জ্ঞানী বিজ্ঞ দণ্ডী যত,  
হইলেন সমাগত,  
ব্রাহ্মণের পুণ্যানয়ে আনন্দ অন্তরে ।  
ভক্ত নিমস্ত্রিত হয়ে,  
ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়ে,  
পা দণ্ডাঙ্গান স্থানে, বসে দীন ভরে \* ॥  
উপতকাক্ষনরূপ,  
তেজোময় অপরূপ,  
হেরিয়া প্রকাশানন্দ, উঠি সমাদরে ।

\* দীনভরে—দীনতাভরে বা দীনতাসহ-  
কারে । পদের অমুরোধে দীনভরে লিখিত  
হইল ।

বলিলা এ স্থানে কেন,  
 আছ ওহে মতিমান,  
 যথাযোগ্য আসনেতে, বস কৃপা করে ॥  
 হীনসম্প্রদায় আমি,  
 কেমনে বলহে আমি, \*  
 বসিব সবার মাঝে এ নহে উচিত ।  
 তাঁর রূপ অমুপম,  
 বচন অমৃত সম,  
 দেখে শুনে মুগ্ধ হল সবাকার চিত ॥  
 আপনি প্রকাশানন্দ,  
 হইয়া পরমানন্দ,  
 হাত ধরি সভাস্থলে বসিয়ে ত্বরিত ।  
 “বলিলা সন্ন্যাসী হ’য়ে,  
 মোদের সঙ্গ ত্যজিয়ে,  
 ভানুকের দলে কেন কর নৃত্য গীত ?”  
 বেদান্তপঠন ধ্যান,  
 দণ্ডীর ধর্ম প্রদান,  
 তাহা ছাড়ি কেন তব হেন হীনাচার ?  
 শুনিয়া গৌরাজ তাঁরে,  
 বলিলা মধুর স্বরে,  
 মুখ জানি মম গুরু বলেছেন সার ॥  
 “বেদান্তেতে অধিকার,  
 নাহিক বংশ তোমার,  
 তুমি শুধু জগৎ কর কৃষ্ণনামধন ।  
 কলিযুগে নামধন,  
 সার সত্য সনাতন,  
 হরিনাম হরিনাম হরিনাম বিনে ।  
 নাই নাই নাই আর,  
 কলিযুগে গতি আর,”  
 এই উপদেশ গুরু দিলা পাণী জনে ॥

\* ভারতের সন্ন্যাসিগণ অনেকে স্থানী এই উপাধি ধারণ করেন ।

নামেতে আমার মন,  
 হল মত্ত উচ্চাটন,  
 বুদ্ধিভ্রংশ হল মোর সংসার মাঝারে ।  
 বলিযু গুরু সদনে,  
 হরিনাম নিশিদিনে,  
 হাসায় নাচার নিত্য কাঁদায় আশারে ॥  
 শুনি গুরু সুখী হয়ে,  
 কহিলেন সম্বোধিয়ে,  
 হঠরাছে প্রেমোন্মত্ত তোমার অন্তরে ।  
 এবে তুমি ভক্ত সঙ্গ,  
 করিয়া কীর্তন রঙ্গে,  
 করহ উদ্ধার জীব, প্রেমানন্দ ভরে ॥  
 অমৃত সমান, ভক্তের বচন,  
 সুমধুর ব্যবহারে ।  
 সন্ন্যাসী সকল, হইয়া মোহিত,  
 কহিলা আনন্দ ভরে ॥  
 যা কহিলে সত্য, তোমার বচনে,  
 শীতল হইল প্রাণ ।  
 হরিভক্তি সার, কিন্তু কিবা দোষ  
 বেদান্ত শ্রবণ ধ্যান ?  
 শুনিয়া চৈতন্ত, বলিলা সবারে,  
 হও না কেহ ভ্রান্ত ।  
 বেদান্তের সূত্র, তাব্যাকরণ,  
 করেছেন আচ্ছাদিত ॥  
 চিন্ময় ঐশ্বর্যে, পূর্ণ ভগবান,  
 ব্রহ্মশব্দে বাচ্য হন ।  
 বিভূতি তাঁহার, সব চিত্তাকার,  
 দেহ স্থান পরিজন ॥ •

• দেহ—বস্তু। স্থান—যে স্থানে তাঁহার বর্তমানতা ও প্রেমপুণ্যাদি উপলব্ধি করা হয়। পরিজন—ভক্তসকল ।

এ চিন্তা বিভূতি, করি আচ্ছাদন, \*  
 নিরাকার † বলা তাঁরে ।  
 অধরা সে-রূপ, ভৌতিক শরীর,  
 বর্ণিলে জ্ঞানবিকারে ।  
 বিফলিকা ‡ হই, উভয়ে নিশ্চয়,  
 জ্ঞানিবে সার-সকলে ॥  
 শুনি দণ্ডিগণ, বলিলেন পুনঃ,  
 তব বাক্য সত্য হয়-।  
 দল-অনুরোধে, বেদ-সূত্র-অর্থ,  
 কল্পনায় আচ্ছাদয় ॥  
 মুখ্যার্থ তাহার, বল এবে তুমি,  
 আমা সবে কৃপা করে ।  
 শুনি পুনরায়, বলে গোরা রায়,  
 সবারে আনন্দ ভরে ॥  
 হুহুহু বস্তু, ব্রহ্ম অর্থে জেন,  
 তিনি নিত্য-ভগবান-।  
 বড়ৈরধোপূর্ণ, হয়েন নিয়ত,  
 তাঁর সুধু সন্তা-জ্ঞান-॥  
 নির্কিংশেব ভাবে কহিলে, তাঁহার §  
 চিৎশক্তি মনোহর ।  
 অস্বীকার করা, হয় অসুক্ষণ,  
 বলিলু তব পোচর ॥  
 বেদপ্রতিপাদ্য, ব্রহ্ম-নিরঞ্জন,  
 তিনি কৃষ্ণ-প্রেমময় ।

\* আবৃত্ত কর।

† নিরাকার শব্দ নিগূঢ় অর্থে উক্ত হই-  
 লেছে।

‡ বিনি-চর্য্যের বিখ্যাসার-পরিখ্যাপ্ত-  
 করিয়া আছেন-ভিনি-বিহু। ইহা ইব্বরের একটী-  
 নাম ।

§ ইব্বরের।

নামের সাধনে, প্রেম ভক্তি দানে-  
 জীব তাঁরে প্রাপ্ত হয় ॥  
 তাঁহার চরণে, গাঢ় অহুরাগ ।  
 জনমিলে জীবগণ ।  
 চতুর্বার্গাতীত, \* শেষ পুরুষার্থ  
 লভে প্রেম মহাধন ।  
 তার রসাস্বাদ, লভি-অনুদিত ।  
 সুখী হয় অসুক্ষণ ॥  
 চৈতন্তের কথা; শুনি-দণ্ডিগণ ।  
 হইলেন হুঃসমতি ।  
 বলিলেন-সবে, না বুঝিয়া যোরা-  
 নির্দিয়াছি-তোমা অতি ॥  
 আমাদের পাপ, অপরাধ যত-  
 ক্ষম-তুমি দয়াক্ষণে-।  
 তার পরে তাঁরা, অতি সমাদরে-  
 ভকতে ভোজন দানে ।  
 করিলেন সেবা, পরম আনন্দে-  
 ভক্তি বিগলিত প্রাণে ॥  
 শুদ্ধ-জ্ঞানপূর্ণ, প্রেমভক্তি-যুত-  
 চৈতন্তের মহাবাহী ।  
 শুনিয়া সবার, অন্তরে অন্তরে  
 উঠিল ভক্তির-ধ্বনি ॥  
 প্রেমাবেশে-যোরা, যবে নৃত্য করে-  
 আনন্দে-প্রেমত হয়ে-।  
 সে-রূপ নেহারি, কাশীবাণী জন ।  
 বিন্মিত হইয়া রহে ॥  
 ভক্তিবিশ্বানের, মহা-অন্দোলন  
 চলিয়াছে কাশীধামে-।

\* ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-ইহাকে চতুর্বার্গ  
 বলে। শেষ-পুরুষার্থ,—প্রেম। The maturi-  
 ty of faith is love.

Keshub Chunder Sen—true Faith.

চৈতন্তের ব্যাখ্যা, কেহ সত্য বলে  
কেহ মাতে ঝাঁপ প্রেমে ॥  
প্রকাশ আনন্দ, ভাবিলেন মনে  
ভাষাকার ত্রীশকর ।  
অষ্টদ্বতবাদের, মত স্থাপিবারে  
আর্য্যভূমে নিরন্তর ॥  
ব্রহ্মে ভগবন্ত\* করেনি স্বীকার ;  
নানালোকে নানামত ।  
মীমাংসক বলে, করয়ের অঙ্গ  
ঐশ্বর্য হন নিয়ত ॥  
নৈসর্গিক বলে, পরমাণু হতে  
উৎপন্ন জগত যত ।  
সাংখ্যমতে হয়, প্রকৃতি হইতে  
সঞ্চারিত বিশ্ব জগত ॥  
মায়াবাদী বলে, ব্রহ্ম নিরন্তর ,  
কিন্তু বলে পাতঞ্জল ।  
ঐশ্বর্য পরম গুরু সনাতন ,  
বিভিন্ন মত সকল ॥  
পরম কারণ, ঐশ্বর্য মহান  
তাঁরে না মানিয়া সবে  
অপরের মত, করিয়া খণ্ডন  
নিজমত স্থাপে ভবে ॥  
মহাজনগণ, বে পথে গমন  
করেন ধর্ম সাধনে ।  
সেই ধর্মপথ, প্রকৃত নিশ্চয়  
বুঝিছু আপনি মনে ॥  
এত বলি তিনি, শিষ্যগণ সহ,  
প্রেমোন্মত্ত গৌর মনে ।  
হরি হরি ধনি, করে মহানন্দে,  
সরস বিভক্ত মনে ॥

\* ব্রহ্মই বে ভগবান ইহা ত্রীশকর স্বীকার করেন ।

সচীর নন্দন, স্বামী \* চরণ,  
বন্দিলেন প্রেম ভরে ।  
স্বামীও তাঁহার, ধরি পদযুগ,  
কমা চাহে জোড় করে ॥  
একরূপে হরি, ভক্ত পুত্র যোগে,  
মহাতীর্থ কাশীধামে ।  
গুরু জ্ঞানবাদী, প্রকাশ আনন্দে,  
ভাকিলেন ত্রিবিধানে ॥  
বহিল কাশীতে, ভক্তির শ্রোত,  
প্রাণিয়া উষর ভূমি ।  
জ্ঞানের পরিমা চূর্ণ হয়ে গেল,  
প্রকৃতি হইল স্বামী † ॥  
এইরূপে হরি, অপূর্ণ বিধান,  
করিলেন প্রকটন ।  
যাহে পাপী তাপী, বিদ্যা অভিমানী,  
লভিল নব জীবন ॥  
ভটিল দর্শন, শাস্ত অগণন,  
আর্য্যভূমে প্রচলিত  
নানামত বাদে, ‡ মানবের চিত্ত,  
করে সদা বিমোহিত ॥  
সকল দর্শনে, আছে সত্য ধন,  
ভ্রমাবৃত অগ্নি প্রায় ।  
কিন্তু সে অনলে, না করি আদর,  
অনেকেই ছাই ধায় ॥  
এই হেতু বহু, জ্ঞানিগণ মাকে,  
বিধান-কিরোদী মত ।

\* একাশানন্দ স্বামী ।

† সন্ন্যাসী উপাধিধারী একাশানন্দ ন প্রকৃতি  
অর্থাৎ নারীভাবাপন্ন বা ভক্তিবৃত্ত হইলেন ।

‡ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে অষ্টদ্বতবাদ, দ্বৈতবাদ,  
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, প্রকৃতিগুরুবাদ প্রভৃতি  
বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী দত্ত প্রণীত আছে ।

বাহে শুক হয়, ভক্তি বিশ্বাস,  
 হয় জীব অহংকৃত ॥  
 সগুণ নিগুণ, এই দুই মতে,  
 ভারত প্লাবিত হয় ।  
 কেহ বলে ব্রহ্ম, জীবরূপধারী,  
 কেহ নিরাকার কয় ॥  
 নিরাকার তিনি, নাহিক সংশয়,  
 যেহেতু ভৌতিক গুণ ।  
 নাহিক তাঁহাতে, ত্রিগুণ অতীত,  
 এ হেতু হরি নিগুণ ॥  
 কিন্তু চিদাকার, রূপ সুমহান,  
 সত্য প্রেম পূণ্য আদি ।  
 অচ্ছয়ে তাঁহার, এ জগৎ সগুণ,  
 জেন তাঁরে ব্রহ্মবাদী ॥  
 সগুণ বলিয়া, নহেন সাকার,  
 কখন শ্রীহরি মোর ।  
 চিদানন্দ স্বন, মুরতি তাঁহার,  
 বাহাতে ভকত ভোর ॥  
 হরিকৃপা বিনে, ভারত ভুবনে,  
 দর্শনের মায়াজাল ।  
 পারে কোন জন, করিতে ছেদন,  
 সে জাল অতি ভয়াল ॥  
 এ ভারত মাঝে, কেহ মূর্তি পূজে,  
 ঈশ্বরে সাকার বলি ।  
 কেহ বা তাঁহারে, নিগুণ বলিয়ে,  
 পূজা \* দেয় অলাঞ্জলি ॥  
 এ সমস্তা মাঝে, শ্রীহরি বাহারে,  
 বিধান আলোক দানে ।  
 করেন উদ্ধার, তার সম কেবা,  
 ভাগ্যবান এ ভুবনে ॥

\* ঈশ্বরকে নিগুণ বলিয়া কল্পনা করত ঈশ্বরের  
 উপাসনা ত্যাগ করে ।

ধন্ত লীলাময়, ধন্ত তব দয়া,  
 প্রকাশ আনন্দ প্রীতি ।  
 যে দয়া প্রভাবে, শুক জ্ঞানবাদী,  
 লভয়ে তোমাতে প্রীতি ॥  
 জ্ঞান আর ভক্তি, তোমারি করুণা,  
 নহেতো বিভিন্ন হরি ।  
 তোমারি করুণা, চরে মিশে যায়,  
 একীভূত নরনারী ॥  
 ভক্তি জ্ঞানে কবে, হে ছন্দয়নাথ,  
 গলিবে ছদ্ম আমার ।  
 জ্ঞানে তোমা ধনে, হেরি নিরঞ্জন,  
 দ্বিব ভক্তি উপহার ॥  
 যে করুণা তুমি, দেখালে জননী,  
 প্রকাশ আনন্দে প্রেমে ।  
 সে করুণা শ্রোতে, জ্ঞানী বিজ্ঞজনে,  
 মস্ত কর এ ভুবনে ॥  
 ধন্ত তব ভক্ত, ধন্ত এ বিধান,  
 ধন্ত ধন্ত তুমি নাথ ।  
 ভক্তি ভিক্ষা করে, ও পদ কমলে,  
 করি মাতঃ প্রণিপাত ॥

### উন্মত্ত প্রেমিক মহাত্মা নিত্যা- নন্দের জীবন ।

লীলারসময় হরি লীলার কারণ ।  
 নানা স্থানে নানা জনে করিয়া সৃজন ॥  
 বধাকালে অভিনয় করিবার তরে ।  
 আমেন ডাকিয়া সব মহাপ্রেম ভরে ॥  
 বিধানে চিত্রিত লোক যে থাকে কথায় ।  
 একত্র মিলিত হন প্রভুর আজ্ঞায় ॥  
 সুত্রধার শ্রীহরির প্রেমের ইজিতে ।  
 নিজ পাঠ অভিনয় করে এ জনিতে ॥

রসিক পাঠকগণ দেখ একবার ।  
 কি অপূর্ণ অভিনয় হতেছে এবার ॥  
 কেহ বঙ্গে কেহ উড়ে \* কেহ হিন্দুস্থানে ।  
 কেহ দাক্ষিণাত্যে আর কেহ বা আসামে ॥  
 নিকটে না দূরে কেহ, কেহ উচ্চ কূলে ।  
 কেহ নীচ স্নেহে বংশে জনমি ভূতলে ॥  
 বিধাতার ধনি তুনি সবে রত্নভূমে ।  
 সম্মিলিত হন আশা মজি হরি প্রেমে ॥  
 নিজ নিজ অভিনয় করি সমাপন ।  
 চলি যান তাঁরা পুন অমর ভবন ॥  
 হেন লীলা দেখি যদি বিধানে তোমার ।  
 না হয় বিশ্বাস মম, দিক শতবার ॥  
 ভকতি বিধানে ভক্ত নিত্যানন্দ রায় ।  
 শ্রীহরির প্রিয় যন্ত্র হয়েন ধরায় ॥  
 আশ্চর্য্য চরিত্র তাঁর আশ্চর্য্য জীবন ।  
 ভাবিলে বিশ্বরসে মগ্ন হয় মন ॥  
 বীরভূমে একচক্র নামে এক গ্রাম ।  
 তাহাতে হাড়টি ওকা করে অবস্থান ॥  
 স্নাতীয় ব্রাহ্মণ তিনি ধার্মিক মুমতি ।  
 তাঁর পত্নী সতী সাধবী দেবী পদ্মাবতী ॥  
 ইহাদের একমাত্র প্রাণের সন্তান ।  
 হন নিত্যানন্দদেব ভকত প্রধান ॥  
 শিশুকালে দেখি এঁরে আচার্য্য অষ্টৈত ।  
 হইলেন একেবারে প্রেম বিগলিত ॥  
 দেব শিশু মাঝে পুন ভবিষ্যৎ লক্ষণ ।  
 হেরিয়া আচার্য্য হলো পুলকিতমন ॥  
 দিলেন অষ্টৈত তাঁরে নিত্যানন্দ নাম ।  
 বাড়িতে লাগিল শিশু অতি গুণধাম ॥  
 জনক জননী তাঁরে প্রাণের সমান ।  
 বাসিতেন ভাল মদ্য পুত্র গুণবান ॥

\* উড়িয়াপ্রদেশে ।

কিস্ত বিধাতার খেলা কে বুঝিতে পারে ।  
 আসিল সন্ন্যাসী এক গুণের আগারে ॥  
 অতিথি সন্ন্যাসী হেরি শিশুর বদন ।  
 বলিলেন জনকরে করি সন্মোদন ॥  
 “শিশুটীকে ভিক্ষা মোরে দাও মহাশয় ।  
 রাখিব যতনে এরে সকল সময় ॥  
 দেখাইব ভারতের তীর্থ অঙ্গণন ।  
 বালকের তরে কিছু না করে চিত্তন ॥”  
 ধর্ম্মপরায়ণ পিতা অতিথির বাণী ।  
 তুনি মর্ম্মাহত আশা হইলা অমনি ॥  
 কিস্ত ধর্ম্ম অমুরোধে অতিথি প্রার্থনা ।  
 অগ্রাহ্য করিতে নাহি সন্মিল রসনা ॥  
 পতিপরায়ণা দেবী পদ্মাবতী সতী ।  
 পুত্রদানে হৃৎ ভরে দিলেন সন্মতি ॥  
 এক মাত্র পুত্র রহ সন্ন্যাসীরে দিয়ে ।  
 রহিলো দম্পতি গৃহে উদাস ছদয়ে ॥  
 আশ্চর্য্য অতিথি-ভক্তি, অপরূপ দান ।  
 দেখে নাই বহুভূমি ইহার সমান ॥  
 যেন দাতা কর্ণ আর রাখী পদ্মাবতী \*  
 আর্ঘ্যভূগি করিলেন পুন ভাগ্যবতী ॥  
 হেন স্বার্থত্যাগ আর অতিথি ভকতি ।  
 কোথায় দেখেছ আর পাঠক মুমতি ॥  
 হেন পিতা মাতা বিনা এ হেন সন্তান ।  
 কত কি সম্ভবে তবে ওহে মতিমান ॥  
 বিধাতার হুনিয়মে পিতৃমাতৃগুণ ।  
 সন্তানেতে সংক্রামিত হয় অহঙ্কণ ॥  
 ভাল বীজ হতে যথা ভাল বৃক্ষ হয় ।  
 সাধু পিতা মাতা হ’তে তেমতি নিশ্চয় ॥

\* মহাভারতে কথিত আছে যে, মহাবীর  
 কর্ণ এবং গুহাচার পতিপরায়ণা সৎধর্ম্মিনী পদ্মাবতী  
 তাহাদের পুত্র বৃষকেশ্বর যতক এক ব্রাহ্মণবেশে  
 ধারী অতিথির লজ্জা কর্তব্য করিয়া দিয়াছিলেন ।

মাধু পুত্র কস্তা জন্মে জগত ভিতরে ।  
 বিশ্বের বিধি ইহা জানিবে অন্তবে ॥  
 হাড়াই পণ্ডিত বস্ত্র, বস্ত্র পদ্মাবতী ।  
 ধার শুণে পাই মোরা নিতাই স্মৃতি ॥  
 ধন দয়াময় হরি ধাহার বিধানে ।  
 পাইল জগত এই পবিত্র সন্তানে ॥  
 নিতানে লইয়া সেই শ্রাসী মহাশয় ।  
 ভ্রমিলেন নানা স্থানে তীর্থ সমুদয় ॥  
 অবশেষে মথুরাতে হল উপনীত ।  
 নিত্যানন্দ ভনিলেন তথা সাবহিত ॥  
 শ্রীগৌরানন্দ নবদ্বীপে তকতি বিধান ।  
 করিছেন বিশেষণ প্রেমে অবিরাম ॥  
 বেগবতী শ্রোতস্বতী সমুদ্রের পানে ।  
 উগ্রিমালারূপ বাহ তুলিয়া সঞ্চে ॥  
 যথা ধার অবিরত, আহা অবশেষে ।  
 মহানন্দে স্নগড়ীর জলধিতে পশে ॥  
 সেইরূপ নিত্যানন্দ পরম উল্লাসে ।  
 আসিলেন একেবারে গৌরানন্দের পাশে ॥  
 প্রাণিতে ভারত ভূমি দুই ভক্তিশ্রোত ।  
 প্রভুর কৃপায় এবে হল সঙ্গিলিত ॥  
 ভট্টট বিশ্বাসী আশ্রা ভক্তি আকর্ষণে ।  
 মিশে গ'লে এক হ'ল ব্রহ্মকৃপাশ্রমে ॥  
 গৃহী গোরা নিত্যানন্দ অবতুতবর ।  
 দুই জন অভেদাত্মা যেন সহোদর ॥  
 নবদ্বীপে থাকি দৌহে ভক্তদলসহ ।  
 প্রচারেন হরিতত্ত্বি বস্ত্রে অহরহ ॥  
 প্রভুর আজ্ঞার গোরা সংসার ত্যাগিয়া ।  
 গেলা নীলাচল ভূমে সম্যাসী হইয়া ॥  
 তাঁর সঙ্গে কিছুদিন নিত্যানন্দ রায় ।  
 কাটেন আনন্দ মনে সময় সেবার ॥  
 প্রেমে পূর্ণ নিত্যানন্দ জীবহঃখ তরে ।  
 সতত সন্তপ্ত রন, প্রাণের ভিতরে ॥

যেই ভক্তিবনে জীব এত সুখ পায় ।  
 বিতরিতে সেই ধন সমস্ত ধরায় ॥  
 গৌর নিত্যানন্দ প্রাণ সতত ব্যাকুল ।  
 সন্তানে পৌরুষ দিতে যথা মা আকুল ॥  
 ভারতের মানা স্থানে প্রচার কারণ ।  
 শ্রীচৈতন্য ভক্তজন করিলা প্রেরণ ॥  
 যথা দ্বিধিজয়ী ভূপ দেশজয় তরে ।  
 এক এক দেশে এক মহাবীরবরে ॥  
 সংস্থাপন করি তথা বিজয় নিশান ।  
 উড়াইয়া গায় সদা বিজয়ের গান ॥  
 সেইরূপ শ্রীগৌরানন্দ, বিধানকুমার ।  
 ভক্তির সাত্ত্বাঙ্গ্য এক করিতে বিস্তার ॥  
 বঙ্গভূমে নিত্যানন্দে সেনাপতি করে ।  
 পাঠাইলা অনিলন্দে মহাপ্রেম ভরে ।  
 রূপসনাতন আর জীব গোস্থামীরে ।  
 পাঠাইলা বৃন্দাবন-প্রদেশ নিকরে ॥  
 ভক্ত সেনাপতিগণ, মহা প্রেমে মেতে ।  
 বিশ্বাস বিবেক ভক্তি আদি অস্ত্রাঘাতে ।  
 অবিশ্বাস অবৈরাগ্য আদি শত্রুগণ ।  
 করিলেন নানামতে সদর্পে নিধন ॥  
 শত শত নারী নরে হরিপদতলে ।  
 আনিলেন সৈন্তগণ প্রেমে অবহেলে ॥  
 ব্রহ্মের প্রধান ভক্ত বীর সেনাপতি ।  
 উন্নত প্রেমিক নিত্যানন্দ শুদ্ধমতি ॥  
 গোরা সনে তিনি সদা অভিন্নহৃদয় ।  
 তাই কৃষ্ণ বলরাম \* দৌহে সবে কর ॥  
 গৌর হারা বঙ্গভূমি নিত্যানন্দে পেয়ে ।  
 তুলিল তাঁহার শোক অগ্নান হৃদয়ে ॥

\* শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের ভাবগম্য দেখিয়া  
 তুলনা হারা শ্রীগৌরানন্দ ও নিত্যানন্দকে লোকে  
 কৃষ্ণবলরাম বলিয়া থাকে। ইহারা তাঁহাদের  
 ভাব অভিন্নহৃদয় ছিলেন।

দ্বিতীয় গৌরান্ধ্রপ্রায় প্রেমে সংকীর্ণনে ।  
 কান্দাইয়া মাণ্ডাইল বঙ্গবাসী জনে ॥  
 নাই জাতিভেদ তাঁর উচ্চ নীচ জ্ঞান ।  
 সর্গীয় প্রেমের কাছে সকলে সমান ॥  
 জাতি কুল অভিমান করিয়া বিনাশ ।  
 ভক্তির সরস বর্ষ করেন প্রকাশ ॥  
 প্রেমেতে বিভোর হয়ে নিত্যানন্দ রায় ।  
 ঘরে ঘরে হরিনাম দিবানিশি গায় ॥  
 ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সাহা স্তবর্ণবণিক ।  
 হাড়ি ডোম মুচি মাঝি মালী শূদ্র লিখ ॥  
 অমৃষ্ট কারুণ্য ক্ষেত্রী যত বর্ণ আছে ।  
 ভক্ত প্রচারেন ধর্ম সবাচার কাছে ॥  
 স্তবর্ণ বণিক ভক্ত দত্ত উদ্ধরণ ।  
 তার হাতে নিত্যানন্দ করেন ভোজন ॥  
 দুর্নিবার জাতিভেদ করিতে ছেদন ।  
 অনিবার নিত্যানন্দ করেন বতন ॥  
 হরিপ্রেমে মহামত্ত গৌরান্ধ্র সুন্দর ।  
 প্রচ্ছন্ন জীবের প্রেম বাঁছে নিরন্তর ॥  
 জীবপ্রেমে নিত্যানন্দ একান্ত বিহ্বল ।  
 হরিপ্রেম তাঁর প্রাণে জলন্ত অনল ॥  
 এইরূপে দুই প্রেম দুইটা আধারে ।  
 একটা বিধানবৃক্ষে ফুটি চারি ধারে ॥  
 এক হয়ে ব্রহ্ম আর জীব প্রেম ধন ।  
 সুরতির গত সদা করে বিতরণ ॥  
 দুইটা জীবনদণ্ডী মিশে এক স্থানে ।  
 বিতরে অমৃতসিদ্ধি মানবসম্মানে ॥  
 দুই কর বধা করে সেবা পরস্পর ।  
 দৌহার অভাব দৌহে নাশে নিরন্তর ॥  
 সেটরূপ দুই আশ্রা ভরতি বিধানে ।  
 বিধানের প্রয়োজন সাধে মন প্রাণে ॥  
 নিম্ন শ্রেণী হিন্দুগণ সতত ভারতে ।  
 স্থপিত লিপ্ত ক্রিষ্ট হয় নানা মতে ॥

ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণ ছায়া সে সবার ।  
 অপবিত্র বলি জ্ঞান করে অনিবার ॥  
 তাহাদের স্পৃষ্ট জল নাহি করে পান ।  
 পশু হতে হীন বলি করে মনে জ্ঞান ॥  
 শত শিক্ষা ধর্ম জ্ঞান পবিত্র চরিত ।  
 কিছুতে না হয় তারা কভু উন্নতি ॥  
 এ হেন পতিত জনে করিতে উদ্ধার ।  
 প্রাণপণে নিত্যানন্দ করেন প্রচার ॥  
 “হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল নিচর ।  
 সুপণ্ডিত বিপ্র হতে সদা শ্রেষ্ঠ হয় ॥  
 হরিভক্তিহীন দ্বিজ চণ্ডাল অধম ।”  
 আছে আধ্যাত্মে এই তত্ত্ব অল্পম ॥  
 কিন্তু গ্রন্থবদ্ধ জ্ঞান, মানব জীবনে ।  
 প্রকটিত হয় নাই ভারত ভূবনে ॥  
 উচ্চ তত্ত্ব আছে বটে কিন্তু লোকাচারে ।  
 সে সব লজ্জিত হয় ভারত আগারে ॥  
 প্রেমিক নিতাই এই পাপ দেশাচার ।  
 ভাসিবারে করিলেন যত অনিবার ॥  
 যে জাতি হউক ভক্ত, তার হস্তে ভাত ॥  
 খাতিয়েন নিত্যানন্দ জানিয়া প্রসাদ ॥ \*  
 নিত্যের প্রেম ভক্তি দয়া উদারতা ।  
 হেরি দলে দলে যত বঙ্গবাসী ভ্রাতা ॥  
 ভক্তির উচ্চ ধর্ম করিল গ্রহণ ।  
 মহা ভক্ত দল এক হইল গঠন ॥  
 ভুলি জাতিভেদ যত ভক্ত নারীনার ।  
 পরস্পর পদধূলি লন নিরন্তর ॥  
 ভক্তের প্রচার শুণে, জাতির বন্ধন ।  
 ক্রমে ক্রমে লুপ্ত আশা হয় অনুক্ষণ ॥

\* উদ্ধরণ দত্ত নামে একজন ভক্ত স্তবর্ণবণিক ছিলেন । শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার হস্তে অন্ন গ্রহণ করিতেন ।

হিন্দুগণ মার্কো মাত্র কেবল ব্রাহ্মণ ।  
 স্কন্ধ ব'লি পুন মদা সম্মানভাজন ॥  
 বিপ্র বিনা আর কেহ দেবতা অর্চন ।  
 কিস্থা অস্ত্রে মল্ল দান বেদ উচ্চারণ ॥  
 করিবায় অধিকার নাহিক কাহার ।  
 এ হেন কঠোর বিধি ভারতে প্রচার ॥  
 কিস্থ ব্রহ্মকৃপা গুণে ভকতি বিধান ।  
 জাতিভেদ রূপ রাহ য়ান দিনে দিনে ॥  
 যেমন প্রচার করে নিত্যানন্দ রায় ।  
 সেইরূপ ব্যবহার কাহার ধরায় ॥  
 ভকতি গ্রহণ করি নিম্ন শ্রেণী নর ।  
 লভিলেন আশ্রয় সন্মান বিস্তর ॥  
 যেই ভক্ত সেই উচ্চ এই মহা জ্ঞান ।  
 বঙ্গদেশ মার্কো পেল সমাদরে স্থান ॥  
 নিম্ন শ্রেণী উচ্চ হল ভকতি বিধান ।  
 শূদ্রাদির শিষ্য হল কত ন। ব্রাহ্মণে ॥  
 অদ্বৈত হরির লীলা বুদ্ধি অগোচর ।  
 হেন পরিবর্ত হল বঙ্গের ভিতর ॥  
 বিদলিত নিম্ন শ্রেণী হিন্দু নারীনর ।  
 ব্রহ্মের কৃপায় পেল জীবন আদর ॥  
 সংকীর্ণ উপদেশ প্রীতি সহবাস ।  
 সহ অনুভূতি ব্রহ্মে ভকতি বিশ্বাস ॥  
 এ সবার গুণে ভক্ত নিত্যানন্দ রায় ।  
 প্রচারিলা অপকৃপ ধরম ধরায় ॥  
 শ্রীমৌর্য উচ্চ শ্রেণী মানব সকলে ।  
 আনিলেন মহানন্দে ব্রহ্মপদভলে ॥  
 বিধান পণ্ডিত ভ্রাসী বিদ্ব বুদ্ধিমান ।  
 ব্রাহ্মণ কারস্থ বৈদ্য আর ধনবান ॥  
 গৌরবের মহা প্রেমে হয়ে বিমোহিত ।  
 জাতি কুল অভিমানে ভাজিল নিরত ॥  
 এ দিনেতে নিত্যানন্দ হুংখী ভাই গণে ।  
 আনিলেন প্রেমে ডেকে নুতন বিধানে ॥

আমিত্ববিহীন ভক্ত নিত্যের মত ।  
 দেখে নাই কোন দিন সমগ্র ভারত ॥  
 ব্রহ্মের প্রেরিত ইনি হুংখীর বাক্য ।  
 কাকালের মধ্য ইনি বিশ্বাসী মানব ॥  
 জাতিভেদে প্রপীড়িত হুংখী বঙ্গভূমে ।  
 স্বদেশহিতৈষী ইনি জনহিতকামে ॥ \*  
 লাঞ্ছনা গঞ্জনা কত সহি নিরন্তর ।  
 সাধিলা জীবের হিত ভক্ত প্রবর ॥  
 এ'র পদধূলি লয়ে কবে এ জীবন ।  
 ঘোষিবে নুতন বিধি বঙ্গ অহঙ্কণ ॥  
 বাহাদুর পানে কেহ চায় না কখন ।  
 ফিরায় কেবল আশা দুগার নয়ন ॥  
 তাহাদের স্বর্থ হুংখে শিষ্যে পরাণ ।  
 করিব ঘোষণা কবে পবিত্র বিধান ॥  
 দলে দলে নিম্ন শ্রেণী ভাই ভগ্নী মোয় ।  
 জাতিপাশ ত্যজি হবে বিধানে বিভোর ॥  
 ভক্তি প্রেম জ্ঞান পুণ্য সুন্দর চরিত ।  
 লভিয়া সমাজে তারা হবে উন্নতিত ॥  
 জাতীয় জীবনে তারা দৃঢ়ত্বিত্তিভাবে † ।  
 বিধানের মহা বশ সতত ঘোষিবে ॥  
 যথা স্বষ্ট ধর্ম পশি অসত্য জনতে ।  
 বিস্তারি প্রেমের জ্যোতি মানবের হৃদে ॥  
 নুতন সূত্র জাতি করিল প্রস্তুত ॥  
 যুগান্তর উপজিল অতি অদভূত ॥  
 এবে তাঁরা অগতের মাঝারে প্রধান ।  
 জ্ঞান শক্তি রাজ্য ধন ধর্ম্মে মহীয়ান ‡ ॥

\* জনহিতকামনার ।

† ই'হারা জাতীয়জীবনের ভিত্তিবরূপ  
 হইবেন ।

‡ ইউরোপের অধিকাংশে জ্ঞান অসত্যলোক  
 পূর্ণ ছিল । খ্রীষ্টধর্মপ্রচার দ্বারা তাহারা এক  
 সত্যজগতে অভ্যাস হান অধিকার করিয়াছেন ।

সেইরূপ নিম্ন শ্রেণী হিন্দু মুসলমানে ।  
 ডাকিয়া আনিব হরি তোমার বিধানে ॥  
 তাঁদের চরিত্ররূপ পবিত্র ইষ্টকে ।  
 স্বরগের ভিত্তি হবে এই মর্ত্যলোকে ॥  
 কবে সেই দিন নাথ হবে এ জীবনে ।  
 তাহারি প্রতীক্ষা হরি করি নিশিদিনে ॥  
 তোমারি করুণা শ্রোভে জীবের সম্মল ।  
 তোমারি করুণামাত্র ভারতের বল ॥  
 জাতিভেদ-রূপ বিষবৃক্ষ ভয়ঙ্কর ।  
 বাপিয়াছে ভারতের চারু কলেশ্বর ॥  
 বৃক্ষেব বিস্তৃত মূল শতধা হইয়া ।  
 শত ধারে বাধিয়াছে ভারতের হিয়া ॥  
 তুমি যদি দীননাথ বিধান কুঠারে ।  
 নাহি ছেদ এ বৃক্ষেবে, কে বল সংসারে ॥  
 কাটিবে এ তরু আর, সোনার ভারত ।  
 করিবে স্বাধীন সুখী ওহে দীননাথ ॥  
 নিত্যের মত সাধু প্রেমিক ভক্ত ।  
 ভারতে প্রেরণ নাথ কর শত শত ॥  
 যেন কোটী কোটী লোক কোটী রমনায় ।  
 তব বিধানের বশ অমুদিন গায় ॥  
 তোমার কিস্কর এই পাপী চিরদাস ।  
 গিশাবে এ ক্রীণ কণ্ঠ, করিয়া বিশ্বাস ॥  
 নব বিধানের জয় করেহে ঘোষণা ।  
 তব পাদপদ্মে নাথ এ মম প্রার্থনা ॥  
 আশীর্বাদ কর নাথ নিত্যের মত ।  
 উৎসাহে উদ্যমে পূর্ণ থাকিহে নিয়ত ॥  
 স্বরে স্বরে হরিনাম করিব প্রচার ।  
 ভাস্বিব জাতির বাঁধ হইব উদ্ধার ॥  
 এই ভিক্ষা করি হরি তোমার চরণে ।  
 অধিপাত করি নাথ তত্ত্বযুক্ত মনে ॥

### মহাত্মা শ্রীরূপ সনাতন ।

কর্ণটি রাজার বংশে ব্রাহ্মণের কুলে ।  
 জন্মিলেন তিন ভাই এই ধরাতলে ॥  
 পূর্ব পিতৃপুরুষেরা রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে ।  
 বাস করে বঙ্গে আসি বিনম্র হৃদয়ে ॥  
 কুমাের \* তিন পুত্র জ্ঞানী মহাজন ।  
 সনাতন শ্রীরূপ বনভ বিচক্ষণ ॥  
 সনাতন শ্রীরূপ অতি বিজ্ঞ বুদ্ধিমান ।  
 মুসলমান নৃপতির হলেন দেওয়ান ॥  
 গোড়েশ্বর হোসেনের মন্ত্রি হু লভিলা ।  
 মুসলমান উপাধিতে ভূষিত হইলা ॥  
 স্নেহ-স্পর্শ-দোষ হেতু তাঁরা আপনারে ।  
 হীন স্নেহ † বলি সঙ্গা ভাবে এ সংসারে ॥  
 পরম ক্ষমতাশালী অতি ধনবান ।  
 ঐশ্বর্যের অধিপতি সবার প্রধান ॥  
 কাটেন আনন্দে কাল দৌহে রাজাগারে ।  
 কিন্তু শ্রীহরির লীলা কে বুঝিতে পারে ?  
 পরম বৈরাগী ভক্ত গৌরাঙ্গের লয়ে ।  
 করিছেন নবলীলা হরি এ সময়ে ॥  
 ভক্তি বৈরাগ্যের বীজ সকল ভারতে ।  
 বপিলেন প্রেমময় জীবপ্রেমে মেতে ॥  
 সে বীজ হইতে আহা নানা স্থানে কত ।  
 বৈরাগী ভক্ত সাধু জন্মে শত শত ॥  
 জীবন হইতে জন্মে প্রকৃত জীবন ।  
 বিশ্বাসী বৈরাগী ভক্ত হয় অগণন ॥

\* রূপ, সনাতন এবং বনভ এই তিন ভ্রাতার পিতার নাম কুমার ছিল । † শ্রীগৌরাঙ্গ বনভকে অমুগম বলিয়া ডাকিতেন ।

† হিন্দুরা অন্ত জাতিকে আচারহীনভাষ্যুক্ত স্নেহ বলিয়া থাকেন । এ শব্দব্যবহার অমুচিত । নবীনবাল ও সাকরমজিকই হাংদের উপাধি ছিল ।

এক এক ঈশা মুসা জন মহামদে ।  
 এক এক শিব শুক প্রহ্লাদ নারদে ॥  
 কত শত ভক্তগোষ্ঠী সমুৎপন্ন হয় ।  
 ভাবিলে মোহিত হয় পাষণ্ড জন্ম ॥  
 প্রাণশূন্য শুক বাক্যে হয় না প্রচার ।  
 জীবন প্রচার মূল জানিবেক সার ॥  
 ভক্তিত-বৈরাগ্যপূর্ণ গৌর-তরু হতে ।  
 কত বৈরসাল বৃক্ষ জন্মিল ভারতে ॥  
 কে বল তাহার সংখ্যা পারে করিবারে ?  
 নিচিহ্ন হরির লীলা নিখিল সংসারে ॥  
 গৌরানন্দের মহাভক্তি বৈরাগ্য সুন্দর ।  
 হেরিয়া ত ভাই হল মোহিত-অন্তর ॥  
 দূরে গেল সংসারের বিলাস-বাসনা ।  
 শ্রীকৃষ্ণ আপন ঘন গৃহ বিত্ত নানা ॥  
 করি বিতরণ সব, অল্পপমে লয়ে ।  
 আসিলেন প্রয়াগেতে বিমুক্ত হৃদয়ে ॥  
 এ দিকেতে সনাতন রাজকার্য্য ছাড়ি ।  
 ধর্ম্ম আলোচনা করে দিবস শরীরী ॥  
 নরপতি ক্রুদ্ধ হয়ে, তাঁরে কারাগারে ।  
 নিক্ষেপিয়া অতি মাত্র দুঃখিত অন্তরে ॥  
 সুকৌশলে তথ্য হতে হইয়া বাহির ।  
 গোরে হেরিবারে যান হটয়া অনীর ॥  
 ক্রমে পাটনায় গিয়া হাজিপুর স্থানে ।  
 বৃক্ষতলে আছে ভক্ত মত্ত সংকীর্ণনে ॥  
 হেনকালে ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত তাঁহারে ।  
 দেখিলেন হীনবেশে বিস্মিত অন্তরে ॥  
 পরিভ্যাগ করিবারে মলিন বসন ।  
 কত বহু করিঅেন শ্রীকান্ত হৃদয় ॥  
 কিছুতে সম্মত নাহি হল সনাতন ।  
 হেরিয়া শ্রীকান্ত দীপা কন্দল তখন ॥  
 ওখা হতে সনাতন যান কাশীধামে ।  
 যথায় আছেন গোরা সদানন্দ মনে ॥

তুই হস্তে তুণ্ডশূন্য, দন্তে তুণ্ড লয়ে ।  
 কান্দেন বৈরাগিবর, আকুল হৃদয়ে ॥  
 তাঁর সমাচার পেয়ে গৌরানন্দ সুন্দর ।  
 আসিলেন অবিলম্বে তাঁহার গোচর ॥  
 দিলা গৌর আলিঙ্গন প্রিয় সনাতনে ।  
 শীতলিলা অঙ্গ তাঁর হস্ত পরশনে ॥  
 জননীর মত গোরা প্রিয় শিষ্যগণে ।  
 বাসিতেন কত ভাল সদা জষ্টমনে ॥  
 বিধানেনব প্রবর্তক ভক্তত নিচয় ।  
 অল্পগামী বন্ধুগণে সকল সময় ॥  
 প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে সবল অন্তরে ।  
 তার সাক্ষী উত্তীর্ণ ভূবন ভিতরে ॥  
 ঈশা মহামদ আদি সকল প্রেরিত ।  
 শিষ্যগণে কত প্রীতি করে অবিরত ॥  
 ব্রহ্মের ইঙ্গিতে তাঁরা বুঝিবারে পান ।  
 বন্ধুগণ বিধানেনব অঙ্গ স্মরণ ॥  
 নানা অঙ্গে পরিপূর্ণ দলকপ দেহে ।  
 শিশুরূপে ভক্তবব শোভে প্রেমে স্নেহে ॥  
 দলদেহধারী হবি, নানা অঙ্গ যোগে ।  
 প্রচারেন নববিধ জীব-অচ্যুতগণে ॥  
 দলের একটী অঙ্গ করিলে বর্জন ।  
 বিধান বঞ্চিত হয় জানে ভক্তজন ॥  
 তাই তো তাঁহারা নিত্য জননীর মত ।  
 দলস্থ বিদ্যাসী জনে করে স্নেহ কত ॥  
 পিতা মাতা বন্ধু ভ্রাতা সর্গজন হতে ।  
 বিধানবিদ্যাসী প্রিয় হয় এ জগতে ॥  
 কোমল গোরে প্রাণ, হেন প্রিয়জনে ।  
 অবিরত প্রাণ থাকে রাখিত যতনে ॥  
 বলিতেন গোরাচাঁদ, তালশব্দ প্রায় ।  
 দলে থাকি বাড়ি আমি সতত ধরায় ॥  
 নব বৈরাগীর \* আহা বাকুল বিলাপ ।

দীনভাব, সরলতা পাপ অমৃতাপ ॥  
 হেরি গৌরাক্ষের প্রেমসিন্ধু উৎখলিল ।  
 যে প্রেম সলিলে আহা ভারত ভাসিল ॥  
 গৌর-প্রোমে সনাতন দুঃখ পাসরিল ।  
 কি আনন্দ প্রাণ মাকে আহা উপজিল ॥  
 সনাতনে বলিলেন সচীর নন্দন ।  
 বড় দয়াময় কৃষ্ণ পতিতপাবন ॥  
 তাঁহার রূপাতে তুমি পাপ তাপ হতে ।  
 নিকৃতি লভিলে সুখে আর্জ এ অগতে ॥  
 বলিলেন সনাতন, জানি না কৃষ্ণেরে ।  
 তব রূপাণ্ডে ত্রাণ, পেলাম সংসারে ॥  
 পুরাতন বিধানেন্তে মানব নিচয় ।  
 ভক্তযোগে ভগবানে সদা প্রাপ্ত হয় ॥  
 ভক্তগণ সেতু হ'য়ে মানব নিকরে ।  
 ব্রহ্মপদভলে ডাকি আনেন সাদরে ॥  
 পুত্রত্বের বিধি \* তারে এট হেতু বলে ।  
 পুত্রযোগে ব্রহ্মলাভ হয় ধরাতলে ॥

\* বিধানের ঐতিহ্য অধ্যয়ন করিলে দেখা যায়, প্রথমতঃ ব্রহ্মই বিশেষ ভাবে উপাসিত হইতেন। বৈদিক ও বৈদান্তিক বিধান এবং মহাপুরুষ ইব্রাহিম মুসা প্রভৃতির যোগে যে বিধান সমাগত হয়, তাহাতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য ছিলেন। তৎপরবর্তী কালে খ্রীষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষ দিগের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। ইহাদিগকে ব্রহ্মপুত্র বলা যায়। তৎকালে লোকে এই ব্রহ্মপুত্রগণের যোগে ব্রহ্মলাভ করিতেন। এ ব্রহ্ম ইহাকে পুত্রত্বের বিধান বলে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে নূতন বিধান সমাগত হইয়াছে, তাহাতে পবিত্র আত্মা বা পরমাত্মার বিধান বলা যায়। কেন না এ সময়ে ব্রহ্ম স্বয়ং মানবরূপে পবিত্র আত্মারূপে প্রকাশিত হইয়া স্বীয় বিধি নিবেদন মানবের নিকট প্রকাশ করেন। এখনে আর সন্ধ্যা মধ্যাহ্নী নহেন, স্বয়ং পরমাত্মা ভগবানই মধ্যাহ্নী হইয়া

পুত্র ভক্তিমান হয়ে পিতার সদনে ।  
 চলেন মানবগণ সদানন্দ মনে ॥  
 নূতন বিধান কিঙ্ক নহে তো এমন ।  
 ব্রহ্ম পবিত্র আত্মা হয়ে প্রকাশিত হন ॥  
 তাঁহার আলোকে সবে তাঁর শ্রীচরণ ।  
 লাভ করি হয় সবে আনন্দে মগন ॥  
 তিনি মধ্যাহ্নী হয়ে, জননীর মত ।  
 পরিচয় করে দেন সাধু ভক্রে বত ॥  
 তাঁর পরিচয় বিনা, কেহ সাধুজনে ।  
 বৃকিতে না পারে এই নিষ্কিণ ভুবনে ॥  
 পুরাতন বিধানেন্তে প্রভুর নিয়মে ।  
 ভক্ত মধ্যাহ্নী ছিল সতত ভুবনে ॥  
 ভক্তের ভিতর দিয়া হরির করুণা ।  
 প্রকাশিত হত কথা চন্দ্রেতে পূর্ণিমা ॥ \*  
 তাই ভগবান বলি জীব ভক্তগণে ।  
 করিত ভক্তি নতি সদা প্রাণ মনে ॥  
 শ্রীগৌরাক্ষে ভক্তগণ ভেমনি সম্মান ।  
 করিতেন দ্বিগুণি নিশি হয়ে ভক্তিমান ॥  
 কিন্তু গৌর আনিতেন, আমি কিছু নয় ॥  
 মলিন মানব আমি সকল সময় ॥  
 শ্রীহরির সকল কার্য করেন সাধন ।  
 আমি যন্তমাত্র তাঁর বটে অনুক্ষণ ॥  
 স্নেহাস্পদ সনাতনে নবীন বসন ।  
 পরিবারে কহিলেন সচীর নন্দন ॥  
 না শুনি নে কথা তিনি বিচ্ছিন্ন বসন ।  
 চাহিয়া লয়েন হায় ! বৈরাগী মুজ্ঞন ॥

জীবকে বাণতীর সত্য প্রেম পুণ্যাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন ।

\* স্বর্গের আলোক চন্দ্রে পতিত হইয়া যেমন পূর্ণিমা সন্ধ্যায় করে, তেমনি ভগবানের করুণা ভক্তরূপ চন্দ্রে প্রকাশিত হইত ।

পাত্রেয় কন্থল দিয়া বঙ্গবাসী জনে ।  
কন্থা তার চাহি নিলা বৈরাগী তখনে ॥  
দেখি প্রীত হয়ে গোরা বলিলা বাণারে ।  
করেছ উত্তম কার্য বলিলু তোমায়ে ॥  
ভাল বৈজ্ঞ রোগ শেষ না রাখে কখন ।  
হরিকৃপাপুণে হল এ দোষ ধওন ॥  
ভ্রাতার বৈরাগ্য শুনি রূপ অনুপম ।  
মহানন্দে একেবারে হইলা মগন ॥  
অনুপম-পুত্র জীব, অতি মতিমান ।  
তিনিও বৈরাগ্যপ্রমে করিলা প্রয়াণ ॥  
এইরূপে বৈরাগ্যের প্রচণ্ড অনলে ।  
প্রেমরূপ স্তুতভক্তি দিয়া কুতূহলে ॥  
পরম বৈরাগী হরি প্রেমিক মহান ।  
এক বংশে জয়যুক্ত করিলা বিধান ॥  
বিলাসের ক্রোড়ে যারা আছিল শয়ান ।  
ছিল কত ধন জন ঐশ্বর্য সম্মান ॥  
এহেন নৃপতি সম উচ্চ পরিবার ।  
একেবারে বৈরাগ্যোতে হইল উদ্ধার ॥  
এঁদের জীবনতত্ত্ব পড়িতে পড়িতে ।  
শ্রীশাক্যের কথা পাণে উঠে আচরিতে ॥  
এক উচ্চ রাজবংশ কত পরাক্রম ।  
কত রাজ্য কত ধন সৈন্ত অগণন ।  
এসব সহিতে হরি, বৈরাগ্য আগুনে ।  
দিবেন আভূতি আহা নিজ কৃপাপুণে ॥  
রাহুল শাক্যের পুত্র, পত্নী গোপা সতী ।  
জননী গোঁতমী \* দেবী, ভ্রাতা জ্ঞাতি আদি ॥  
সকলে নির্ঝাধ ধর্ম করিয়া গ্রহণ ।  
রাজ্যধন পরিত্যাগ করি ছুটমন ॥

জানি না বুঝি না হরি তব ব্যবহার ।  
রাজ্যের ভিখারী কেন কর প্রেমাধার ?  
মুখশয্যা হতে কেন ভীষণ শৃশানে ।  
লয়ে যাও ওহে পিতঃ আপন সন্তানে ।  
অনন্দকাননে কেন ক্রন্দনের ধনি ।  
উঠায়ে কান্দাও সবে হে বিশ্বজননি ॥  
বুঝেছি বুঝেছি মাগো, করুণা তোমার ।  
এ হতে অধিক দয়া দেখি না যে আর ॥  
যারা রহে অচেতন মোহের বিকারে ।  
জাগাও হাঁদেরে হরি এহেন প্রকারে ॥  
একজনে আগাইয়া নিখিল জগতে ।  
মানবের মোহঘুম ভাঙ্গ বিধিমতে ॥  
আমার মতন যারা বিষয়ে মগন ।  
কি হবে তাদের গতি পতিতপাবন ॥  
তাই একে \* বৈরাগ্যোতে করি উদীপন ।  
নিখিল মানবে কর মুক্তি বিতরণ ॥  
ধন্য মা তোমার বিধি ধন্য কৃপা তব ।  
তব কৃপা বিনা বুধা ধন জন সব ॥  
ধন্য রূপ সনাতন জীব অনুপম ।  
বিষয় ভাঞ্জিয়া যারা গতি সর্বোত্তম ॥  
লভিলেন হরিপদে ; যে দৃষ্টান্ত ধরি ।  
হরিপদ লাভ করে কত নরনারী ॥  
ধন্য বঙ্গদেশ বাহে হেন মহাজন ।  
জনমিয়া মাতৃভূমি করে হুশোভন ॥  
ধন্য ধন্য দয়াময়ী জননী আমার ।  
যার পুণ্য ভক্তলভে হইয়া সকার ॥  
মুতীত্র বৈরাগ্যে মত্ত করে জনগণ ।  
জগত কল্যাণ তরে করে নিয়োজন ॥  
কবে মা বিদ্রুহ পুণ্যে এপাণ হৃদয় ।  
হবে পূর্ণ, বাবে চুরে বিষয় আশয় † ॥

• গোঁতমী দেবী শ্রীকৃষ্ণের মাতৃদেবী ছিলেন ।  
শিখা শুদ্ধোদন ঠাকুরকে বিবাহ করেন ।  
গোঁতমী দেবীই শাক্যকে বালাকালে প্রতিপালন  
করেন এবং ইনি সর্বপ্রথমে বৌদ্ধ লগ্ন্যামিনী হন ।

• একে—একজনকে ।

† বিষয়ের আশা ।

সুতীত বৈরাগ্যধনে হয়ে বিভূষিত ।  
 অমুদিন গাব তব করুণার গীত ॥  
 কবে গো হৃদয়ভরে বলিব জননি ।  
 পাইয়াছি প্রাণ মাঝে নির্যাতনতরণী ॥  
 লভেছি সমাধি মাগো তোমার চরণে ।  
 আমিত্ব হয়েছে দূর বাসনার সনে ॥  
 সেই শুভদিন কর নিকটে আমার ।  
 এই ভিক্ষা করি মাগো চরণে তোমার ॥  
 বার বার ভক্তিভরে করি প্রণিপাত ।  
 চিরদাসে কর মাগো চির আশীর্বাদ ॥

### শ্রী রূপ গোস্বামীর প্রতি শ্রী চৈতন্য- দেবের উপদেশ ।

বলিলেন ভক্তবর, ভক্তিসিদ্ধু সুবিস্তর  
 সুমহান বিশাল গভীর ।  
 স্মৃষ্ণ হতে স্মৃষ্ণ অতি, জীবের আশ্রয়কৃতি\*  
 তাহে জীব বিষয়ে অধীর ॥  
 বিস্তীর্ণ পৃথিবী মাঝে, কজন মানব আছে ?  
 মানবের মাঝে কত জন ।  
 ধরমবিমুখ কত, আছে দেখ শত শত  
 ধর্মহীন পাষণ্ড চর্জজন ॥  
 ষতেক ধার্মিকগণ, তার মাঝে অগণন  
 কন্মনিষ্ঠ কন্মপরায়ণ ।  
 কোটী কন্মনিষ্ঠমাঝে, একজন জ্ঞানী আছে  
 কোটীতে ভকত মিলে কম ॥  
 ভকতিতে শান্তি হয়, মুক্ত সিদ্ধ জীবচর  
 সকলেই অশান্তহৃদয় ।  
 তাই ভকতির গুণ, ভাগবত করে কীর্তন  
 ভক্তি এক শান্তির আশ্রয় ॥

\* স্বরূপ ।

ভক্তি-বীজে অনুক্ষণ, করিবে জল সিকন  
 শ্রবণ কীর্তন ব্যায়োগে ।  
 বীজ অক্ষুরিত হয়ে, লভারূপে বৃদ্ধি পেয়ে  
 হরিপদকমল-মহীক্ষরে ॥  
 করি স্থখে আরোহণ, করিবেক বিতরণ  
 প্রেমফল সদা জীবের স্নেহে ॥  
 ভক্ত-অপরাধকরী\*, ফেলে লতা ছিন্ন করি  
 তাহে রবে সদা সাবধান ।  
 কামাপূজা অবিরাম, লোভ মুক্তির কাম †  
 উপশাখা জেন মতিমান ॥  
 উপশাখা না ছেদিলে, মূলশাখা ছদি মূলে -  
 কতু নাহি হয় বর্ধমান ॥  
 ছেদিয়া সে শাখা যত, মালী হয়ে অবিরত  
 প্রেমলাভ কর অবিরাম ॥  
 ইক্ষুরস ঘনীভূত, তা হতে গুড় প্রস্তুত  
 চিনি হয় তাহতে সতত ।  
 চিনি হতে মিছরি হয়, কিংক মিষ্ট মধুময়  
 এইরূপ ভক্তিবিশি যত ॥  
 সাধন ভকতি হতে, রুতি জন্মে জীব হৃদে  
 গাঢ় রুতি প্রেম উপজয় ।  
 পেম হতে স্নেহমান, প্রণয় রূপ মহান  
 অকরাগ ভাব মধুময় ॥  
 এক হতে একান্তরে, প্রকাশ হয় অন্তরে  
 শেষে মহা ভাবের বিকাশ ।  
 এ মাধুর্য্যরসে যত, রসচয় সম্মিলিত  
 মহাভাব বিচিত্র বিলাস ॥

\* ভক্তের সম্বন্ধে যে অপরাধ তাচা হস্তি-  
 রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তের প্রতি অবজা,  
 ভক্তের নিন্দা, অন্যায় হরিভক্তির একান্ত প্রতি-  
 কূল ।

† মুক্তিকামনা ।

এহেন অপূর্ণ কথা, বলিয়া রূপে সঙ্গীত।  
কহি তাঁরে যেতে বৃন্দাবনে ।  
ভকত বিশ্বাসী জন, কাশীতে করে গমন  
হয়ে ভোর নামসংকীৰ্তনে ॥

### শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীগৌরান্বয়ের উপদেশ এবং ব্যবহার ।

১

একমাত্র কৃষ্ণ জগত-কারণ ।  
অনন্ত বিশ্বের, তিনি স্বামী হন ॥

যে জন যোগের \* ধর্ম, অসার অনিত্য কর্ম  
ত্যাগিয়া ভকতি, করেন গ্রহণ ।  
তার ভক্তি শ্রেষ্ঠ, জানিবে মুজন ॥

২

জ্ঞান সনে হলে ভক্তির মিলন ।  
সেই ভক্তি শ্রেষ্ঠ জেন অনুক্ষণ ॥

শাস্ত্র যুক্তি নাহি জানে, কিন্তু ভক্তি আছে প্রাণে  
মধ্যম তাহার ভকতি রতন ।  
সুকোমলা প্রজ্ঞা অতীব উত্তম ॥

৩

মধ্যম অধম লোক ধীরে ধীরে ।  
লভিবে উত্তমা ভকতি অচিরে ॥

ভক্তি অনুসারে রতি, তারতম্য হয় অতি  
ভক্ত দয়াবান প্রশান্ত সংসারে ।  
সত্যবাদী শুচি অন্তরে বাহিরে ॥

\* যোগসুতান জ্ঞান প্রাণায়ামাদি যে সকল  
কৌশল প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বিধিযুক্ত করিয়াছেন,  
তাহা ।

৪

ভকত নির্দোষ মুহ অকিঞ্চন ।  
শ্রেমিক উদ্ধার, কৃষ্ণেকশরণ \* ॥

সঙ্গীতবে হিতকারী, অপ্রমত্ত মিতাহারী  
নিকাম অকাম নিরীহ মুজন ।  
ভক্তে স্থিতি করে যত দেবগুণ ॥

৫

সনাতনে প্রেম ভকতি সাধন ।  
তাহাদের যত বিভিন্ন লক্ষণ ॥

বলিয়া গৌরান্ব রায়, কহিগেন প্রেমে তায়  
গ্রন্থ রচি ভক্তি করহ ঘোষণ ।  
মথুরারে কর পুনরুদ্ধরণ † ॥

৬

সনাতন তবে, কহিলা তাঁহারে ।  
নীচ জাতি আমি জানতো আমারে ॥

কর আশীর্বাদ মোরে, তব শিক্ষা হৃদ্যাগারে  
রাখি হেঁ যতনে ; প্রাণের মাঝারে ।  
যেন ক্ষুণ্ণি পায়, তত্ত্ব নিরন্তরে ॥

৭

যে শ্লোক ব্যাখ্যান, অঠার প্রকারে ।  
করেছিলে ভুমি, তাহা এ পাপীরে ॥

কৃপাকরে প্রভু আজ, শুনাও ভকতরাজ  
শুনি শ্রীগৌরান্ব বলিলা তাঁহারে ।  
আমি যে বাউল পাগল সংসারে ॥

৮

কিবা বলেছিহু মনে নাই মোর ।  
কিন্তু সঙ্গগুণে, প্রাণ হল ভোর ॥

\* একমাত্র ঈশ্বরের শরণাগত ।

† শ্রীগৌরান্ব সনাতন গোস্বামীকে গ্রন্থরচনা  
করিয়া ভক্তিভক্ত প্রচার এবং লুপ্তপ্রায় মথুরাভীর্ষ  
পুনরুদ্ধার করিতে উপদেশ দিলেন । মহাত্মা  
সনাতন বিবিধ বৈকুণ্ঠগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগতে  
বন্দী হইয়াছেন ।

এত বলি মত্ত প্রাণে, একবটীয় ব্যাখ্যানে  
তুঘিলেন প্রেমে ভক্ত অস্তুর ।  
বলিলেন তাঁবে, করি সমাধার ॥

৯

বৃন্দাবনে গিয়া ভ্রাতৃধর সনে ।  
সম্মিলিত হও প্রেমের সিলনে ॥  
মম ভক্ত কন্যাস্বামী, অকিঞ্চন নরনারী  
বাটিলে তথায়, পালিও যতনে ।  
কৃষ্ণ ভক্ত বুদ্ধি, দিবে তব মনে ॥

বৈরাগী প্রবর শ্রীকৃষ্ণ সনাতন এবং  
মহাত্মা বল্লভ গোস্বামীর পুত্র  
শ্রীজীব গোস্বামী ।

বৃন্দাবনে গিয়ে, সানন্দ ছন্দয়ে,  
রূপ জীব \* সনাতন ।  
অনুপম মনে, ভক্তি আবাদনে,  
কাটে কাল অনুকণ ॥  
বৃক্কতলবাসী, অসঙ্গ উদাসী,  
হয়ে রূপ সনাতন :  
ছিন্ন বহির্কাস, পরি দীন দাস,  
ভিক্ষাতে ধরে জীবন ॥  
ভক্ত কটীকণ, † চলক ভক্তকণ,  
করঙ্গ কহা সম্বল ।  
সারা নিশি দিনে, কাটেন শয়নে,  
মাত্র চারিদণ্ড কাল ॥  
নাম সংকীৰ্ত্তনে, পৌর-গুণগানে,  
আর গ্রন্থ প্রণয়নে ।

\* শ্রীজীব গোস্বামী মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের  
পুত্র ।

† কণা ।

সময় দুভাই, বাপেন সদাই,  
প্রেমেরে আনন্দ মনে ॥  
অসঙ্গ বৈরাগী, দৌহে সৰ্ব্বভাগী,  
নাহিক আসক্তি লেশ ।  
মান অপমান, উভয় সমান,  
জয় জয় অবিশেষ ॥  
দ্বিগুণ অশে, হুতায়ের পাশে,  
আসিল এক পণ্ডিত ।  
বিচার না করে, জয় পত্র তাঁরে,  
দিগা হয়ে অকুণ্ঠিত ॥  
শ্রীজীব সেখানে, ছিল না তখনে,  
তাঁহারে পণ্ডিত বলে ।  
রূপ সনাতন, বিজয় লিখন,  
দিয়াছেন কুতূহলে ॥  
গুহু অপমান, শুনি বিজ্ঞমান,  
বলিলেন জীব তাঁরে ।  
আমার সহিত, যে হয় বিহিত,  
প্রবৃত্ত হও বিচারে ॥  
দ্বিগুণীরে, শ্রীজীব বিচারে,  
করিলেন পরাজয় ।  
তিনি সেই কথা, মনে পেয়ে ব্যথা,  
রূপ হারে ক্রোধে কর ॥  
মান অপমান, করিয়া সমান,  
হয়েছে বৈরাগী ভবে ।  
পরাতব মেনে, জয়কামী মনে,  
মান নাহি দিলে তবে ?  
ভোমার বদন, আর নয়ন,  
না করিব কোন দিন ।  
তিনি সে রচন, জীবের আনন,  
হৃৎখেতে হল বলি ॥  
জীব তব হতে, বৃন্দা ভটেতে,  
আসিয়া গোকার মাঝে ॥

কঠোর সাধন, করে অহঙ্কণ,  
 গুরু নিরহে-ভজে ॥  
 নিরভিমানী, শ্রীজীব গোপালী  
 গুরু অপমান ভয়ে ।  
 জিগীষু বিশেষের, জয়লা বিচারে  
 কিন্তু গুরু সেই ভয়ে ॥  
 হয়ে বিবাদিত, শিষ্যেরে \* শাসিত,  
 করিলেন সেইকণে ।  
 বহুদিন পরে, সনাতন তাঁরে †  
 বলিল। মিটে ঘটনে ॥  
 চুপ্চট সদাচার, কিবা আছে আর  
 রহিল অম্বারে এনে ।  
 শ্রীরূপ তখন, সনাতনে কন,  
 শ্রেষ্ঠ ধর্ম দয়া জীবে ॥  
 তবে জীবে কেন, ব্যবহার হেন,  
 কহিলেন সনাতন । †  
 তুনি প্রেম ভরে, রূপ শ্রীজীবেরে,  
 করিলা পুনঃ গ্রহণ ॥  
 আহা ভক্তিধন, দুঃখ রতন,  
 বিন্দুমাত্র অহঙ্কারে ।  
 হয় অন্তর্হিত, তাই রূপ কত,  
 শিলা দিলা শ্রীজীবেরে ॥  
 ভক্ত সনাতন, ভাগী তপোধন,  
 পেয়ে রহ মূল্যবান ।  
 এক ব্রাহ্মণেরে, উহা অকাতরে,  
 করিলেন সম্প্রদান ॥

\* শ্রীজীব শ্রীমদ্রূপ গোপালীর মঙ্গলিখা ।

† শ্রীরূপকে ।

‡ সনাতন বলিলেন, “শ্রেষ্ঠ ধর্ম কি ?” রূপ  
 বলিলেন, “জীবে দয়া” ॥ সনাতন বলিলেন,  
 “তবে জীবে অর্থাৎ জীবগোপালীর প্রতি আপনায়  
 দয়া নাই কেন ?”

অনাঙ্গিত হেন, দেখিয়া ব্রাহ্মণ,  
 রতন কেলিয়া দূরে ।  
 মূর্খ শ্রেষ্ঠ ধন, বৈরাগ্য রতন,  
 লইল আদর করে ॥  
 রাজর্ষি আকবর, ধার্মিক প্রবর,  
 সম্রাট-মুক্ত-মণি ।  
 রূপ সনাতনে, আসিলা দর্শনে,  
 তাঁদের বৈরাগ্য শুনি ॥  
 ঘন দানে তাঁর, কিছু উপকার,  
 করিবেন ছিল মনে ।  
 কিন্তু মর্কট্যাগী, প্রেমিক বৈরাগী,  
 কিবা কাজ তাঁর ধনে ॥  
 ধনস্পৃহাত্মী, প্রেমিক হৃদীন,  
 রূপ সনাতনে হেরি ।  
 তাঁর অভিমান, হল অন্তর্ধান,  
 পেলা জ্ঞান লাভ করি ॥  
 প্রগাঢ় বিদ্বান্, অতি ধনবান,  
 অত্যুচ্চ পদবৌদায়ী ।  
 হেন দুই ভাই, অহঙ্কার নাই,  
 কি দৃষ্টান্ত মরি মরি ॥  
 ত্বণের সমান, নির-অভিমান,  
 নিরীহ মেঘের মত ।  
 শ্রীবুদ্ধের মত, বৈরাগ্যমণ্ডিত,  
 প্রেমোন্মত্ত মুক্ত মতত ॥  
 ভক্তিধর্ম সার, করিতে প্রচার,  
 নানা গ্রন্থ অহঙ্কণ ।  
 প্রাণ সমর্পিয়া, বিরলে বসিয়া,  
 করে তাঁরা প্রণয়ন ॥  
 এ হেন জীবন, দেখিলি কখন,  
 ওহে পুণ্যময় হরি ।  
 বিধানের ভরে, তুমি এ সংসারে  
 অনিষ্টকর কৃপা করি ॥

নব সমাচার, বিধান ব্যাপায়, কবে এ জীবন, ঐদের মতন,  
 চিরহারী করিবারে ।  
 ভাবী জীব হিত, করিতে সাধিক, ব্যবহৃত হবে, সত্যত এ ভবে,  
 তুমি হরি এ সংসারে ॥  
 গ্রন্থবদ্ধ কর, বিধান লিকর, ঐদের মতন, ঐরাগ্য-রতন,  
 আপন কিস্কর যোগে ।  
 মানব নিচয়, তাই শাস্ত কর, ওঁদের সমান, নির-অভিমান,  
 পড়ে গ্রন্থ মনোযোগে ॥  
 বরিষার জন্ম, দীক্ষিতা সকল, করুণাবিধান, করুণানিধান,  
 যথা বকে রাখে ধরে ।  
 গ্রন্থ সেইরূপ, তবু অপরূপ, দাত অঙ্গে মেখে, দাত দাত সঙ্কে,  
 সত্যত বহন করে ॥  
 সলিলে মালিন্য আছে, সেই জন্ম, এ পাপ জীবন, করি সমর্পণ,  
 পরিহার্য নচে বারি ।  
 কিস্ত জনগণ, করি সংশোধন, থাক হৃদি যাবে, রাখ তব কাজে,  
 পিনে দিবা বিভাবরী ॥  
 শাস্ত সেই মত, পড়িবে নিয়ত, এই শিক্ষা করি, প্রাণময় হরি,  
 বিবেকে শোধন করি ।  
 তাহলে সবার, ভ্রম সংস্কার, উদ্ধার আশায়, ওহে কৃপাময়,  
 বাবে সবে পরিহারি ॥  
 রূপ সনাতন, বেদব্যাস হেন, ঘোর বিষয়-বিপদে ॥  
 রচি গ্রন্থ অনুপম ।  
 বিবিধ আকারে, বিধানে সংসারে  
 করেছেন স্থায়ী ধন ॥  
 হরি-কৃপাওণে, তকতি বিধানে,  
 ইহার স্তম্ভের প্রায় ।  
 তকতিধর্ম হির, রাখে তিন বীর,  
 সত্যত এই ধরায় ॥  
 পতিতপাবন, হেন তন্তজন,  
 তোমার কৃপার দান ।  
 তব দান ভেনে, এই তিন জনে,  
 করি হে ঘেন সন্মার ॥

কবে এ জীবন, ঐদের মতন,  
 তব হস্তে সমায় ।  
 ব্যবহৃত হবে, সত্যত এ ভবে,  
 লিখিতে বিধিনিচয় ॥  
 ঐদের মতন, ঐরাগ্য-রতন,  
 হৃদয়ে আসিবে কবে ?  
 ওঁদের সমান, নির-অভিমান,  
 কবে দাস হবে ভবে ॥  
 করুণাবিধান, করুণানিধান,  
 ইহাদের পদধূলি ।  
 দাত অঙ্গে মেখে, দাত দাত সঙ্কে,  
 যাট হে বিষয় ভুলি ॥  
 এ পাপ জীবন, করি সমর্পণ,  
 তোমার শ্রীপদে নাথ ।  
 থাক হৃদি যাবে, রাখ তব কাজে,  
 বিত্তর তব প্রসাদ ॥  
 এই শিক্ষা করি, প্রাণময় হরি,  
 প্রণমিহু তব পদে ।  
 উদ্ধার আশায়, ওহে কৃপাময়,  
 ঘোর বিষয়-বিপদে ॥

### শ্রীগৌরান্বের শেষ জীবন ।

১ ।

চতুর্বিংশ বর্ষকালে গৌরাজ হুন্দর ।  
 লইলা সন্ন্যাসব্রত সানন্দ অন্তর ॥  
 ছয় বর্ষকাল তিনি, ভ্রমিলেন কীর্ত্তিমি,  
 প্রচারিলা হরিনাম দিগ দিগন্তর ॥  
 তকতি-চন্দ্রমায় তাকি ভারত অধর ॥  
 ২ ।  
 জীবকো অবশিষ্ট বর্ষ অষ্টাদশ ।  
 করিলেন গৌরচন্দ্র পুরীধানে ॥

ভকতির মহামেলা, প্রেমের অপূর্ণ খেলা,  
হটতে লাগিল সেখা ধামিনী দ্বিধা ।  
নিমজ্জিতা সবে বস্ত্রে, ভক্ত মহাযশ ॥

৩।

বহুদূর হইতে যথা তটিনী নিচয় ।  
আসি আপনার প্রাণ আগরে গিশয় ॥  
হস্টরূপ এ হারিতে, ভক্ত নানা স্থান হ'তে,  
গৌর-জলধিতে আসি নিপতিত হয় ।  
ভক্তাগমে প্রেম-উজ্জ্বল সদা উথলয় ॥

৪।

বিধানের কেন্দ্রভূমি হইল উৎকল ।  
নানা স্থান হতে নব ভক্ত সকল ॥  
হটয়া প্রেমে আহুত, পুরীধামে সম্মিলিত,  
হইলেন সবে আশা, আনন্দে বিহ্বল ।  
হরি-প্রেম-লীলা সেখা হয় অবিরল ॥

৫।

সমান বিশ্বাসী প্রিয় ভক্তবন্ধু মাঝে ।  
ভাষা মাঝে চল প্রায় গৌরান্ন বিরাজে ।  
উৎকল-সরসানীতরে, ভক্ত-রাজহংস-চরে,  
প্রেম-কোকিল তুহে কত ভাবে সাজে ।  
হরিলে সে শোভা প্রাণ করিপদে মজে ॥

৬।

নিত্য নব-নব ভাবে ভক্ত প্রবর ।  
হরি-প্রেমানন্দনীত্রে ভাসে নিরন্তর ॥  
সংগামী ভক্ত সনে, হরিবক্রে নিশিদিনে;  
বিশ্বকোষ নদীবক্রে মরীচিক নিকর ।  
পুষ্টিমা-নিশিথে যথা বিহরে সুন্দর ॥

৭।

কানায়ের দীপ্যমাণ প্রথমে বখন ।  
হয়েছিল ভক্তের শ্রীহরি দর্শন ॥  
সরস প্রেম-প্রাণে; ব্রহ্মের কৃপা-বিধানে,

হয়েছিল প্রেমবীজ উত্ত সেউক্ষণ ।  
ক্রমে বীজ অকুরিত হয় অমুক্ষণ ॥

৮।

ক্রমে সে অমৃত তরু হটল বর্জিত ।  
বর্জিত হইল ফুল ফুলে হল শোভিত ॥  
ফুলের মধুরাশ্রয়, রসাল ফলের টানে,  
প্রেমিক-ভ্রমর আর ভক্ত-পক্ষী যত ।  
ফলে ফলে উড়িয়াতে হল সমাগত ॥

৯।

গৌর তরু তলে হ'ল ভক্তির বাজার ।  
প্রেমের দোকান তথা বসে অনিবার ॥  
প্রেমিক ভক্ততচয়, সাধনার্থী সমুদয়,  
প্রেম ভক্তি করে ক্রয়, আনন্দ অপার ।  
মীরি কিবা শোভা ধরে আনন্দ বাজার ॥

১০।

তারকাবেষ্টিত চারু চন্দ্রমার মত ।  
ভকতিবিধানে গৌরা শোভে অবিরত ॥  
কুণ্ডলিত পুষ্পোদ্যান, যথা করে মন প্রাণ,  
নিধানের ভক্তবৃন্দ আশা সেই মত ।  
মুগ্ধ করে ভাবুকের হৃদয় নিয়ত ॥

১১।

যজ্ঞীয় ধূমের প্রাণ-হরিনামধ্বনি ।  
উৎকল হইতে উঠি, কাণ্ডয়ে মেদিনী ॥  
হোমগন্ধে আগোদিত, করিল সব ভারত,  
প্রেমানন্দে ভক্তগণ মাতিল অগনি ।  
উদিল ভারতাকাশে প্রেমদীপমাণি ॥

১২।

ভক্তবিহারী হরি, প্রিয় ভক্ত লয়ে ।  
করিছেন কত লীলা, এ শুভ সময়ে ॥  
কে তাহা বলিবে বল, হয় হে প্রাণ বিহ্বল,  
প্রেমের তরঙ্গ খেলে মানব-হৃদয়ে ।  
বিধাস ভক্তির পাণ যায় যে গলিয়ে

১৩।

হেন ভাবে গৌরচন্দ্র হরিলীলা শ্রোত্রে ।  
সত্ত্বরেন দিবা নিশি মহানন্দে যেতে ॥  
হরি মুখ দরশন, হরি লীলা আশ্বাদন,  
হরিনাম সংকীৰ্ত্তন করিয়া সুখেতে ॥  
কাটেন সময় তত্ত্ব, বন্ধুগণ সাথে ॥

১৪।

এসেছে অরুণগগ, কিছুদিন তরে ।  
পতিত মাঝবকুলে দেব \* করিনারে ॥  
হরি হ'য়ে পিতা মাতা, স্বর্গের আনন্দ সুখা,  
বিতরিছে মহানন্দে মানব নিকরে ।  
মরি কিবা শোভা আজ ধরাধাম ধরে ॥

১৫।

যত্ন হে করুণাসিন্ধু, করুণা তোমার ।  
এইরূপে যুগে যুগে করহ বিহার ॥  
লয়ে তরুণরিবার, জগত কর উদ্ধার,  
দেখাও স্বর্গের ছবি অতি চমৎকার ।  
তথাপিও প্রাণ মগ হলনা তে'হার ॥

১৬।

যুগে যুগে কর তুমি যে লীলা বিহার ।  
নিতা লীলা সে সকল ওহে প্রাণ'হার ॥  
কহে সে অতীত স্মৃতি, কিন্তু ওহে বিধপতি,  
প্রতিদিন সেই লীলা হয় হে তে'হার ।  
সেই তরুণ সেই লল কিন্তু নিরাকার ॥

১৭।

স্নাও হে বিশ্বাস মোরে, ওহে লীলাসর ।  
তেরি তব নিতালীলা দূরুক সংসার ॥  
সক্রেটিস পাষ মুসা, জনক নানক সৈশা,  
মহাতত্ত্ব শ্রীগৌরঙ্গ, প্রেমিক নিচর ।  
সবাকারে তেরি প্রাণ লভুক অভয় ॥

\* দেবদ্বন্দ্ব আদান করিবার লক্ষ কিছুদিনের  
ভরে স্বর্গ পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছে ।

## মহাবিশ্বাসী হরিদাসের স্বর্গারোহণ ।

পুরীধামে নৃপতির উদ্যান ভিতরে ।  
রন ভক্ত করিদাস, আনন্দে কুটীরে ॥  
নামময় সে আশ্রয়, ভক্তিতে বিভোর ।  
ধিনীত দীনাত্মা স্বয়ং, প্রেমের সাগর ॥  
শ্রীগৌরঙ্গ অবিরত, তাঁহার কুক্ষীরে ।  
বাইতেন ভক্তি ভরে আনন্দ কুক্ষীরে ॥  
কিরূপে উদ্ধার হবে বিশ্বাসী জন ।  
এ মহা প্রসঙ্গ করে ভক্ত হৃদয় ॥  
নলিলা গৌরঙ্গে তত্ত্ব, কি তর্য তোমার ॥  
হরিনামে উদ্ধারিবে জগত সংসার ॥  
এইরূপ দিন দিন কত আলাপন ।  
হরিদাস মনে গোরা করে অকুণ্ঠন ॥  
অতি রক্ত হরিদাস, রক্তসে প্রাচীন ।  
ক্রমেতে জীবনীশক্তি চল তাঁর ক্ষৌণ ॥  
তিন লক্ষ হরিনাম অপের নিয়ম ।  
জপ বিনা অম তিনি না করে গ্রহণ ॥  
একদিন শ্রীগৌরবিদ \* বিশ্বাসিসঙ্গনে ।  
আহার্য্য প্রসাদ লয়ে যান ক্ষুণ্ণমনে ॥  
তাহা দেখি হরিদাস বলিলেন তাঁরে ।  
নামসংখ্যা পূর্ণ মম হয়নি এবারে ॥  
কিরূপে আহার আমি করিব এখন ।  
এতবল কণামাত্র করিয়া গ্রহণ ॥  
উপবাসী রহিলেন বিশ্বাসিপ্রবর ।  
আহা কি অপূর্ণ নিষ্ঠা তাঁর নিরন্তর ॥  
একদিন শ্রীগৌরঙ্গ বিশ্বাসিসঙ্গনে ।  
দিয়া জিজ্ঞাসিল প্রেম ভাগ্যতো একপে ?

\* ইনি শ্রীগৌরঙ্গের একজন ভক্ত দেবক ।

গৌরান্দ্রে প্রণাম করি, কহিলা ভকত ।  
 দেহ হুই কিন্তু মন অমুখী নিয়ত ॥  
 জপসংখ্যা পরিপূর্ণ হয়নী এখন ।  
 তাইতে অমুখী সদা এ আসের সন ॥  
 অনিরুদ্ধ গৌরান্দ্র বলে মধুর বচনে ।  
 বুদ্ধ তুমি, হ্রাস কর জপ এইক্ষণে ॥  
 নিরুদ্ধদেহ লতি এত আসের তরে ।  
 আশ্রয় তোমার কেবল সন্তত অন্তরে ॥  
 নামের মহিমা তুমি করিলে প্রচার ।  
 এবে সংখ্যা হ্রাস কর ওহে ভক্তসার ॥  
 শুনিয়া বিনীত ভাবে কহ হরিদাস ।  
 মোর প্রতি বহু দয়া করেছ প্রকাশ ॥  
 অস্পৃশ্য বনন আমি, তথাপি সাধরে ।  
 বিপ্রপ্রাক্ক পাত্র সবে দিয়াছেন মোরে ॥  
 এবে বড় সাধ এই হতেছে আমার ।  
 তব যাটবার আগে স্যাজিব সংসার ॥  
 বুদ্ধিমান শীঘ্র হবে তব সীলা শেষ ।  
 তাই হে বিদায় মোরে দাও সবিশেষ ॥  
 তব পাদপদ্ম বন্ধে করিয়া স্থাপন ।  
 দেখিতে দেখিতে যেন তব চন্দ্রানন ॥  
 এজীবন হুইবে অল্প হয় হে আমার ।  
 এই অভিলাষ মোর নিবেদিত সার ॥  
 বলিলেন শ্রীচৈতন্য শ্রীহরি তোমার ।  
 করিবেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ অনিবার ॥  
 কিন্তু তব সহবাসে আনন্দ আমার ।  
 গোরে তাজি আগে তুমি যাবে কিহে আর ?  
 শুনিয়া কাতরপ্রাণে, গৌরপদ ধরি ।  
 বলিলেন হরিদাস, প্রেমমত্তে আমিহি ॥  
 মন্তকের মণি হেন কত মহাজন ।  
 হয়েছেন তব লীলাসঙ্গী অমুকণ ॥  
 সূত্র পিপীলিকা সম, আমার জীবন ।  
 তাহা গেলে পৃথিবীর কি ক্ষতি এখন ॥

কিবা অপরূপ ভাব, ভকতি বিনয় ।  
 নিরন্তর শোভে হরিদাসের জন্ময় ॥  
 পূর্ণদিন ভক্তদল লয়ে সচীমুত ।  
 ভক্তের কুটিরদ্বারে হল উপনীত ॥  
 তাঁর মৃত্যুশয্যা পাশে দাঁড়ায়ে সকলে ।  
 করিলেন সংকীৰ্ত্তন মহাপ্রেমে গলে ॥  
 হরিনাম-শ্রোত মাঝে ভক্তের জীবন ।  
 ভাসিতে ভাসিতে গেল শাস্তিনিকেতন ॥  
 কিবা মৃত্যু ! নহে এ যে মরণ কখন ।  
 এ যে নিত্যানন্দধামে আনন্দে গমন ॥  
 এ যে হরিবন্ধে সুখে নিদ্রা শান্তিকর ।  
 এ যে সর্বপ্রবেশের দ্বার মনোহর ॥  
 এ যে জীর্ণ বস্ত্র ত্যজি নবীন বসন ।  
 পরিবার একমাত্র শুদ্ধ আয়োজন ॥  
 জন্মের মাত্রে হরি নিত্য বিরাজিত ।  
 বাহিরে উকতদল বিধানে চিহ্নিত ॥  
 মাতৃকোলে শিশু যথা যায় হে স্বদেশ ।  
 সেইরূপ হরিদাস, ত্যজিলা বিদেশ ॥  
 প্রভাতে উঠিয়া বধা সূর্য্য তেজোময় ।  
 আলোকিয়া সারা দিন অবিচল নিচর ॥  
 কার্য্য সাক্ষি সন্ধ্যাকালে সাগরের মাঝে ।  
 অন্তমিত হয় আত্মা অপরূপ সাগরে ॥  
 পুন অস্ত্র জগতের অন্ধকারচর ।  
 বিদূরিতে মহাতেজে সমুদিত হয় ॥  
 সেইরূপ হরিদাস কার্য্য সমাপিত ।  
 চলি গেল স্বর্গধামে আনন্দে মতিয়া ॥  
 যাও দেব ! নিজধামে, হুখী বঙ্গভূমি ।  
 কাটক তোমার তরে নিবস বামিনী ॥  
 কতক্কে হরিতত্ত্বের লক্ষ্য মহিমা ।  
 প্রচারিতে পাইয়াছ কত না যাতনা ॥  
 বঙ্গের প্রাচীনে তুমি, তাহারি মতন ।  
 সহিয়াছ কত কষ্ট যাতনা ভীষণ ॥

পতিত উদ্ধার ভরে তোমার জীবন ।  
 দুঃখিনী বঙ্গের তুমি উজ্জ্বল রতন ॥  
 বঙ্গবাসী হিন্দু আর মুসলমানগণে ।  
 বাঁধিবারে ভক্তিভোরে প্রেমের বন্ধনে ॥  
 তোমার জীবন হরি করেছে রচনা ।  
 বিশ্বাসের ছবি তুমি, আশার প্রতিমা ॥  
 যাও দেব ! স্বর্গধামে, শ্রীহরি তোমারে ।  
 তরুণ সনে লবে অতি সমাদরে ॥  
 না জানি তোমারে পেয়ে অমর ভুবনে ।  
 কত না আনন্দধনি উঠিছে গগনে ॥  
 বুঝি দয়াময় হরি লয়ে তোমা ক্রোড়ে ।  
 “বেশ বেশ” বলে তোমা চুম্বিছে আদরে ॥  
 তোমার চিন্ময় অঙ্গে শ্রীহস্ত বুলায়ে ।  
 অত্যাচার দাগ বুঝি দেন মুছাইয়ে ॥  
 ধন্ত হরি, ধন্ত তুমি, ধন্ত বঙ্গভূমি ।  
 ধন্ত মুসলমানকুল, যাহে হেন মণি ॥  
 করেছে প্রসব ; ধন্ত তব পিতামাতা ।  
 বাঁদেব প্রসাদপাট, তুমি হেন ভ্রাতা ॥  
 বলো বলো প্রিয় ভাই পিতার চরণে ।  
 হিন্দু মুসলমান যেন প্রেমের মিলনে ॥  
 অদ্বিতীয় হরিধনে, প্রেম ভক্তিভরে ।  
 পূজা কহে অনুদিন পরিত্র অস্তরে ॥  
 ওহে প্রেমগজ হরি, করুণানিধান ।  
 হিরিদাস-সত্ত্ব অতি স্নেহের সন্তান ॥  
 বিশ্বাসী ভক্তি প্রেমে তাঁহার জন্ম ।  
 করিয়াছে সুশ্রোতিত ওহে দয়াময় ॥  
 নিগূঢ় মিলন তুমি সাধিবীর ভরে ।  
 হিন্দুমুসলমানপূর্ণ বঙ্গের ভিতরে ॥  
 এ হেন পবিত্র ভক্তের প্রেরণ ।  
 ধন্ত হরি জ্ঞানময় পতিতপাবন ॥  
 আশীর্বাদ কর নাথ যেন চিরদাস ॥  
 হরে ভক্তিবিগলিত যথা হৃদয় ॥

গম ভাই ভয়ী ইত, হিন্দু মুসলমানে ।  
 প্রেমভে ডাকিয়া আনি নূতন বিধানে ॥  
 তোমাতে একাত্ম হয়ে, তোমায় মিলনে ॥  
 বদ্ধ যেন করে নাথাকুক কপাণ্ডে ॥  
 এই ভক্তি করি হরি, তোমার চরণে ॥  
 প্রণিপাত করে দাস ভক্তিযুক্ত মনে ॥

### বিশ্বাসী হরিদাসের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া ও মহোৎসব ।

প্রেমিক সূজন, সচীর নন্দনা  
ভক্তগত প্রাণ তাঁর ।  
 ভক্ত পিতামাতা, ভক্ত বন্ধু ভ্রাতা  
ভক্ত তাঁর গলহার ॥  
 ভক্তের কারণ, মন উচাটন  
হেরি শুকে আনন্দিত ।  
 ভক্তের বিচ্ছেদে মন প্রাণ কান্দে  
ভক্তশোকে শোকাবিত ॥  
 সূজন বিধানে, মনোবদন  
অবদ্য ভক্তভরণ ॥  
 শোণিত স্নিগ্ধ, স্নেহাদি যত  
কৌণ আজি সমুদ্র ॥  
 প্রেমের নিয়মে, অধ্যাত্ম বন্ধনে  
নূতন সম্বন্ধ হল ।  
 হস্তিতক হারা, জেরাতি \* তাঁহার  
এ সম্বন্ধ উপজিল ॥  
 হরিদাস-দেহ, করি কত স্নেহ  
কোলে লয়ে ভক্তবর ॥  
 আনন্দে বিহবল, হরে অবিরল  
নৃত্য করে সুখকর ॥

\* জাতি—পন্যাহুরোধে জেরাতি লিখিত  
হইল ॥

হয়ে বিপ্রধর, স্নেহ-কলেবর  
লয়ে এত নৃত্য কেন ?

অন্তুর ডর, নাহি কি তোমার  
কেন তব ভার হেন ?

বুঝিয়া মনে, প্রেমের বন্ধনে  
জাতি গন্ধ নাহি রয় ।

চণ্ডাল ব্রাহ্মণ, করে আলিঙ্গন  
হটয়া একজ্বর ।

প্রেমের সাগর, গৌর শুণাকর  
তাই হেন ব্যবহার ।

এরূপ না হ'লে, কে তোমা ভূতলে  
ভালবাসে অনিবার ।

মৃতদেহ লয়ে, সমাধি করিয়ে  
দগদগ শুভবর ।

সমুদ্র-সলিলে, স্নান কুতূহলে  
করে হয়ে শুদ্ধান্তর ।

অবশেষে তিনি, কোকানে আপনি  
ভিক্ষা করি প্রেম ভরে ।

প্রিয়বন্ধু তরে, মহোৎসব ক'রে  
সেখা অতি সমাদরে ।

বৈক্য নিকরে, তোষেন আহারে  
হরিতক্ট গন্ধামতি ।

কোথায় এমত, প্রেম সমুদ্রত  
কোথায় এ হেন প্রীতি ?

হরির কিস্কর, বর্ষসহস্র  
প্রাণের বন্ধুর প্রতি ।

গৌরাক্ষের মত, কোথায় এমত  
মধুর স্বর্গীয় প্রীতি ?

হার মোরা কত, না বুঝে নিরন্ত  
বিধানের বন্ধুগণে ।

কত অনাদর, নিন্দা তিরস্কার  
করি ক্রোধ অভিমানে ॥

তঁাহাদের সনে, নিগূঢ় বন্ধনে  
বদ্ধ মোরা চিরদিন ।

বদ্ধ অনাদরে, ভক্তি যায় দূরে  
বিশ্বাস হয় বে কৌণ ।

তাই দীননাথ, কর আশীর্বাদ  
যেন শরৎবন্ধুগণে ।

গৌরাক্ষের মত, আদরি নিরন্ত  
ভালবাসি প্রাণপণে ॥

এই ভিক্ষা করি, হে দীনকাণ্ডারী,  
তোমার পদকমলে ।

করি প্রণিপাত, ওহে দীননাথ,  
আমরা পাপী সকলে ॥

### শ্রীগৌরাক্ষের বিদ্যার সমাদর ।

যখন পৃথিবী পরে, ভীষের উদ্ধার তরে  
বিধান-বসন্তানিল বয় ।

ভাগ্যবতী ধরাসতী, ধরে শুদ্ধ শোভা অতি  
দশ দিগ হয় মধুময় ॥

চন্দ্রমা অমৃত করে, আকাশেতে মধু করে  
অমৃতের উৎস উৎসব ॥

আনন্দে মগন সবে, ছয় প্রথম মহোৎসবে  
শুদ্ধ হয় মানবহৃদয় ॥

বিধাতার কৃপাবারি, আনন্দহৃদয়ে পরি  
পড়ি করে ক্ষণবতী তার ।

বিচিত্র ভাব লহরী, খেলে দিবা বিভাবরী  
প্রাণে নব শক্তি ক্ষুণ্ণি পায় ॥

সাহিত্য কবিত্ব যত্নে হয় সুখে প্রসুতিত  
হৃষ্ট হয় সাহিত্য ভাণ্ডার ।

বুঝি বিধান বারতা, লিখিতে বিশ্ববিধাতা  
করে বিধি আরা এ প্রকৃত ॥

ভকতি-বিধানাগমে, কত কবি বঙ্গভূমে  
আবির্ভূত হলেন আসিয়া ।  
নাঙ্গলায় সংস্কৃতে, নানা ভাবে নানা গতে  
যশস্বতে হুগ্রহ লিখিয়া ॥  
তুংখিনী বঙ্গীয়া ভাষা, লভিলেন কত আশা  
পরিপুষ্ট হল অঙ্গ তার ।  
সাহিত্যরতন কত, কনিষ্ঠের মরকত  
চাকু দেহে শোভে অলিবার ॥  
শ্রীগৌরঙ্গ সুবিদ্যান, সদা বিদ্যাধীর মান  
রক্ষা করে যত্নে অনুক্ষণ ।  
যাহে অলঙ্কার দোষ, না করে কাণো প্রবেশ  
ভক্তিহীন না হয় কখন ॥  
এ তেতু ভক্ত যতন, প্রাণপণে অনুক্ষণ  
করেন ভকতদল গাথে ।  
রচনা পরীক্ষা তরে গোরা, জ্ঞানী দামোদরে\*  
নিখোজেন মহানন্দে মজে ॥  
বিদ্যাতার রূপান্তরে, ভক্তের দৃঢ় শাসনে  
নবীন সাহিত্য সমুদিল ।  
মাহার প্রভাব ভরে, বাঙ্গালীর বরে বরে  
দিব্য ভক্তিগ্রন্থ বিরাজিল ॥  
রূপ জীব সনাতন, নাভাজিও † বৃন্দাবন ‡  
কৃষ্ণদাস, দাস নরোত্তম ।  
আদি কত ভক্ত কবি, প্রেম বৈরাগ্যের ছবি  
রচিলেন গ্রন্থে অনুপম ॥  
ইহাদের যে গৌরু, প্রেমের লীলা মাধুরী  
ভাবী বংশ উদ্ধারি কারণ ।  
করিলেন সুলিখিত, যাহাতে সবে মোহিত  
হটেতেছি মোরা অনুক্ষণ ॥

\* তঁহাকে স্বরূপদামোদরও বলে ।

† ইনি পশ্চিমবঙ্গের গৌরশিষ্য । ইনি  
এসিদ্ধ ভক্তমাল গ্রন্থ রচনা করেন ।

‡ ইনি চৈতন্তভাগবত রচয়িতা শ্রীমদ্ বৃন্দা-  
বন দাস ।

জ্ঞানময় ব্রহ্মধন, সাহিত্য তব বাহন  
তোমা হতে সাহিত্য নিঃসৃত ।  
তব লীলা লিখিবারে, সাহিত্যে কাব্য সংসারে  
তুমিই করহ প্রচারিত ॥  
তাই তব ভক্তগণ, বিদ্যায় করে যতন  
বিদ্যা-তব জ্ঞানের ভাণ্ডার ।  
তব জ্ঞানে সমাগর, করি যেন পরাংপর  
এই ভিক্ষা দাও প্রাণাধার ॥  
সাহিত্যে লীলা তোমার, নিরখিয়া অনিবার  
করি সদা সাহিত্য সেবন ।  
বিত্তহীন সাহিত্য ধন, জাতীয় জ্ঞান সোপান  
এই তত্ত্ব করিব সাধন ॥  
ওহে নাথ জ্ঞানাধার, দাও দাসে হেন বর  
যেন সদা সাহিত্যের যোগে ।  
তব লীলা ভাগবত, প্রচারি হে অবিরত  
অনুদিন প্রেম অনুরাগে ॥  
সাহিত্য বিমল রোঙ্ক, পাপ ঘেষ দূর হৌক  
হৌক তব ইচ্ছাপূর্ণ ভার ।  
এই ভিক্ষা করি হরি, চির দাস ভক্তি করি  
প্রাণপণে নমে তব পায় ॥

শ্রীগৌরঙ্গের অবতারবাদের  
প্রতিবাদ ।

বিশ্বাসী ভকত গোরা প্রেমিক প্রধান ।  
শ্রীহরির দীনদাস, ভূপের সমান ॥  
আমিত্ববিহীন সাধু হরিপরায়ণ ।  
করেন মধুর ভাবে শ্রীহরি সাধন ॥  
ভক্তি প্রেম বিশ্বাসেতে, মহা ভাবরসে ।  
সতত উন্নত রন, আনন্দ উল্লাসে ॥  
যদিও প্রেমোতে মত্ত গোরা মহাশয় ।  
তপালি কখন তিনি অচেতন নয় ॥

চৈতন্য ভক্তের নাম, তকত কখন ।  
 জীবনে সাধনে জানে অচেতন মন ॥  
 পূর্ণ সচেতন ভক্ত, তাঁর প্রাণ মন ।  
 "ঐহরি সম্বন্ধে সলা থাকে সচেতন ॥  
 নয়নে সামাগ্র হুলি পড়িলে যেমন ।  
 নয়ন নিয়ত করি অশ্রু বিসর্জন ॥  
 সেই হুলিকল্পে যত্নে দেয় সরাইয়া ।  
 ভেমনি সামাগ্র দোষে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥  
 ভকত বিশ্বাসী জন হয়েন বিহ্বল ।  
 অপরাধ হেরি প্রাণ হয় যে বিকল ॥  
 দারুণ কষ্টে প্রভু নয়, পত্নী স্বামী নহে ।  
 সন্তান নহেন পিতা, এট বিশ্ব গেহে ॥  
 উপাশ্রয় নহেন কভু দীন উপাসক ।  
 \* ভক্ত নষ্টকৃত্তবান্ হিহ প্রকাশক ॥  
 "ঐহরি কভু ব্রহ্ম নহে, নয় সৃষ্টি হরি ।  
 সৃষ্টিপ্রাপ্তে, প্রভা ব্যক্ত, দিল বিভাবরী ॥  
 ক্ষুদ্র বস্তু হুমহান্ নহে তো কখন ।  
 সমীক্ষা সমীক্ষা নহে জানে সর্বজন ॥  
 এট তো সহজ জ্ঞান, সাধনের মূল ।  
 এক্ষণে ভক্তের কভু নাহি হয় ভুল ॥  
 হুমহান্ বৈভবান্ করিতে প্রচার ।  
 পাঠাইলা প্রেমরস গৌরঙ্গ এবার ॥  
 আপন জীবন্ত আর ব্রহ্ম-স্বতন্ত্রতা ।  
 তাঁর প্রাণে আগরুণ ধাকিত সর্বদা ॥  
 ব্রহ্মজ্ঞান ভুলি যত আর্থানারী নর ।  
 মাননে ঈশ্বর বলি পূজে নিরন্তর ॥  
 ব্রাহ্মণে গুরুকে আর সাধু মহাজনে ।  
 ভ্রম জ্ঞানে ঈশ্বর বলিয়া সবে মানে ॥  
 গৌরঙ্গ-জীবনে হেরি ভাব হুমহান্ ।  
 ভ্রমেতে মানব তাঁরে ভাবে ভগবান্ ॥  
 কিন্তু ভক্ত আপনারে জানেন নিয়ত !  
 "আমি দাস" ভগবান্ নহি কদাচিত ॥

যদি কেহ বলিত তাঁহারে ভগবান্ ।  
 লজ্জা ক্রোড়ে মর্ম্মাহত হত তাঁর প্রাণ ॥  
 নবদ্বীপে এক নারী হরি বলি তাঁরে ।  
 করেছিল প্রণিপাত, আনন্দ অনুরে ॥  
 "গলিন পাতকী আমি, মোরে হরি বলে"  
 এত ভাবি গোরচাঁদ অলি হৃৎখ্যানে ॥  
 রক্ষা দিল প্রাণে জলে দেখে কিছুজ্বিতে ।  
 কিন্তু হরি জুগু রক্ষা করিলা তাইতে ॥  
 ক্রমে দিন গত হল, ভক্ত সূর্য্য প্রায় ।  
 ভারতগগনে শোভা অনুক্ষণ পায় ॥  
 চারি দিগে ভক্তগণ, গৌরঙ্গে ঘেরিয়া ।  
 বিধানের ক্ষোভে ভাসে আনন্দে মাতিয়া ॥  
 সম্রাসী গৌরঙ্গে হেরি, সমগ্র ভারত ।  
 ভক্তি প্রেম বিশ্বযেতে হল বিমোহিত ॥  
 সূর্য্যের মতন তাঁর বৈরাগ্য প্রভাব ।  
 চন্দ্র প্রায় কোমলতা স্নিগ্ধ প্রেমভাব ॥  
 গলিন জগতে হেন স্বর্গীয় চরিত ।  
 দেবিয়া মানববৃন্দ হইল স্তম্ভিত ॥  
 সূর্য্য চক্রে অলৌকিক মহিমা নেহারি ।  
 ভ্রমে ব্রহ্ম বলি যথা ভাবে নরনারী ॥  
 সেইরূপ অসামাগ্র সাধু মহাজনে ।  
 ঈশ্বর বলিয়া ভ্রমে ভাবে মনে মনে ॥  
 দুর্বোধ্য ভক্তের ভাব, গভীর প্রকৃতি ।  
 ব্রহ্ম রূপা বিনা নাই বুঝিতে শক্তি ॥  
 কেহ ভক্তে না বুঝিয়া ক্রোধিত করে ।  
 অগ্নিতে দাহন কিম্বা যন্ত্রণায় মারে ॥  
 অস্ত্র কত লোক আহা অজ্ঞানভাবে ।  
 ভক্তকে ঈশ্বর বলি পূজে আর ঘোষে ॥  
 এটরূপ পৃথিবীর বহু জনগণ ।  
 ভক্ত সন্মুখে ভ্রম করে অনুক্ষণ ॥  
 গৌরঙ্গের সহচর প্রিয় বন্ধুগণ ।  
 অবতারণা বলি তাঁরে ভাবে অনুক্ষণ ॥

একদিন শ্রীঅষ্টৈত আদি ভক্ত জন ।  
 চৈতন্তের নামে করে গীত সংকীর্তন ॥  
 শুনিয়া ব্যথিত হয়ে সচীর নন্দন ।  
 সংকীর্তন স্থল হ'তে, গেলা সেইক্ষণ ॥  
 ক্রোধ করি ভক্তবর আপন শয্যায় ।  
 রহিয়া বিষম প্রাণে সময় কাটায় ॥  
 কীর্তনান্তে ভক্তগণ গৌরানন্দনে ।  
 দলবদ্ধ হয়ে গেলা সবে ভীতমনে ॥  
 হেরিয়া ভক্ততদল, বলিলা ভক্তত ।  
 কি গান করিলে সবে বলহ ত্বরিত ॥  
 তাজি হরিসংকীর্তন, কি করিলে বল ?  
 হৃদয়ে গোমূত্র সবে দিলে অবিরল ?  
 এত বলি প্রতিবাদ করি ভক্তবর ।  
 কিন্তু তাঁর কথা নাহি শুনে কোন নর ॥  
 বিনয় বলিয়া সবে হাসিয়া উড়ায় ।  
 শত্রুহিত্রে ভক্তে হৃৎ দেয় হায় হায় ॥  
 ভ্রমাক্রম গানবগণ, অজ্ঞানভাভরে ।  
 ভক্তের প্রাণের ধন পরম ঈশ্বরে ॥  
 ভক্তেতে আরোপ করি, ভক্তের প্রাণ ।  
 হৃগভীর হৃৎখাষাতে করে মুহমান ॥  
 নহে হেন হৃৎধর, অগ্নি কশাঘাত ।  
 নহে হেন মুকঠিন অশনি-নিপাত ॥  
 তা'হতে অধিক হৃৎ ভক্তগণ সহে ।  
 যদি কেহ তাঁহাদেরে ব্রহ্ম বলি কহে ॥  
 গৌরপ্রিয় বন্ধুগণ, শ্রীগৌরানন্দে যদি ।  
 থাকে অগুমাত্র তব, বিশ্বাস ভক্তি ॥  
 বলোনা ঈশ্বর তাঁরে বলোনা কখন ।  
 দিওনা তাঁহার প্রাণে বাতনা ভীষণ ॥  
 হরীগত প্রাণ ধার, তাঁরে হরি বলে ।  
 ভক্তবিরোধী কভু হ'ওনা ভূতলে ॥  
 তাঁর প্রিয় হরিধনে, তাঁহার মতন ।  
 যে জন ভক্তভরে করেন পূজন ॥

সেই গৌরদলভুক্ত ভক্তত সূজন ।  
 তাঁরে হেরি কপার আত্মা আনন্দিত হন ॥ \*  
 কিন্তু যেনা শ্রীগৌরানন্দে হরি বলে পূজে ।  
 গৌরানন্দের শত্রু সেই, পাপ হৃৎথে মজে ॥  
 নহেন গৌরানন্দ প্রীত, হেন ব্যবহারে ।  
 মনে রেখ এই কথা সত্যত অতরে ॥  
 ওহে পুণ্যময় হরি করুণানিধান ।  
 দাঁও মোরে রূপা করি শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ॥  
 ভুলনারহিত তুমি স্বতন্ত্র স্বাধীন ।  
 তুমি জীব নহ কভু, জীব তবাধীন ॥  
 ভক্তত তোমার দাস, তোমার বাহিন ।  
 তব আজ্ঞাধীন ভূতা দীন অকিঞ্চন ॥  
 এ বিশ্বাসে স্থির মোরে রাখ দয়াময় ।  
 যেন ভক্তে ব্রহ্ম বলি না হয় সংশয় ॥  
 ধরা হতে নরপূজা শৌক অন্তর্ধান ।  
 করুক সকলে ভক্তে প্রকৃত সম্মান ॥  
 ভক্তের প্রাণধন তুমি হে শ্রীহরি ।  
 তোমা'রেই পূজে যেন সব নরনারী ॥  
 ভক্তের চরিত্র আর বিশ্বাস ভক্তি ।  
 লভিয়া তাঁহারে যেন করে সবে প্রীতি ॥  
 এই ভিক্ষা করি নাথ তোমার চরণে ।  
 প্রণিপাত করি হরি ভক্তিয়ুক্তমনে ॥

### শ্রীগৌরানন্দের মহা প্রেমোন্মত্ততা এবং লীলাসমাপ্তি ।

জোরারের কালে যথা মহা বারিনিধি ।  
 ক্রমে ক্রমে স্ফীতবক্ষ হয় নিরবধি ॥

\* শ্রীগৌরানন্দ যেমন শ্রীহরির পূজা করিতেন,  
 তেমনি যে ব্যক্তি শ্রীহরির পূজা করেন, তিনিই  
 শ্রীগৌরানন্দের দলভুক্ত ।

সেইরূপ গৌরান্দের প্রেমের সাগর ।  
 ক্রমে ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া মিলিত হইয়া ॥  
 জোরার ভাটার আর বিচ্ছেদে মিলনে ।  
 অপকৃপা শোভা ধরে গৌরান্দ-জীবনে ॥  
 স্বর্ঘ্যাস্তের পূর্বে কঁড় আকাশের পানে ।  
 চেয়েছ কি হে পার্থক্য প্রেমের নয়নে ?  
 মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আছা পশ্চিমগগন ।  
 প্রাণমুগ্ধকর শোভা করয়ে ধারণ ॥  
 মহানাট্যকার হরি গগন-প্রাঙ্গণে ।  
 কত ছবি চিত্র পট আঁকেন যতনে ॥  
 মুছি পুরাতন ছবি নূতন আবার ।  
 নিমেষে রচেন হরি, প্রেমের আধার ॥  
 সেইরূপ গৌরান্দের অস্তিম জীবনে ।  
 নব নব প্রেমোচ্ছ্বাস হয় দিনে দিনে ॥  
 বসিয়া ভক্তত প্রাণে শ্রীহরি হৃদয় ।  
 রচেন ভাবের ছবি নিত্য মনোহর ॥  
 স্বত হরিপ্রেমমুখ করেন দর্শন ।  
 ততই দর্শন স্পৃহা বাড়ি অনুক্ষণ ॥  
 স্বত হরিপ্রেমরস করেন ভোজন ।  
 তত প্রেম সূখা তাঁর বাড়য়ে তখন ॥  
 অনন্ত পিরাস তাঁর, অনন্ত সন্তোষ ।  
 অনন্ত ব্রহ্মের ক্রোড়ে নিত্য স্বর্গভোগ ॥  
 পৃথিবীতে দেহ তাঁর, কিন্তু আশ্রয়াম ।  
 স্বর্গধামে ব্রহ্মকোলে খেলে অবিরাম ॥  
 সচ্চিদ-আনন্দ স্বন হরি বন্ধ যাকো ।  
 চিৎখণ্ড শ্রীটীতত্ত্ব সত্যত বিরাজে ॥  
 ব্রহ্মের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ আনন্দে-বিহ্বল ।  
 ব্রহ্মানন্দরস পানে মত্ত অবিরল ॥  
 মহাত্ম্য-রসলীলা, নব বৃন্দাবন ।  
 নবীন স্বরগদ্য, আনন্দকানন ॥  
 নিত্য নব নব ভাব ভক্তজীবনে ।  
 সমাপ্ত হয় আছা ব্রহ্মরূপাঙণে ॥

হরিদরশনে প্রাণ, বিচ্ছেদে মরণ ।  
 এই ভাবে ভক্ত করে জীবনধারণ ॥  
 ব্রহ্মচন্দ্র-প্রায় দর্শন সময় ।  
 ভক্তের জীবনে আছা সঙ্গ বৃদ্ধি পায় ॥  
 তথাপি তিলেক তরে হঠলে বিচ্ছেদ ।  
 শোকেতে উন্মত্ত হয়ে করে ভক্ত খেদ ॥  
 দর্শনের মহানন্দ, বিচ্ছেদ যাতন ।  
 কে আছে এমন বল করিবে বর্ণনা ॥  
 জগতের অরূপ সৌন্দর্য্য সকল ।  
 যাব সৌন্দর্য্যের কণা, বলে ভক্তদল ॥  
 সে সৌন্দর্য্যরসে যার হৃদয় গগন ।  
 পাবে সে কি অল্প পানে ফিরাতে নয়ন ॥  
 অন্তরে বাহিরে ভক্ত, হরিদরশন ।  
 করি হরিপ্রেম-নন্দে রচেন গগন ।  
 আকাশে জলধিনী-পর্ব্বত প্রান্তরে ।  
 কুলে ফলে নারীনের বৃক্ষে সরোবরে ।  
 ভক্তি বিধৌত তাঁর নিখিল হৃদয় ।  
 শ্রীহরিকে দেখে নিত্য হইয়া নির্ভয় ॥  
 প্রাকৃতিক শোভাযাকে, বিশ্বের ঈশ্বরে  
 দেখেন আনন্দে ভক্ত সঙ্গ প্রেমভরে ।  
 ব্রহ্মের সৌন্দর্য্যরসে মুগ্ধ প্রাণ গন ।  
 অল্প চিত্ত অল্প ভাব নাহিক কখন ॥  
 হৃদয়ে মনুষ্য আর সবলীর জীবনে ।  
 যে প্রেমের উন্মত্ততা বিদিত ভুবনে ॥  
 তার সনে নারদের প্রগল্ভা ভক্তি ।  
 মিলিলে যে হয় মহা ভাবময়ী শ্রীতি ॥  
 যে শ্রীতির ভরে গৌরা উন্মত্ত নিরত ।  
 প্রেমরাজ্য বাস করে ভক্ত অবিরত ॥  
 অগাধ প্রেমের খনি গৌরান্দ জীবন ।  
 তনু আরো প্রেম চান-ভক্ত অনুক্ষণ ॥

\* উক্ত প্রেমিক দেওয়ান হাকিম, চৌসদ-  
 মনুষ্য এবং আবুবেকর সবলী ।

শ্রীহরি-বিচ্ছেদে আর তাঁহার মিলনে ।  
 হয় অপরূপ ভাব তাঁহার জীবনে ॥  
 দুর্বল কোমল দেহ ভাবের পীড়ন ।  
 সহিবামে পারে বল আঁহা কতক্ষণ ॥  
 কভু প্লবিত প্রাণে নৃত্য অবিরাম ।  
 কখন বিষম মুচ্ছা মৃত্যুর সমান ॥  
 কখন ক্রন্দন করে ভক্ততপ্তবর ।  
 পদ্মচক্রে প্রেমধারা করে নিরন্তর ॥  
 লোমকূপ হতে কভু ছুটে শোণিত ।  
 কভু বর্ষে ভবদেহ হয় আচ্ছাদিত ॥  
 সাস্তিক বিকার বড় হয় দেহে তাঁর ।  
 সে শোভা হেরিলে মন মানে চমৎকার ॥  
 ক্রমে দেহ ক্ষীণতর হইল তাঁহার ।  
 কিন্তু প্রেম মহাভাব বাড়ে অনিবার ॥  
 প্রেমাবেশে ভক্তপ্রাণ এমনি বিহ্বল ।  
 বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হয় ক্ষীণবল ॥  
 এক দিন ভাবে ভোর হয়ে ভক্তবর ।  
 পড়িলা সাগরনীরে, প্রেমেতে কাতর ॥  
 ধীরে ধীরে জ্বলে তাঁরে করিল উদ্ধার ।  
 কিন্তু দেহ মৃতবৎ হয়েছে অসাড় ॥  
 বহুক্ষণ ভক্তকর্ণে নাম উচ্চারণে ।  
 সচেতন হইলেন তৎকৃত তখনে ॥  
 ভক্তরক্ষাতরে বহু প্রহরী নিয়ত ।  
 করিলেন শিষ্যগণ ভয়ে নিয়োজিত ॥  
 উন্মত্তের প্রায় গোরা হরিপ্রেমে মাতি ।  
 অবিস্মৃতে ব্রহ্মানন্দে ভাসে দিবা রাত্তি ॥  
 রামানন্দ রায় আর প্রিয় দামোদরে ।  
 বলিলেন শেষ বাক্য ভক্ত প্রেমভরে ॥  
 নাম সঙ্কীৰ্ত্তন হয় কলযুগে সার ।  
 শ্রীহরিচরণলাভে উপায় প্রসার ॥ \*

সৰ্বসিদ্ধি লাভ হয় নামসংকীৰ্ত্তনে ।  
 এত বলি এক শ্লোক কহিলা স্বতনে ॥  
 “ভক্তবাহু” অনুসারে ওহে ভগবান্ ।  
 ধরেছ অনেক নাম করুণা-নিদান ॥  
 নামমধ্যে তব শক্তি করেছে সঞ্চার ।  
 শয়নে ভোজনে নাম যে ইচ্ছে বাহার ॥  
 লয়ে সিদ্ধমনোরথ হয় জীবনধার ।  
 এমনি করুণা তব পতিতপাবন ॥  
 তথাপি দুর্দ্দৈববশে আমার হৃদয় ।  
 নামে অনুরক্ত নহে ওহে দয়াময় ॥” \*  
 তৎপর স্বরূপ আর রামানন্দ রায়ে ।  
 বলিলেন ভক্তবর মানন্দ হৃদয়ে ॥  
 কিরূপে করিলে নাম হয় প্রেমোদ্ভূত ।  
 তোমরা সকলে শুন হয়ে নিঃসংশয় ॥  
 “তুণ হতে নীচ বলি জেন আপনারে ।  
 তরু হইতে মহিমু হইয়া সংসারে ॥  
 আপনি অমানী হয়ে সেবে দিবে মান ।  
 এই ভাবে চরিত্র গাও অবিরাম ॥” †  
 তার পর বিদ্যাপিয়া কহিলা ভক্তত ।  
 “ধন জন নাহি চাহি ওহে দীননাথ ॥  
 সুন্দরী কবিতা নাহি যাচয়ে হৃদয় ॥  
 এই ভিক্ষা জগদীশ দেও হে আমার ॥  
 ভয়ে জন্মে অহৈতুকী ভক্তি ও চরণে ।  
 থাকে চির দিন যেন এ দাসের মনে ॥” ‡

• এই শ্লোকটি তাঁহার পরচিত ;—

“নামাকারি বহুধা নিজস্বশক্তি  
 স্তোত্রার্পিতা নিরমিতঃ স্তরণে ন কালঃ ।  
 এতাদৃশী তব কৃপা ভগবদ্ভক্তি  
 দুর্দ্দৈবমাদৃশমিহাজনি নামরূপঃ ॥”

† “তুণাদপি মুনীচেন তরোয়িব মহিমুণা ।

অমানিনা মানদেন কীৰ্ত্তনীয়ঃ সৰ্বা হরিঃ ॥”

‡ “ন ধনঃ ন জনঃ ন সুন্দরী কবিত্যঃ না

পরে অশ্রুত এক শ্লোক মূললিত ।  
 পড়িয়া প্রার্থনা করে ভক্ত হৃদিনীত ॥  
 “ওহে প্রভো আমি চির দাস হে তোমার ।  
 ভুলি তোমা ভাবাবে ভাসি অনিবার ॥  
 কৃপা করি এ দাসেরে তব পদধূলি ।  
 করে লও দীননাথ কাতরেতে বলি ॥”  
 তার পর দীনভাবে ব্যাকুল হইয়া ।  
 নিজ শ্লোক পড়ে ভক্ত প্রেমোতে মজিয়া ॥  
 “তব নাম লটতে লইতে মম কবে ।  
 জনয়নে গলদশ্রদ্ধার। যে বহিবে ॥  
 কবে কঠ অবরুদ্ধ হটবে আমার ।  
 বাক্য গদগদ হবে ওহে প্রেমাধার ॥  
 কবে দেহ প্লেকে পুরিবে নিরন্তর ।” \*  
 তার পর বলে ভক্ত শ্লোক অশ্রুতর ॥  
 “গোবিন্দ + বিরহে মম এ জগত হায় !  
 শূন্য হল, নিমেষ হইল যুগ প্রায় ॥  
 প্রাবৃটের প্রায় হল নয়ন আমার ।” †  
 শ্রীহরি বিরহে প্রাণ কান্দে অনিবার ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ জীবন মম হৃদয়ের ধম ।  
 রাখিব হৃদয়ে তাঁরে আমি সর্বক্ষণ ॥  
 এইরূপ সংক্ষেপেতে আত্মপরিচয় ।  
 দিলেন ভক্ততরব, প্রমত্ত হৃদয় ॥  
 প্রাণের নিগূঢ় কথা, প্রিয় বঙ্গুগণে ।  
 প্রয়াণের কালে ভক্ত বলিলা ঘটনে ॥

জগতীশ কান্দয়ে । মম জয়নি জয়নীধরে তবতা-  
 ত্তিরিতৈতুকী ধুঁরি ৮

\* নয়নং গলদশ্রদ্ধায়া বদনং গদগদকরম  
 ধিরা । পুণ্যৈক নিচিৎকং বপুঃ কথং তব নাম গ্রহণে  
 ভবিষ্যতি ॥

† গোবিন্দ—ঈশ্বর । গম পৃথিবীঃ যঃ বেত্তি ।  
 যিনি পৃথিবীকে জানেন ।

‡ যুগান্তঃ নিমেষেণ চক্ৰং প্রাবৃষান্তম্ ।  
 পুণ্যান্তঃ জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

যে হরির ভরে গোরা সত্তত পাগল ।  
 যাহার সৌন্দর্য্যরসে পরাণ বিহ্বল ॥  
 তাঁহার সাধন পথ, প্রেম স্মহান ।  
 নামের মহিম। আর আপনার প্রাণ ॥  
 খুলি সবে বুঝাইলা জনমের মত ।  
 কিন্তু কেহ না বুঝিল ভক্তের চিত্ত ॥  
 হরিপ্রেমে অবসন্ন শরীর তাঁহার ।  
 কত আর সহে বল প্রেম অত্যাচার ॥  
 ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হল চাকু কলেবর ।  
 যেন আত্মা ষাটবারে প্রস্তুত সত্তর ॥  
 একদিন গৌরচন্দ্রে পাওয়া নাহি গেল ।  
 হায়রে প্রদীপ যেন আপনি নিভিল \* ॥  
 পাপলের মত হায় ! প্রিয় শিষ্যগণ ।  
 প্রাণের পুতুলে করে কত অদেষণ ॥  
 মন্দিরে, সাগরতটে কান্দেন প্রান্তরে †  
 পুত্র হারা মাতা প্রায় দূর দূরান্তরে ॥  
 খুজিল বিশ্বাসী ভক্ত বাক্যব নিকর ।  
 কিন্তু কোথা না মিলিল গৌরাজ সুন্দর ॥  
 কোথা গেলে কোথা গেলে সচীর কুমার ।  
 তোমার বিরহে প্রাণ বাঁচে না যে আর ॥  
 তব প্রিয় শিষ্যগণ বিরহে তোমার ।  
 কান্দিতেছে দিবারাত্রি দেখ একবার ॥  
 মূলধূসরিত অঙ্গে, দেখ কে কোথায় ।  
 মৃত প্রায় প’ড়ে সদা করে হায় হায় ॥  
 সোনার প্রতিমা তুমি, প্রাণের সম্বল ।  
 তোমা ছাড়ি দশ দিক্ আঁধার কেবল ॥  
 দেখ হে তোমার লাগি কান্দিছে সংসার ‡  
 কান্দিছে ভারত মাতা দুঃখে অনিবার ॥

\* কেহ কেহ অনুমান করেন শ্রীগৌরাজ পুণ-  
 রায় ভাবাবেশে সমুদ্রকূলে পতিত হইয়া প্রাণ-  
 ত্যাগ করিয়াছেন ।

শুক্ল লতা জীব জন্তু ভূধর গগণ ।  
 দেখনা তোমার তরে করিছে রোদন ॥  
 শোক বস্ত্র পরি যেন প্রকৃতি সুন্দরী ।  
 তোমা তরে কান্দিতেছে দিবাবিভাবরী ॥  
 চারি শত বর্ষ পরে এ পাপীর হিয়া ।  
 দেখনা কান্দিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া ॥  
 পূর্ণিমার পরে যেন অমাবস্তা আসি ।  
 একেবারে ভারতেরে ফেলাইল গ্রাসি ॥  
 আনন্দের কোলাহল, কীৰ্তনের রোল ।  
 ফুরাইল, এবে সুধু কেন্দন কেবল ॥  
 অভিনয় অস্ত্রে বধা নাট্যশালাচর ।  
 ধরয়ে ভীষণ দৃষ্ট মতশোকময় ॥  
 দীপ মালা নিভে যায়, লোক সমুদয় ।  
 শূণ্য করি চলি যায় প্রকাণ্ড আলয় ॥  
 জনকোলাহলে পূর্ণ বিশাল ভবন ।  
 নীরব অধারময় হয় হে যেমন ॥  
 তেমনি গৌরাজহীন বৈষ্ণব সমাজ ।  
 মলিন বিষাদময় হটলেক আজ ॥  
 সম্পন্ন গৃহীর গৃহে সবে পত্র ধন ।  
 যায় যবে পরলোকে, সে দৃষ্ট ভীষণ ॥  
 হেরিলে পাষাণ প্রাণ হয় বিগলিত ।  
 উদ্যান শ্মশানে যেন হয় পরিণত ॥  
 তেমতি গৌরাজহীন ভকতসঙলী ।  
 হাহাকার রবে সদা কান্দয়ে কেবলি ॥  
 নৃপতি প্রতাপ রুদ্র গৌরাজ বিরহে ।  
 ত্যজেছে প্রাসাদ নিজ অবসর দেহে ॥  
 দাম রঘুনাথ শোকে হ'য়ে মুহমান ।  
 মহা হুঃখে বৃন্দাবনে করেছে প্রস্থান ॥  
 বাসুদেব সার্কর্ভৌম রামানন্দ সনে ।  
 গৌরাজ বিরহে দধি হন নিশিদিনে ॥  
 মাধবী মাইতি, বক্রেশ্বর হুপ্তিত ।  
 স্বরূপ পরমানন্দ কানাই ভকত ॥

সবে নিজ গৃহে বসি কান্দেন বিরলে ।  
 ভাসে ভক্ত বৈষ্ণবেরা সদা অশ্রুজলে ॥  
 গৌরাজ-বিরোগ কথা,  
 ব্যাপিলেক যথা তথ্য  
 হিন্দুস্থান হ'ল শোকময় ॥  
 নবদ্বীপে হাহাকার,  
 শোকবহি তর্নবার  
 উঠিলেক দহিয়া হৃদয় ॥  
 ভাগ্যবতী সচী মাতা,  
 হয়েছে স্বরণগতা,  
 গৌরাজের আগে কিছু দিন ॥  
 সাক্ষী দেবী বিমুখপ্রিয়া,  
 প্রাণপতি হারাইয়া  
 শোক হুঃখে রহেন মলিন ॥  
 শ্রীবাস ভক্ত মুরারি  
 ব্রহ্মস্বর ব্রহ্মচারী  
 দামোদর গদগদর দাস ॥  
 সঙ্কর বিজয় আদি,  
 গৌর-শোকে নিরবধি  
 হরিনাম ধরি করে বাস ॥  
 গৌরাজের অঙ্গপরে,  
 শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে,  
 খড়দহে নিত্যানন্দ রায় ॥  
 গিয়াছেন স্বর্গলোক,  
 ভক্তগণ মহাশোকে  
 কান্দে সবে হুঃখে উত্তরায় ॥  
 ভক্ত রূপসনাতন,  
 গেছে শান্তি নিকেতন  
 বৃন্দাবন করিয়া অধার ॥  
 শ্রীজীব গোপাল ভট্ট,  
 নরোত্তম শ্রীভূপতি  
 হরিন্দাস আচার্য রাধক ॥

লোকনাথ আশীর্বাদ,  
আর যত ভক্তবৃন্দ  
কুঞ্জে কুঞ্জে কৈন্দে ভ্রমে সব ॥  
নিচিহ্ন শ্রীহরিলীলা,  
অদ্রুত হাঁহার ধোলা  
শ্রীগৌরাজে সাক্ষোপাজ সনে ।  
স্বর্গধামে লয়ে গেলা,  
বসিল প্রেমের মেলা  
হরিপদ নব বৃন্দাবনে \* ॥  
শ্রীহরি হাদেয়ে লয়ে,  
বিধানের রঙ্গালয়ে  
করে নব লীলা প্রকটন ।  
নিচিহ্ন প্রেমবন্ধনে,  
বদ্ধ হাঁরা নিশিদিনে  
এক প্রাণ, একই জীবন ॥  
প্রতিমার কাঠামেতে, +  
সব নৃত্তি এক সাধে  
বদ্ধ যথা রহে অনুক্ষণ ।  
একত্র পূজিত হয়,  
একত্র সজ্জিত রয়,  
এক সঙ্গে লভে বিসর্জন ॥  
ভেমতি গৌরাজলীলা,  
এক সঙ্গে ফুরাইলা  
হিন্দুস্থান করি অঙ্ককার ।  
প্রাণপ্রিয়তম ধন,  
কোথায় গৌরাজ মন  
জাননীর প্রাণের কুমার ॥  
ভকতি প্রেমের খনি,

বঙ্গের উজ্জ্বল মণি  
বিধানের মরকতহার ।  
উপর ভূমিতে তুমি,  
অন্যত সরসি খনি \*  
আর্ষাভূমি করিয়া উদ্ধার ॥  
কোথা গেলে চলি হায়,  
আসিনে কি পুনরায়  
দক্ষ ছদ্ম করিতে শীতল ।  
বলেছিলে দেব তুমি,  
“আবার আসিব আমি”  
লয়ে প্রেম ভকতি সম্মল ॥  
ভাট কি নববিধানে,  
নবভক্তবৃন্দ-প্রাণে  
কেশবের + চরিত্র-দর্পণে ।  
তোমার প্রেমমুরতি,  
নিরখিয়া পাণ ছদ্ম  
ভক্তিবারি লভয়ে জীবনে ॥  
কোথায় অদৈতাচার্য্য,  
জ্ঞানী ভক্তগণ পূজ্য  
অতি বৃদ্ধ প্রেমিক প্রধান ।  
বিধানের অগ্রদূত,  
সুপ্রসন্ন যোগযুত  
পিতৃসম তুমি মতিমান ॥  
কোথা নিত্যানন্দ রায়,  
তব অদর্শনে হায় !  
বঙ্গদেশ কান্দিয়া আকুল ।  
তোমার মতন কেবা,  
করিবে পাণীর সেবা  
কে সাধিবে আতির নিশ্চল † ?

\* শ্রীহরির পাদপূজা করি নববৃন্দাবনে ।

+ প্রতিমার কাঠাম অর্থাৎ বাহ্যতে ভিন্ন  
ভিন্ন প্রতিমাত্মক একত্র সংযোজিত থাকে ।

\* ধনন করিয়া ।

† নবভক্ত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ।

‡ উন্নত প্রেমিক মহাত্মা নিত্যানন্দ জাতি

উদ্ধৃত প্রেমিক তুমি,  
 মানবের হিতকামী  
 অসঙ্গ বৈরাগী নীরবর ।  
 তোমা হেন প্রেম ভরে,  
 হরিমাম বরে বরে  
 কে শুনায়ে করিয়া আদর ॥  
 ব্রহ্মের বিশ্বাসী দাস,  
 কোথা তক্ত হরিদাস  
 ক্রমা সহযুতা মূর্তিমান ।  
 ভারতে অপূর্ণ কাজ,  
 করিলে তে তক্তরাজ,  
 মিলাইয়া হিন্দু মুসলমান ॥  
 তোমাদের সমাগমে,  
 স্বর্গধাম মর্ত্তভূমে  
 এসেছিল ব্রহ্মরূপাঙ্গণে ।  
 সে অগ্নীয় দৃশ্য ভায়,  
 অতৃপ্তিত পুনরায়  
 হইল এ ভারত ভূবনে ॥  
 যদিও নিষাচ্চ মনে,  
 তথাপি তোমরা ভবে  
 আছ হ'য়ে অজর অমর ।  
 হয়ে আশ্রা নিরাকার,  
 করিছ সদা বিহার  
 ভাব শক্তি রূপে নিরন্তর ॥  
 তোমাদের সূচরিত,  
 প্রেম ভক্তি ভাব বস  
 লুপ্ত নাহি হটবে কখন ।  
 যেখানে ভক্তি-প্রোত,  
 শুদ্ধ ভাবে প্রবাহিত  
 যে স্থানেতে নাম সংকীৰ্ত্তন ॥

যেখানে বিশ্বাস ভক্তি,  
 প্রেম পুণ্য অনাসক্তি,  
 দীনতা বৈরাগ্য বর্ত্তমান ।  
 সেখানে গৌরান্ন মোর,  
 দলসহ নিরন্তর,  
 ভাবরূপে সদা মূর্ত্তিমান ॥  
 হরিসহ হরিদাস,  
 ভক্ত হৃদয়ে বাস,  
 প্রেমরূপে করে দিবানিশি ॥  
 মনভক্ত উৎপাদন,  
 করিছে তক্তজীবন,  
 বিধানের মহিমা প্রকাশি ॥  
 বাঙ্গালীর হৃদিস্তরে,  
 গোবান্ধ বিরাজ করে,  
 গৌরভাবে বাঙ্গালী মোহিত ।  
 নৈলে কেন সংকীৰ্ত্তনে,  
 প্রতি বাঙ্গালীর প্রাণে,  
 ভক্তিভাব হয় উৎখলিত ॥  
 হরিনামে প্রাণ গলে,  
 ভাসে নয়নের জলে,  
 হয় হৃদে কত ভাবোদয় ।  
 কঠোর পরাণ মম,  
 পণে হয় জল সম,  
 প্রেমানন্দে ভাসিয়ে হৃদয় ॥  
 ধন্য দয়াময় হরি,  
 তোমার করুণা স্মরি,  
 প্রাণ মন হয় বিমোহিত ।  
 কি স্বর্গীয় উপাদানে,  
 গড়িয়া তক্ত জনে,  
 করিলে বিধানে প্রকটিত ॥  
 কত তক্ত মহাজন,  
 এক স্থানে সম্মিলন,

করিয়া বিধানরক্ষভূমে ।  
 প্রেমলীলা চমৎকার,  
 করিলে হে বিধাবার,  
 জীবৈ তরাইতে মহোত্তমে ॥  
 বরিষার ধারা প্রায়,  
 তব প্রেম এ ধরায়,  
 নিপতিত হল অনর্গল ।  
 কত ছন্দিসেরোপর,  
 সে জগতে নিরন্তর,  
 পরিসূণ হল অবিরল ।  
 কত মোরে আশীর্বাদ,  
 এখন বিধানে নাথ,  
 হয় যেন এ পাণ্ডুর মতি ।  
 তব গৌরাসঙ্গের প্রতি,  
 মাও হে প্রেম ভক্তি,  
 মাও প্রাণে তত্ত্বকলে প্রীতি ॥  
 তথ্য কি সে দিন হরি,  
 মহাভাব প্রাণে ধরি,  
 লয়ে তব গৌরপদমূলি ।  
 হয়ে দীন অকিঞ্চন,  
 মেনিব তব চরণ,  
 শুকপ্রাণ বাবে প্রেমে গলি ॥  
 তব রূপা বিনা প্রভু,  
 অন্ত পথ নাই কভু,  
 হরিভক্তি লভিবার তরে ।  
 তাই হে একগাঙ্গিনী,  
 বিত্তর হৈ রূপাবিনু,  
 তব পদে নমি ভক্তিভরে ॥

বিশেষতঃ তাঁর, বিধানের সার  
 নববিধি মূর্তিমান ॥  
 প্রহ্লাদ গোলাপ, ক্রমে শুক হয়  
 অথচ সৌরভ তার ।  
 আতর আকারে, স্থায়ী ভাবে রয়  
 পক্ষ দেয় অনিবার ॥  
 বারিদে বারিদে, বিজলি চমকে  
 চতুর বিজ্ঞানী জন ।  
 বিজ্ঞান কৌশলে, ধরি সে ডাড়িড  
 মাধে কার্য অমুক্তন ॥  
 প্রভুর নিয়মে, দেহধারী তত্ত্ব  
 যান চলি স্বর্গধামে ।  
 স্থূল কলেবর, সাকার বিত্তব  
 লুপ্ত হয় ক্রমে ক্রমে ॥  
 “অমতা সাকার, সত্য নিরাকার”  
 এই সত্য বিশ্বপতি ।  
 ভক্তের জীবনে, প্রতিপন্ন করি  
 দেখান জগতে প্রীতি ॥  
 ভক্তের চরিত্র, বিধানে দৃষ্টান্ত  
 মনোরম নিরাকার ।  
 ভাবী বংশ তরে, রাখেন শ্রীহরি  
 যত করি অনিবার ॥  
 বিধানের তত্ত্ব, চাহ যদি তুমি  
 চাহ বিশেষতঃ তার ।  
 ভক্তচরিত্র, শ্রদ্ধা ভক্তি সহ  
 পড় সবে বার বার ॥  
 ব্রহ্মের স্বরূপ, বিধানের সার  
 ভক্তের শুদ্ধচরিত্র ।  
 সব লাভ হবে, ব্রহ্মের আলোকে  
 যদি হয়ে আলোকিত ॥  
 ভক্তের চরিত্র, কর অধ্যয়ন  
 ভক্তের মতন হয়ে ।

ভক্তের জীবন, বিধানের ধনি  
 প্রভুর বিশেষ দান ।

ভক্তপ্রাণধন,                      পরম ঈশ্বরে  
ভজ একান্ত ছাড়ে ॥  
দেশকালানধীন,                      বাহু আচরণ  
ভক্তচরিত নয় ।  
তাহে মুগ্ধ যেন,                      নাহি হয় মন  
সাবধান বন্ধুচর ॥  
ভক্তের প্রকৃতি,                      অন্তর জীবন  
নিগূঢ় মিষ্ট চরিত ।  
তাহে যেন ভব,                      ভক্ততিনয়ন  
বন্ধ থাকে অনিরত ॥  
গৌবান্ধচরিত্র,                      অগাধ সমুদ্র  
যাহে প্রেম-ভক্তিমণি ।  
রহিয়াছে কত,                      সংখ্যা তার বল  
কোথায় পাইবে গণি ॥  
এ হেন সমুদ্র,                      হতে দয়াময়  
প্রেম-মণি কিছু মোরে ।  
ক'রে বিতরণ,                      এ পাপীর হিয়া  
ভক্ত কর কৃপা ক'রে ॥  
গৌর-প্রেমমণি,                      ধরি মম শিরে  
পরি গলে ভক্তিহার ।  
তব পাশপদ্ম,                      ঘেরি বন্ধুসনে  
নাচিব হে অনিবার ॥  
এই ভিষ্ণু করি,                      ও পদ-সরোজে  
করি নাথ প্রপিতা ।  
ভক্তিহীন নৌনে,                      দাস অকিঞ্চনে  
কর দেব আশীর্বাদ ॥

শ্রীগৌরান্দ্রে বৈরাগ্য, মাতৃভক্তি,  
নীতি, স্বজন-সদেহ-ভক্ত-  
বাৎসল্য এবং চরিত্রের  
বিশেষ ভাব ।

গৌরের বৈরাগ্যানিধি স্বর্গীয় রতন ।  
দেখে নাই হেন ভাব পৃথিবী কখন ॥

যুগে যুগে নয়গণ দেখেছে সন্ন্যাস ।  
কিন্তু হেরে নাই কভু বৈরাগ্য-বিলাস ॥  
বিভক্ত বৈরাগ্য সনে প্রেমের মিলনে ।  
কি এক অপূর্ব ভাব হয় এ জীবনে ॥  
হেরিবারে যদি চাপ্ত প্রিয় ভ্রাতৃগণ ।  
গৌরান্ধজীবন তবে কর অধ্যয়ন ॥  
অধ্যাত্ম জীবন তরে অলঙ্ঘ্য নিয়ম । \*  
বৈরাগ্যের বিধি নিত্য জেন সুধীজন ॥  
বিষয়েতে অনাসক্তি, লঞ্চে রহে মন ।  
এই হয় বৈরাগ্যের সংজ্ঞা সাধারণ ॥  
নিষয়ে আসক্তি যদি থাকে হে তোমার ।  
সাধ্য বস্তু লাভ করা অসাধ্য সবার ॥  
তুই প্রভু সেবা কেহ করিতে না পারে ।  
মন রহে হরিপদে অথবা সংসারে ॥  
তাই সব বিধানেন্তে বৈরাগ্য সাধনে ।  
উপদেশ হৃদষ্টান্ত আছয়ে ভুবনে ॥  
কিন্তু বৈরাগ্যেতে হয় জীবন নীরস ।  
স্নেহ প্রেম ভালবাসা যেন হয় নাশ ॥  
বারিহীন শত্রুহীন সুধু ধূলিময় ।  
মরুভূমি প্রায় হয় তাঁহার হৃদয় ॥  
ভ্যাগমস্ত্রে হৃদীকিত হইয়া সে জন ।  
দার। পুত্র পুত্রবিত্ত আশ্রয় স্বজন ॥  
সব ত্যজি গিরিশুভা নির্জন কানন ।  
করেন আশ্রয় নিত্য বৈরাগী সুনন ॥  
পূর্ব নাম পূর্ব ধাম পূর্বের সম্বন্ধ ।  
সব ত্যজিবারে করে অমুদিন বন্ধ ॥  
“কা তব কাত্য কে তব পুত্র” এই নীতি ।  
প্রাচীন বৈরাগিগণ করিতেন শ্রীতি ॥

\* অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিতে হইলে,  
বৈরাগ্যের বিধি গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক ।  
বর্তমান সববিধানে বাহু বৈরাগ্য নাই, একপে  
অন্তবৈরাগ্য প্রার্থনা । অন্তরে বিধিরে বিরাগ,  
বাহে নিকার কর্তৃক ইহাই নববিধানের বিশেষ  
বিধি ।

তাই পৃথিবীর বত সম্বন্ধ ছেদন ।  
করি মুক্ত ভাব তারা করিত ধারণ ॥  
কিন্তু পৃথিবীর বত সম্বন্ধ নিচয় ।  
ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত জানি সুনিশ্চয় ॥  
শুদ্ধ অনাসক্ত হয়ে প্রেমে নিরন্তর ।  
করে নাই পূর্বতন সাধক আদর ।  
কিন্তু বিধাতার এক অপূর্ব কৌশলে ।  
অধ্যাত্ম সম্বন্ধ জ্ঞান উদিল ভূতলে ॥  
বর্গের অপূর্ব শুদ্ধ সম্বন্ধ বন্ধনে ।  
বাঙ্কিলেন গৌরচন্দ্র প্রিয় ভক্তজনে ॥  
ঈশ্বরের সনে জীব অশেষ বন্ধনে ।  
বন্ধ আছে এ সংসারে প্রেমের মিলনে ॥  
ব্রহ্ম পিতা মাতা সখা বিধাতা বাঙ্কব ।  
পতি গতি ধাতা ত্রাতা জীবন-বল্লভ ॥  
ব্রহ্মরূপাণ্ডে জীব সম্বন্ধ নিচয় ।  
বুঝিতে পারিলে লভে ভক্তি-মধুময় ॥  
সেটরূপ জীব সনে সম্বন্ধ জীবের ।  
বুঝিলেই ছিন্ন হয় বন্ধন ভবের ॥  
যে সম্বন্ধ মোহময় অবিন্যা-জড়িত ।  
সদা বর্জ্যনীয় তাহা জানিবে নির্যত ॥  
কিন্তু শুদ্ধ প্রাকৃতিক সম্বন্ধ নিচয় ।  
পরিত্রাণপ্রদ নিত্য অতি মধুময় ॥  
এ অগতে হরিনাম করিয়া প্রচার ।  
জীবিত্যে মানবের কল্যাণ অপার ॥  
মাতা পত্নী অমৃতমি ত্যজিলা নিমাই ।  
বাহিরে সম্বন্ধশূন্য মনে হয় তাই ॥  
কিন্তু ইহা ত্যাগ-মুখে সম্যক গ্রহণ ।  
হরিপাদপদ্মে সবে করি আকর্ষণ ॥  
দ্বারিক সম্বন্ধ করি হরিতে শোধন ।  
সবাকারে করে গোরা অস্ত্রাভে গ্রহণ ॥  
হরিপ্রোমে পূর্ণ হায় হায় আগায় ।  
জাভা পরী প্রতি মোহ নুহি কি তাঁহার ?

সন্ন্যাসের অনুরোধে সচীর নন্দন ।  
ভ্যজেছেন-মাতা পত্নী আশ্রয় স্বজন ॥  
কিন্তু হরিনাম-দিয়া সবাকার সনে ।  
হয়েছেন বদ্ধ গোরা স্বর্গীয় বন্ধনে ॥  
অনুপম মাতৃভক্তি আছিল তাঁহার ।  
যথায় থাকিত গোরা তথায় মাতার ॥  
ল'তেন সংবাদ তিনি তাঁর প্রীতি তরে ।  
প্রসাদ বসন অঙ্গ-দিকতন-সঙ্গরে ॥  
সন্ন্যাসের পরে তিনি হবার স্বদেশে ।  
অসি মাতৃপাদপদ্ম পূজেন-হরষে ॥  
শেষনার শান্তি পরে আসিলে ভকত ।  
আসিলা জননীদেবী হেরিবারে-সুত ॥  
মাতা হেরি শ্রীচৈতন্য দণ্ডবৎ হয়ে ।  
কর্ণকাল মাতৃপদে রহেন পড়িয়ে ॥  
পরে উঠি মাতৃস্বর করি সকাতে ।  
জননীরে পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করে ॥  
বলিলেন স্নেহময়ী জননী আমায় ।  
তব স্নেহধন আমি নারি শোধিবাব ॥  
কিছু মাত্র কৃষ্ণভক্তি থাকে যদি মম ।  
তোমা হতে লভিয়াছি সে বস্তু উত্তম ॥  
জননী পুত্রের তরে করিলা রন্ধন ।  
বন্ধুজনসহ গোরা করিলা ভোজন ॥  
ভোজ্য মধো শাক ছিল তাঁর প্রিয়ঙ্গম ।  
করিলা প্রশংসা তদা ভকত-সন্তম ॥  
সন্ন্যাসী হইয়া তিনি জননীর মনে ।  
দিয়াছেন কত দুঃখ চায় ! নিশি-দিনে ॥  
এ বলি অক্ষেপ তিনি করিতেম কত ।  
মাতৃতথ্যে গাণ তাঁর ছিল বিবাদিত ॥  
সন্ন্যাসের অনুরোধে পত্নীর সহিত ।  
বদিও সাক্ষাৎ তাঁর হয়নি কচিং ॥  
তথাপি তাঁহার কথা আসিত অন্তরে ।  
টানিভেন তাঁর প্রাণ থাকি বহুদূরে ॥



শুনিয়া বলিলা ভক্ত ও দেহ আমার ।  
 তব দেহে নাই আর তব অধিকার ॥  
 করিয়াছ তব দেহ মোরে সমর্পণ ।  
 তব দেহে আছে মোর কার্য অগণন ॥  
 অবশেষে গোরাচন্দ তার হস্ত ধরি ।  
 কান্দিতে কান্দিতে বলে অমুনয় করি ॥  
 “আমার মাথার দিবা শুন সনাতন ।  
 করিও না তব দেহ কদাচ নিধন ॥”  
 শুনিয়া ভক্তের সেই অপূর্ব বচন ।  
 অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে বলে সনাতন ॥  
 শিরে'ধাখ্য করিলাম আদেশ তোমার ।  
 যা বলিবে তাই আমি করিব হে সার ॥  
 আহা কি অপূর্ব প্রেম গোরাঙ্গদয়ে ।  
 প্রেমে নারী হয়েছেন লভি প্রেমময়ে ॥  
 জননীর মত তিনি প্রিয়ভক্তগণে ।  
 বাসেন সতত ভাল পুরাধিকজ্ঞানে ॥  
 তাঁর প্রিয় ভক্ত ভৃত্য গোবিন্দের সনে ।  
 ভ্রমিলেন গৌরচন্দ্র দক্ষিণে দক্ষিণে ॥ \*  
 কত যে বাসিত ভাল তাঁরে সচীমুখ ।  
 সে কথা শুনিলে প্রাণ হয় বিমোহিত ॥  
 দীর্ঘ উপবাস পরে কোন সাধু তাঁরে ।  
 ছয়টা সুপক্ক ফল দিলা সমাদরে ॥  
 কিন্তু গোবিন্দের ক্ষুধা বুঝিয়া ভক্ত ।  
 সকলি তাঁহারে দিলা হয়ে হরষিত ॥  
 যদিও সন্ন্যাসী ছিলা সচীর নন্দন ।  
 মর্কট বৈরাগ্য তাঁর ছিল না কখন ॥  
 গার্হস্থ্য আশ্রয় তরে ছিল গীতি তাঁর ।  
 হবে না সন্ন্যাসী কভু সকল সংসার ॥  
 তাঁর প্রিয় ধর্মভ্রাতা নিভাই চন্দ্রে ।  
 বিধি দিলা গৌরচন্দ্র পরিণয়তরে ॥

নিত্যনন্দ ধর্মপত্নী করিয়া গ্রহণ ।  
 গৃহী প্রচারক হয়ে যাপিলা জীবন ॥  
 একবার তক্ত যবে এলা বঙ্গভূমে ।  
 সতীকুলবধু এক অতি সঙ্গম্মে ॥  
 প্রণমিল আসি তাঁর রাভীষ-চরণে ।  
 ভক্ত আশীষ করে সম্মেহ বচনে ॥  
 পুত্রবতী হও বৎসে মোর আশীর্বাদে ।  
 আশীর্বাদ শুনি বধু কান্দে অবিচ্ছেদে ॥  
 শুনিয়া ক্রন্দন তাঁর পুছে গৌর রায় ।  
 কেন কান্দে আশীর্বাদে বলতো আমার ॥  
 শুনিয়া সকলে তাঁরে বলিলা বিবাদে ।  
 এ'র পতি নীলাচলে রহে তব সাথে ॥  
 পত্নী সনে কোন দিন না করে সাক্ষাৎ ।  
 কেমনে হাঁহার পুত্র হবে অকস্মাৎ ॥  
 শুনিয়া ব্যথিত হল গৌরাঙ্গের মন ।  
 পুন তিনি নীলাচলে করিয়া গমন ॥  
 কুলবধুস্বামী জনে করি তিরস্কার ।  
 পাঠাইয়া দিলা তারে আপন আগার ॥  
 অবশেষে জনমিলে তনয় তাঁহার ।  
 লভিলেন শ্রীচৈতন্য আনন্দ অপার ॥  
 অতি প্রিয় ছিল তাঁর গৃহস্থ বৈষ্ণব ।  
 কত প্রিয় ছিল তাঁর শ্রীবাসাদি সব ॥  
 জীবসেবা তরে সুখু সন্ন্যাস আশ্রয় ।  
 মর্কট বৈরাগ্যে ফণ কিছু নাছি হয় ॥  
 ভক্তিতরে হরিনাম শ্রবণ কীর্তন ।  
 যেই করে সেই পায় শ্রীহরীচরণ ॥  
 গৃহস্থ সাধক কিবা সন্ন্যাসী বৈরাগী ।  
 সকলের তরে এই একমাত্র বিধি ॥  
 এই তত্ত্ব শিখাইতে তক্ত মহাজন ।  
 করিলেন জীব সনে হেন আচরণ ॥

গৌরাক্ষর, শুদ্ধ গেমময়  
মহা সতী নারীর মতন ।  
প্রেমে বিগলিত, পুণ্যে বিভূষিত  
প্রেম পুণ্যে অপূর্ব মিলন ॥  
সতী নারী যথা, অপবিত্র কথা  
কভু না সহিতে পারে ।  
ভেদনি ভকত, দুর্নীতি হরিত  
বিষয় ঘৃণা করে ॥  
পুণ্য বিনা প্রীতি, অসম্ভব অতি  
যথা প্রাণহীন দেহ ।  
পুণ্যের অভাবে, ব্রহ্মানন্দ তবে  
লভিতে না পারে কেহ ॥  
প্রেমিক প্রধান, রসিক মহান  
গৌরাক্ষ সচীনন্দন ।  
তাঁর পুণ্যানীতি, প্রেমের সংহতি  
মিলাইলা অচূর্ণ ॥  
নবনীতপ্রায়, কোমল ধরায়  
বাঁহার হৃদয় মন ।  
নীতিতে সে জন, বজ্রের মতন  
হেরি ভীত জনগণ ॥  
সুকোমল প্রেমে, মালিঙ্গ জনমে  
শিখিলতা ব্যভিচার ।  
ক্রমে আসি তার, গ্রাসে এ ধরায়  
ধর্মশাসন হয় তার ॥  
সুধাময় কীরে, বিন্দু মূত্র \* পড়ে  
যথা করে কলুষিত ।  
প্রেমেতে ভেদতি, পশিলে দুর্নীতি  
হয় সব বিনাশিত ॥

\* মূত্র—গোমূত্র হুঁতে হইবে । এক  
কলসী হুঁকে একবিন্দু গোমূত্র পড়িলে যেমন নষ্ট  
হইয়া যায়, তেমনি প্রেমে একবিন্দু অপবিত্রতা  
আসিলেই উহা বিনষ্ট হয় ।

তাই শ্রীভকত, প্রেমেতে নিরত  
পুণ্য সম্বলিত করি ।  
প্রেমপুণ্যবোগে, শুদ্ধ অচুরাগে  
মত্ত দ্বিধা বিভাবরী ॥  
ছোট হরিদাস, লয়েছে সন্ন্যাস  
কিন্তু কামগন্ধ তার ।  
গৃঢ়ভাবে হেরে, ভাগ করে তারে  
ভনে লাগে চমৎকার ॥  
নারীসম্ভাবণ, তা'ম্নে মিশ্রণ  
সন্ন্যাসীর দৃষ্য অতি ।  
তার দণ্ডদানে; ভক্তদের প্রাণে  
উপজিল ষোড়শীতি ॥  
গৌরভক্তগণ, সাবধান হন  
সবে নীতিপথে বান ।  
গৌরের শাসনে, তাঁর জীবনানে  
নহে নীতি ভ্রমরণ ॥  
মধ্যমালা লভন, যদি কোন জন  
করিত ভক্তের দলে ।  
সচার নন্দন, তারে স্মৃশাসন  
করিডেন সুকৌশলে ॥  
প্রতাপ নৃপতি, \* গৌরাক্ষের প্রতি  
শাতিশয় ভক্তিমাক ।  
গৌরাক্ষচরণ, করিতে বন্দন  
হইলেন বহুবান ॥  
সন্ন্যাস বিধান, নৃপতির মুখে  
বাক্যলাপ যুক্ত নয় ।  
তাই নৃপতিসে; তাঁরে ভেটিবারে  
নাহি দিলা সগাশয় ॥  
নৃপ পরিশেষে; আসি হৃদয়ে  
গৌরাক্ষচরণে পড়ে ।

\* উড়িয়ায় রাজা সংগ্রাম প্রতাপরত্ন ।

জন্মের মত, শুভ অমুগত  
হইলেন ভক্তিভরে ॥  
জানয়ে সবার, রামানন্দ রায়  
গৌরাক্ষের প্রিয় অতি ।  
গোপীনাথ তাঁর, ভাতা অত্যাচার \*  
রাজভৃত্য মন্দমতি ॥  
অপব্যয় তরে, রাজা দণ্ড ভায়ে  
দিবে অতি সুকঠিন ।  
এই কথা শুনে, গৌরাক্ষ-সদনে  
করে সবে নিবেদন ॥  
রাজারে কহিয়া, দণ্ড নিবারিয়া  
দাও গুহে মহাশয় ।  
তনি ভক্তবর, বলিলা উত্তর  
ইথে রাজা দোষী নয় ॥  
রাজস্ব বিনাশ, করি বেই দাস  
করে হেন অপব্যয় ।  
দণ্ডনীয় সেই, জানিবে সদাই  
কর্ম্মমত ফল হয় ॥  
জ্ঞানদৃষ্টি তাঁর, ছিল এ প্রকার  
অজ্ঞারে প্রশ্রয় তিনি ।  
না দিতা কখন, জ্ঞায় সমর্থন  
করিতা দিন বাহিনী ॥  
সাধু লোকনাথ, গৌরাক্ষের সাধ  
ন'দেতে † হল। মিলিত ।

• ইনি অত্যন্ত উদারভাষ্যদর্শনপূর্ব্বক রাজা  
প্রতাপরুদ্রের বহু অর্থ ব্যয় করেন ।

† ন'দেতে—নদীরা নগরে, নবদ্বীপে। মহাশয়  
লোকনাথ একজন আশ্রমী ভক্ত ছিলেন । শ্রীগৌ-  
রাক্ষ শ্রীকৃষ্ণাবদ উদ্ধারের ভার সর্ব্বপ্রথম ই'হার  
উপর অর্পণ করেন । ই'হার ইচ্ছা ছিল শ্রীগৌ-  
রাক্ষের সঙ্গে থাকিয়া লীলাদর্শন ও ভক্তিরসাধন  
করেন । কিন্তু তাহা হইল না । শ্রীগৌরাক্ষ  
তাঁহাকে বলিলেন, তুমি বৃন্দাবন উদ্ধার জন্ত শীঘ্র  
বৃন্দাবনে যাও । ইহাতে লোকনাথ দুঃখিত  
হইলেন দেখিয়া শ্রীগৌরাক্ষ বলিলেন, তুমি আমি  
সংসারে স্থখী হইবার জন্ত আসি নাই ।

বড় সাধ তাঁর, রন অনিবার  
গৌর সনে চচ্ছামত ॥  
অনুরাগী হয়ে, সবারে ত্যজিয়ে  
এলা গৌর দরশনে ।  
প্রেম আলিঙ্গনে, গৌর তাঁর মনে  
দিল। সুখ নিশ্চিন্দনে ॥  
দিনকত পরে, গৌরাক্ষ তাঁহায়ে  
বলিলেন প্রেমভরে ।  
লুপ্ত বৃন্দাবন, উদ্ধার কারণ  
যাও সেথা শীঘ্র ক'রে ॥  
ভক্তের কথা, তনি প্রাণে ব্যথা  
পাইলেন লোকনাথ ।  
ভাবিলেন মনে, কিসের কারণে  
না পুরিল মনসাধ ॥  
সচীর নন্দন, বুঝি তাঁর মন  
বলিলেন স্নেহে গলে ।  
স্থখী হইবারে, আসিনি সংসারে  
তুমি আমি জেন সার ॥  
মোদের নিয়তি, জীবনের পতি  
কেবল জীব উদ্ধার ॥  
তনি ভক্তবর, \* গেলেন সত্তর  
প্রেমতীর্থ বৃন্দাবন ।  
সমস্ত জীবন, সাধন ভজন  
করে সেথা অরুণ ॥  
রমণী-বদনে, একদিন শুনে  
মধুময় ভক্তি গান ।  
শ্রমত হৃদয়ে, সেই দিকে ধেয়ে  
অকৃতাবে ভক্ত বান ॥  
গোবিন্দ তা হেরি, ভক্তে নিবারি  
বলিলা “নারীর গাঁন” ।

\* মহাশয় লোকনাথ

শুনে সচেতন, হইয়া তখন  
 বলে, আজি মম প্রাণ ॥  
 করিলে রক্ষণ, যদি পরশন  
 হত মম নারীসনে ।  
 নিশ্চয় আমার, জীবন এবার  
 হত শেষ জেন মনে ॥  
 তব প্রেমরূপ, আমি কোন দিন  
 না পারিব শোধিবারে ।  
 এই ভাবে তুমি, দিবস যামিনী  
 সাবধান করে মোরে ॥  
 নীতি দৃষ্টি তাঁর, কিবা চমৎকার  
 ভাবিলে অবাক হই ।  
 ছেন নীতি বিনে, কেহ কি ভুবনে  
 হয় কভু বিশ্বজয়ী ?  
 ব্রহ্মের রূপায়, পুণ্যের প্রভায়  
 ভাগবতী তনু তিনি !  
 লভিলে জগতে, শ্রীহরি বাহাতে  
 খেলেন দিবা যামিনী ॥  
 নিকারবিহীন, পাপগন্ধহীন  
 ছেন শুদ্ধ কলেবর ।  
 না পেসে কি কেহ, হরি অহরহ  
 করে নীলা মনোহর ?  
 মহাভাব ভরে, পাত্র এসংসারে  
 শুদ্ধ দেহ মন বিনে ।  
 কিবা আছে আর, তাই দেহ তাঁর  
 শুদ্ধ হল পুণ্যাগুনে ॥  
 এহেন জীবন, করিলে বর্ণন  
 কার সাধ্য আছে বল ?  
 হরিরূপা বিনে, কে বল জীবনে  
 লভিলে ভক্তি সম্বল ?  
 ওহে প্রাণধন, হৃদয়ী অভাজন  
 আমি অতি দয়াময় ।  
 জগতের স্বত, জীব কোটা শত  
 হবে হৃদয়ী অভিশয় ॥

তুমি আমাদের, হৃদয়ী করিবারে  
 চৈতন্তে পাঠালে তবে ।  
 অকাতরে তিনি, দিবস যামিনী  
 বিতরিল ভক্তি সবে ॥  
 কিন্তু জগজন, গোরাঙ্গজীবন  
 ভক্তি বৈরাগ্য তাঁর ।  
 না লয়ে সংসারে, হৃৎখণ্ডেগ করে  
 রোগে শোকে অনিবার ॥  
 তাই প্রেমময়, হও হে সমর  
 হৃদয়ী জগতের প্রতি ।  
 গৌরের চেতনা, গৌরের সাধনা  
 গৌরের ভক্তি রতি ।  
 গৌরের চরিত, দেবতানাহিত  
 গৌরের বৈরাগ্য প্রীতি ॥  
 দিয়া দীনজনে, ভক্তির প্রাবনে  
 ভাসাও জগত পুন ।  
 হৃৎখণ্ডে রোগ শোক, সব ভেসে যাক  
 হৌক স্বর্গ আগমন ॥  
 সেই মহাভাবে, নরনারী সবে  
 পুঙ্খক তোমায় হরি ।  
 আনন্দ স্বরূপে, তোমায়ে এ ভবে  
 হেরুক দিবা শরীরী ॥  
 স্বর্গমর্ত্যধামে, হৌক তব নামে  
 নরনারী দেবদেবী ।  
 হইয়া সতত, তব প্রেমামৃত  
 পিয়ুক জীবনব্যাপী ।  
 পশু পক্ষী লতা, সবাকার ব্যথা  
 ছুই কর প্রেমময় ।  
 কীর্তনের রোলে, প্রেম কোণাহলে  
 মাজুক সব জ্ঞান ॥  
 প্রেমময় হরি, এই ভিক্ষা করি  
 অভক্ত এ চিরদাস ।  
 হইয়া ভূষিত, গৌর-প্রেমামৃত  
 যাচিতেছে তব পাশ ॥  
 ওহে হৃৎখণ্ডারী, দাও ভক্তিব্যারি  
 করহ কৃতার্থ মোরে ।  
 তোমার চরণে, ভক্তিবৃত্তমনে  
 নমে দাস করবোড়ে ॥

ঐ ৩৭২

ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্ ।

## শ্রী শ্রী হরিলীলারসামৃতসিন্ধু ।

সার্কজনীন ও সর্বধর্মসমন্বয়কর গ্রন্থ ।

প্রথমঃ ও সম্বন্ধে যন্তব্য ।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীমমহর্ষীর শুভাশীর্বাদ ।

ও

সাহস সন্তোষমিতং

“শ্রীশ্রী হরিলীলারসামৃতসিন্ধু” নামক আপনার রচিত যে গ্রন্থ পূজ্যপাদ শ্রীমমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে পাঠাইয়াছেন, তাহা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন । আপনার বই উপহার প্রাপ্ত হইয়া তিনি আপনাকে আশীর্বাদ করিলেন যে “আপনার ধর্ম প্রেম উত্তরোত্তর আরো বর্দ্ধিত হউক ও গ্রন্থ প্রণয়নে মানবজন্মেরে ধর্মভাব রোপন করিবার শক্তি আপনার অধিকতর হউক, আপনি স্বকল্যাণে সুদীর্ঘ জীবন যাপন করুন ।” ইতি ১২শে ভাদ্র ১৩০৫ ।

বশংবদ

শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী ।

৫২২ পার্কস্ট্রীট, কলিকাতা ।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রেরিত প্রচারক মহাশয় শ্রীমৎ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত The Interpreter and Youngmen, পত্রিকায় ১৮৯৯ সনের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় লিখিয়াছেন :—

### AN EPIC OF THE NEW DISPENSATION :—

Our fellow believer and brother Sasibhusan Talukdar of Tangail has written an able and extensive epic entitled Hari Lila Rasamrita Sindhu. He has versified the whole theology of the New Dispensation in this modern Mahabharat and shown a power and patience highly creditable. The quality of the verse and the command of language are not inferior to the popular poetry of Krittibas and Kasidas, while the range and difficulty of the subject are much greater. He begins with the most ancient subjects of the Vedic times, goes through the lives of Narad, Janak, Ram and Krishna, Budha and Buddhism, coming down to San-karacharya and his teachings. He takes up the Hebrew religion, the Christian religion and Mahomedanism. There is scarcely anything the Brahmo Samaj has ever dealt with, which he has not elaborated. Though this diffusion becomes now and then perplexing, there is no doubt that

the popular versification for religious subjects will go to instruct the masses and the female sex. More than half the life of popular Hinduism lies in the Ramayan and Mahabharat which Babu Sasibhusan has closely imitated in his Hari Lila.

The "East" of Dacca in its issue of the 10th September, 1898, writes :—

Babu Sasi Bhusan Talukdar, one of the very earnest and most prominent member of the Tangail New Dispensation Brahma Somaj, has been happy in his conception and execution of the book under review. The first volume of the Hari Lilarashamrita Sindhu which he has just published for the Bengalee readers is a book simply unique in its kind. If small things can be compared with the great, it may be said what is Homer to the Greek and Balmiki Ramayan to the Hindus, the Hari Lilarashamrita Sindhu, is to the followers and admirers of the New Dispensation. For it will be read with unusual interest and advantage, we dare say, by all the future generations just as we read in our younger days the sacred Ramayan and Mahabharat. In the book under review, Babu Sasibhusan Talukdar has at the very outset briefly depicted in very simple Bengali verses invocation, adoration, meditation, special prayer, the creation, the Dispensation, the human spirit, the Holy Spirit, the Brahma Dharma, the Trinity and New Dispensation. The first volume has been complete in fourteen chapters of which 1st nine chapters have been devoted to the description of the various Indian Dispensations from the Aryan Yogis and Rishis down to Sankaracharya. In this part he has given in a very succinct manner the life and religion of Narad, Dhruba, Pralhad, Janak, Ram Chandra, Sree Krishna, Sakya Sinha and Sankar. In the 10th, 11th and 12th chapters the life and religion of Abraham, Moses and David, have been very briefly delineated. The thirteenth chapter has been devoted to describing the life and work of Jesus Christ, from his birth down to his resurrection.

In the fourteenth and the last chapter are given the History and the origin of Islamism with a biography of Mahommed and his colleagues. The book is printed in the Mangalganj Mission Press and completed in 254 pages or 34 octavo forms. We devoutly wish the author a long life so that he may successfully publish the subsequent volumes of Sree Sree Hari Lilarashamrita Sindhu.

"The Unity and the Minister" in its issue of the 18th December 1898 writes among the other things the following :—

We have been kindly presented by brother Sasi Bhusan Talukdar of Tangail with a copy of his very interesting work entitled "Sree Sree Hari Lila Rasamrita Sindhu" or the ocean of the nectar of God's dealings. Our Tangail church is well-known for the integrity of faith and Bhakti

and originality of thought of its members. Brother Sasibhusan is well-known for his faith, Bhakti, as well as for his knowledge of theology. The work before us is written in Bengali verse after the manner of the Ramayan and Mahabharat. The cyclopedic theological knowledge of the author and the spirit of orthodox faith he has shown cannot but entitle him to respect and admiration of us all. We shall be glad to see the work completed by the publication of the promised volumes etc.

"The World and the New Dispensation" writes in its issue of the 12th June, 1898 :—

**"SRI SRI HARI LILA RASAMRITA SINDHU"**

The above is the title of a book just published at the Brahmo Mission Office. Babu Sasi Bhusan Talukdar, our fellow believer of Tangail, who published a Translation of the New Samhita into Bengali verse some years ago, has again appeared before the public with the Hari Lilarasamrita Sindhu Vol. I.

The volume before us is an attempt, to our judgment, a successful attempt to bring the knowledge of the learned to the cottage door of the illiterate shop-keeper and cultivator. All the learnings of the Vedas and Vedantas, the Koran and the Puranas are brought within easy reach of those who have not had the good fortune of being masters of the different languages in which they are written. Our friend is a master of excellent popular Bengali versification and he has been gifted with a steady will and direct aim to make the New Dispensation understood and accepted by the people. We are confident that it will repay perusal to every one who will choose to read it and it is our earnest desire that the readers of the volume will try to introduce it to the people who are not expected to read learned books. The New Dispensation is loyal to all the previous dispensations of God. All the sacred books are sacred to us and all the lives of holy men are our sacred treasures. We cannot be too much thankful to the author for the inestimable riches of the lives of the holy men he has given in a handy volume. The arrangement of the book is also excellent. It gives a brief outline of the religion of the New Dispensation together with some devotional notes. The whole of our liturgy has been rendered into beautiful verse.

The book is highly interesting and edifying and is as cheap as it is possible under the present circumstances. We congratulate our dear brother, the author, on his success in bringing about the publication in the form it has appeared and we congratulate the Bengali reading public on their coming in possession of such a store of religious learning. Bless, Bless the God of the New Dispensation who is bringing his mighty sons of old for the edification and salvation of us the unworthy followers

the Dispensation and also of those who have not yet accepted the saving faith.

টাকাইলের স্বর্গীয় বিখ্যাতী প্রচেষ্টা ত্রীমদ রাধানাথ ছোব মহাশয়ের সম্পাদিত ত্র্যম্বকপতির বংশীলিনাদ পত্রিকার মন্তব্য :- আশাকুটীরে “হরিলীলারসামৃতসিদ্ধিতে” নানা লহরে নানা তরঙ্গ উদ্ভিতেছে, বাস্তবিক এই মহাপ্রচেষ্টার বিস্তারিত বিবরণ ও গুণকীর্তন এই সামান্য স্থানের বিষয় নয়, ইহা প্রকৃতই এক রত্নাকর বিশেষ, নানা রত্ন নানা মণিমাণিকা ইহার পবিত্র হৃদয়ে জল জল করিয়া জলিতেছে, ইহার তরঙ্গে তরঙ্গে কত পবিত্র হিলোল বহমান হইতেছে।

সুবিখ্যাত নব্য ভারত পত্রিকা ১৩০৫ সালের দ্বাদশ সংখ্যায় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :- বিশ্বপতি বিধাতার লীলাকাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। লেখক ভাবুক এবং ধার্মিক ব্যক্তি। এইরূপ মধুমাখা পুস্তক এদেশে আবু প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। পৃথিবীর সমস্ত মহাপুরুষগণের জীবনে বিধাতার যে লীলামাহাত্ম্য প্রদীপ্ত হইয়াছে, তাহা কবিতার গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভক্তের ভক্তিরসামৃত পান করিয়া অনেকেই কৃতার্থ হইবেন, আমরা আশা করি।

এতদ্ভিন্ন স্বর্গগত মাননীয় রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের সম্পাদিত Indian Mirrior ও ভক্তিভাজন প্রেরিত প্রচারক ত্রীমুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ সাত্তাল মহাশয়ের নববিধান পত্রিকায়ও এই গ্রন্থের প্রশংসা আছে।

বিবাদসিদ্ধ প্রণেতা সুবিখ্যাত মুসলমান লেখক ত্রীমুক্ত মির মসারক হোসেন সাহেব গ্রন্থকারকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন :-

মহাশয়, এ নরায়ণ ত্রীত্রীহরিলীলারসামৃত সিদ্ধির উপহার শাইবার উপযুক্ত পাছ নহে। যে অমৃত সিদ্ধির অতি ক্ষুদ্র বিন্দুর অণুমাাত্র অংশও বুঝিবার ক্ষমতা এ অজ্ঞান অবোধ তরুজ্ঞান বিহীন পাপ হৃদয়ের সাধা নাই, যে অমৃত সিদ্ধির অতি ক্ষুদ্র লহরীর কণামাত্র গ্রহণ করিবার সাধা এ মোহাককারাচ্ছন্ন অপরিপক্ক হৃদয় মস্তকে নাই, তাহার নিকট উপহার!! আমি জানি, আমি কিছুই জানি না, আমি বিশেষ করিয়া বুঝি, আমি কিছুই বুঝি না, তবে ভাল বাসিয়া যাচাই ভাবিয়া পাঠাইয়া থাকেন, অতি সমাদরে মহাতাগ্য জ্ঞানে হৃদয় ও মনের সহিত ত্রীত্রীহরিলীলারসামৃত সিদ্ধি মস্তকে ধারণ করিলাম। দয়াকর সাগর ত্রীহরির কৃপা হইলে, হরিলীলার সূচ্যে পরিমার্জ রসামৃতে পাপ পূরিত ত্রাপে ভড়িত অতিশয় কলুষিত অন্তরেও অমৃতধারা ছুটিতে পারে, লহরী খেলিতে পারে। দয়াময়ের দয়্য অসীম! সুহৃদ! ত্রীত্রীহরিলীলার আলোচনা পবিত্র ও পুণ্য! আদি অন্ত অমৃতময় স্বর্গীয় পরিমল সুধার পরিপূর্ণ! তাহার আবার সমালোচনা? হরি গুণগানের আবার উত্তম, মধ্যম, অধম? যে অক্ষরেই হরিনাম অঙ্কিত না থাকুক, যে বিধান সূত্রেই হরিনামের পবিত্র জ্যোতির্ময় মনমুগ্ধকর মালা গ্রহণ না থাকুক, সর্বকালে সর্বদেশে মহাশয় সমাজে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে, একমুখে হরিনাম কীর্তনের গৌরব অতুলনীয়। আপনি কত

পবিত্র মুখ একত্র করিয়া কত সাজে, কত প্রকারে, কত ভাবে, সেই দয়ালু হরিণ-কীৰ্তনের প্রয়াস দেখাইয়া অপূৰ্ণ মিলনের আশ্চর্য্য সমাবেশ করিয়াছেন। জগৎ ক্ষেত্রের পরিশুদ্ধ উদ্যানের পবিত্র জ্যোতিৰ্ম্ময় অখচ নানা সৌরভে সুরভিত কমলদলে হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধক নয়নের প্রীতিসাধক এক অতি উচ্চ ভাবের গুচ্ছ নির্মাণ করিয়া শ্রীশ্রীহরিরই লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে আপনাকে ধন্তবাদ প্রদান করিতেছি, আরও আশীৰ্ব্বাদ করিতেছি যে, পরকালে আপনার মুক্তিপঞ্চ পরিকার হইয়া আবৰ্জনা বিহীন ভাবে থাকে। অনন্তকাল পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীহরি পদেই যেন শান্তি স্থখে স্থখী হন।

২৭শে ভাদ্র, ১৩০৫ স্কন।

ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় (সুপারিটেডেণ্ট নবাব ষ্টেট, জামুকাঁ, টাঙ্গাইল) মহাশয় লিখিয়াছেন :—আপনার প্রণীত পুস্তকখানা প্রাপ্ত হইলাম এবং ইহা আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। নানা বিষয় ধরিয়া ইহা অপেক্ষা উত্তম ও বিদগ্ধরূপে ভগবৎস্বরূপ বর্ণনা হইতে পারে কি না সন্দেহহীন। আপনার কবিতাগুলি অত্যন্ত সুশ্লীলিত, সরল, এবং সুপাঠ্য হইয়াছে সন্দেহ নাট। আমি স্বরূপ বর্ণনা সম্বন্ধে এইরূপ কবিতা আর পাঠ করি নাই; অধিক কি লিখিব, জগদীশ্বর আপনাকে চিরজীব করুন এই প্রার্থনা।

২৯শে আশ্বিন, ১৩০৫।

টাঙ্গাইলের মুসলমান মৌলবী ও কাজী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মহম্মদ হুসাইন খাঁ সাহেব লিখিয়াছেন :—আপনার শ্রীশ্রীহরিলীলারসামুদ্র সিদ্ধ নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আপনাকে ধন্তবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। বইখানি অতি সুন্দররূপে সৰ্ব্বগ্রাহী মিষ্টভাবের লিখিত হইয়াছে। সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল বিষয় গুলি পরিকার রূপে একত্রীভূত করা হইয়াছে। বিশেষতঃ আখেরী পরগণার মহম্মদ রজুলালা ছাত্রামাঠো আলাহুহেছলাম ও তাঁহার প্রিয় হজরত ওমর রাজিআল্লা হো আনহর জীবন চরিত্রের যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে কোন বিষয় কুরুগুস্তা হইয়াছে এমন বোধ ও বিশ্বাস করি না, বাস্তবিকই ঠিক বর্ণনা করা হইয়াছে। আমি খোদাতালায় নিকট আপনার দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি এবং আপনি যেমত আশা করিয়াছেন, খোদাতালা তদ্রূপ আপনাকে ওমরের মত ধর্ম্মবিশ্বাস দিউন, এই আমার শেষ প্রার্থনা। ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯০০।

বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের সুপরিচিত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন :—শ্রীশ্রীহরিলীলারসামুদ্র সিদ্ধ, এই গ্রন্থ পাঠে ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যক্তি মাত্রই উপকৃত হইবেন। গ্রন্থকার শ্রীশ্রীহরিলীলা বর্ণনা উপলক্ষে সুশ্লীলিত পদ্যে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং মহাপুরুষ ও ভক্তবৃন্দের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা মনোহর হইয়াছে। শ্রীশ্রীহরিলীলারসামুদ্র সিদ্ধর ভাষা সরল এবং স্বচ্ছ।

মহামহিমাযুক্ত গবর্নর লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের অজুন্নতানুসারে তাঁর আইজেন্ট  
সেক্রেটারী মহাশয় লিখিতেছেন ;—

Governor's Camp.  
Bengal.

Dear Sir,

I am directed to acknowledge with thanks the receipt of your book entitled "Sri Sri Harililarashamrita Sindhu" A copy has been placed on His Excellency's table.

Yours faithfully,  
(Sd.) Illegible,  
Private Secretary to the Governor,  
Bengal.

সুপ্রসিদ্ধ ইছলামধর্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত শেখ জমির উদ্দীন সাহেব লিখিয়াছেন ;—

"শ্রীশ্রীহরিলীলারশামৃতসিন্ধু" ১ম খণ্ড পাঠ করিয়া আনন্দসাগরে আপ্লুত হইলাম। ধর্মশিখার ব্যক্তি যাজেই ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন। আমি পাঠ করিয়া অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। হজরত মোহম্মদের (দঃ) জীবনীর পদ্যানুবাদ পাঠে একেবারে বিমোহিত হইয়া গিয়াছি।" পোঃ গাঁড়াডোব—নদীরা। ১২শে পৌষ ১৩১৯।

চাক্রাইলহ ভূতপূর্ব ইছলাম রবি নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৩১৯ ২৪শে শ্রাবণ) লিখিয়াছেন :—কবিতাগুলি অত্যন্ত রসাল, সুললিত এবং সুপাঠ্য হইয়াছে। জগতে যাহার ধর্মশিখার উদ্বাহার যে ধর্মাবলম্বীই হউন না কেন, এই গ্রন্থ পাঠে মোহিত ও উপকৃত হইবেন। জগতের সমস্ত ধর্মের সার মর্ম, বাবতীর মহাপুরুষ ও সাধুতত্ত্ববন্ধের যে স্থম্বর চিত্র ইহাতে প্রতিকলিত হইয়াছে আমরা কোন গ্রন্থে এ পর্যন্ত তাহা পাই নাই। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান এই তিন ধর্মের সারতত্ত্ব একত্র একভাবে সমাবেশ বঙ্গ-সাহিত্যে নূতন। \* \* \* গ্রন্থকার মুসলমানধর্মের প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মহম্মদ মতকার (দঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্বাহার সাহাবীদের চরিত্র বর্ণনা করিতেও ক্ষণী করেন নাই এবং সেগুলিও অতি সুন্দর হইয়াছে। \* \* \* পাঠে তীব্রক নায়েই আনন্দহার হইবেন। হিন্দু মুসলমান যাজেই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যে অপরি-  
মীয় আনন্দ ও পরম উপকার লাভ করিবেন তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। \* \* \*

১৩১৯ সনের পৌষের কুশলহ পত্রিকা গ্রন্থখানির বহুল প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন,—  
"এই পুস্তকখানি অতি কল্যাণদায়ক এবং সুপাঠ্য। ইহা একপ্রকার সর্বশ্রেষ্ঠ  
মহাকীর্তনবিবেশ, ইহাতে কোন ধর্মের সহিত কোন ধর্মের বিরোধ নাই।" \* \*

একত্রিংশ বরমনসিংহের সাপ্তাহিক পত্রিকা চাক্রমিহির এবং শান্তিপুর হইতে প্রকা-  
শিত নবযুগ নামক দ্বাদশিক পত্রিকা এই গ্রন্থের প্রশংসা করিয়াছেন।



## বিজ্ঞাপন ।

তত্ত্বজ্ঞানতরঙ্গিনী ( গ্রন্থকারের পিতৃদেব স্বর্গীয় শ্রীমদ্ দ্বারকানাথ তত্ত্ববাগীশ তালুকদার কৃত ) , মূল্য	১১
শ্রীশ্রীহরিলীলারসামুভাসিকু ( প্রথম খণ্ড )	১১
ঐ ঐ ( দ্বিতীয় খণ্ড )	১১
পদ্ম নবসংহিতা ( মহাসম্বরচাৰ্য্য ব্রহ্মানন্দ শ্রীমদ্ কেশবচন্দ্র সেন প্রণীত নবসংহিতার পঞ্চাঙ্গবাদ )	১০
ব্রহ্মোপাসনা	১০

— — —









